বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

৩৭৩। ১ নং অপার চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

এস্, কে দাস, এণ্ড কোম্পানী।

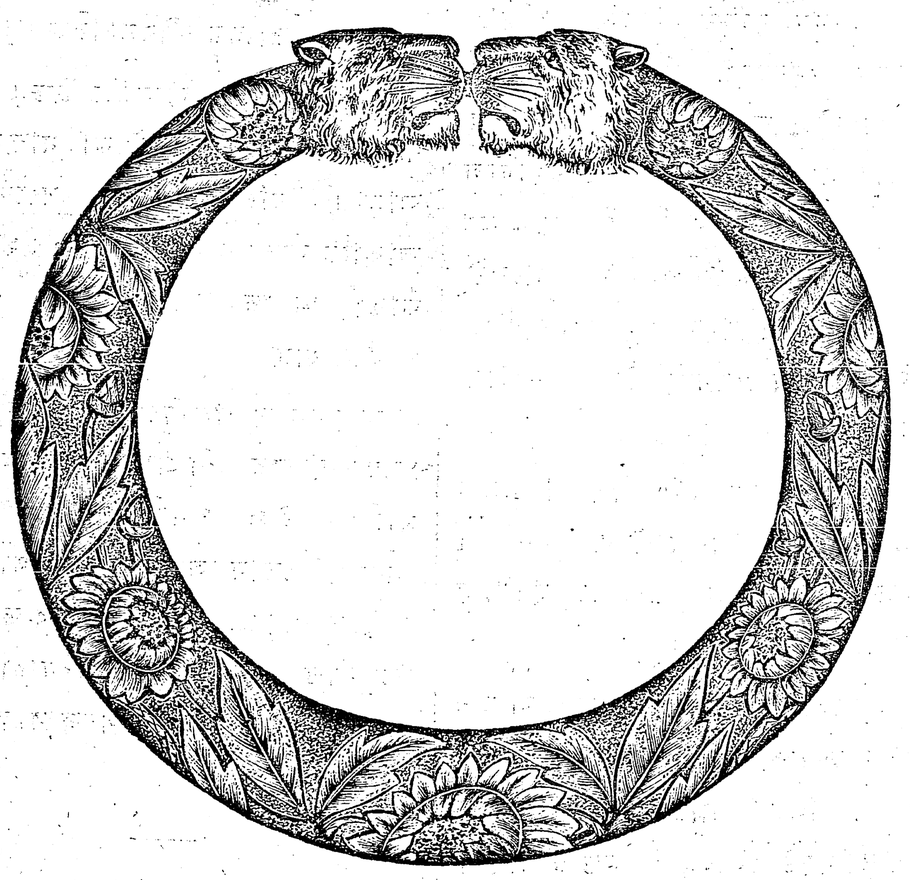

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১ম সংখ্যা।] বৈশাখ, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের "পরিচারিকা" এবার চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা তাঁহারই প্রসাদে গত বৎসর ইহাকে যথা নিয়মে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি। আশা করি, ভবিষ্যতে ইহা আরো উৎসাহ এবং দক্ষতার সহিত বঙ্গীয় নারীসমাজের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে। এবং পাঠিকাগণও ইহার পরিচর্য্যা সাদরে গ্রহণ করিবেন। পরিচারিকা বৃদ্ধা সেবিকার ন্যায় একান্ত মনে মহিলাকুলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; বেতনের অপেক্ষায় ব্রতসাধনে সে উপেক্ষা বা আলস্য করিবে না। কিন্তু তাহার জীবন রক্ষার ভার যাঁহাদিগের উপর আছে, তাঁহারা যেন ইহাকে বিস্মৃত না হন। নারীজাতির বুদ্ধি হৃদয় আত্মার পরিচর্য্যার জন্য আপনা হইতেই সে একার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। অজ্ঞান কুসংস্কার সংসারাসক্তি দূর করা এবং ভগবানে প্রেম ভক্তি উদ্দীপন করা একমাত্র যাহার সঙ্কল্প; বিশেষতঃ এই বর্ত্তমান বিলাস সভ্যতা এবং অধর্ম্ম অসাত্ত্বিকতার স্রোতের প্রতিকূলে প্রাচীন আর্য্যভাব ধর্ম্মনিষ্ঠা ভক্তি বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাকে সকলে সাহস ভরসা প্রদান করুন। ধর্ম্মময় দীনবন্ধুর মুখ চাহিয়া, নারীস্বভাবের দয়া সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় আমরা নববর্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

গত চৈত্র মাস হইতে ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধ রক্তপাত নরহত্যা দাঙ্গা হাঙ্গামার অনেক গুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের দিকে আরো কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। পশ্চিম সীমার পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিরা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ করিয়াছে, আবার পূর্ব্বসীমায় মণিপুরে মহা সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ কাল নরহত্যা আত্মহত্যার কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। গ্রীষ্মের ভয়ানক উত্তাপে যেমন শরীর উত্তপ্ত হয়, তৎসঙ্গে লোকের মনও বড় গরম হইয়া উঠে। মণিপুরের রাজা এবং সেনাপতি যে কয় জন প্রধান পদস্থ ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন। বর্ত্তমান মাস শেষ হইতে

না হইতে মণিপুর রাজ্যে কত বীভৎস কাণ্ড হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

এ দেশের জননীরা সচরাচর সন্তানগণের দেহরক্ষা এবং পান ভোজন বসন ভূষণের জন্য যেমন আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন তাহাদের সুকোমল স্বভাবজাত সদ্‌গুণের বীজগুলি অঙ্কুরিত করিবার জন্য তাদৃশ যত্নশীলা নহেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কুসুমতুল্য সুকুমার বপু দর্শনেই তাঁহারা মোহিত হইয়া যান; ভিতরে যে আরো সৌন্দর্য্য আছে তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে না। আদর মমতা মিষ্ট বাক্যের সহিত বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে যদি সৎশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সকল শিক্ষা আর কোন কালে বিলুপ্ত হয় না। গুরু জনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগকে অবনত শিরে প্রণাম, সম্ভ্রম সূচক ভাষায় সম্বোধন, দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধকে সাহায্য প্রদান, জ্যেষ্ঠের প্রতি বাধ্যতা, এই সমস্ত বিষয়ে গোড়া হইতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। নতুবা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে না হইতে বালক বালিকারা অহঙ্কারী অবাধ্য কটুভাষী দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠে, বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অবমাননা করিতে শিখে, দাস দাসীদিগের উপর অত্যন্ত গর্ব্বিত হয়। এই সকলের জন্য প্রথমে জননীই দায়ী; কেন না, তিনিই মানবজাতির প্রথম শিক্ষয়িত্রী।

যাঁহারা ভালরূপে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানের আস্বাদন প্রাপ্ত হন নাই, কিম্বা লেখা পড়া শিখিয়াও যাঁহারা এ বিষয়ে আলস্য উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের যাহাতে জ্ঞানে রুচি জন্মে, এবং চিন্তাশক্তি প্রস্ফুটিত হয় তৎপক্ষে পুরুষের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। স্বামী পুত্র ভ্রাতা পিতা বা অপর আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে নীতিসন্দর্ভ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি পড়িয়া শুনাইবেন, এবং বুঝাইয়া দিবেন। পাঠিকাগণও এ বিষয়ে লজ্জা ত্যাগ করিয়া পুরুষের সাহায্য যদি গ্রহণ করেন, ভবিষ্যতে সুফল ভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া সকল বিষয় বুঝিয়া লন, মতামত প্রকাশ করেন, দোষ গুণ আলোচনায় সমর্থা হন ইহাই আমরা দেখিতে চাই। অজ্ঞানাবস্থায় কিম্বা অল্পশিক্ষার অবস্থায় চিন্তা করিতে ভাল লাগে না, বুদ্ধি খাটাইয়া কোন বিষয় বুঝিতে হইলে মন বিরক্ত হয়। কিন্তু চিন্তাশক্তিবিহীন জীবন জড়পিণ্ড বৎ। যাহার ভাবুকতা এবং চিন্তাশীলতা আছে সে নিজেই এক জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে চিন্তা এবং ভাবের রাজ্যে সুখে বিচরণ করে। একটু কোন অবলম্বন পাইলে তাহার ভিতরে যেন স্রোত বহিতে থাকে। এই জন্য মহাজনবাক্য, জ্ঞানীদিগের চিন্তার সহিত মনের সংঘর্ষণ আবশ্যক। এইজন জ্ঞানী বুদ্ধিমানদিগের সহবাসও প্রার্থনীয়।

আশ্চর্য্য ঘটনা।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কুথ্‌বার্টে একদল আমেরিকান সেনা দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়। সেই সেনাদলের একজন অধিনায়কের নাম ছিল লেফ্‌টেনেণ্ট মর্‌ফি সাহেব। কুথ্‌বার্টের সন্নিকটস্থ ব্লেকলি নামক অপর এক স্থানে মর্‌ফির একজন ভ্রাতাও সৈনিকদলে কার্য্য করিত। এক দিন মর্‌ফির ভ্রাতা সেনাদলের বেতন দিবার টাকা লইয়া আসিবার জন্য ব্লেকলি হইতে কুথ্‌বার্টে প্রেরিত হয়। সে কুথ্‌বার্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে রজনী মর্‌ফির শিবিরে রাত্রি যাপন করে। প্রত্যুষে এই সৈনিক অর্থসঙ্গে পদব্রজে গম্য পথে যাত্রা করিল। তিন ক্রোশ ভ্রমণের পর পথশ্রান্ত হইয়া সে এক গৃহস্থের গৃহে বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইল। তথায় উপস্থিত সকলের নিকট আপনসমভিব্যাহারের অর্থের কথা উল্লেখ করে। জিম্‌ব্রাউন নামে একজন দরিদ্র ব্যক্তি ঐ অর্থের কথা শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার মনে ঐ অর্থলাভ করিবার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। সে আরও মনে করিয়াছিল, আমেরিকায় প্রাণ নাশ করাতে তত পাপ নাই। সৈনিককে পথভ্রান্ত করিয়া ঐ অর্থ হস্তগত করিবে এই মানস করিল এবং তাহাকে প্রতারণা করিবার জন্য যাত্রার সময় সৈনিক যে পথে ব্লেকলি যাত্রা করিয়াছে, বলিল তাহা ঠিক পথ নহে। সৈনিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কোন্ পথ ঠিক?" জিম বলিল, আমি দেখাইয়া দিতেছি। সৈনিক অসন্দিগ্ধ চিত্তে জিমের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ব্লেকলি সহরের বড় রাস্তা ছাড়িয়া জিম মাঠ ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া সৈনিককে লইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে উভয়ে একটি ডোবার সম্মুখে উপস্থিত হইল। জিম বলিল এই ডোবা পার হইতে হইবে। পরে কৌশলক্রমে ঐ বিজন স্থানে সৈনিককে অগ্রসর হইতে দিল। এবং পশ্চাৎ হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। পিস্তলের গুলি লাগিবামাত্র সৈনিকের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমুদয় অর্থ লইয়া জিম্‌ব্রাউন পলায়ন করিল। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, পথিমধ্যে সে ধৃত হইয়া শাস্তির জন্য যথাস্থানে প্রেরিত হইল। পরে বিধিমতে বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইল।

ও দিকে খুনের পর রাত্রিতে মর্‌ফি সাহেব শিবিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, হঠাৎ শিবিরদ্বারের বস্ত্র সঞ্চালনের শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন, যদিও চারিদিকে বাতাসের চিহ্ন মাত্র নাই, আকাশ অতি পরিষ্কার, কিন্তু তাঁহার শিবিরের বহির্ভাগের দ্বারে বস্ত্র অতি বেগে সঞ্চালিত হইতেছে। চতুর্দ্দিক অতি স্থির নিস্তব্ধ, কেবল ঐ শব্দ কর্ণে গেল। তিনি কারণ জানিবার জন্য শিবিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। কিন্তু

তৎক্ষণাৎ শব্দ থামিয়া গেল। তখন তিনি ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইবার পর পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শব্দে শিবির দ্বার সঞ্চালিত হইতে লাগিল। আবার তিনি শিবিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। এবার দেখিলেন, অনতিদূরে বৃক্ষতলে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন সে ব্যক্তি তাঁহার সৈনিক ভ্রাতা। ভ্রাতা তাঁহাকে বলিল যে, সহরের কয়েক মাইল দূরে সে কোন বিপদে পড়িয়াছে এবং মর্‌ফিকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। মর্‌ফি ভ্রাতার পশ্চাতে চলিলেন। নিঃশব্দে উভয়ে পথ ত্যাগ করিয়া মাঠ দিয়া উপরিউক্ত ডোবার নিকটে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ মনুষ্যমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। এবং তাহার পরিবর্ত্তে মর্‌ফির চমকিত চক্ষের সম্মুখে তাঁহার ভ্রাতার প্রাণহীন দেহ সম্মুখে প্রকাশিত হইল। এই ভয়ানক ব্যাপারের তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারিয়া এবং শ্রান্ত ও মহাভীত হইয়া মর্‌ফি সহরে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে মর্‌ফি ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ কিছু প্রাপ্ত হয়েন নাই। পরদিন সেনানিবাস হইতে একদল লোক ইহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য প্রেরিত হইল। শীঘ্রই তাহারা মর্‌ফির ভ্রাতার মৃতদেহ লইয়া ফিরিয়া আসিল। এইরূপে জিম্ ব্রাউনের অপরাধের একটি প্রমাণ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া গেল।

সুখ বড় না কর্ত্তব্য বড়।

এ সংসারে সুখ কয় জনের ভাগ্যে মিলে? সুখের জন্য সকলই ব্যগ্র, সুখের আশায় সকলেরই মন লালায়িত, সুখ পাইবার জন্য মানুষ কত চেষ্টা করে। কাহার না সাধ যায় সুখী হইতে? কিন্তু সংসারে সুখী লোক কত কম। কয়জনের সুখের আশা, সুখী হইবার সাধ মিটে? ভবপথে চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মানুষ বলে, সুখ কোথায়, সুখ কোথায়? সে সুখের আর সাক্ষাৎ পায় না। সুখের কল্পনা মানুষ বাল্য কাল হইতে করে। সুখের চেষ্টায় মানুষ আজীবন ঘোরে, কিন্তু হায়! সুখের আশা মরিচীকাবৎ কচিৎ কাহারও জীবনে সফল হয়। কাহার কাহার এ জীবনে সুখের সাক্ষাৎ মিলে না। যদিবা কাহারও জীবনে সুখ হয়, দুদিনে হয়ত সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। একটি বচন আছে, মানুষ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে যে জীবন মধুময়; মানুষ জাগিয়া দেখে যে জীবন কেবলই কর্ত্তব্যময়; বাস্তবিক জীবন কেবলই কর্ত্তব্যময়। কর্ত্তব্যই জীবন, কর্ত্তব্যই সত্য, কর্ত্তব্যই ন্যায়। যে এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারে তাহার জীবনই সুখের জীবন। যে জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিল, ভবে আসা তাহার বৃথা। যে আপন কর্ত্তব্য পালন করিল সেই যথার্থ ধার্ম্মিক; কর্ত্তব্য বিনা ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি এই কর্ত্তব্য পালন। নীতির মূলমন্ত্র

এই কর্ত্তব্য পালন। কর্ত্তব্য অর্থ ঈশ্বরের আদেশ, বিধাতার বাণী। কর্ত্তব্য পালন বিনা সুখ কোথা? কর্ত্তব্য পালনে যে সুখ তাহাই চিরস্থায়ী। যে আপন কর্ত্তব্য পালন না করিয়া সুখী হইবার আশা করে, কিম্বা সুখী হয়, তাহার সুখ দুদিনের। কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, নীতিপরায়ণ সে। কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, ধার্ম্মিক সে। কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, সে দুঃখী হইলেও সুখী। কর্ত্তব্য মহৎ জীবনের ভূষণ। সুখে হউক দুঃখে হউক কর্ত্তব্যপালন করিতেই হইবে। এই জন্যই সকলের ভবে আসা। যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতে হইবে, সুখ দেওয়া বিধাতার হস্তে। সুখ আর কি? জীবনের কাজ করিতে পারাই যথার্থ সুখ। সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া যেন কর্ত্তব্য না ভুলি। সুখ অপেক্ষা কর্ত্তব্য বড়।

আধ্যাত্মিক বিবাহ।

(শেষাংশ)

এই ভাবে দুই জনে পর্ব্বত অরণ্যে নদীতটে সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে এক দিন কুম্ভ রাজাকে কহিলেন, "আমি প্রতিদিন রজনীযোগে নারী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকি; এক্ষণে আমার একান্ত অভিলাষ যে, কোন ব্যক্তিকে বিবাহ এবং আত্মদান করিয়া এই স্ত্রী রূপের সার্থকতা করি। বলিতে কি, এই ত্রিভুবনে আপনিই আমার অনুরূপ ভর্ত্তা। অতএব আপনি আমাকে অদ্য রজনীতে পত্নীত্বে বরণ করিয়া কৃতার্থ করুন। দেখুন, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বলোকসুখজনক এই বিবাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।"

শিখি। এরূপ বিবাহে শুভ বা অশুভ কিছুই দেখিতেছি না, অতএব আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন। চিত্তের সমতা হইলে সকলেই আপনার বলিয়া মনে হয়।

কুম্ভ। আচ্ছা, অদ্য শ্রাবণী পূর্ণমাসী বিবাহের উত্তম লগ্ন। অদ্য ভুবনভূষণ নিশানাথ সমুদিত হইলে মহেন্দ্র ভূধরের শৃঙ্গসানুতে কন্দররূপ মন্দিরে পুষ্প লতারূপ ললনাগণের মনোহর নৃত্য সহকারে আমাদের পরিণয় সম্পাদিত হইবে। উঠুন, আত্মবিবাহের জন্য কাননকোটর হইতে রত্ন ও চন্দনপুষ্পসম্ভার আহরণ করি।

আপনারাই বর কন্যা, আপনারাই ঘটক এবং আপনারাই বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্রী হইয়া বিবাহোপযোগী ফল পুষ্প সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যাবতীয় আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া মন্দাকিনী নদীগর্ভে নামিয়া উভয় উভয়কে স্নান করাইয়া দিলেন। পরে দেবগণ ও পিতৃগণের পূজা করিয়া শুক্ল বসন পরিধানপূর্ব্বক বিবাহবেদীমূলে সমাগত হইলেন।

অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে দিব্য রমণী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কুম্ভ সহাস্য

আস্যে কহিলেন, "উপযুক্ত সময় উপস্থিত, এক্ষণে আমাকে পত্নীত্বে বরণ করুন। আমি দাসী হইয়া আপনার চিরকাল পদসেবা করিব।" তদনন্তর তিনি লজ্জাবনত বদনে চঞ্চল কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মানদ! আপনি প্রজ্বলিত অনলে হোম করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন।"

যথা সময়ে যথা নিয়মে বিবাহ সম্পাদিত হইল। বিবাহান্তে সেই অপূর্ব্ব দেব দম্পতী ক্ষণ কালের জন্যও পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইতেন না। তদবস্থায় উভয়ে পরম আনন্দ সহকারে কুঞ্জবনে, তমাল তরুতলে, লতাগৃহে, মন্দরগহনে এবং গিরিপার্শ্বে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় বাসর অতীত হইলে স্বামীর চিত্ত ভোগসুখে আসক্ত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার মানসে চূড়ালা মায়াবলে বনান্তর প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া লোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিখিধ্বজকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আপনি স্বর্গে আগমন করুন। তথায় সুরাঙ্গনাগণ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনার ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের জন্যই স্বর্গভোগ বিহিত হইয়াছে।"

শিখি। আমার সর্ব্বত্রই স্বর্গ। স্বর্গের সুখ কি তাহা আমি অবগত আছি। আমার সে সকলে কোন স্পৃহা নাই। সেই জন্য আমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আনন্দ অনুভব করি। ফলতঃ স্বর্গ নরকে কোন প্রভেদ নাই। অতএব আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে আমি সমর্থ হইতেছি না।

ইন্দ্র স্বস্থানে প্রত্যাগম করিলে চূড়ালা অন্তরাল হইতে ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, "রাজার ভোগবাসনা নাই। ইনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর রাগ দ্বেষাদি আছে কি না তাই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

একদা সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে মলয়ানিলসন্তাড়িত চন্দ্ররশ্মিবিভাসিত তটিনীতটে রাজর্ষি সন্ধ্যাবন্দনায় প্রবৃত্ত আছেন, এদিকে চূড়ালা মায়াবলে এক পুরুষ সৃজন করিয়া তৎসঙ্গে হাস্যামোদ করিতে লাগিলেন। স্বামী মাত্রেরই যাহাতে মহাক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে এমন এক অবস্থা এবং ঘটনা তিনি সৃজন করিলেন।

নরপতি যথাসময়ে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া তাদৃশ বিরুদ্ধ অবস্থায় চূড়ালাকে যখন দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ রাগ দ্বেষে বিচলিত হইল না। তিনি শান্তচিত্ত সিদ্ধাত্মা, কিছুতেই তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইবার নহে। পরে চূড়ালা সেই মায়াময়ী ঘটনা এবং ঘৃণিত ব্যবহার সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য লজ্জা সঙ্কোচ এবং নানা ভাব ভঙ্গী এবং অনুতাপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথাপি রাজার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল না। তিনি যেমন শান্ত প্রশান্ত তেমনই রহিলেন।

চূড়ালা যখন নানা ছল কৌশলে দেখিলেন, রাজার রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ কিছুই নাই, তখন তিনি নিমেষের মধ্যে আপনার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সহসা রাজমহিষী চূড়ালাকে নিকটে দেখিয়া রাজা বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এ কি! তুমি কোথা হইতে আসিলে? আকার প্রকার দর্শনে তোমাকে আমার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা চূড়ালা বলিয়া যে বোধ হইতেছে!"

চূড়ালা কহিলেন, "আমি বাস্তবিকই সেই চূড়ালা। আপনার প্রবোধ সম্পাদন মানসে মায়াবলে কুম্ভাদি মূর্ত্তি ধরিয়াছিলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ধ্যান অবলম্বন করুন, সমুদয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।"

তখন শিখিধ্বজ ধ্যানযোগে স্বরূপাবস্থা দর্শন করতঃ হর্ষভরে অবসন্ন হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে প্রসারিত ভুজযুগল দ্বারা চূড়ালাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তাঁহাদের তৎকালকার সে ভাব অতীব অনির্ব্বচনীয়।

এই রূপে সেই পুলকপীবর দম্পতী বহু দিনের পর মিলিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অনবরত ঘর্ম্ম সলিল বর্ষণ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বাহুপাশ শিথিল হইয়া আসিল। আনন্দের আতিশয্য বশতঃ জড়ভাব উপস্থিত হইল। অনন্তর রাজা প্রেয়সীর চিবুকে হস্তার্পণ পুরঃসর মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রিয়তমে! তুমি আমার জন্য দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। আমি এখন কিরূপ প্রত্যুপকার দ্বারা তোমার সন্তোষ সাধন করিব তাহা বল। তুমি অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে আমাকে রক্ষা করিয়াছ। অথবা বিপদে পতিত পতিকে উদ্ধার করা তোমার ন্যায় কুলস্ত্রীগণের নিত্য ব্রত। তাঁহারা স্বামীকে যেমন উদ্ধার করেন, গুরুমন্ত্র বা সাস্ত্রার্থ সেরূপ পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। কুলস্ত্রীরা স্বামীর সখা সুহৃৎ সুখ শান্ত্র ধন ভ্রাতা মিত্র ভৃত্য গুরু ও দাসী স্বরূপ। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যাবতীয় সুখ ঐ সকল রমণীতে প্রতিষ্ঠিত। এবং সংসারসাগরের পারও তাঁহাদের হস্তগত; তাঁহারা সর্ব্বথা কৃতকৃত্য। আমি আর তাঁহাদের প্রত্যুপকার কি করিব? প্রিয়ে! তুমি ধন্যা। কারণ, তুমি সৌজন্যাদি গুণোৎকর্ষ চর্চ্চায় সকল রমণীকে পরাজিত করিয়াছ। তুমি আমার যেরূপ শুভ সাধন করিয়াছ, সকল কুলস্ত্রীরাই সেই রূপ করুন।"

চূড়ালা প্রীতিভরে বিনম্র বচনে বলিলেন, "নাথ, আমি কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি, ইহাতে আর আমার গৌরব কি? এক্ষণে আপনি কি অনুষ্ঠানের অভিলাষী তাহা আজ্ঞা করুন।"

রাজা। সুদতি, আমি নিস্পৃহ শান্তস্বরূপ। এবং সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়াছি। কিছুতেই এখন আমি তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ নহি। নিষেধ বিধি ইচ্ছা

অনিচ্ছা কিছুই আমি জানি না। তোমার মতেই আমার মত। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

চূড়ালা। নাথ! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে আমি যাহা মনন করিয়াছি, বলি শ্রবণ করুন। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়ই সমান। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি বশতঃ আমরা আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল হইয়াছি। এক্ষণে আমার এই অভিলাষ, আপনি পুনরায় রাজত্ব করুন। আমি পুরন্ধ্রীবর্গের প্রধানা হই।

শিখিধ্বজ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে! যদি আমার সহিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে স্বর্গে চল। স্বর্গ আমার আয়ত্ত। তথায় দুই জনে ইন্দ্রপ্রার্থিত সুখ সম্ভোগ করিব।"

চূড়ালা। ভোগে আমার বাসনা নাই। স্বর্গে আমার সুখ নাই। আপনার সহবাসে সকল স্থানই আমার স্বর্গ।

রাজা। যথার্থ বলিয়াছ। আমরা সমবুদ্ধি সহায়ে সুখ দুঃখ মৎসর ত্যাগ করিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিব।

পর দিন প্রভাতে চূড়ালা শিখিধ্বজ রাজাকে পুনর্ব্বার রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "আপনি মুনিতেজ পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রতেজ ধারণ করুন।"

রাজা। আচ্ছা তাহাই হইবে। এখন তুমিও রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত হও।

অনন্তর বহু সৈন্য সামন্ত এবং পতাকা মালায় সজ্জিত হইয়া বিবিধ বাদ্যনাদে দিক্ সকল কম্পিত করিয়া রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দুই জনে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। প্রজাগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা জয় জয় শব্দে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সপ্ত দিন পর্য্যন্ত নৃত্য গীত মহোৎসবে মাতিল। উৎসবান্তে শিখিধ্বজ যথা বিধানে রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ এই রূপে মহিষী সহ রাজধর্ম্ম প্রতিপালনান্তর বৈদেহ কৈবল্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, "বৎস রামভদ্র! শিখিধ্বজের ন্যায় বিগতস্পৃহ তৃপ্তকাম হইয়া শান্ত নির্ব্বিকার মনে প্রজা পালনান্তর তুমি সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হও।"

[সমাপ্ত]

অতীত।

হে অতীত, আমি তোমার কথা স্মরণ করি, তোমার কথা চিন্তা করি। অনন্ত কালসিন্ধুপ্রবাহের তরঙ্গমালা তুমি। গভীর সময়সমুদ্রের উর্ম্মিরাজি তুমি। অতীত, কোথায় তুমি? কালসাগরগর্ভে নিহিত কি তুমি? কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছ তুমি চিরদিনের মত, আর ফিরিবে না, আর আসিবে না।

অতীত, তোমার ভিতর কত শতাব্দী, কত বৎসর কত মাস কত দিন কত মূহূর্ত্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে কে জানে?

তোমার ভিতর কত দেশের উত্থান, অভ্যুদয়, বিলয় শ্রীবৃদ্ধি লোপ হইয়াছে কে জানে?

তোমাতে কত মহৎ জীবনের সৃষ্টি, কত জীবনের বিনাশ হইয়াছে কে গণনা করিতে পারে?

অতীত, তোমার ভিতর কত আশা আনন্দ সুখের স্বপ্ন, কত দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণার কাহিনী মিশিয়া গিয়াছে কে জানে?

অতীত, প্রাণের ভিতর তুমি যেন কত সুমিষ্ট বীণার ঝঙ্কার উত্থিত কর। তোমার কথা ভাবিয়া প্রাণ কখন উদাস হয়, কখন স্নিগ্ধ হয়; কখন মধুময় হয়, কখন বিষাদিত হয়, কখন উল্লসিত হয়।

অতীত, তোমাকে ভুলিয়াও ভুলিতে পারি না। জীবনের সহিত, প্রাণের সহিত গূঢ় যোগ তুমি সম্বদ্ধ।

তুমি স্বপ্ন নও, অথচ স্বপ্নময়ী স্মৃতি। তুমি মিথ্যা নও, অথচ কল্পনাবৎ অস্থায়ী অনিত্য তুমি। ছায়াবৎ স্বপ্নবৎ প্রতীত তুমি। অথচ আমার জীবনের সহিত তোমার নিত্যযোগ, আজীবনের সম্বন্ধ।

হে অতীত জীবনের পুরাতন কাহিনী, তুমি বর্ত্তমান। মন যখন তিক্ত বোধ হয়, তুমি তখন মধুময় হইয়া হৃদয়কে স্নিগ্ধ কর।

অতীত, তোমার স্মৃতি বড় সুমিষ্ট, তুমি কখন পুরাতন হও না। কালসাগরের তটে বসিয়া আমার প্রাণ তোমাকে ভাবিয়া কখন কাঁদে, কখন হাসে; কখন আত্মবিস্মৃত হয়, কখন অপূর্ব্ব সুখের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়। যে রাজ্যে সময় নাই, ক্ষণ নাই, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই পলকবৎ, সে রাজ্যে গিয়া যেন অতীতের চিন্তায় অনুশোচনা না করিতে হয়। ধন্য সে, যাহার অতীতের স্মৃতি পবিত্র। ধন্য সে, অতীত ভাবিয়া যাহার অনুতাপ করিতে না হয়। ধন্য সে, অতীতের স্মৃতি যাহার নিকট চিরসুখপ্রদ।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন জাগ্রত হইয়া পুনরায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এখানে সূর্য্যের উদয়াস্ত অনুসারে দিন গণনা হয় না; চিন্তা আর নিশ্চিন্ততা, জ্ঞানযোগ আর নির্ব্বাণ, ইহা দ্বারা জীবনকে বিভক্ত করা গিয়া থাকে। যদিও আমি সেই পুরাতন আমিই আছি, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ নূতন। এত দিন কি যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা ঘাড়ের উপর চাপিয়াছিল, সেটা আর এখন নাই। এইজন্য আপনাকে আপনি বেশ হাল্কি হাল্কি বোধ করিতে লাগিলাম। যেন নির্ম্মল আকাশের উচ্চতর মণ্ডলে অতি সূক্ষ্ম লঘু বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছি। শরীর লইয়াই কি না যত ভাবনা যত চিন্তা? তাহা যখন ফেলিয়া একা চলিয়া আসিয়াছি, তখন আর কিসের ভাবনা চিন্তা? বাস্তবিক দেহটা যেন এত দিন ব্যতিব্যস্ত

করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মাথা ধরা গায়ে ব্যথা, কাল পেটকামড়ানি; আজ শীতে কম্পিত, কাল গরমে ছটফটানি, তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া যাইতেছে; কখন বুক ধড় ফড়, কখন কোমরে বাতশ্লেষ্মা; কখন ক্ষুধায় অস্থির, কখন অজীর্ণ; কখন বা মশা মাছির জ্বালায় নিদ্রা নাই। এ সমস্ত বিপদ হইতে বাঁচা কি কম কথা? এ সম্বন্ধে কোন বিষয়েই আর ভাবনা চিন্তা নাই। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে, কি আহার করিব, কি পান করিব, কি পরিধান করিব, এ বিষয়ে একবারেই নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। স্নান নিদ্রা পান ভোজন বসন ভূষণ এই লইয়াই প্রতি দিন ক্যান ক্যান ঘ্যান ঘ্যান করিতে হইত। আহার বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অন্নচিন্তা ঘুচিয়া গিয়াছে। বিবস্ত্র বিদেহ আত্মা কাপড়ের জন্যও ভাবে না. ধোপার দৌরাত্ম্যও আর অনুভব করে না। পূর্ব্বে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যার সেবায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে হইত, সে যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন সকল কাজ ফুরাইয়াছে। এখন অবিশ্রান্ত অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ কর। যত ইচ্ছা ধ্যান কর, আর চিন্তা কর। নির্ব্বিঘ্নে উপাসনার পক্ষে এ স্থানটী বড়ই অনুকূল। কেহ ডাকেও না, কেহ গোলমালও করে না; আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া এখন কোন স্থানে যাইবার প্রয়োজনও নাই। কাজ কর্ম্ম সব বন্ধ। বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কোন রূপে দিনটা কাটাইয়া দিব, তার পর রাত্রিটা নিদ্রায় শেষ করিব, সেরূপ ব্যবস্থা এখানে নয়।

পরলোকে আসিয়া প্রথম দিন কয়েক কোনরূপ কাজকর্ম্মের দায়িত্ব বোধ থাকে না। অনন্তকালে বাস, অফুরন্ত অবিভক্ত জীবন, ঘড়িধরিয়া কাজ করিতে হয় না। পৃথিবীতে শিশু যেমন প্রথমে পদচালনা অভ্যাস করে, তেমনি এখানে জ্ঞানপথে চিন্তাপথে ভাবপথে পদচালনা করিতে হয়। তার পর ক্রমে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। অভ্যাস বশতঃ আমার প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইতে লাগিল, বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। একেত একা থাকা, তার উপর কোন কাজ কর্ম্ম নাই; অথচ আত্মারাম নিরলস, চুপটী করিয়া যে সে বসিয়া থাকিবে, তা পারে না। সঙ্গীর মধ্যে এক কেবল বাণী। তিনি আবার কোথায় থাকেন তারও সন্ধান জানি না যে ডাকিয়া আনিব। তবে সুখের বিষয় যে দরকার মত তাঁহাকে পাওয়া যায়। আর এক চিরসঙ্গী ঠাকুর, কিন্তু সদাসর্ব্বদা গুরুজনের কাছে কি কখন থাকা যায়? পূর্ব্বে কেবল পূজার সময় দুই এক ঘণ্টা প্রতিদিন যাওয়া আসা করিতাম। তার মধ্যে ঠিক চোখোচোখি, মুখমুখী করিয়া কাছে বসিয়া কি বেশী ক্ষণ থাকিতে পারিতাম? কর্ত্তব্যের কাজ অভ্যাসে নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, তার পর কাজে কর্ম্মে সময় অতিবাহিত হইত। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর নামটী মাত্র লইয়া, কর্ত্তব্যের বিধি

ধরিয়া যন্ত্রের মত কার্য্য সম্পাদন করিতাম। পাঁচ রকম গোলমালের ভিতর বেগতিক দেখিয়া ঠাকুরও আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিতেন, তখন আমারও সুবিধা হইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। হয় একা থাক, না হয় তাঁর সামনে বসিয়া থাক। একা থাকা অপেক্ষা সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকা, কথাবার্ত্তা কহা, পূজা ধ্যান করা এইটীই অবশ্য প্রার্থনীয় এবং তাহাতে লাভও আছে। কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার, কর্ম্মফল যাবে কোথা? পৃথিবীতে অবস্থান কালেও এমন সুযোগত কতই উপস্থিত হইয়াছে, যখন কোন কাজ কর্ম্ম ভাবনা চিন্তা কিছুই থাকিত না; কিন্তু তাই বলিয়া ভগবানের সঙ্গে কি থাকিতে পারিয়াছি? তখন একটু অবসর পাইলে অমনি ঘুমে ধরিত। বেশী ক্ষণ নির্জ্জনে তাঁর কাছে একাকী কয়টা লোক থাকিতে পারে? যার সঙ্গে একটু নিগূঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে, যে তাঁকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছে, সেই কেবল পারে।

আমার পক্ষে এ অবস্থাটা প্রথমে তত সুখকর হইল না। দেহ ত্যাগের সময় যেমন টানাটানি করিতে হইয়াছিল, এখন তৎসক্রান্ত বিষয় গুল তেমনি আপনা হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিতে লাগিল। নির্জ্জন ব্রহ্মসহবাস ছাড়া আরো কিছু যেন দরকার বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্ব অভ্যাসের প্রেতাত্মা যেন তখনও চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক একবার প্রাণটা যেন হু হু করিত। ফাঁক ফাঁক বোধ হইত। শেষ মনে ভাবিতে লাগিলাম, হায়! আগে যদি জড়াতীত হইয়া আত্মার জগতে বেশী ক্ষণ থাকিতে অভ্যাস করিতাম, তাহা হইলে এখন বড় সুবিধা হইত। তখন কেবল জড়ের সঙ্গে বাস, বাহ্য চিন্তা, বহির্মুখগতি, সাকার লইয়া নাড়াচাড়া; জড়রাজ্যে থাকিয়া যেন জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেহের ইন্দ্রিয়গণ, আত্মার প্রবৃত্তি সকল উন্মাদের ন্যায় নিরন্তর বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; হঠাৎ তাহাদিগকে ঘরে ঢোকান কি সহজ কথা? এখন যদিও বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, কিন্তু তাহার ছায়া, তাহাদের প্রতি আসক্তির টান গুল এক একবার যেন ভূতের মত চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য প্রথমে কিছু দিন অতিশয় সংগ্রাম আবশ্যক হইয়াছিল। ফকীরের ভোগস্পৃহার ন্যায় এখানকার বিষয়কামনা নিতান্ত ক্লেশজনক। ভূতের রাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছি, তথাপি ভূতগুল পাছ ছাড়ে না, এ কি বিপদ! তারা বলে, "যাও কোথা? আমাদের সঙ্গে এত দিনের বন্ধুতা মায়া মমতা ছাড়িয়া থাকিবে কোন্ প্রাণে? এখানে একাকী আছ, আহা তোমার সঙ্গী কেহ নাই, তাই আমরা তোমার সংবাদ লইতে আসিয়াছি।" কেহ ঠাট্টা করে, কেহ মুচকে হাসে, কেহ বলে, "আমরা

তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিব।" চড়াই পাখীগুল যেমন সহস্র বার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেও লোকের ঘরের ভিতরে আসিয়া বৈশাখের রৌদ্রে গ্রীষ্মের সময় তীব্র স্বরে কিচির মিচির করে, খর খুটা ছেঁড়া চুল, ময়লা নেকড়া ফেলে, ফরর্ ফরর্ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, ভূতেরা তেমনি উৎপাত আরম্ভ করিল। কত কাঁদিলাম, কত মিনতি করিয়া বলিলাম, "ভাই, আর কেন কষ্ট দাও, আমিত তোমাদের রাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।" তথাপি তাহারা কিছুতেই শুনিতে চাহে না। আশে পাশে কেবলই ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইহাদের উৎপাতে বিরক্ত এবং কাতর হইয়া পৃথিবীর ভাই ভগ্নীদের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের অবস্থা ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। ভাবিলাম, একটা কথা তাঁহাদিগকে বলিয়া আসি,—তাঁহারা সদাসর্ব্বদা জড়বস্তু লইয়া যেন আর ভুলিয়া না থাকেন। দেহ যত দিন আছে কর্ম্ম করুন, কিন্তু আত্মাকে যেন জড়ভূতের সহিত জড়িভূত করিয়া না ফেলেন। রমণীয় বাহ্য পদার্থে, রূপ রস গন্ধে মত্ত থাকিলে এখানে আসিয়া বড় কষ্ট পাইতে হইবে। যাহার যত বাহ্যাকর্ষণ, বহির্মুখগতি, পার্থিব চিন্তা অধিক, এখানে সেই পরিমাণে তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। আহা! একবার যদি ক্ষণকালের জন্য ছুটি পাই, এই কয়টা কথা বলিয়া আসি।"

এমন সময় বাণী আসিয়া বলিলেন, "তোমার সেখানে কষ্ট পাইয়া যাইতে হবে না; তাদের যদি শুনিবার ইচ্ছা হয়, সাবধান করিয়া দিবার অনেক লোক আছে। বড় বড় যোগী মহাপুরুষেরা বার বার সে কথা বলিয়া আসিয়াছেন। যাহারা শুনিবার তাহারা শুনিয়াছে। অবশিষ্টেরা এখানে আসিলে সব বুঝিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়! এ সময় আপনি উপস্থিত হইয়াছেন ভালই করিয়াছেন। এক্ষণে বলুন, আমি কি করি।"

বাণী। তুমি এখন পূর্ব্বসংস্কার ধৌত করিয়া নবজীবন লাভের জন্য একান্ত মনে ঠাকুরকে ডাক।

আমি। যাদের ফেলিয়া আসিয়াছি সে সকলের চিন্তা কেন আবার আসিল? বস্তু নাই, অথচ তাহার ছায়া আছে, এ কিরূপ?

বাণী। ইহাকে বলে কর্ম্মফল। বস্তুতঃ ইহারা কোন কালেই বস্তু ছিল না, তোমার কল্পনাই তাহাদের মা বাপ।

আমি। এখন ইহা যায় কি প্রকারে?

বাণী। যাইবার সুবিধা হইয়াছে। স্ত্রী মরিলে যেমন শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়, তেমনি দেহ যখন তোমার বিনষ্ট হইয়াছে, তখন অচিরে এ সমস্ত কামনা বাসনা আসক্তি কল্পনা আপনিই তীরোহিত হইবে। কেবল বল, দূর হ! দূর হ!

আমি। বেশ কথা। আমার আরত এখন কোন কাজ নাই, কেবল বসে বসে ভূত তাড়াই।

বাণী। বেশী দিন তাড়াতে হবে না, শীঘ্রই উহারা সঙ্গ ছাড়িবে। যখন বাসা ভেঙ্গে গেছে, তখন আর এসে দাঁড়াবে কোথা?

বাণীর আশাবাক্যে সাহস বাড়িল, মনে আহ্লাদ হইল। তখন ভাবিলাম, এইবার তবে সেই শান্তিধাম বোধ হয় দেখিতে পাইব। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, "এবার ভূত তাড়িয়ে তবে আর অন্য কাজ। বাসা ভেঙ্গে গেল তবু আবার এখানে এসে উৎপাত? দাঁড়া! এবার একবারে গোড়ায় আগুন ধরিয়ে তোদের পুড়িয়ে ছার খার করিব।"

ব্রতানুষ্ঠান।

জগদম্বা ঠাকুরাণী জলদান ফলদান ইত্যাদি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বৈকালে মৃণালিনীদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তাঁহার কপালে একটী হোমের ফোটা, বামহস্তে সোণার কবচ, তাহার উপর চন্দনের টিপ, গলায় প্রবালজড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধান একখানি গরদের কাপড়। চুলগুল রুক্ষ সূক্ষ্ম। মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি লো নাতিনী, কেমন আছিস্? তোদের এত পড়ে শুনে কি হয়? হাতে ও কিসের কেতাব? রামায়ণ, না মহাভারত?"

মৃণালিনী শাক্যচরিত পাঠ করিতেছিলেন, পুস্তক রাখিয়া একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "এস, দিদিমা, বস!"

জগ। থাক্ থাক্ আসনে আর কাজ নাই, আমি এই রকে বসি।

মৃ। দিদিমা, তোমাদের ব্রত কি আজ শেষ হল?

জ। হ্যাঁ ভাই আজ এক রকম হল। তোরাও না কি শুনিছি ব্রত করিস? কি রকম তোদের ব্রত? খেয়ে দেয়ে পেট মোটা করে না কি?"

মৃণালিনী একটু মৃদু হাস্য করিয়া লজ্জাবনত মুখে বিনম্র ভাবে বলিলেন, "আমাদের আবার ব্রত। তোমাদের মত কি আর আমরা পারি?"

জগ। তবু সৎকর্ম্মের নকলও ভাল। আচ্ছা তোদেরত গুরু পুরুত নাই, ব্রত করায় কে?

মৃ। কেন আমাদের প্রচারক মহাশয়েরা আছেন!

জ। ব্রাহ্মণ ভোজনের কি হয়?

মৃ। আমাদের সকলেই ব্রাহ্মণ। সাধুসেবা ও দরিদ্র ভোজনের বিধি আছে। গরীব দুঃখীকে ভাল ভাল সামগ্রী ভক্তির সহিত খাওয়াইলে অনেক পুণ্য হয়।

জ। সে এক রকম মন্দ নয়। আমাদের পুরুত ঠাকুর গুল কিন্তু বড় নেব নেব

খাব খাব করে। কিছুতেই তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। দানসামগ্রীর প্রতি চাইতে চাইতে মন্ত্র ভুলে যায়।

মৃ। ভক্তি হয় তো?

জ। ঠাকুরের দিকে চেয়ে নিয়ম পালন করা যায়, ভক্তি শ্রদ্ধা সব মনের ভিতর। সকলেই কৃষ্ণের জীব।

মৃ। তোমরা যেমন উপবাস কর, ভক্তির সহিত দান ধ্যান কর, আমাদের কিন্তু সেরূপ নিষ্ঠা হয় না। কেমন যেন আল্‌গা আল্‌গা রকম বোধ হয়, তত আঁটা আঁটি দেখ্‌তে পাই না। আর দানটা যেন উপকার উপকার মনে হয়, সেবার ভাবে তত হয় না।

জ। বৎসরের মধ্যে এক মাস, কি সাত দিন ব্রত করিলে কি তা হয়? এক এক সময় এক একটা ব্রত নিলে মন বেশ ভাল থাকে। ধর্ম্মকর্ম্মে বেশ নিষ্ঠা বাড়ে। তা তোরা করিস্ করিস্, অমন আড় আড় ছাড় ছাড় কেন করিস্?

মৃ। বার মাস ব্রত করিলে যে ব্রত বলিয়া তত ভক্তি থাকে না, এই জন্য মাঝে মাঝে করি।

জ। তা বলে কি বছরের মধ্যে সাত দিন করিলে কিছু হয়? ধর্ম্মের কর্ম্মই আমাদের পক্ষে দরকার। আমাদের আরত বেদে অধিকার নাই। কাজগুলি ভক্তির সহিত করিলেই পুণ্য হয়।

মৃ। পুণ্য হয় কি করে টের পাও?

জ। টের পাই কি করে? মনে রাগ কমে যায়, হিংসা থাকে না, লোকের সেবা করিতে বড় ইচ্ছা হয়, অন্য কাহারো সেবা নিতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণদের খাইয়ে মনে হয় যেন আপনি খাইলাম। আর জীবের প্রতি দয়া হয়। সেই সঙ্গে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি অনুরাগও বাড়ে।

মৃ। যারা পাঁচবাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়ায়, আহারই যাদের ব্যবসায় তাদের কিছু কম করে, গরিব কাঙ্গাল বাড়ীর চাকর মেথর এদের খাওয়ালে বোধ হয় আরো অধিক পুণ্য।

জ। সে আর তোদের শিখুতে হবে না লো, ঐ করে করে হাড় পেকে গেল।

মৃ। না না না, তাই বল্‌ছি। কিন্তু দিদিমা, তুমি যেমন ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত উপবাস কর, অনেকে তাত করে না। তাদের অনেক কাজ যেন লোক-দেখানো। একটু ধর্ম্ম করিলে তাদের বড় অহঙ্কার হয়।

জগদম্বা দেবী বলিলেন, "তা ভাই, কার মনে কি আছে কে জানে। এখন তোদের রেখে যেতে পারিলে বাঁচি। তোরা সুখে থাক, মন ভাল হোক।"

মৃ। আশীর্ব্বাদ কর দিদিমা, যেন তোমাদের মত ধর্ম্মকর্ম্মে নিষ্ঠা যত্ন হয়। আহা তোমরা ধর্ম্মের জন্য যে কষ্ট নাও, দেখলে আমার কান্না পায়। এমন ব্যাকুলতা পিপাসা না হলে ঠাকুরকে কিন্তু পাওয়াও যায় না। এই বুড় বয়সে গ্রীষ্ম কালে উপস করে করে আবার লোকের সেবা

কর; কাউকে বল না যে আমায় একটু জল গড়িয়ে দে। আমরা তোমাদের পায়ের ধূলারও যোগ্য নই।

জগদম্বা মৃণালিনীর মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বলিলেন, "আহা, ভাল হোক। তোদের মত যদি আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি থাকৃত কত ভাল হতে পার্‌তেম। তুই যা বললি, সে মিথ্যা নয়; আমাদের মধ্যে যারা ব্রত উপবাস করে তাদের মন যেমন কুচুটে হিংসুটে নিন্দে-কুঁড়ে তেমনিই থাকে। আচ্ছা তোদের মধ্যে যারা লেখা পড়া শিখেছে তারা সকলে কেন এইরূপে ব্রত করে না?"

মৃ। যারা বেশী লেখা পড়া শিখেছে তারা বলে, "ওতে কি হয়? তার চেয়ে বরং হাসপাতালে গিয়া রোগীর সেবা কর, গরীবের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেখাও, অন্ধ খঞ্জ বিধবা দুঃখীদিগকে টাকা কাপড় দাও।"

জ। সে সব করেত? না কেবল মুখেই বলে?

মৃ। কেউ কেউ করে। কিন্তু আমার এই সব ব্রত বড় ভাল লাগে। যার ছাতা জুতা নাই, তাকে ছাতা জুতা, গ্রীষ্মের সময় কুঁজো পাখা দিলে এবং বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা সরবৎ খাওয়াইলে মনে বড় তৃপ্তি বোধ হয়। আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে রাগ হিংসা লোভ সুখবিলাস দমন করিবারও কিছু কিছু চেষ্টা করি।

জ। তোদের কি কি করিতে হয়?

মৃ। বেশী কিছু নয়, সকালে উঠে ভগবানের নামমালা পাঠ, তার পর স্নানের সময় হরিস্মরণ, তার পর পূজা আহ্নিক করিয়া পশু পক্ষীকে আহার, এবং বৃক্ষে জল দান, গরীব কিম্বা সাধু ভক্ত কিম্বা কোন ধর্ম্মবন্ধুকে কিঞ্চিৎ ফল সন্দেশ সরবৎ খাওয়ানো, শেষ নিজে রেঁধে নিরামিষ আহার। বৈকালে আবার কোন দিন ভাই ভগ্নী-সেবা, কোন দিন মাতৃ পিতৃসেবা, কোন দিন সন্তানসেবা, কোন দিন আত্মীয় সেবা, কোন দিন ভৃত্যসেবা। সন্ধ্যাকালে আবার নির্জ্জনে চিন্তা, নামগান, শাস্ত্রপাঠ বা সাধু ভক্তদের চরিত্রকাহিনী শ্রবণ। এই সঙ্গে কাজে কর্ম্মে রাগ হিংসা পরনিন্দা লোভ ইত্যাদি দমনের প্রতিজ্ঞা পালন।

ব্রতের নিয়ম গুলি শুনিতে শুনিতে জগদম্বা দেবীর চক্ষে জল আসিল। বলিলেন, "আহা মা, তোমরা এমন জ্ঞান-শিক্ষা পেয়েছ? আমার যে বড় ইচ্ছা হচ্ছে তোমাদের এই ব্রত আমিও গ্রহণ করি। আমরা মূর্খ মেয়ে মানুষ, আরত কিছু জানি না, ব্রত উপবাস করলে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি বাড়ে, তাতে প্রাণটা বড় তৃপ্ত হয়। আহা হরি কি আমার প্রতি দয়া করবেন! কবে তাঁর চরণে স্থান পাব!"

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল, দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ভক্তিভাবে শরীরটী যেন নবনীতের ন্যায় গলিয়া গেল।

মৃণালিনী তাদৃশ ভক্তিবিগলিত ভাব দর্শনে আপনাকে আপনি মনে মনে

ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দিদিমা, তোমার পায়ের ধুলা একটু আমার মাথায় দেও, যেন আমিও এমনি করে ঠাকুরকে ভক্তি করিতে শিখি।" তদনন্তর উভয় উভয়কে প্রেম সম্ভাষণ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

ত্রিতাপ জ্বালা।

নিদাঘ তপনতাপে আকাশ মণ্ডল,
অনলসমুদ্র যেন দিগন্ত প্রসার;
অগ্নিবায়ু বহে তায়, শোণিত শুকায়ে যায়,
পিপাসায় জীবগণ করে হাহাকার;
চারি দিকে উঠে ধ্বনি জল জল জল।

(২)

নীরবে বিহঙ্গকুল বসিয়া কুলায়,
নীরস অধর ওষ্ঠ করিছে ব্যাদান;
অবসন্ন কলেবরে, জননীর বক্ষোপরে
ঘুমায় কোমল শিশু কমনীয় প্রাণ,
মিশাইয়া মাতৃকোলে সুকুমার কায়।

(৩)

প্রান্তরে প্রশস্ত বটবৃক্ষের তলায়,
রোমন্থন করে গাভী মুদিত নয়নে;
রুদ্র রৌদ্রদাবানলে, দশ দিকে অগ্নি জ্বলে,
কৃষক রাখাল দলে পরিশ্রান্ত মনে
ঢালিয়াছে অঙ্গ তথা ভূতল শয্যায়।

(৪)

ফুটিছে বাড়বানল ভেদিয়া মেদিনী,
ছুটিছে অনলশিখা পবনে পবনে;
জলেতে আগুন জ্বলে, অঙ্গ ভাসে ঘর্ম্মজলে,
নাহিক আরাম শান্তি শয়নে ভোজনে;
আলস্যে দিবস যায়,—জাগিয়া যামিনী।

(৫)

বাহিরে তপনতাপ দীপ্ত হুতাশন,
অন্তরে বাসনাবহ্নি জ্বলে অনিবার;
দ্বেষ হিংসা অভিমান, রিপুকুল বলবান,
প্রচণ্ড দহনে হিয়া করে ছার খার;
অনন্ত অনলে ঘেরা মানব জীবন।

(৬)

রাগ লোভ রোগ শোক দুঃখ অপমান,
জাতি কুল ধন গর্ব্ব বিদ্যা অহঙ্কার;—
পাপ তাপ হুতাশনে, দগ্ধ করে নরগণে,
নিবাইতে পারে তারে হেন সাধ্য কার;
বিশ্বরাজ্য যেন এক জ্বলন্ত শ্মশান।

(৭)

বনদগ্ধমৃগ যথা জলপিপাসায়,
ছুটিয়া বেড়ায় ভয়ে আকুল পরাণ;
তেমতি বেড়াই আমি, কোথা হে হৃদয়স্বামী,
অশান্ত হৃদয়ে দেব কর শান্তি দান,
মরুদেশে তৃষাক্লেশে প্রাণ ফেটে যায়।

(৮)

গভীর অনন্ত শান্তি জলধিরজলে,
কবে জুড়াইবে প্রাণ অনন্ত নির্ব্বাণে;
পশি তব শান্তিকোলে, ভাসিব প্রেমহিল্লোলে,
হাসিব আনন্দে শান্তিসুধারস পানে;
যোগী যথা থাকে সুখে হরিপদতলে।

(৯)

কিম্বা সমাধির তুঙ্গ হিমালয়শিরে,
বিহরিব সদানন্দে নির্ব্বিকার মনে;
প্রশান্ত মূরতি তব, নিত্য লীলা নব নব,
নেহারিব অনিমেষে যোগের নয়নে;
পুলকিত হবে প্রাণ শান্তির সমীরে।

(১১)

নিদাঘতাপিত ভেক নীরবে যেমতি
করে বাস সুশীতল নলিনীর তলে;
ত্রিতাপে তাপিত হিয়া, তব পদ ধেয়াইয়া
ডুবিব তেমতি চিরনির্ব্বাণের জলে,
নিত্য শান্তিধামে সুখে করিব বসতি।

কুম্ভমেলা।

গত চৈত্র মাসে হরিদ্বারে কুম্ভের মেলা উপলক্ষে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছিল। প্রায় আট দশ লক্ষ যাত্রী প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত লে দলে স্নান করিয়াছে। লোকের সুবিধা এবং শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট শত ত পুলিস প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। াস্থ্য বিধানের নিমিত্ত দেড় সহস্র মেথর প্রেরিত হয়। হরিদ্বার অতীব রমণীয় ান। পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নির্ম্মল স্বচ্ছ ীতল গঙ্গাস্রোত বহিয়া আসিতেছে। থাকার জলসিক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে বং প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে শরীর ন পুলকিত হয়।

একে সুরম্য তীর্থ, পর্ব্বতনিস্যন্দিনী াগীরথী এবং সুবিমল জল বায়ু, তৎ-ঙ্গে ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হস্র সহস্র সাধু ভক্ত সন্ন্যাসী মহান্ত মহংসের সমাগম;—তাঁহাদের বিচিত্র শ ভূষা, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ভজন সঙ্গীত, শাস্ত্রা-া, এই সমস্ত মিলিত হইয়া কুম্ভমেলাকে তীব আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল। বহুসংখ্যক সাধুর সমাগম যে স্থানে, সেইত স্বর্গ! প্রায় সমস্ত চৈত্র মাস তথায় এইরূপ আনন্দ উৎসব হইয়া গিয়াছে। বার বৎসর অন্তর কুম্ভের মেলা হয়, এই জন্য ইহার মহিমা আরো অধিক।

কোন এক জন বাঙ্গালী যাত্রী মেলায় গিয়া তীর্থধর্ম্ম গঙ্গাস্নান পূজা বন্দনা দান ধ্যান সমাপনান্তে সমাগত সাধু মহান্তদিগকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে তথাকার বিবরণ শুনিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। রামাইত, নানকপন্থী, কবিরপন্থী, পরিব্রাজক, নাগা, (উলঙ্গ) পরমহংস প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর এক একটা স্বতন্ত্র দল। ইহাঁরা যখন ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন তখনকার দৃশ্য অতীব মনোহর হয়। প্রত্যেক দলে দিবা নিশি পাঠ ভজন সৎপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে। বাঙ্গালী যাত্রী তাঁহাদিগকে দর্শনার্থ নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যথেষ্ট আদর যত্নের সহিত তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। ধর্ম্মপিপাসু দেখিলে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সদুপদেশ দান করেন।

একটী বাবাজী বলিলেন, "বাবু, তোমরা এত অনুরাগের সহিত তীর্থ করিতে আসিয়াছ, কত টাকা খরচ করিতেছ; এতই যদি করিতেছ, তবে এখানে আসিয়া কিছু দান করিয়া যাও।"

যাত্রী মনে ভাবিলেন, বুঝি বাবাজী কিছু চায়। কিন্তু শেষ জানিলেন, তাহা নহে, পশ্চিমের বড় বড় রাজা মহারাজারা ইহাঁদের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। বাবাজী বলিলেন, "বাবু, তীর্থে আসিয়া লোকে যেমন বেল কি আম কি আনারস কোন একটা ফল দিয়া যায়, জন্মে আর তাহা কখন খায় না; তেমনি তুমি কিছু দান করিয়া যাও।"

যাত্রী। কি দান করিব বলুন।

তিনি মনে করিলেন হয়তো কোন ফলের কথা।

বাবাজী। ক্রোধটী এই খানে রাখিয়া যাও, জীবনে আর কখন ক্রোধ করিতে পারিবে না।

যাত্রী। আমরা সংসারী লোক, তা কেমন করিয়া পারি। অনেক প্রকার লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়, কাজেই রাগ না করিলে চলে না।

বাবাজী। আচ্ছা তা যদি না পার, তবে হিংসাটী রাখিয়া যাও।

যাত্রী। তাই বা কি করে বলব। কিছু খরচ পত্র যদি করিতে বলেন তা পারি। আপনাদের ভোজনের জন্য কি কিছু দিয়া যাইব?

বাবাজী। আমাদেরত সে সকলের কোন অভাব নাই। আচ্ছা তাও যদি না হয়, আর এক কর্ম্ম কর; পরনিন্দা করিবে না এইটী বলিয়া যাও। এতে আরত সংসারের কোন ক্ষতি হবে না?

যাত্রীকে বড় সঙ্কটে পড়িতে হইল। এমন প্রিয় সামগ্রী পরনিন্দা ছাড়িয়া তিনি থাকিবেন কি লইয়া? বাবাজীর কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। আমতা আমতা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনমনে ভাবিয়া দেখিলেন, "অর্থব্যয়, শারীরিক কষ্ট স্বীকার, উপবাস, পথভ্রমণ সকলি করিতে পারি, কিন্তু রাগ হিংসা বিশেষতঃ পরনিন্দা ছাড়াত যাইতে পারে না।" শেষ তিনি বাবাজীদিগকে কিছু ঘুষ দিবার কথাই পুনঃ পুনঃ বলিলেন, আসল কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। যাত্রীটী সরল হৃদয়, ধর্ম্মপিপাসু বটেন, প্রায় বার মাস তীর্থেই বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু যে হিন্দু ধর্ম্ম রাগ হিংসা পরনিন্দা এক বারে ত্যাগ করিতে বলে, সে উচ্চ হিন্দুধর্ম্ম তিনি শিক্ষা করেন নাই। এই সকল রিপু পোষণ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় অথবা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার দ্বারা যে তামসিক এবং রাজসিক হিন্দুধর্ম্ম পালন করা যায়, আধুনিক আর্য্যধর্ম্মের বর্ত্তমান আর্য্যগণ তাঁহাকে কেবল তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

ফলতঃ বাবাজীরা যে উচ্চ দানের কথা বলিলেন, তাহা না দিতে পারিলে তীর্থ ধর্ম্ম জপ তপঃ উপবাস অর্থব্যয় কিছুই ফলোপধায়ী হয় না। একবারে অবশ্য সকল রিপু বলিদান করা সহজ নহে কিন্তু তদ্বিষয়ে যদি সঙ্কল্পও করা যায়, এবং চিরজীবন তজ্জন্য চেষ্টা যত্ন থাকে, তাহা হইলে অনেক ফল লাভ হয়। তীর্থগামি মহিলাগণ শরীর পাত করিতে পারে

কিন্তু নীচ কামনা পাপ রিপু ছাড়িবার জন্য যত্ন চেষ্টা করেন না ইহা বড় দুঃখের বিষয়। ইহাতে তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন।

পতন ও উত্থান।

এ দেশের যে অধঃপাত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় এখন আর কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধিক কি বলিব, এক কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। জগতে এ দেশ পুণ্যভূমি বলিয়াই খ্যাত ছিল। এই পুণ্যভূমির মধ্যে আবার গৃহস্থাশ্রম অধিকতর পবিত্র; সেই গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে আবার অন্তঃপুর অধিকতর পবিত্র; সেই অন্তঃপুরের মধ্যে আবার দম্পতীর শয়নমন্দির পবিত্রতম স্থান। আজি আমরা সেই সনাতন পবিত্রতম স্থানের রক্ষার ভার বৈদেশিক রাজপুরুষের হস্তে দিলাম!!! আমাদের অধঃপাতের আর বাকি কি আছে?

অনেকেই এই অধঃপাতের কারণানুসন্ধানে ব্যগ্র হইয়াছেন, শত শত লোকে শত শত কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন; কিন্তু যিনি যতই কারণ নির্দ্দেশ করুন, সেই শত শত কারণের মধ্যে মূল কারণ একটি। একজন কবি গঙ্গার ক্রমে অধোগতি ও শেষে পাতালে প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"শিরঃ শার্ব্বং স্বর্গাৎপততি
শিরসস্তৎক্ষিতিধরং
মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি
জলধিম্।
অধো গঙ্গা সেয়ং পদমুপ-
গতা স্তোকমথবা
বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি
বিনিপাতঃ শতমুখঃ" ॥

গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপদ ছাড়িল যেমন,
শিবের জটায় তার হইল পতন;
হরজটা হ'তে ক্রমে নামি ধীরে ধীরে,
পতিত হইল আসি হিমাদ্রির শিরে;
গিরিরাজ-শৃঙ্গ ছাড়ি পড়িল ভূতলে,
পড়িল ভূতল হ'তে সাগরের জলে;
সাগর হইতে শেষে নিজ কর্ম্মফলে,
হায়! সেই গঙ্গাদেবী গেল রসাতলে;
যে জন বিষ্ণুর পদ ছাড়ে একবার,
শতমুখে হয় তার দুর্গতি অপার।

দেখ! বিষ্ণুপদ-চ্যুতা গঙ্গাকে স্বয়ং শিব বা গিরিরাজ কেহই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। গঙ্গা যত দিন বিষ্ণুপদ ধরিয়াছিলেন, তত দিন বৈকুণ্ঠধামে ছিলেন, সেই অনন্তদেবের পাদপদ্ম ছাড়িয়া 'ভোগবতী' হইয়া অবশেষে রসাতলে প্রবেশ করিলেন। কোথায় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকে অনন্তদেবের সহবাস! কোথায় তমোময় রসাতলে ভুজঙ্গসঙ্গে সহবাস!!! আমাদের ভারতভূমিও আজি সেই পূর্ব্বপুরুষগণের আশ্রিত সনাতন বিষ্ণুপদ ছাড়িয়া 'ভোগবতী' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তা হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছেন; বিষ্ণুপদবিহারিণী আজি ঘোর অন্ধকারে ভুজঙ্গসঙ্গিনী।

অনেকেই আমাদের পুনরুত্থান বিষয়ে নৈরাশ্য-পক্ষই অবলম্বন করেন। যাহারা পতনশীল, তাহারা স্বভাবতঃ দৈবের দোহাই দিয়া নৈরাশ্যই অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দৈব বা নৈরাশ্য বলিয়া কোনও পদার্থই দেখিতে পাইবে না। আমরা যাহাকে 'দৈব' বলি, তাহাও পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নহে ;—

"পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম
তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ
যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ১ ॥
ন দৈবমপি সংচিন্ত্য
ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি
তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥ ২ ॥
যাত্যধোহধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ
স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ
প্রাকারস্য চ কারকঃ" ॥ ৩ ॥

(হিতোপদেশ)

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল 'দৈব' তারি নাম,
কর্ম্মে তবে পৌরুষ দেখাও অবিরাম। ১।
দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।২।
কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি ;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
উচ্চেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক। ৩।

অতএব কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে কর্ম্মই মানবের একমাত্র উপজীব্য। ভাল কাজ কর, ভাল ফল পাইবে, মন্দ কাজ কর, মন্দ ফল পাইবে। তুমি মন্দ কাজ করিয়া দুর্দ্দশায় পড়িবে, তাহাতে বিধাতা কি করিবেন ? কুপথ্যসেবীকে স্বয়ং ধন্বন্তরিও রক্ষা করিতে পারেন না।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, এখনকার ছেলে মেয়েদের গুরুভক্তি নাই, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত। গুরুভক্তি নাই সত্য, কিন্তু গুরু কৈ ? "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা"—গুরুভক্তি কি শূন্য হইতে আসিবে ?

"মাতৃপিতৃকৃতাভ্যাসো
শুণিতামেতি বালকঃ।
ন গর্ভচ্যুতিমাত্রেণ
পুত্রো ভবতি পণ্ডিতঃ" ॥

(হিতোপদেশ)

মা বাপ শিখালে পুত্র তবে শিখে নীত,
পেটে থেকে পড়িয়াই না হয় পণ্ডিত।

আমাদের সন্তানেরা গর্ভ হইতেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে, ওষধে সে ব্যাধির প্রতীকার অসম্ভব। নিম্ব-বৃক্ষের ফলে সমস্ত সুধাসমুদ্র সেচন করিলেও সে ফল মিষ্ট হয় না। আমাদের ভিতরে রহিল পূতিগন্ধ, বাহির প্রক্ষালন করিলে কি হইবে ?

"অন্তর্গতমলো দুষ্ট-
স্তীর্থস্নানশতৈরপি।
ন শুধ্যতি যথা ভাণ্ডং
সুরায়া ক্ষালিতং চ তৎ" ॥

(বৃদ্ধচাণক্য)

শত শত তীর্থ স্নানে শুদ্ধ নাহি হয়,
আত্মার ভিতরে যার মলিনতা রয় ;
মদ্য-ভাণ্ড শতবার করহ ক্ষালন।
তবু তার গন্ধ না ঘুচিবে কদাচন।

অতএব আমাদের সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে আত্মসংস্কার করা কর্ত্তব্য, স্বদেশ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে স্বগৃহ-সংস্কার করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু তাহা আমরা কয় জনে করিয়া থাকি ? যদি শুধু বক্তৃতা দ্বারা উন্নতি হইত, তবে বোধ হয়, এ দেশ এত দিন ধ্রুবলোক ছাড়াইয়া উঠিত। যে পাত্র যত অন্তঃসারশূন্য হয়, তাহা তত অধিক বাজিতে থাকে, কাণা-মেঘের ডাক অধিক, কিন্তু জলভরা মেঘ নিঃশব্দেই বর্ষণ করে। আমরাও দিন দিন যত অন্তঃসারশূন্য হইতেছি, আমাদের মুখভারতীও তত বাড়িতেছে।

বলিতে কি, আমরা নিজ নিজ গোত্র ভুলিয়া গিয়া সকলি ভুলিয়াছি, জাতি হারাইয়া সকলি হারাইয়াছি। হে ভারতসন্তান ! তুমি শাক্তই হও, আর বৈষ্ণবই হও, বৌদ্ধই হও, আর জৈনই হও, আর ব্রাহ্মই হও, তুমি আপনাকে যে নামেই পরিচয় দাও, কিন্তু তোমার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে কোনও না কোনও ঋষির নাম করিতে হইবে। বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় এক একটি বিষ্ণুতুল্য মহর্ষির আত্মা হইতে এই ভারতে এক একটি মানববংশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। জগৎপাবন ঋষি-কুলের স্বর্গীয় চরিত্র আদর্শ করিয়াই এই ভারতসমাজ গঠিত হইয়াছে। যখন ভারতসন্তানগণের এই বীজানুসন্ধান করি, যখন ভাবি যে সেই ঋষিগণের আত্মারূপ বীজ অবিনশ্বর, আমাদের অভ্য-ন্তরে সেই বীজ যতই প্রচ্ছন্নভাবে থাকুক, কিন্তু তাহার বিলয় নাই, তখন সমস্ত নৈরাশ্য তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হয়। বহুতর প্রতিকূল ঘটনাসমষ্টি দ্বারাই আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই সনাতন ঋষি-বীজ চাপা পড়িয়াছে, সেই জন্যই তাহার বিকাশ নাই। বীজের উপর রাশীকৃত আবর্জ্জনা পতিত হইলে স্বভাবতঃই সে স্থানে আগাছা কুগাছা জন্মিয়া থাকে। যে দিন আমরা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, যে দিন অনুতাপরূপ দাবানলে সেই আবর্জ্জনা ও সেই আগাছা কুগাছা সমস্ত দগ্ধ করিব ; যে ব্রহ্মসূত্র না বুঝিয়া ত্যাগ করিয়াছি, যে দিন সেই ব্রহ্মসূত্র হৃদয়ে পরিধান করিয়া কোটি কোটি ভারত-সন্তান কৃতাঞ্জলিপুটে অনুতপ্ত প্রাণে কাতর হৃদয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে সেই অমৃতময়ের নিকট কৃপাবিন্দু ভিক্ষা করিব, সেই দিন সেই নবজলধর উদিত হইয়া অমৃতধারাবর্ষণে আমাদের সেই প্রচ্ছন্ন পবিত্র বীজটিকে পুনরায় অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলিত করিবেন। আইস ! আমরা সকলেই সেই শুভদিনের আশায় আশ্বস্ত হই ; ভারতে সর্ব্বমঙ্গলার আগমনের জন্য স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, বালক বৃদ্ধ, ধনী নির্ধন

সকলেই অভিন্ন হৃদয়ে মিলিত হইয়া উদ্‌যোগ করি। যিনি মাতৃভূমির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইহার পুনরুত্থানের আশায় হতাশ হইয়াছেন, তিনি যেন ভাবিয়া দেখেন যে,—

"উন্মূলিতা হলধরেণ পদাভিঘাতৈঃ
সঙ্কুলিতা তপনতাপভরেণ তপ্তা।
দাবানলেন ননু দগ্ধদলাপি দুর্ব্বা
পূর্ব্বায়তে জলদ হে করুণা যদি স্যাৎ" ॥
উন্মূলিত হইয়াছে হল-করষণে,
বিচূর্ণিত হইয়াছে চরণ-তাড়নে,
জীর্ণশীর্ণ হইয়াছে সূর্য্যের কিরণে,
দগ্ধ হইয়াছে শেষে দব-হুতাশনে, (১)
হেন দুর্ব্বা পূর্ব্ব শোভা ধরিবে নিশ্চয়,
হে মেঘ! বারেক যদি তব কৃপা হয়।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সংবাদ।

বেথুন স্কুল হইতে এ বৎসর চারি জন এণ্ট্রেন্স, চারি জন এল, এ, এক জন ছাত্রী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তা কুইণ্টন প্রভৃতি কয়েক জন রাজপুরুষ মণিপুরীদিগের কর্ত্তৃক অতি নিষ্ঠুর এবং অন্যায় রূপে হত হইয়াছেন এই সংবাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়া মনে বড় আঘাত পাইয়াছেন। যে দিন এই সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হন, সেই দিন প্রাসাদের প্রাতঃকালীন নিত্য বাদ্যোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঘটনাটী বড়ই শোকজনক। শত্রুকে হাতে পাইয়া বধ করা অতিশয় মহাপাপের কার্য্য। মণিপুর ইংরাজেরা দখল করিয়াছে, রাজা পলাইয়াছে।

আমেরিকা রাজ্যে কোন ভদ্রলোক আপনার স্ত্রী এবং এক পুত্রকে রাখিয়া বিদেশে গমন করে। তদনন্তর তাহার স্ত্রীর আর একটী কন্যা জন্মে। প্রসূতী সে সংবাদ স্বামীকে জানায় নাই, পুত্রও তাহা জানিত না। পরে সেই কন্যাটীকে এক ব্যক্তি পোষ্য গ্রহণ করে। কাল ক্রমে পুত্রের সহিত এই কন্যাটীর বিবাহ হয়। এক দিন কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল, ঐ কন্যাটী স্বামীর সহোদরা। কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র আত্মহত্যা করিল। তাহার ভ্রাতাও তাহার পথ অনুসরণ করিল।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচি গ্রামে একটী স্ত্রীলোক স্বামীশোকে আত্মহত্যা করিয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার যে সকল জামা পিরাণ ইত্যাদি ছিল তাহা পরিধান করিয়া যেখানে স্বামী শয়ন করিতেন তথায় শুইয়া উক্ত নারী আপনার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে আর স্ত্রীলোকটী "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শব্দ শুনিয়া প্রতিবাসীরা তথায় একত্রিত হইল। এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি জ্বালা বোধ হইতেছে না?" নারী বলিল, "না, আমার প্রাণ শীতল বোধ হইতেছে।" এইরূপে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করিল।

---

(১) 'দেব-হুতাশনে' দাবানলে। অরণ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণ হইয়া যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহাকে দাবানল বলে। দুর্ব্বার বীজ কিছুতেই নষ্ট হয় না। উন্মূলিত, বিচূর্ণ, জীর্ণশীর্ণ, দগ্ধ দুর্ব্বাও আবার মেঘের জল পাইয়া নবজীবন ও নবশোভা ধারণ করে।

স্বর্ণরেণু।

ভিতরে বিচ্ছেদ থাকিলেও বাহিরের ব্যবহার মিষ্ট হওয়া উচিত, কারণ তাহাদ্বারা সময়ে আন্তরিক তিক্ততা তীরোহিত হইবার আশা আছে।

যাহার অন্তরের ভাব সমস্তই বাহির হইয়া যায়, সে লক্ষীছাড়া বড় মানুষ; আর যাহার বাহিরের প্রকাশ অপেক্ষা ভিতরের সঞ্চয় অধিক সেই প্রকৃত ধনী মহাজন।

সুবর্ণরেখা নদীর বালুরাশির ভিতর হইতে যেমন লোকে ধৈর্য্য এবং যত্ন সহকারে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করে, প্রত্যেক নরনারীর মোহজড়িত কলঙ্কাচ্ছাদিত জীবন হইতে তেমনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা স্বর্গীয় রত্ন চিনিয়া লইতে হইবে।

পৃথিবীর অনেক কথা না জানা ভাল; যাহা জানা হইয়াছে তাহার অসার অংশ বিস্মৃত হওয়া ভাল; অনেক বিষয়ে বধির হইলে কোন ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে।

অসমানে বন্ধুতা সাধারণতঃ তোষামোদ এবং অনুগ্রহরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি যেখানে সেখানে ছোট বড় নাই। প্রকৃত প্রেমে সকল প্রকার বন্ধুরতা সমান হইয়া যায়।

অকৃত্রিম প্রীতি নিত্য কালের সঙ্গী। তাহাতে চিরবিশ্বস্ততা এবং সারল্য বর্ত্তমান। এই জন্য ইহা স্মরণ করিলেও আহ্লাদ হয়। এই প্রীতি প্রস্রবণের ন্যায় হৃদয় হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া অনন্ত প্রেমসিন্ধুর দিকে চলিয়া যায়। ইহার ভিতর পার্থিব কোন স্বার্থ স্থান পায় না। তাহা বিষবৎ বোধ হয়।

পৃথিবীতে যাহার অনেক আত্মীয় বন্ধু সেও সুখী, এবং যাহাকে একটী লোকও ভালবাসে না সে আরো সুখী। যাহার অনেক আত্মীয় সে এই জন্য সুখী, যে প্রত্যেকের ব্যবহারে সে ভগবানের সহিত বহুপ্রকারের সম্বন্ধসুধা পান করে। আর যাহার কেহ নাই সে এই জন্য সুখী, যে তাহার হৃদয়ের সমগ্র টান, প্রাণের সমস্ত আশা ভরসা অন্যদিক হইতে ধাক্কা খাইয়া এক দিকে অর্থাৎ শ্রীহরির পদে সমর্পিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

৩৭৩। ১ নং অপার চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।

৩০।১ নং ড্যালহাউসী স্কোয়ার—কলিকাতা।

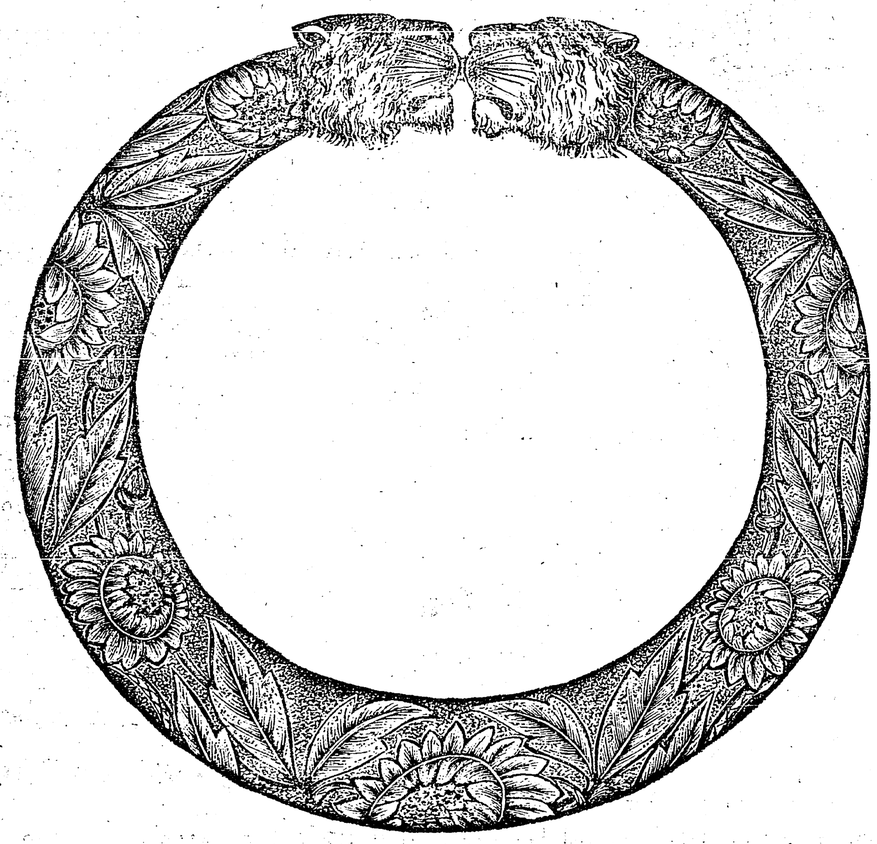

ইংরেজী বাঙ্গালা ও জহরতের যাবতীয় গহনা প্রস্তুত আছে।

ইংরেজী বাঙ্গালা ও জহরতের যাবতীয় গহনা প্রস্তুত আছে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২য় সংখ্যা।] জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বিবি চ্যাপম্যান ভারতের কতিপয় বিখ্যাত রমণীর এক জীবন পুস্তক রচনা করিয়াছেন, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। লেডী ডফারিন ইহার মুখবন্ধ লিখিবেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কুমারী তরু দত্ত, কুচবিহারের মহারাণী, পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী, ডাক্তার আনন্দা বাই জোসি, এবং কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজী এই পাঁচটী রমণীর বৃত্তান্ত থাকিবে।

মণিপুরের যুদ্ধ এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যদল তিন দিক হইতে তথাকার রাজধানী আক্রমণ করে। রাজবিদ্রোহী রাজা এবং সেনাপতি উহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সপরিবারে পলায়ন করিয়াছেন। ইংরাজ পক্ষের সৈন্য দল তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য বাহির হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিবে। সমস্ত রাজ্য এখনব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে পড়িল, মণিপুরীদিগের স্বাধীনতার লীলা খেলা ফুরাইল। রাজ্যলাভ প্রাপ্তিতে যে সুখ শান্তি নাই তাহার এই এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহাতে সুখ শান্তি অপেক্ষা ভাবনা চিন্তা এবং দায়িত্বই বেশী দেখা যায়। রাজ্যভার যথাযথরূপে পালন না করিলে, তদ্বিষয়ে যথেচ্ছাচারী হইলে রাজাদের শেষ বড় দুর্গতিও হয়। রাজা রাণী এখন বনে বনে পথে পথে নিরাশ্রয় হইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা জীবিত আছেন বটে, কিন্তু ভয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বাকী অর্দ্ধেক ধরা পড়িলে শেষ হইয়া যাইবে।

বড় পদের বড় বিপদ। লর্ড ল্যাণ্ডস্‌ডাউন মণিপুর সংক্রান্ত বিভ্রাটে কিছু অপদস্থ হইয়া পড়িলেন। জনরব উঠিয়াছে তিনি শীঘ্রই চাকরী ছাড়িয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবেন। সেখানে গিয়া হয়তো তাঁহাকে অনেক তিরস্কার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কাহার বুদ্ধির ক্রটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা এখন কে নির্দ্ধারণ করিবে? বৈরাগী বৈষ্ণব মণিপুরী, বড় বড় রাজপুরুষের মাথা কাটিয়া ফেলিবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। এ জন্য লাট সাহেবকে ধরিয়া এখন টানাটানি করা বৃথা। এ সকল বিধাতার খেলা। মানুষে মানুষে

যত দিন আন্তরিক প্রীতি সদ্ভাব না জন্মিবে তত দিন এ ভোগ ভুগিতেই হইবে।

ফনোগ্রাফ নামক যে গ্রীতযন্ত্র বা বাক্ যন্ত্রের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার কার্য্য দেখিলে পাঠিকাগণ না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তদ্দ্বারা কুকুর বিড়াল পাখীর ডাক, এবং গান বাদ্য অবিকল প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে যে যন্ত্রটী আসিয়াছে বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক গায়িকা কয়টী নরনারীর গীত সঙ্গীত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। দুই শত বৎসর এই কণ্ঠস্বর থাকিবার কথা। মনুষ্য পরলোকে চলিয়া গেলেও তাহার সঙ্গীত কণ্ঠস্বর এবং বাক্যাবলী উহাতে থাকিয়া যাইবে। কতকগুলি মোমের নল আছে, তাহাতে উহা রক্ষিত হয়। আবশ্যক মতে পুরাতন মুছিয়া ফেলিয়া নূতন অন্য এক জনের গান বা কথা তাহাতে রাখা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটী বড় মজার তামাসা হইয়া গিয়াছে। কোন বাবু কুকুর বিড়াল পাখীর ডাক ডাকিয়াছিলেন, একটী নলে তাহা রক্ষিত ছিল। পরে সেই নলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুদ্ধ ঈশ্বরের মহিমাপ্রতিপাদক একটী গান রাখা হয়। এক দিন যন্ত্রটী ঐ গান গাইতেছিল, শ্রোতাগণ শুনিতেছিলেন; গান গাইতে গাইতে হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুরের শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় ঈশ্বরের মহিমাসঙ্গীত, আর কোথায় কুকুরের শব্দ! পূর্ব্বরক্ষিত কুকুরের শব্দ ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা হয় নাই, এই জন্য হঠাৎ কুকুর ডাকিয়া উঠে।

কলিকাতা সহরে দিনে দুই প্রহরে এমন দাঙ্গা লাঠালাঠী খুন জখমের কথা আর কখন কেহ শুনে নাই। এবার ব্রিটিশগৌরবে যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। গত ৩ জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন কালে শ্যামবাজারে নন্দন বাগানে সারকিউলার রোডের ধারে মুসলমানদিগের সহিত পুলিসপ্রহরী এবং কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ানক লড়াই হইয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানে একটা সামান্য খোলার ঘর মস্‌জিদের মত ছিল। পাড়ার মুসলমানেরা তাহাতে নেমাজ করিত। যে বাবুর সে স্থান তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেখানে বাড়ী করিবেন এই ইচ্ছা। আদালৎ হইতে তিনি দখল পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন পুলিসের সাহায্যে উহা দখল করিতে গেলেন তখন ভীমরুলের মত ঝাঁকে ঝাঁকে যত সব দুষ্ট যবন আসিয়া লাঠি চালাইতে লাগিল। প্রায় চারি পাঁচ জন কনেষ্টবল্, একজন ইনেস্পেক্টর মরিয়া গিয়াছে, বড় সাহেব ল্যাম্বার্ট্, ছোট সাহেব বার্ণার্ড্ আর কয়জন সার্জ্জন সর্ব্বশুদ্ধ বিশ পঁচিশ জন ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে। বাবু

শ্রীনাথ পালও মার খাইয়াছেন। এ জন্য কল্লা হইতে গোরা পল্টন পর্য্যন্ত ডাকিতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী দলের দুই শত লোক ধরা পড়িয়াছে, অধিকাংশ জখম হইয়াছে, কতক মরিয়াছে, এবং এখনো মরিতেছে। হাঁসপাতালে গরুগাড়ী বোঝাই করিয়া লাস চালান দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তারখানায় আর রোগী ধরে না। মহা বিভ্রাট। কাহারো মাথা কাটা, কাহারো হাত ভাঙ্গা, কাহারো রক্তমাখা বিকৃত মুখ। অতি বিভৎস দৃশ্য। কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের পবিত্র শান্তি এখন পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্ল্লভ, কিন্তু ধর্ম্মের নাম দিয়া কাটাকাটি লড়াই দলাদলি গালাগালি নির্য্যাতন কটুবচন উৎপীড়ন যেখানে সেখানে। শান্তিদাতা ঈশ্বর মানবকুলের দগ্ধ মস্তকে শান্তি বর্ষণ করুন!

হরিসঙ্কীর্ত্তনের ফল।

হরিনাম সকল প্রকার মহারোগের ঔষধ। বিশ্বাস ভক্তি আশা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া মৃদঙ্গ করতালের সহিত এই সুধামাখা হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সকল অকল্যাণ কাটিয়া যায়।

কোন নগরে এক ধনাঢ্য সুবর্ণবনিক পরিবার ছিল। তাহারা সাত আট ভাই, প্রত্যেক ভ্রাতার স্ত্রী পুত্র কন্যা নাতি দোহিত্রী আছে; তদ্ব্যতীত আত্মীয় স্বজনও অনেক। ইহারা একান্নে এক গৃহে বাস করিত। অতি বৃহৎ পরিবার, গণনা করিলে শতাধিকের উপর হইবে। সকলেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ, কমলার কৃপায় সকলেই শ্রীমন্ত এবং সুখী। সোণা রূপা নগদে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কারবার। এক সঙ্গে সদ্ভাবে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত।

এত লোক একসঙ্গে চিরকাল নিরাপদে থাকিবে আশা করা যায় না। কিছু দিন পরে গৃহবিচ্ছেদে সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। সুখের সংসারে বিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মন ভাঙ্গিয়া গেলে এক বাড়ীতে অবস্থান আরো বিপদজ্জনক। ক্রোধ বিদ্বেষ হিংসা একবার যদি দেখা দেয়, তাহাদিগকে কাহার সাধ্য নিবারণ করিয়া রাখে? মন্দভাবের সঙ্গে মন্দভাবের সংঘর্ষণ হইলে উত্তরোত্তর মন্দ ভাবই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যত দিন যায়, ততই তাহা ঘনীভূত হইয়া উঠে। ঠিক রোগের মুখে তখনি তখনি যদি ঔষধ পড়ে, তাহা হইলে রোগ আর বাড়িতে পায় না। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিজেই যদি রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে কে রোগ ভাল করিবে? বিবাদে মত্ত শত লোকের মধ্যে একটী যদি প্রকৃত হরিভক্ত বিশ্বাসী লোক থাকে, সে দৈববল সহায়ে হরিনামের গুণে এই বিবাদের স্রোত ফিরাইয়া পরিবারকে আবার শান্তির দিকে চালাইতে পারে।

ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জন একটু বিশেষ বিজ্ঞ শান্ত এবং হরিভক্ত

ছিলেন। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ বালক যুবক সকলকে পৃথক হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। কি করিবেন তাহার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলে পূর্ব্ববৎ একসঙ্গে থাকে, ইহা দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সাধু সঙ্কল্পের সহায় ভগবান চির কালই আছেন। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের গণ্ডগোল কোলাহলের মধ্যে উপরি উক্ত ভক্ত ভ্রাতাটী দৈব প্রেরণায় চালিত হইয়া এক খানি খোল কাঁধে ঝুলাইলেন, আর তাঁহার দুইটী ছেলেকে বলিলেন, তোরা কর্ত্তাল বাজা! খুব তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত খোল কর্ত্তাল বাজাইয়া তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। একে হরি নাম, তাহাতে খোল করতালের বাদ্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া গেল। হঠাৎ বাহ্যে ধরিলে যেমন দশা উপস্থিত হয়, সহসা সেই মৃদঙ্গের গম্ভীর রব এবং হরিসঙ্কীর্ত্তনের মহারোলে বিবাদে প্রবৃত্ত ক্রোধান্ধ পুরবাসী নরনারীকে এক বারে যেন চাপিয়া ধরিল। অব্যর্থ মহৌষধ। বড় বড় মহামারী ওলাউঠা যে নামে থামিয়া যায়, তাহা কি সামান্য জিনিষ? সুবর্ণ বনিকের পরিবারে হরিনামের প্রতি সাধারণতঃ সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে। যখন সকলে সদ্ভাবে থাকিত তখন একসঙ্গে কীর্ত্তনাদি হইত। প্রত্যেকের ভিতরে কিছু কিছু ভক্তিরস ছিল, হরিনাম শ্রবণে তাহা জাগিয়া উঠিল। তখন ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া সকলে সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনে মাতিল। ভক্তিরসে কঠোর চিত্ত কোমল হইল। পুনরায় পূর্ব্বের প্রণয় সদ্ভাব ফিরিয়া আসিল।

এইরূপে এক হরিনামের গুণে সেই বৃহৎ পরিবারমধ্যে প্রেম শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ইহার পর আর তাহারা ঘরে ঘরে বিবাদ করে নাই। বড় বড় সাধু মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন, ব্যাকুল হইয়া এক সঙ্গে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সমস্ত গণ্ডগোল মিটাইয়া দেন। হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং প্রার্থনা একই কথা। সরল ভাবে বিশ্বাস ভক্তির সহিত এই উপায় গ্রহণ করিলে পৃথিবীর অনেক গণ্ডগোল দলাদলি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ অনায়াসে মিটিয়া যাইতে পারে। রিপুর চীৎকার কোলাহল, হরিনাম কোলাহল দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

মনিকা চরিত্র।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশে আগষ্টাইন নামক এক তেজস্বী ও ধর্ম্মাত্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তাঁহার মাতা পিতা খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন, প্রথম বয়সে তিনি উক্ত ধর্ম্মাবলম্বন করেন নাই, বরং তাঁহার চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মনিকা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন, আগষ্টাইনের পিতা ধর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। সম্ভবতঃ পুত্র

পিতার দৃষ্টান্তে যৌবনকালে সুনীতি ও সদাচারকে হতাদর করিতেন। মনিকা দেবীর হৃদয়ে এই একটী গভীর বেদনা সর্ব্বক্ষণই অনুভূত হইত, যে যদিও তাঁহার নিজের ভক্তি ও সচ্চরিত্রতা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করিত বটে, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাঁহার বৈধব্যের সম্বল আগষ্টাইন বিধর্ম্মী ও কুচরিত্র হইয়া রহিল। আগষ্টাইন স্বভাবতঃ এরূপ ধীশক্তিমান্ বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন, যে তজ্জন্য তাঁহার জননীর হৃদয়বেদনা আরও দশগুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বদা মনে এই চিন্তা হইত, যদি পুত্র স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইতেন, তদ্দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণ হইতে পারিত! অতএব মনিকা সন্তানের জন্য সতত সজলনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। শেষে তাঁহার প্রার্থনা অত্যাশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ হইল। আগষ্টাইন "ঈশ্বরের নিকট আত্মোক্তি" (কন্‌ফেশন্) নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে স্বীয় জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাতৃচরিত্র এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন,—"তুমি তোমার দাসীকে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিয়াছিলে, এবং তাঁহার দ্বারা আমার আত্মাকে গভীর অন্ধকার হইতে নিস্তার করিলে। আমার মাতা, তোমার বিশ্বাসী, আমার জন্য তোমার নিকট এতাধিক ক্রন্দন করিতেন যে সন্তানের শারীরিক ব্যাধির জন্য অন্য লোকের মাতা তত ক্রন্দন করে না। তুমি তাঁহাকে যে বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ দিয়াছিলে তদবলম্বন করিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কি ঘোর মৃত্যুমুখে আমি তৎকালে পড়িয়াছিলাম। তুমি তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলে। হে প্রভু, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়াছিলে। তুমি তাঁর অশ্রুজল অগ্রাহ্য কর নাই। হায়, তিনি যেখানেই প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার অশ্রুধারা বহিয়া মৃত্তিকাকে সিক্ত করিত। যথার্থই তুমি তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলে। সেই জন্য বুঝি তিনি একদা এই স্বপ্নটি দেখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেন কোন কঠিন বিধি অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন, এমন সময় এক প্রসন্ন ও উজ্জ্বলমূর্ত্তি যুবা তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতঃ! তুমি এত বিষণ্ণ ও শোকাকুল কেন?' তিনি উত্তর করিলেন, আমার সন্তানের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া আমি এই শোকভার বহন করিতেছি। যুবা বলিলেন, 'প্রসন্ন হও'! কেন না, যেখানে তুমি দণ্ডায়মান, তোমার সন্তানও সেইখানে।' তখন আমার মাতা নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, যে বিধি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, আমিও তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি।"

আগষ্টাইন নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর মনিকা দেবী তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। আগষ্টাইন লিখিতেছেন, "আপনার ধর্ম্মভাবে সুদৃঢ় হইয়া আমার

উদ্দেশে জল স্থল অতিক্রম করিয়া, তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া, শেষে জননী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠিক যেন তাঁহার উৎকণ্ঠারূপ কালশয্যায় শয়ান হইয়া, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট আনীত হইলাম। তুমি বিধবা অনাথিনীর সন্তান কি দুরবস্থায় পড়িয়াছে তাহা দেখিয়া আদেশ করিলে, 'যুবক, আমি আজ্ঞা করিতেছি উত্থান কর।' আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়া কথা কহিতে লাগিলাম। তুমি আমাকে মাতার হস্তে সমর্পণ করিলে। হে প্রভু, তুমি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে।"

এই প্রকারে আগষ্টাইনের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল, তাঁহার জননীর আগ্রাহাতিশয়ে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি খৃষ্টীয় জগতে অতুল খ্যাতি লাভ করিলেন। মাতা ও পুত্র বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া সাগর পার হইয়া আফ্রিকা হইতে রোম রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে আগষ্টাইন লিখিতেছেন, "এখন ক্রমে সেই দিন নিকটবর্ত্তী যখন জননী আমাকে ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া দিব্যলোকে যাত্রা করিবেন। তিনি এবং আমি নিজনে বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সম্মুখে কোলাহলশূন্য অষ্টিয়া নগরের সুন্দর উদ্যান। আমরা বহু দেশ ভ্রমণের শ্রান্তি নিবারণ করিবার জন্য তথায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমরা উভয়ে মধুর পরামার্থ প্রসঙ্গে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। অতীত কালের সমস্ত দুঃখের বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া ভবিষ্যজ্জীবনের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে এই ভাব ব্যক্ত করিতেছিলাম ;—হে সত্যস্বরূপ, তোমার বর্ত্তমানতা কি বিস্ময়কর ব্যাপার! এবং সেই অনন্ত লোকই বা কিদৃশ পদার্থ যেখানে দেবাত্মাগণ চিরজীবিত রহিয়াছেন! হায় সেখানকার শোভা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণ শ্রবণ করে নাই, মানুষের হৃদয়ে কখন কল্পনাতেও প্রবেশ করে নাই। অতৃপ্তভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক কণ্ঠ যেন রুদ্ধ শ্বাসে তোমার প্রেমের উৎস পান করিতে লাগিল—সেই উৎস যাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণী অক্ষয়জীবন সম্ভোগ করে, এবং তোমার প্রভাবে রূপান্তর হইয়া পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিতে পারে। ক্রমে আমাদের প্রসঙ্গ এমনই ঘনীভূত হইল যে আমরা এই ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্য আলোকে অত্যুচ্চ আন্তরিক আনন্দের আলোক অনুভব করিতে লাগিলাম। স্বর্গীয় জীবনের জ্যোতির সঙ্গে কি এই বাহ্য জ্যোতির তুলনা হয়, না উল্লেখ করা সঙ্গত হয়! জলন্ত প্রেমে আমরা সেই স্বর্গীয় জীবনের দিকে ঊর্দ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম,—যাহার আলোকে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ পৃথিবীতে জ্যোতি বর্ষণ করে। ধ্যান এবং যোগ প্রসঙ্গে আমরা ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিলাম। আমরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলাম ;—"যদি এই রক্তমাংসের সকল কোলাহল স্তব্ধ হইয়া

যায়, যদি এই পৃথিবীর, আকাশের, সাগরের সমুদায় দৃশ্যমান ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়া যায়, যদি আত্মা পর্য্যন্ত আপনার মধ্যে আপনি স্তিমিত হয় ও আত্মবিস্মৃত হয়, আপনি আপনার অতীত হয়, এবং সমুদায় কল্পনা, কুহক, কপট প্রত্যাদেশ রহিত হয়, সকল রসনা নীরব হয়, সকল বাহ্যচিহ্ন অদৃশ্য হয়, আর নিঃশব্দতার মধ্যে কেবল সেই পরমাত্মা আপনার ভাষাতে আপনাকে আপনি উচ্চারণ করেন ; বজ্র, বিদ্যুৎ, দেব, মানব, আপ্তবাক্য কেহই কিছু না বলে, কিন্তু সেই প্রিয়তম আপনার তত্ত্ব আপনি ব্যক্ত করেন! এই কথা বলিতে বলিতে আমরা নিরতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইলাম, যেন মুহূর্ত্তের জন্য ধ্যানযোগে সেই অনন্তকে স্পর্শ করিলাম,—যিনি জ্ঞানরূপে সকল আত্মাতে নিহিত আছেন! হায় যদি এই অবস্থা দীর্ঘ স্থায়ী হয়, যদি ইহার বিপরীত চিন্তা রহিত হয়, যদি যোগী ঈদৃশ আনন্দে জড়িত ও তন্ময় হইয়া যায়, যদি চিরজীবন এই মুহূর্ত্তকালের অনুরূপ হইয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দময় লোকে প্রবিষ্ট হওয়া কি আমরা বুঝিতে পারি। সে দিন আমরা এইরূপ নানা প্রসঙ্গ করিলাম, বোধ হইল যেন পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদিগের নিকট তুচ্ছ হইয়াছে। পরিশেষে জননী বলিলেন, "বৎস এখন আমি আমার নিজের সম্বন্ধে আর কি বলিব? ইহ জীবনে আমার কোন সুখ বা সাধ নাই। যখন পৃথিবীতে আমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে তখন আমি আর কি জন্য কোন্ আশায় এখানে অধিক কাল বাস করিব? কেবল এই এক সাধের জন্য এত কাল পৃথিবীতে পড়িয়াছিলাম যে তুমি উদার সার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিবে, আমি দেখিয়া চলিয়া যাইব। আমার সে সাধ এখন বিধাতা পূর্ণ করিয়াছেন। তুমি ইহ জীবনের সকল আমোদ তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছ, ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তবে আর আমি এখানে বিলম্ব করি কেন?" ইহার কিছুকাল পরেই মনিকা দেবীর পরলোক প্রাপ্তি হইল। মাতার যত্নে সন্তানের নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্মজ্ঞান কতদূর উচ্চ হইতে পারে সেণ্ট আগষ্টাইনের জননী তাহার চিরস্মরণীয় দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। [স্ত্রীচরিত্রসঙ্গঠন]

নিবেদন পরিচারিকার।

(১)

শুধু ফুলময় নহে সংসারের পথ,
কণ্টক আছে গো পায় পায় ;
হয়ো দেবী সাবধান চলিতে এ পথে,
অচঞ্চল থেক পরীক্ষায়।

(২)

সকলের ভাগ্যে হায় ঘটে না কখন
সাধুসঙ্গ পুণ্য তীর্থে বাস ;
কত নারী কাঁদে পড়ি অকূল পাথারে,
পায় নাক একটু আশ্বাস।

(৩)

নিরাশার মেঘ যবে হৃদয়অকাশ
করি ফেলে ঘোর অন্ধকার ;
জীবনের সজীবতা কোথা চলে যায়,
মৃত প্রাণ করে হাহাকার।

(৪)

সংসারের রাশি রাশি বিপদ আসিয়া
যবে দেবী করে আক্রমণ ;
সুন্দর সুন্দর কত সুপবিত্র ভাব
হয় লয় জন্মের মতন।

(৫)

শুধু দেবী কার্য্যক্ষেত্র হয় এ সংসার,
নহে ইহা আরামের স্থান ;
ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ত
কর তাঁর কার্য্য সমাধান।

(৬)

আশুমনোরম্য ভবলীলা ধম হেরি,
সুখের কামনা করে যারা ;
বড় তারা কৃপাপাত্র বড় তারা দীন,
বড় দুঃখ পায় শেষে তারা।

(৭)

দুর্ব্বলের বল যিনি নিত্য সুখময়,
চাহ তাঁর কাছে ধর্ম্মবল ;
হৃদয়বেদনা দুঃখ তাপ যাবে দূরে,
নিরখিবে বিপদে মঙ্গল।

(৮)

বিপদের ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ুমাঝে
চেয়ে থেক মুখ পানে তাঁর ;
লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না নিমেষের তরে,
নিবেদন পরিচারিকার।

তুমি শুধু রবে দয়াময়।

(১)

নদীর গভীর জলে নেমে
ধুইলাম দেহ শত বার,
ধুই যদি সাগরের জলে
ঘুচিবে না কালিমা তাহার।

(২)

জলন্ত চিতার মাঝে গিয়া
যবে দেহ ভস্মীভূত হবে,
থাকিবে না চিহ্ন কিছু আর
প্রতি অণু অণুতে মিশিবে।

(৩)

অনলে হইবে ছার খার
কলঙ্কিত শরীর আমার,
কিন্তু প্রজ্বলিত হুতাশনে
পুড়িবে না মনের বিকার।

(৪)

এ মলিন দেহভার হতে,
বিচ্ছিন্ন কর গো প্রভু মোরে,
ভেঙ্গে দাও এ দেহপিঞ্জর
রেখ না আমায় বদ্ধ করে।

(৫)

অবিনাশী আত্মা মানবের
পাবে ফিরে নবীন জীবন,
হায় এই অপবিত্র দেহ
পবিত্র কি হইবে কখন ?

(৬)

সঁপিয়া জীবন চিরদিন
থাকি যেন পড়ে তব পায় ;
যেন এই শরীর আমার
রত থাকে পরের সেবায়।

(৭)

করি সব বাসনা নির্ব্বাণ
তোমাপানে রহিব চাহিয়া,
তব আজ্ঞা পালনে এ দেহ
পরিণামে যাবে শুকাইয়া।

(৮)

তোমাতরে কেঁদে কেঁদে নাথ
চক্ষু যেন অন্ধ হয়ে যায়,
বাহিরের আলো নিবে গিয়ে
অন্তরেতে তোমারে ফুটায়

(৯)

এ শরীরে রহিবে না কিছু
শুধু মাত্র থাকিবে হৃদয়,
হৃদয়েও থাকিবে না কিছু,
তুমি শুধু রবে দয়াময়।

শ্রীউমাশশী রায়।

বিজ্ঞান।

বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি, বিচিত্র-
ার মধ্যে একতা দর্শন এবং কার্য্য-
ারণসম্বন্ধ জ্ঞানকে বিশেষ জ্ঞান বা
বিজ্ঞান বলে।

সামান্য জ্ঞানে কয়লা ও হীরকে কোন
কার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় না। একটী
জ্জ্বল বহুমূল্য রত্ন, অপরটী কৃষ্ণবর্ণ অকি-
ঞ্চিৎকর পদার্থ। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা
স্থির হইয়াছে, ইহারা একই পদার্থের
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; উভয়ের প্রভেদ
াহ্যিক, বস্তুগত নহে। পৃথিবী ও সূর্য্যে
য কোন প্রকার সাদৃশ্য আছে তাহা
হসা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ; কিন্তু শাস্ত্র-
জ্ঞরা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীতে
যা সকল পদার্থ আছে সূর্য্যমণ্ডলেও
সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান দেখা যায়।
যে সকল কারণে পৃথিবীতে ঝড় বৃষ্টি
হয়, সূর্য্যমণ্ডলেও সেই সকল কারণে
সেইরূপ ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই একরূপ নিয়ম দৃষ্ট
হয়, অনন্ত বিচিত্রতার মধ্যে একতা
উপলব্ধি করা যায়।

ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পতিত
হয়, জল নিম্নদিকে গমন করে, চন্দ্র পৃথি-
বীকে প্রদক্ষিণ করে, এই তিনটী কার্য্যে-
র কারণ এক পৃথিবীর আকর্ষণ। এই-
রূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিজ্ঞা-
নের উদ্দেশ্য।

ক্রোধ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি মনোবৃত্তির
কারণ নির্ণয় করাও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।
বিজ্ঞানের এই অংশকে মনোবিজ্ঞান
বলে।

শাস্ত্র পাঠ করিলেই বিজ্ঞান লাভ হয়
না। বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান লাভ
করিতে হইলে যুক্তি, পর্য্যবেক্ষণ ও পরী-
ক্ষার প্রয়োজন। এ জন্য শরীর সুস্থ, মন
শান্ত, একাগ্র ও সত্যপিপাসু হওয়া
আবশ্যক।

অতএব বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথ-
মতঃ যুক্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝা
প্রয়োজন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবীতে যে সকল
পদার্থ দৃষ্ট হয় সূর্য্যমণ্ডলেও তৎসদৃশ
অনেকগুলি পদার্থ বিদ্যমান্ আছে। এ
জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করিলাম ?
মানুষ তো সূর্য্যমণ্ডলে যাইতে পারে
না। সূর্য্যমণ্ডলে যে সকল পদার্থ আছে
তাহার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই
আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে
সক্ষম নহি।

যন্ত্রবিশেষের দ্বারা সূর্য্যালোক দেখিলে
যাহা প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হইতেই বুদ্ধি ও অনুমানের সাহায্যে ঐ
সকল অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব নিরূপিত
হইয়াছে। সামান্য লোকেও সচরাচর
সহজ সহজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে
অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান করিয়া থাকে।
পিপাসা অনুভব হইলে জলপানে তাহার
নিবৃত্তি হইবে, অগ্নিতে হস্ত ক্ষেপ করিলে
হস্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে, রাত্রির পর দিন

আসিবে, এবং দিনের পর রাত্রি হইবে; এই প্রকার সহজ অনুমান সকলেই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, অনুমান সকল সময় ঠিক্ হয় না। উল্কা দর্শনে অলক্ষণের অনুমান, বিড়ালের ডাকে পীড়ার আশঙ্কা, গ্রহণ দর্শনে গর্ভস্থ সন্তানের নাসিকা লোপের ভয়—ইত্যাদি দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে এই সকল অনুমান ও আশঙ্কা অমূলক; কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবেন না।

কিরূপ স্থলে ও কিরূপ প্রমাণের উপর স্থাপিত হইলে অনুমান সঙ্গত হয় এবং কিরূপ স্থলেই বা অমূলক ও অসঙ্গত হয় তাহা নির্ণয় করা আদৌ আবশ্যক।

যে শাস্ত্রে সঙ্গত ও অসঙ্গত অনুমানের প্রভেদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় তাহাকে ন্যায়শাস্ত্র বলে। ন্যায়শাস্ত্র বিজ্ঞানের ভিত্তি।

স্বর্গযাত্রীর প্রতি নিবেদন।

দেব!

১। তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, যেন আমাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যদিও তুমি দূরে গিয়াছ, আমি তোমার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তথাপি তোমার বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমোজ্জ্বল মুখ আমি দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

২। আমার এ শুষ্ক নিরাশময় হৃদয়, তোমার স্নেহে জীবন লাভ করুক, ও স্বর্গের পথে অগ্রসর হউক।

৩। তোমার প্রেমপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমি যেন নব বল লাভ করি। তোমার চরণচিহ্ন না ধরিলে আমি কেমন করিয়া পথ চিনিব।

৪। আমি পাপ ও আসক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এত দিন বিশ্বপতির পূজা করিয়াছি। সে পূজা তো পূজা নয়, তাহা আর কিছু।

৫। আমি তোমারই কাছে শুনিয়াছি, মোহাসক্ত জীবের অন্তরে ভগবানের প্রকাশ হয় না। যদি সে মনে করে, তাহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা কল্পনা, তাহা কিছু না।

৬। আমি পাপাচ্ছন্ন হৃদয়ে যে সকল সাধন করিয়াছি, আমি বুঝিয়াছি তাহা অসিদ্ধ হইয়াছে।

৭। আমি বুঝিয়াছি যে বিন্দুমাত্র আসক্তি ও কামনা থাকিতে ব্রহ্মকৃপা লাভ করিতে পারিব না।

৮। তুমি নির্ম্মল চিত্ত যোগী; আমার বিশ্বাস, তোমার পবিত্র কণ্ঠের উচ্চ প্রার্থনা সেই রাজাধিরাজের সিংহাসন তলে পৌঁছিবে। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিও।

৯। মোহান্ধ হৃদয়ে ব্রহ্মের জ্যোতি প্রকাশিত হয় না; যদি ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ হয়, তবে সকল পাপ সকল আঁধার ঘুচিয়া যায়।

১০। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন এই ঘোর নিরাশার আঁধারে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি দেখিতে পাই।

শ্রীউমাশশী দেবী।

("স-সে-মি-রা"।)

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা;—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াম্
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় এই নয় জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, যথা;— (১) ধন্বন্তরি, (২) ক্ষপণক, (৩) অমরসিংহ, (৪) শঙ্কু, (৫) বেতালভট্ট, (৬) ঘটকর্পর, (৭) কালিদাস, (৮) বরাহমিহির, (৯) বররুচি। তন্মধ্যে কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি কবিত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একদা রাজা বিক্রমাদিত্য আপন প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে কোনও বিশ্বস্ত চিত্রকরকে আদেশ করিয়াছিলেন। চিত্রকর মহিষীর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা সেই অবিকল চিত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন বররুচি কহিলেন,—মহারাজ! মহিষীর এ প্রতিমূর্ত্তিটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও ইহাতে একটু খুঁত আছে। চিত্রকর প্রাণপণ যত্নে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল, খুঁত আছে শুনিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত তুলিকা এই বলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিল, যে, যদি ইহার কোনো স্থানে কোনো খুঁত থাকে, আমি আজি হইতে এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলাম। তুলিকা ফেলিবামাত্র তাহার অগ্রভাগ হইতে একবিন্দু কালি ঠিকরিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির উরুদেশে পতিত হইল। তখন বররুচি কহিলেন,—মহারাজ! এখন চিত্রখানি নিখুঁত হইল, আর ইহাতে কোনো ত্রুটি নাই। তখন সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বররুচি কহিলেন,—মহিষী ভানুমতীর উরুদেশে যে একটি কৃষ্ণবর্ণ তিল আছে, চিত্রকর তাহা আঁকে নাই, এক্ষণে দৈবযোগে উহার তুলিকা হইতে মসিবিন্দু ঐ স্থানে পতিত হওয়ায় সেই তিলচিহ্নের অভাবটি দূর হইল। রাজা তখন অবাক্ হইয়া ভাবিলেন,—ভানুমতীর উরুদেশে যে তিলচিহ্ন আছে এ ব্যক্তি কিরূপে তাহা জানিল? নিশ্চয় মহিষীর প্রতি ইহার দুরভিসন্ধি আছে, তাই এত নিগূঢ় বৃত্তান্ত জানিয়াছে। তিনি ইহা ভাবিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বররুচিকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে, একদা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলেন। বনমধ্যে সায়ংকালে হঠাৎ ঘোরতর ঝড়বৃষ্টি হইল। রাজপুত্র অনুচর-

বর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও পথহারা হইয়া রাত্রিযাপনের জন্য হিংস্র জন্তুর ভয়ে এক উচ্চ বৃক্ষ আশ্রয় করিলেন। ঐ বৃক্ষে একটি ভল্লূকও আশ্রয় লইয়াছিল। উভয়েই বিপন্ন বলিয়া পরস্পরে বন্ধুতা হইল, এবং স্থির হইল যে, প্রথমরাত্রি ভল্লূক জাগিয়া রাজপুত্রকে চৌকি দিবে, এবং শেষরাত্রি রাজপুত্র জাগিয়া ভল্লূককে চৌকি দিবেন। ভল্লূক নিজ অঙ্গীকার পালন করিয়া রাজপুত্রকে জাগাইয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইল। ইত্যবসরে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপুত্রের নিকট ঐ ভল্লূকটি প্রার্থনা করিল। রাজপুত্র নিদ্রিত ভল্লূককে নীচে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভল্লূকের নখগুলা ঐ বৃক্ষের গায় এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, সে পতিত না হইয়া জাগিয়া উঠিল। অনন্তর প্রভাতে রাজপুত্র যখন ভল্লূকের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ভল্লূক, "স সে মি রা" এই—চারিটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়া রাজপুত্রের গালে চারিবার চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুত্রও তদবধি উন্মাদগ্রস্ত হইয়া দিবারাত্রি কেবল "স সে মি রা" বলিতে লাগিলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিলে যে তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি কেবল "স সে মি রা" বলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং নানা স্থান হইতে চিকিৎসক আনাইয়া বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্রের রোগ সারিল না। বররুচি নির্ব্বাসিত হইয়া ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি জ্যোতির্বিদ্যার বলে রাজকুমারের পীড়ার কারণ জানিতে পারিলেন, এবং সুযোগ বুঝিয়া স্ত্রীলোকের বেশে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজপুত্র আসিবামাত্র তাঁহাকে পীড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনিও সেই "স সে মি রা" বলিলেন। তখন বররুচি ঐ চারিটি অক্ষর লইয়া এক একটি শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইবামাত্রই রাজপুত্রের বায়ুরোগ সারিয়া গেল। সেই চারিটি যথা—

"স"—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তস্য বধে কিন্নাম পৌরুষম্।"

সদ্ভাবে বিশ্বাসে যেই সঁপেছে জীবন,
কি পৌরষ আছে তারে করিয়া বঞ্চন;
যে জন শুইয়া কোলে সুখে নিদ্রা যায়,
তাহারে বধিলে বল কি পৌরুষ তায়!

"সে"—

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।"

সেতুবন্ধ, সিন্ধু, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম,
ইত্যাদি ভুবনে যত তীর্থ অনুপম;
ব্রহ্মঘাতী মুক্তি পায় যাইলে তথায়,
মিত্রঘাতী মুক্তি হায়! কোথাও না পায়।

"মি"—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকে যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

মিত্রঘাতী আর যেবা বিশ্বাসঘাতক,
যেবা করে কৃতঘ্নতা ভীষণ পাতক;
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়,
বিষম নরকে তারা পচিবে নিশ্চয়।

"র"—

"রাজাসি রাজপুত্রোঽসি
যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো
দেবতারাধনং কুরু॥"

রাজার তনয় তুমি হস্তে রাজ্যভার,
কল্যাণ যদ্যপি তুমি চাহ আপনার;
ব্রাহ্মণ সজ্জনে ধন কর বিতরণ,
ভক্তিভাবে দেবতার কর আরাধন।

ঐ চারিটি শ্লোক শুনিয়া এবং পুত্রবিষয়ক সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া রাজা সেই স্ত্রীবেশধারী বররুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

গৃহে বসসি কৌমারি!
অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
ঋক্ষব্যাঘ্রমনুষ্যাণাং
কথং জানাসি সুন্দরি!॥

হে কুমারি! থাক তুমি আপন ভবনে,
গতিবিধি নাহি তব সে নিবিড় বনে;
নর ব্যাঘ্র ভল্লূকের ঘটনা সে বনে,
বল দেখি! সে সকল জানিলে কেমনে?

স্ত্রীবেশী বররুচি কহিলেন;—

দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥

হে নৃপ! দেবতা আর গুরুর কৃপায়,
বিরাজেন সরস্বতী মম রসনায়,
তাতেই জানিতে পারি অজ্ঞাত ঘটন,
সে ভানুমতীর তিল জানিনু যেমন।

এই কথা শুনিয়া রাজা চমকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বররুচি বলিয়া চিনিতে পারিয়া তদীয় বিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বপদে স্থাপন করিলেন।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

হিন্দু এবং খ্রিষ্টীয়ানের দয়া।

মনুষ্য স্বভাবের যাহা মূল ধর্ম্ম তাহা সর্ব্ব দেশেই সমান। দয়া স্নেহ, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রিয়তা প্রেম, এ সকল বস্তুতঃ একই পদার্থ, ইহার ভিতর জাতিভেদ নাই। কিন্তু কার্য্যভেদ প্রণালীভেদ আছে। শিক্ষার এবং পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা বা দেশাচার সংস্কারের তারতম্যে এই সকল মানবধর্ম্মের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অদ্য আমরা ইয়োরোপের খ্রিষ্টীয়ান মহিলা এবং ভারতের হিন্দু কুলনারীগণের দয়া পরসেবার পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছি।

হিন্দু মহিলাগণ দয়া ধর্ম্মের জন্য চিরদিন বিখ্যাত। তাঁহাদের প্রকৃতি যেন কেবল স্নেহ উপাদানে গঠিত হইয়াছে। ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া অন্ন জল ভিক্ষা করিলে কিম্বা মধ্যাহ্ন বা রাত্রিকালে অসহায় শ্রান্ত পথিক আশ্রয় চাহিলে স্নেহময়ী বঙ্গীয় মহিলা তাহাকে

ফিরাইয়া দিতে পারেন না। আপনি অর্দ্ধভোজন করিয়াও ক্ষুধিতের জন্য মুখের গ্রাস রাখিয়া দেন। চিরবিরোধী শত্রু যে, যে ব্যক্তি অনেক অনিষ্ট এবং কুৎসা ঘোষণা করিয়াছে, সরলচিত্ত দয়ার্দ্র হৃদয় হিন্দুনারী কালে তাহাকেও দয়া করিতে পারে। যে চাহিয়া খায়, হিন্দুমাতা তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হন। ইহা ব্যতীত যেখানে আপনার একটু সম্বন্ধের টান আছে, কুটুম্বিতার নাম গন্ধ আছে, এমন কি দুই তিন পুরুষ চারি পুরুষ দূরেও যদি কেহ আত্মীয় বিপদ বা পীড়ায় কাতর হয়, তিনি রাত্রি জাগিয়া অনাহারে প্রাণ পণে তাহার সেবা করিবেন। কিন্তু ইহা জাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়তার প্রাচীর পার হইয়া ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে দয়ার পাত্র মাত্রেরই প্রতি প্রসারিত হয় না। বিদেশী বিজাতির প্রতি দয়া করা, ভালবাসা উচিতও মনে করেন না, সে জন্য প্রাণ কাঁদে না। জাতি কুল মান মর্য্যাদার প্রকাণ্ড পর্ব্বত মধ্য স্থলে যেন ব্যবধান হইয়া থাকে। পরের দুঃখ শুনিলে তাঁহার চক্ষে জল পড়ে, মুখে আহা! শব্দও সহজে বাহির হয়, কিন্তু হৃদয়প্রবাহ আত্মীয়ের গণ্ডী পার হইতে পারে না। অনাত্মীয় দুঃখী কাঙ্গালকে দূরে দাঁড়াইয়া নাকে বস্ত্র দিয়া যদি দেখেন, এবং মুখে আহা বলিয়া যদি একটু চক্ষের জল ফেলেন, তাহা হইলে কর্ত্তব্যের শেষ হইল। মনে মনে ধারণা আছে, "ও আমার পর, জাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নয়, উহার জন্য আমি আর ভাবিতে পারি না।" এই সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী দয়াবতী পবিত্র বিধবা মাতা ভগিনীরা অনেক সময় ঘোর মোহে অন্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের দয়া স্নেহ যথেষ্ট আছে, আত্মত্যাগ আছে, কিন্তু ন্যায়পরতা, ঔদার্য্যের অভাব হেতু তাঁহারা অনেক সময় নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ দয়া ভালবাসা অবশ্য স্বাভাবিক, তাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া পরের প্রতি যে টুকু করা উচিত তাহা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। শিক্ষার দোষে এই সঙ্কীর্ণ ভাব এবং অন্ধ আসক্তির তিনি দাসী। অন্যদিকে স্বর্গের দেবীর ন্যায় তাঁহার স্বভাব চরিত্র, দয়া মায়া যথেষ্ট, কিন্তু ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে তাহা প্রকাশ পায় না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, নরনারীর সেবা করিলে ভগবানের সেবা করা হয়, এ জ্ঞান এদেশে তাদৃশ উজ্জ্বল নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন ঈশ্বর কল্পিত হয়। ম্লেচ্ছ যবন চণ্ডাল মেথর চামারের মধ্যে যে সেই এক বিশুদ্ধ চৈতন্য ভগবান আছেন এ কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কাজের সময় মনে লাগে না।

দয়া স্নেহের ভিতরে এই কারণে নীচ সঙ্কীর্ণ অনুদার ভাব প্রবেশ করে। তাহা অনেক সময় স্বার্থ বা মোহাসক্তি রূপে প্রকাশ পায়। হিন্দু বিধবার জীবন একদিকে দেখিতে গেলে মনে হয় যেন পরের

জন্য। নিজে তিনি কোন সুখের প্রত্যাশা রাখেন না। উপবাস অর্দ্ধভোজন, সামান্য আহার অনাহারে, ভূমিশয্যায় তাঁহার মাসের অর্দ্ধেক দিন কাটিয়া যায়। সন্তানগণ ঝি বউ নাতি নাতিনীরা কি খাইবে, কেমনে সুখে থাকিবে এই কেবল তাঁহার ভাবনা। কিন্তু এই নিস্বার্থ স্নেহ ভালবাসার ভিতরে এক প্রকারের আসক্তি থাকে। যদিও নিজের তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, কিন্তু আত্মীয়ের মোহে মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বার্থপরের ন্যায় কার্য্য করেন। সন্তানবর্গের কোন বিষয়ে সুখের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিকারগ্রস্ত হয়। প্রিয়জনবর্গের মায়ায় আসক্ত হইয়া তখন তিনি রাগ হিংসা পাপ চরিতার্থ করেন। ইহা পরের জন্য পাপাচরণ। মোহের অনেক মূর্ত্তি আছে। সে মানুষকে অন্যের অনুরোধে অধর্ম্মপথে লইয়া যায়। কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মিলে এই দশাটী ঘটে। বিধবা সন্ন্যাসিনী প্রাচীনারাও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা দয়ার মায়া, স্নেহের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সদ্‌গুণের অপব্যবহার করিয়া ফেলেন। কেবল আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে যে দয়া বদ্ধ থাকে তাহার এই দশাই হয়। সে দয়া মায়ার দাসী।

খ্রিষ্টীয়ান মহিলাদিগের এ বিষয়ে মম ও কার্য্য খুব উদার। পরকে তাঁহারা যেরূপ ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন এমন এ দেশের নারীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। অনাথাশ্রমে, হাস্‌পাতালে দুঃখী রুগ্ন নরনারীকে যেরূপ যত্নের সহিত তাঁহারা সেবা করেন, তাহা শুনিলেও হৃদয় প্রসারিত হয়। কথায় কথায় তাঁহাদের চক্ষে হয়ত জল পড়ে না, মুখে আহা উহু শব্দ বাহির হয় না; এক-গুণ আহার্য্য চাহিলে হাঁড়িশুদ্ধ পাতের কাছে আনিয়া হাজির করেন না বটে; কিন্তু যাহাতে লোকের কষ্ট দূর হয়, স্বাস্থ্য সুখ বাড়ে, অভাব মোচন হয় তাহাই তাঁহারা করেন। বৃথা ভাবুকতা দেখান না। এ সকল কাজে তাঁহাদের যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস উৎসাহ উদ্যমও প্রকাশ পায়। ইহাই তাঁহাদের সাধন ভজন পূজা আহ্নিক যোগ তপস্যা এবং এই পরসেবাতেই তাঁহাদের গভীর আত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। এক একটী দয়াবতী মহিলা চিরজীবন এই কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। পরকে এমন আত্মীয় করিতে আর কেহ পারিবে না। কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ যেন সে সন্তান অপেক্ষাও প্রিয়। ধন্য খ্রিষ্টীয়ান ধর্ম্ম! ধন্য দয়াল যিশু! বিদেশী অপরিচিত অনাত্মীয়দিগের জন্য এত উদার করুণা, প্রশস্ত দয়া কোন মোহাসক্ত সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় না। জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ এই সঙ্কীর্ণতার এক প্রধান কারণ। কিন্তু খ্রিষ্টীয়ান রাজ্যে অনেক প্রকারের জাতিভেদ ধর্ম্মমতভেদ আছে, তথাপি দয়া বিষয়ে, পরসেবা বিষয়ে তাঁহারা কোন প্রকার ভেদাভেদ মানেন

না। কথায় বলে দয়াধর্ম্ম। যেখানে দয়া নাই, সেখানে ধর্ম্ম কেবল অহঙ্কারের একটা বহুমূল্য পরিচ্ছদ মাত্র। দয়াগুণে বশীভূত হইয়া বিধর্ম্মী পরধর্ম্মীও স্বধর্ম্মী হয়। হিন্দুর সুকোমল পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত দয়ার সহিত খ্রিষ্টীয়ানের উদার বিশ্বজনীন নিরপেক্ষ দয়ার মিলনে স্বর্গীয় দয়ার উৎপত্তি হয়।

কে কারে চায় ?

(১)

কে কাহারে চায় হায় বল চিরদিন,
এ সংসার ভবের বাজারে ;
বেচা কেনা শেষ হলে, নানা দিকে যায় চলে,
ব্যস্ত সবে লয়ে আপনারে ;
প্রয়োজন লাগি এক অন্যের অধীন।

(২)

কেহ যারে নাহি চায়, না করে যতন,
ফিরিয়া না দেখে মুখ পানে ;
যখন সে যায় যথা, কেহ না সুধায় কথা,
বসিতে বলে না সন্নিধানে ;
ঘোর বিড়ম্বনা তার জীবন ধারণ।

(৩)

হেন হতভাগ্য যারা এ মহীমণ্ডলে,
কি সুখে ধরিবে তারা প্রাণ ?
আহা তার নাহি কেহ, করিতে মমতা স্নেহ,
মরিলেও না লয় সন্ধান ;
না জানি কি মহাক্লেশে তার দিন চলে।

(৪)

বিদেশী পথিক একা ভ্রমে পথে পথে,—
শূন্য মনে দিবস যামিনী ;
যাইবে কাহার দ্বারে, কে লইবে ডেকে তারে,
কে শুনিবে তাহার কাহিনী ?
কোথাও না পাব সুখ শান্তি এ জগতে।

(৫)

কিন্তু সে কি চিরকাল সাধিয়া সাধিয়া,
খুঁজিয়া বেড়াবে নিজজন ?
"লও লও মোরে লও,হওগো আমার হও"
এই বলে করিবে রোদন ?
কুক্কুরের মত পর দ্বারে দ্বারে গিয়া ?

(৬)

চাহিলে কি মিলে, না সাধিলে পাওয়া যায়,
যার লাগি কাঁদে এ হৃদয় ?
মিলাইয়া দেয় বিধি, যদি সে অমূল্য নিধি,
তবে দোঁহে দোহাকার হয় ;
নহিলে কাহারে কেহ কভু নাহি চায়।

(৭)

যে জন আমারে কাছে বসিতে না বলে,
নাহি করে আদর যতন ;
মুখ তুলে নাহি চায়, কথায় না দেয় সায়,
দেখা হলে ফিরায় নয়ন ;
আপন গরবে সদা অন্ধ হয়ে চলে।—

(৮)

আমি তারে দিব মান সম্ভ্রম প্রণয়,
হাতে ধরে বসাইব কাছে ;
চেয়ে তার মুখ পানে, কহিব সরল প্রাণে,
মিষ্ট কথা যাহা মনে আছে ;
আদরের ধন সে যে ঈশ্বরতনয়!

(৯)

আমারে না চাহে যদি কেহ এ ভুবনে,
আমি যেন সকলেরে চাই ;
তাহাতে পাইব সুখ, আনন্দে ভরিবে বুক,
সেই সুখী যার কেহ নাই ;
আপনা পাসরি পরে করিব আপন।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাণীর উপদেশানুসারে পূর্ব্বসংস্কার দূর করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম, এবং তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইলাম। পরে অন্তঃকরণ মধ্যে এই ভাবনার উদয় হইল যে, "পরলোকে আসিলাম, কৈ দেবতাদের শান্তিধামত এখনও দেখা হইল না! মরিলেই লোকে বলে, 'অমুক স্বর্গে গিয়াছে, মা ভগবতী আপনার সন্তানকে কোলে স্থান দিয়াছেন, আর কাঁদিবার দরকার নাই।' এ কথার তবে মানে কি? কত দিন এখানে একলা অপেক্ষা করিয়া থাকিব? প্রাণ যে বড় আকুল হইল, আর কিছু ভাল লাগিতেছে না। এখানেও কি আবার শৈশব বাল্য যৌবন আছে না কি? ভবযন্ত্রণার কি এখনো শেষ হয় নাই?"

আপনাপনি এইরূপ আন্দোলন করিতেছি, আর ভাবিতেছি, এমন সময় বাণী বলিলেন, "বিশ্বাসের সহিত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক! আশাপূর্ণ মনে প্রতীক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না!"

অদ্যকার কথার সুর যেন কিছু গম্ভীর। একে আমার চিত্ত ব্যাকুল চঞ্চল, তাহার উপর এই কঠোর উপদেশ, হৃদয় আরো যেন অস্থির হইয়া উঠিল। বলিলাম, "মহাশয়, কৈ আমি আজতো দেবতাদের শান্তিধাম দেখিতে পাইলাম না!"

বাণী। এখনি শান্তিধাম! হয়েছে কি? তুমি ক্ষেপেছ না কি?

আমি। কেন আমি যে বিদেহ হইয়া পরলোকে আসিয়াছি!

বাণী। তবেত মাথা একবারে কিনে নিয়েছ! পরলোকে এলেই বুঝি অমনি শান্তিধাম দেখতে পাবে?

আমি। সেই রূপইত শুনা ছিল। সকলেই বলে পরলোকে আসিলেই স্বর্গ দেখা যায়।

বাণী। কোন্ মূর্খ এমন কথা বলে? ভারি যে তোমার উচ্চ আশা দেখি। দেহটী ত্যাগ করিলে, আর অমনি দেবতাদের দলে মিশে স্বর্গভোগ! বা! বা! বামন হয়ে চাঁদে হাত!

উত্তর গুলি যেন দুই গালে দুই চড় মারিল। মুখথাবা খাইয়া ভয়ে লজ্জায় বড় কাহিল হইয়া পড়িলাম। আমার আশা উৎসাহের আগুনে ক্কে যেন জল ঢালিয়া নিবাইয়া দিল। বাণী মহাশয়ের অদ্যকার উপদেশ কেবল গম্ভীর নহে, স্বরও বড় কর্কষ, যেন বেত্রাঘাতের মত তীব্র।

অনন্তর সভয়ে বিনীত ভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! তবে পৃথিবীতে এরূপ মিথ্যা কথা কেন প্রচারিত হইল? যে মরে সেই স্বর্গে যায়, সকলেই এই কথা বলে। মরিতে মরিতে খবরের কাগজওয়ালারা তাহাকে একবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেয়। কত প্রশংসা করে। স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রী এখানে আসে, তাহার পায়ের ধূলা লইয়া স্ত্রীলোক. গুল

বলে, "আহা! সতী সাবিত্রী স্বর্গে চলে গেল!" তিনি তপস্যা পুণ্যধর্ম্ম কিছু করুন না করুন কোন প্রকারে স্বামীর আগে মরিলেই হইল। এমন কি, যে ব্যক্তি চির জীবন পাপ করিয়াছে, মরিবার সময় সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে এবং শুনিতে শুনিতে যদি সে মরে, তাহাকেও লোকে বলে, "বড় মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন।" অনেকের মুখেইতো শুনি, "অমুক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" "আমার স্বর্গবাসী পিতা মাতা"। দেহ ত্যাগ করিলেই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এ কথা কে না জানে?

বাণী। তোমার কি মনে হয়?

আমি। যা চিরকাল শুনে আস্‌ছি তাই মনে হয়। সেই আশায় আমিও এখন জীবন ধারণ করিতেছি। একলা আর এখানে থাকিতে পারি না।

বাণী। থাকিতে পার না পার সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এখানে আসিলেই অমনি যে একবারে স্বর্গবাসী হইবে তাহার কোন মানে নাই। স্বর্গ এত অনায়াসলভ্য স্থান নহে। দেবতাদের সঙ্গও রাতারাতি লাভ হয় না। নিজে তাহাতো প্রত্যক্ষ করিতেছ, বেশী কথার দরকার কি?

আমি। তাইত, তবে যে বড় বিপদের কথা হইল!

বাণী। অত কথায় কাজ কি, তুমি নিজেই কেন ভাবিয়া দেখ না, যে ব্যক্তি চিরজীবন যথেচ্ছাচারী হইয়া রহিল, ভগবানকে একবার ধ্যান চিন্তা করিল না, ভক্তিভাবে ডাকিল না, কিম্বা না হয় নির্দ্দোষ ভাবে লৌকিক ভদ্রতা এবং সৌজন্য রক্ষা করিয়া জীবন কাটাইয়াছে; সে কেবল রোগযন্ত্রণা, মৃত্যুভয়ে এবং পাঁচ জনের শোক আর্ত্তনাদে কান্না কাটিতে দুই একবার হরিনাম করিল বলিয়াই তাহার আত্মা একবারে স্বর্গবাসের উপযুক্ত হইল? মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাহার মন যেমন তেমনই ছিল, ক্ষণিক ধর্ম্মভাব প্রকাশে, কি হরিনাম স্মরণে তাহা পরিবর্ত্তিত হবে কি প্রকারে? চাপ পড়িলে সকলেই বাপ বলে, কিন্তু তাতে মন বদল হয় না।

আমি। কেন অনেক কালের পুরাতন পাপীর মনত এক নিমেষে ফিরিয়া যায়? জগাই মাধাই তার দৃষ্টান্ত।

বাণী। সে কি মৃত্যুভয়ে, না রোগযন্ত্রণায়? ঈশ্বরপ্রেরিত অনুতাপ দ্বারা মনের পরিবর্ত্তন হয়।

আমি। মরিবার সময় কি সে অনুতাপ আস্‌তে পারে না?

বাণী। পারে, যদি জ্ঞান চৈতন্য থাকে, এবং পাপস্মরণ করিয়া আত্মগ্লানি হয়। এবং ভগবান যদি কৃপা করেন। মৃত্যুকালে তাহা বড় ঘটে না। তখন মরিবার জন্যই লোকে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, অনুতাপের অবসর থাকে না। ভয়, সংসারমোহ, আর দৈহিক ক্লেশেই মানুষকে তখন অভিভূত করিয়া ফেলে।

আমি। তবে পৃথিবীতে এ রূপ মিথ্যা আশার কথা প্রচলিত হইল কেন?

বাণী। তার মানে আছে। শোকার্ত্তদিগকে ঐ কথা বলিয়া লোকে সান্ত্বনা দেয়। আর যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পরলোকে যাইতে বসিয়াছে তাহার প্রতি লোকের একটু মায়া মমতাও বেশী হয়। সে সময় তার দোষ অপরাধ অত্যাচার লোকে মনে রাখিতে বড় ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া মুমূর্ষু ব্যক্তির মন সাধারণতঃ তখন ক্ষমাশীল উদার এবং বিনয়ী হয়। ছোট বড় আপন পর সকলের নিকট সে পদধূলি প্রার্থনা করে। কাহাকেও আর সে তৎকালে শত্রু ভাবিতে চাহে না। এই সমস্ত কারণে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিনিময়ে লোকে তাহার হাতে স্বর্গ আনিয়া দেয়। দুইটা ভাল কথা বলিতে আরত কোন ব্যয় ভূষণ নাই, কাজেই বিপদের সময় বন্ধুজনেরা এই প্রকার বলিয়া থাকে।

আমি। আচ্ছা মরিবার সময় কি সকলেরই মন ভাল হইয়া যায়?

বাণী। কারো কারো হয়ও না। এমন কঠিন এবং কুটিল আত্মা আছে, যে মরিবার সময় সে মরণ কামড় দেয়।

আমি। তাকে বোধ হয় মরিবা মাত্র লোকে স্বর্গে গেল এ কথা বলে না।

বাণী। হাঁ, ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, কে স্বর্গে যায়, কেইবা নরকে যায়। আসল কথা, কেহ কোথাও যায় না; যে অবস্থায় যে ছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই সে থাকে; কেবল বিপাকে পড়িয়া দেহত্যাগজন্য মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, আর ভাল হইবার জন্য অন্তরে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যিনি সাধু তিনি ইহ পরকালে স্বর্গভোগ করেন। যে পাপী, সে নরক হইতে উঠিয়া অন্তরে নরক লইয়াই এখানে আসে, এসে ভাল হইতে বাধ্য হয়। তাও কি ইচ্ছাপূর্ব্বক? প্যায়দায় করে তোলে।

আর জীবিতেরা যে মৃত ব্যক্তির এত প্রশংসা করে তাহার আর একটা মানে আছে। তাহাকে লইয়া আরত ভুগতে হবে না, তার সঙ্গে আর ঠকাঠকিও বাধবে না, লৌকিক সৌজন্য দেখানতে কোন খরচও নাই; দুই কথায় প্রতিবাসীরা তাকে একবারে স্বর্গে তুলে দিয়ে ঘরে চলে যায়। মনে মনে সেটা বড় বিশ্বাস করে না। হাড় জুড়াইল, বাঁচিল, কেহ কেহ এই রূপও মনে ভাবে। সে সময় শত্রুও মিত্র বৎ হয়। যেমন মুমূর্ষু রোগী যাহা খেতে চায় আদর করিয়া তাই তাকে সকলে দেয়; স্বর্গপ্রাপ্তিও কতকটা সেইরূপ জানিবে। মানুষের বিচার ঈশ্বরের মত নহে।

বাণীর কথা গুলি যেন আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। বুঝিলাম, ঠিক কথাই বটে। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হৃদয় বড় বিষণ্ণ হইল। এখানে আরত ঘুষ ঘাষ খোসামোদ বরামোদ চলে না, লোকের প্রশংসা সাধুবাদেও কুলায় না,

সূক্ষ্ম বিচার। কাজেই আমি অন্তরের বেগ কমাইতে বাধ্য হইলাম।

আমাকে ভগ্নোদ্যম দেখিয়া বাণী বলিলেন, "স্বর্গ বহু দূরে এবং অতি নিকটে। ভগবচ্চিন্তা এবং ধ্যানে তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে সশরীরেও স্বর্গভোগ হয়। ফলতঃ আত্মাই স্বর্গ এবং নরক। তবে যত দিন দেহ থাকে, তত দিন নরক কিছু নিকটে, বিদেহ হইলে স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার হয়। কিন্তু কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য। মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, রূপান্তর নয়। কথঞ্চিৎ নির্দ্দোষ ভাবে কাল কাটাইয়া যে মরে, কিম্বা কিছু কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করে, আত্মীয়েরা তাহাকে বলে, ইনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্যের বিচারক কি মানুষ, না ঈশ্বর? যে সাধু সাধ্বী ছিল, মরণান্তে সে স্বর্গে গেল বলিলেই, মনে হয় যেন সে এত কাল নরকে ছিল। এ সব লৌকিক ব্যবহারের কথা। মৃত্যুকালীন ধর্ম্মের যে বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায় তার উপরে স্বর্গ নরক নির্ভর করে না। তুমি নিরাশ হইও না, শীঘ্রই আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্তজীবনে নবজন্ম লাভ করিবে।"

পরলোকচিন্তা।

হে পরলোক, তুমিই সত্য আর সকলই মিথ্যা। তোমার কথা স্মরণ করি। তোমার বিষয় চিন্তা করি।

নশ্বর ক্ষণ ভঙ্গুর এই জীবন, অবিনশ্বর অমর ধাম তোমাতে, অনন্ত জীবন তোমাতে।

জীবনের আর সকলই অনিশ্চিত, কেবল তুমিই নিশ্চিত।

তুমি অদৃশ্য অপরিজ্ঞাত রাজ্য। তুমি এখন অন্ধকারের যবনিকায় আবৃত; তোমাকে আমরা দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। কিন্তু সাধু ভক্তের নিকট তুমি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

হে পরলোক, এ গৃহ দুদিনের, ভবের লীলা খেলা দুদিনে ফুরাইবে, মায়ার পুতলি সংসারে আমোদ আহ্লাদ দুদিনে শেষ হইবে, তোমাতে যে গৃহ তাহাই নিত্যকাল স্থায়ী, অনন্ত কালের আশ্রয় স্থল।

হে পরলোক, তুমি আছ ইহা বিশ্বাস করি। তুমি নাই বলিলে জীবনের সকল সম্বন্ধ, সকল ভাব, সকল কার্য্য একেবারে অনিত্য হইয়া যায়। তুমি নাই বলিলে প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম সকলি বিফল হইয়া যায়। তুমি না থাকিলে পিতা মাতা ভাই বন্ধু, স্বামী স্ত্রী সকল সম্পর্কই মিথ্যা হইয়া যায়।

জীবনের সীমা আছে, কিন্তু হে পরলোক, তোমার সীমা নাই। তুমি অনন্তের সুবিশাল সীমাবিহীন রাজ্য।

সৃষ্টির আদি হইতে তোমার ভিতর কত অমরাত্মা মানবাত্মা অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। যত দিন সৃষ্টি থাকিবে আরো কত মানবাত্মা তোমাতে বিলয় হইবে কে জানে?

হে পরলোক, আমাদের পৃথিবীর পুরাতন আত্মীয়ের সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তোমার ভিতর তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখানে নূতন লোকের সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, প্রিয় পুরাতন আপনার লোক সকল চিরদিনের মত তোমাতে তেমনি লুকাইয়াছেন; আর তাঁহাদের মূর্ত্তি ভূতলে দেখা যায় না, আর তাঁহাদিগকে আহ্বান করা যায় না, আর তাঁহাদের পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা যায় না। চিরদিনের মত কি তাঁহারা নীরব হইয়াছেন, অদৃশ্য হইয়াছেন?

হে পরলোক, তুমি দিন দিন আমাদের জন্যও অগ্রসর হইতেছ, নিকটবর্ত্তী হইতেছ। তোমার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। তোমাকে স্মরণ করি।

হে পরলোক, তুমি নিরাশ হৃদয়ের আশা, অন্ধকার ভবিষ্যতের আলোক, মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন, বিচ্ছেদের পর মিলন। তুমি আমার নিকট উজ্জ্বল হও, সুস্পষ্ট হও, সুমিষ্ট হও, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হই।

সংবাদ।

অল্প বয়সে লোকে স্বাস্থ্যের প্রতি প্রায়ই অবহেলা করিয়া থাকে। অধিক রাত্রে শয়ন করা, অসময়ে আহার করা, কি আহার করা উচিত তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখা, যৌবন বয়সসুলভ দোষ। যৌবনকালে অনিয়ম করিলে প্রথমে ইহার ফল বুঝা যায় না, কিন্তু তাহা দ্বারা ভিতরে ভিতরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং শরীরে কোন না কোন রোগের মূল সঞ্চারিত হয়। অধিক বয়সে যাহার শরীর রোগগ্রস্ত হয়, প্রায়ই দেখা যায় তাহারা অল্পবয়সে শরীর সম্বন্ধে অনিয়ম করিয়াছিল। তরুণ বয়সে লোকে আজ হয়ত অপরিমিত আহার করিল, কাল অনাহারে কাটাইল; আজ আমোদের জন্য সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেল না, কাল হয়ত অধিক নিদ্রা গেল। নানা অনিয়মে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের শরীর রোগের আধার হইয়া থাকে।

সম্প্রতি জার্ম্মেনি দেশস্থ একেশ্বরবাদী পণ্ডিত ডাক্তার স্পিনার সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বিষয় ভালরূপে অবগত হওয়া তাঁহার এ দেশে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। জার্ম্মেনিতে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া ত্রিশ হাজার লোক তাহার সভ্য। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্ এবং একেশ্বরবাদী ও ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধানধর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন। সুপণ্ডিত স্পিনার সাহেব আট প্রকার ভাষায় পারদর্শী। নববিধানাচার্য্যের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। এমন কি, তাঁহাকে ইনি "ধর্ম্মগুরু" বলিয়া থাকেন। ইনি ইতিমধ্যে এক দিবস আচার্য্যদেবের শয়নগৃহ, দেবালয় ইত্যাদি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই, দূর হইতে ইনি বিদেশী অপরিচিত হইয়াও তাঁহার ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব এত ভালরূপে বুঝিয়াছেন।

মণিপুরের বিদ্রোহী রাজা এবং সৈনা-

পতি দুইজনেই ধরা পড়িয়াছেন। সেনাপতি মহাশয় রাজপ্রাসাদের অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন, এবং একজন সামান্য কুলির বেশে অবস্থিতি করিতেন। উভয়েই এখন বন্ধীভূত আছেন। শীঘ্রই বিচার হইবে।

বরাহনগর মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একখানি মুদ্রিত পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"এতদ্দেশীয় রমণীদিগকে স্বাভাবিক শিক্ষা দান করাই এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে রমণীগণ স্নেহ, বাৎসল্য, দয়া, গৃহিণীপণা, লোকসেবা প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে সুশিক্ষিতা হয়; যাহাতে তাহাদের প্রকৃতি পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হয়, তজ্জন্য এই বিদ্যালয়ে বিশেষরূপ বন্দোবস্ত আছে। এই সকল শিক্ষা ব্যতীত শেলাই, চিত্র, প্রভৃতি বিষয়ে যত্নসহ শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টে হিন্দু-বিধবাশ্রম নামে একটী আশ্রম খোলা হইয়াছে। এই আশ্রম এখানকার ছাত্রীনিবাসের অন্তর্নিবিষ্ট। এই হিন্দু বিধবাগণ আপনাদের ধর্ম্মমত, রীতি পদ্ধতি, বজায় রাখিয়া অবস্থিতি করেন। বিধবাদিগের সমুদয় খরচা (চিকিৎসার ব্যয় ব্যতীত) আশ্রম বহন করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজ হইতে অনেকগুলি বিধবা এই আশ্রমে সুখে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।"

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং দেশীয়, ইয়োরোপীয় অনেক সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ এই বিদ্যালয় এবং বোর্ডিং দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ দুঃখিনী অনাথা হিন্দু-বিধবাগণ ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

বরিশালের একটী লোক তাহার শত্রুকে জব্দ করিবার জন্য আপনার ঔরসজাত দশ মাসের একটী কন্যাকে দুষ্টবুদ্ধি এবং কুটিল বিবেচনার সহিত হত্যা করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী এ কথা বিচারালয়ে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। প্রতিহিংসা মহাপাপের প্রসূতি।

কাশীর ঘাটে গঙ্গার উপর বিবাহ উপলক্ষে পাত্র পাত্রীকে লইয়া অনেক গুলি স্ত্রীলোক নৌকায় চড়িয়া পূজা দিতে যাইতেছিল। নৌকার তলা ফাঁসিয়া সকলে জলমগ্ন হয়। পাত্রী এবং বিশ জন স্ত্রী লোক মারা পড়িয়াছে। মৃত মাতৃশবের বক্ষে মৃতশিশু সংলগ্ন, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

আণ্ডামান দ্বীপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে স্ত্রী কয়েদী হাজারের উপর ছিল, এবার নয় শত হইয়াছে। মহাপাপে পাতকিনী সহস্র নারী যে স্থানে বাস করে তাহা কি ভীষণ স্থান!

পক্ষীজাতির গতি অতি দ্রুত। শকুনি প্রতি ঘণ্টায় শত মাইল ভ্রমণ করিতে পারে, কাক ঘণ্টায় ২৫ মাইল ভ্রমণ করে, পায়রা ঘণ্টায় ৬০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

স্বর্ণরেণু।

পুরুষকার সকল উন্নতির নিদান। বিপদ পরীক্ষার সময় চিত্তকে সংযত করিয়া পুরুষকার সহায়ে বিধাতার পানে চাহিয়া থাক।

সুখ দুঃখ, মান অপমান জীবনের উপর দিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু শান্তিময় চরিত্র নিত্য পদার্থ, তাহা নিত্য পরমাত্মাতে স্থিতি করে।

যৌবন কালে স্বাস্থ্যের প্রতি অনাদর করা অনুচিত।

ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে সকল স্থানই স্বর্গবৎ।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত কি? মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিত, অনিশ্চিত জীবন।

কার্য্যবিহীন জীবনের ন্যায় ভারবহ আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করার ন্যায় কষ্টকরও কিছু নাই।

কোন মহৎ ব্যক্তি বলিয়াছেন, জীবনে দুইটি সময় আছে যখন মানুষ স্বার্থচিন্তা ও অর্থ চিন্তায় উদাসীন হয়। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে।

প্রেম জীবনের বসন্ত কাল স্বরূপ। প্রেমে সকলই সুন্দর ও সরস বোধ হয়। বাহিরে নৈকট্য নৈকট্য নহে অন্তরের যোগই যোগ।

জীবন থাকিতে থাকিতে ক্ষতিপূরণ, অভাব মোচন, ত্রুটি সংশোধন এবং বিচ্ছেদ মিলন করিয়া লও।

কালের ব্যবধানে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়; এমন কি যে এক সময় ভয়ানক শত্রু ছিল সেও মিত্র হইতে পারে; কিন্তু তাহাও অস্থায়ী। যে পর্য্যন্ত দুইটী আত্মা অনন্তের সার ভূমিতে মূলবদ্ধ করিতে না পারিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদের মিলন নিরাপদ নহে। কেবল আশু কার্য্য উদ্ধারের জন্য তাহা সাময়িক যোগ।

জননী গর্ভে জন্মিয়াছে এমন একটী লোকও নাই যাহাকে অহঙ্কার ছাড়িয়া এক দিন ধূলিসাৎ হইত না হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু মহাজনদিগকে পর পর সাধু মহাজনেরা ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। এইরূপে সাধুজগৎ বংশের পর বংশ এক পরিবারে বদ্ধ থাকেন। কিন্তু অসাধুরা ঈদৃশ নহে। তাহারা পূর্ব্ব পুরুষদিগকে অমান্য অশ্রদ্ধা ঘৃণা করিয়া অকৃতজ্ঞ হইয়া পরবংশের নিকট ঐরূপ কৃতঘ্নতা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞাপন।

মজুমদার এণ্ড কোং।

টেলার্শ

৩৭৩। ১ নং অপার চিৎপুর রোড।

কলিকাতা।

নানা প্রকার সুতী, রেশমী ও পশমী কাপড় ও ঐ সকল কাপড়ের ছোট বড় জ্যাকেট সুট ফ্রক কোট পেণ্টুলেন চাপকান ইত্যাদি তৈয়ারি থাকে এবং অর্ডার দিলেও যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

সাটীন ও মকমলের অতি সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট প্রস্তুতও আছে, অর্ডার দিলেও প্রস্তুত হইতে পারে।

এস্, কে, দাস, এণ্ড কোম্পানী।

৩০।১ নং ড্যালহাউসী স্কোয়ার—কলিকাতা।

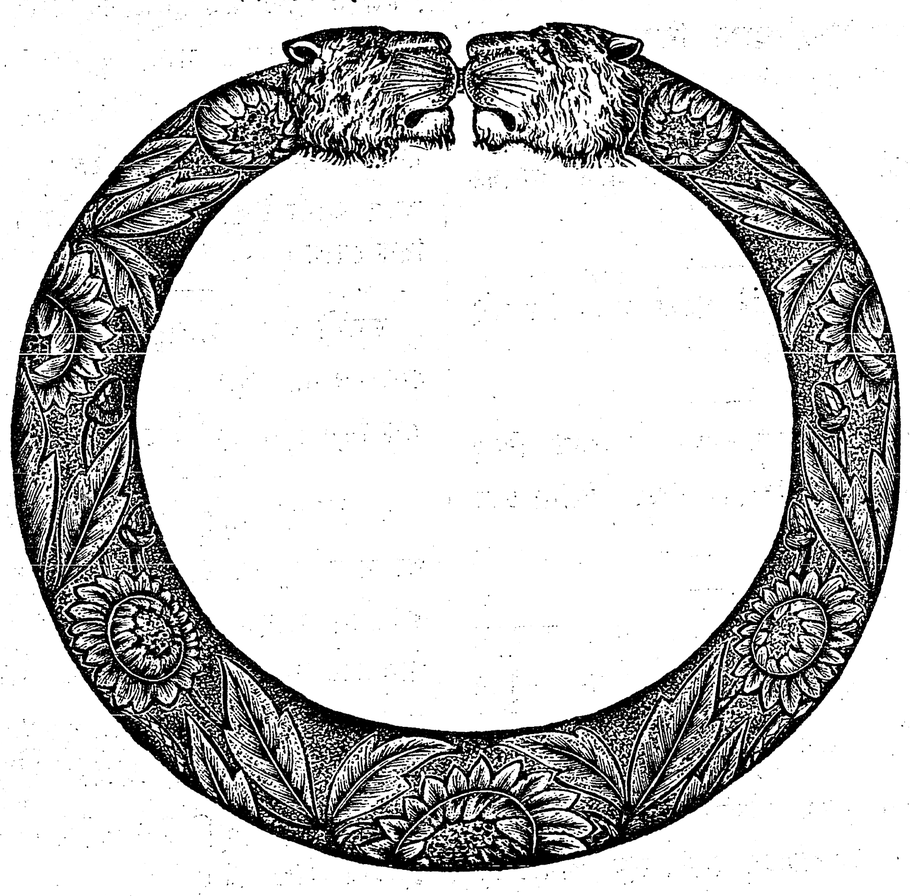

ইংরেজী বাঙ্গালা ও জহরতের যাবতীয় গহনা প্রস্তুত আছে।

ইংরেজী বাঙ্গালা ও জহরতের যাবতীয় গহনা প্রস্তুত আছে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৩য় সংখ্যা।] আষাঢ়, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর আপনার বিধবা কন্যার পুনঃপরিণয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরা এক সভা ডাকিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার আয়োজন করেন। সভায় সমাগত অধিকাংশ যুবার দল ভাণ্ডার করের পক্ষ হইয়া সভা নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে।

যে দেশে যত কাগজ ব্যয় ও প্রস্তুত হইয়া থাকে সে দেশকে তত দূর উন্নত ও সভ্য বলা যাইতে পারে। ইউনাইটেড ষ্টেটে ৮৮০টা কাগজের কল আছে। জার্ম্মেনিতে ৮০৯, ফ্রান্স দেশে ৪২০টি, ইংলণ্ডে ৩৬১টি, স্কটল্যাণ্ডে ৬৯টি, আয়র্লণ্ডে ১৩টি, রুসিয়ায় ১৩৩টি, অষ্ট্রিয়ায় ২২০টি কাগজের কল আছে। সমুদয় দেশের কাগজ প্রস্তুতের বাৎসরিক ওজন ২৮,০০,০০০ টন।

প্যারিস নগরের কোন একটী ভদ্র মহিলা তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি লইয়া পুরুষের বেশ ভূষা ধারণপূর্ব্বক প্রকাশ্য পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এ দেশে ছোট ছোট বালিকাদিগকে সময়ে সময়ে ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরিতে দেখা যায়। সখ মিটাইবার জন্য এরূপ ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি নিজেই ইহার প্রতিবাদ করে। মেয়ের মেয়েলী ভাবই তাহার স্বভাব-সৌন্দর্য্য।

নূতন নূতন সংবাদ শুনিবার জন্য সকলেই কৌতূহলী। এইজন্য যে সংবাদ-পত্রে আশ্চর্য্য এবং অভিনব সংবাদ থাকে তাহা লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করে। কিন্তু তাহা পড়িয়া শুনিয়া কি হয়? ইহা কি কেবল কর্ণচরিতার্থ, না কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য? বিধাতার বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় ঘটনা দ্বারা নিত্য নব নব বেদ পুরাণ রচিত হইতেছে। ঘটনা সকলের ভিতর তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য চিন্তাশীল এবং ভাবুক হইতে হইবে। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা ইহার ভিতর প্রতিনিয়ত দর্শন কর।

সন্তানগণকে সুশিক্ষা দিবার প্রধান উপায় সন্তান এবং পিতা মাতার মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং ঘনিষ্টতা। ভয় বা বল প্রকাশ দ্বারা যে শাসন তাহাতে স্থায়ী ফল হয় না। কিন্তু ভালবাসামূলক শাসন ও শিক্ষার ফল চিরকাল থাকে। ভয়ে পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব হয়। সন্তানগণের সহিত এমন ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাহারা অবাধে নিজের মনের ভাব ও কথা সকল পিতা মাতাকে জানাইতে পারে। পিতা মাতার নিকট সকল কথা গোপন করিবার প্রবৃত্তি ভয়ের ফল। তাহা দ্বারা অনেক অনিষ্ট হয়।

জাপান প্রদেশে শত শত মনুষ্য চিরকাল জলের উপর বাস করে। জলের উপরেই তাহাদের সন্তানসন্ততি লালিত পালিত হয়। তাহারা হয়ত অনেকে স্থলের বিষয় ভালরূপে জানেও না। দ্রব্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজন কিম্বা বিশেষ কোন কার্য্য ভিন্ন স্থলে তাহারা কেহ যায় না। তথায় জলের উপর শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক নৌকায় এক এক পরিবার বাস করে। গৃহ যেমন গৃহস্বামীর সম্পত্তি, তদ্রূপ ঐ সকল নৌকা নৌকাস্বামীর সম্পত্তি এবং বাসভবন। ঐ সকল নৌকাবাসীরা প্রধানতঃ বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সমস্ত ভারতে এক্ষণে তিন লক্ষ মহাব্যাধিগ্রস্ত কুষ্ঠ রোগী আছে। ইহাদের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা প্রকার উদ্যোগ হইতেছে। বৈদ্যনাথে অনেক কুষ্ঠরোগী নিরাশ্রয় হইয়া মহা ক্লেশে পথে পথে ভ্রমণ করে। ইহাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য কয়েকটী সহৃদয় দীনবন্ধু চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। আড়াই হাজার টাকা উঠিয়াছে, আর আড়াই হাজার হইলে একটী বাটী নির্ম্মিত হইবে। কুষ্ঠরোগীদের মত দয়ার পাত্র পৃথিবীতে আর অতি অল্পই আছে। ইহাদের সাহায্যজন্য উদ্যোগকর্ত্তা দয়ালু বন্ধুগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গীয় মহিলাকুল যিনি যাহা পারেন তাহা দিয়া অর্থের সার্থকতা করুন।

একজন ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন ইংরাজ সেনাপতি এইরূপে তাঁহার দেশীয় সেনাদলের মধ্যে চুরি ধরিয়াছিলেন;—একবার কোন কোন দ্রব্য চুরি গিয়াছিল। কে চুরি করিয়াছে কিছুতেই ধরা পড়িল না। বিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ তখন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া একত্রিত করিলেন, এবং তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, এই যে কতকগুলি ছোট বাঁশের ছড়ি দেখিতেছ, ইহা তোমরা সকলে এক একটি লও। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ চুরি করিয়া থাকে তাহার ছড়িটি নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা

বড় হইবেই হইবে। যাহার হস্তের যষ্টি সকল অপেক্ষা বৃহৎ সেই চোর প্রমাণ হইবে। সিপাহীগণ বিস্মিত ও ভীত হইয়া সকলেই এক এক খণ্ড যষ্টি গ্রহণ করিল। ক্ষণেক পরে সেনাপতি সাহেব একে একে সকলের নিকট হইতে যষ্টি ফিরাইয়া লইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি চোর সে পাছে তাহার যষ্টি বড় হয় এই ভয়ে ছড়ির কিয়দংশ দন্ত দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়াছিল। সাহেব তার যষ্টি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন সেই ব্যক্তিই চোর। তিনি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন দেখ! এই ব্যক্তিই চুরি করিয়াছে।

হাসপাতালে যে সকল দরিদ্র অনাথ রোগী বাস করে তাহাদের দুরবস্থা চক্ষে দেখিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয় এবং দেহাভিমান আর মনে স্থান পায় না। সেবা করা দূরে থাকুক, আমাদের হিন্দু মহিলাগণ বোধ হয় তাহাদের কাছে দাঁড়াইতেও পারেন না। রোগে জীর্ণ কঙ্কালাবিশিষ্ট মৃতবৎ নর নারীকে তথায় দেখিলে মনে হয় যেন প্রেতভূমিতে প্রেতগণ বাস করিতেছে। ধন্য তাহারা যাহারা এই অনাথ কাঙ্গালদিগকে গ্রীষ্মের সময় বরফের ঠাণ্ডাজল, সরবৎ আম তরমুজ জামরুল সন্দেশ এবং পাখা দান করে; শীতকালে কম্বলের দ্বারা তাহাদের শীতে কম্পিত ভগ্ন দেহকে ঢাকিয়া দেয়। পুরাতন বস্ত্র, কম্বল, জলপাত্র, দুইটী পয়সা, একটী মিষ্ট কথা এবং খাদ্য সামগ্রী ইহাদিগকে দান করিলে দয়ার সার্থকতা হয়। আহার পরিচ্ছদের যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাতে কেবল ইহারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, ইহার উপর কিছু কিছু সামগ্রী পাইলে তাহারা বড়ই কৃতার্থ হয়। দয়াবতী বঙ্গমহিলাগণ এ সকল বিষয়ে কি কিছু ভাবেন? এবং ইহার জন্য কি ভগবানের পানে চাহিয়া যথাসাধ্য কিছু চেষ্টা যত্ন করেন? জীবসেবার এমন স্থান অতি অল্পই আছে।

মণিপুরের রাজবংশ এবার ধ্বংস হইল। ইংরাজেরা বিচার করিয়া রাজা, যুবরাজ এবং সেনাপতি তিন ভ্রাতার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। মণিপুরের প্রজাবর্গের পক্ষে ইহা কি ভয়ানক শোকাবহ দৃশ্য! কোন্ নীতি অনুসারে যে এইরূপ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হয় আমরা বুঝিতে পারি না। রাজবিদ্রোহীর কি অন্য দণ্ড হইতে পারে না? সভ্য গবর্ণমেণ্টের এরূপ অসভ্য দণ্ডবিধি আর কত কাল প্রচলিত থাকিবে? যে জাতি বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা শক্তি ধন এবং জনবলে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, তাঁহারা আপনাদের আশ্রিত দুর্ব্বল দীনহীন একজন সামান্য রাজাকে প্রাণে না মারিয়া আর কি অন্য কোন দণ্ড দিতে পারিলেন না? ইহা বড় লজ্জার বিষয় এবং ভীরুতার পরিচায়ক। বিচারকর্ত্তারা মহাবিচারপতি যিশুর দর-

বারে গিয়া যখন দাঁড়াইবেন, তখন তাঁহাদের প্রতি কিরূপ দণ্ডাজ্ঞা হইবে আমরা তাই ভাবি। নীতি সভ্যতা খ্রিষ্টধর্ম্মের সঙ্গে এরূপ বিচার এবং দণ্ডবিধি কেমন করিয়া মিশ খায় তাহাও বুঝা ভার!! এখনও কি মুসার বিধি চলিবে?

কোন এক জন ইংরাজ বলেন, আণ্ডামান দ্বীপে যে সকল অপরাধী যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হয়, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ ভাল স্বভাব দেখাইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেন। তখন সে স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করিতে পারে, বিবাহ করিয়া ঘরকন্নাও করিতে পারে। যখন তাহার বিবাহ করিবার অবস্থা হয় তখন স্ত্রীকারাগারে গিয়া ইচ্ছা মত কোন এক স্ত্রীকে সে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। কারাবাসিনী স্ত্রীগণ সারবন্দী হইয়া দাঁড়ায়, এবং ঐ পুরুষের প্রতি ইঙ্গিতে মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। পরে ঐ পুরুষ যাহাকে মনোনীত করে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উভয় উভয়কে পছন্দ করিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য সপ্তাহ কাল সময় দেওয়া হয়। এই সপ্তাহ কাল তাহারা স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে অবস্থিতি করিয়া পরে আবার ছাড়িয়া দেয়। তদ্দ্বারা বহু অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। বিবাহ সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ান গবর্ণমেণ্ট তথায় যেরূপ শিথিল নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতিশয় নিন্দনীয়। এখানকার রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজনীতির তাহা নিতান্ত বিপরীত।

জীবন্ত বিশ্বাস।

প্রাচীন রোমরাজ্যের নরপশু সম্রাট নিরোর বৃত্তান্ত অনেকে অবগত আছেন। জগতে এমন কোন কাজ ছিল না যাহা করিতে সে পরাঙ্মুখ হইত। নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপ কার্য্য সে অনায়াসে সম্পন্ন করিত। লোকের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া বেহালা বাজাইত। কিন্তু ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা মানববুদ্ধির অতীত। ভয়ঙ্করী তামসী নিশার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী তারকার ন্যায়, কৃষ্ণা-রাক্ষসী-পরিবৃতা অশোক কাননস্থিতা সীতার ন্যায়, এই নৃশংস নিরোর অন্তঃপুরে এক পবিত্রহৃদয়া পুণ্যশীলা রমণী বাস করিতেন। তিনি রাজকন্যার পরিচারিকা ছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস ও পবিত্রতা সম্বন্ধে পৃথিবীর রাজ-কন্যাগণ তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিবারও উপযুক্ত নহেন। তিনি অতি দরিদ্রা ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সন্তানগণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী ও পুত্র কন্যা সর্ব্বশুদ্ধ আটটি পোষ্য।

একদিন তিনি রাজ-কন্যার কেশবিন্যাস করিয়া দিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ চিরুণি খানি তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ধর্ম্মপরায়ণা রমণী

আশঙ্কিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "হে পরমেশ্বর, রক্ষা কর।" তচ্ছ্রবণে কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিচারিকে! তুমি কোন্ ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছ? আমার পিতাইত একমাত্র ঈশ্বর, তুমি কি তাঁহাকেই স্মরণ করিতেছ?" পরিচারিকা অকুতোভয়ে উত্তর করিলেন, "না, যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, অনন্ত কোটী জগৎ যাঁহার অনন্ত শক্তিতে নিরন্তর ভ্রাম্যমান, শত শত রাজা ও সম্রাটের মুকুট-শোভিত মস্তক যাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত, আমি তাঁহাকেই স্মরণ করিলাম।"

কন্যা এই উত্তর শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে পিতার নিকট গমন করিল, এবং তাঁহার সিংহাসন-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "পিত! তুমি ব্যতীত কি আর এক জন ঈশ্বর আছেন?" দুরাত্মা নিরো স্পর্দ্ধাসহকারে উত্তর করিল, "না, আমিই জগতের একমাত্র ঈশ্বর। আমি ইচ্ছা করিলে এই অতুল শোভাময়ী রোম নগরী ধ্বংস করিয়া ইহাকে মরুভূমি সদৃশ করিয়া দিতে পারি; আবার গভীর অরণ্যানী কাটিয়া তথায় বহু প্রাসাদসমন্বিত মনোহর নগর স্থাপন করিতে পারি। অতএব জানিও, আমিই একমাত্র ঈশ্বর।" কন্যা বলিল, "না, বাবা, তুমি ঈশ্বর নও। আমার দাসী বলিয়াছে, যে যিনি রাজার রাজা, সম্রাটেরও সম্রাট, তিনিই ঈশ্বর।" নিরো সে কথা শুনিয়া কোপ-কম্পান্বিত হইয়া বলিল, "কি! তোর দাসী আমাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না! আমি এইক্ষণেই তাহাকে দেখাইব, আমি তাহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা কি না!"

এই বলিয়া স্বামী ও সন্তানগণের সহিত পরিচারিকাকে আপনার সমক্ষে আনিবার জন্য অনুচরদিগকে প্রেরণ করতঃ তৈলপূর্ণ একটী প্রকাণ্ড কটাহ অগ্নিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহা উত্তপ্ত করাইতে লাগিল। ইত্যবসরে দাসী তাঁহার স্বামী ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তথায় আনীত হইলেন। নিরো জিজ্ঞাসা করিল, "দাসি! তুই আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিস্ না?" বিশ্বাসের অমিত তেজোবলে বলবতী সেই রমণী উত্তর করিল, "না, করি না। কালক্রমে তোমার ন্যায় কত রাজা, কত সম্রাট এই পৃথিবীর অপূর্ব্ব রঙ্গভূমিতে কিছু কাল ক্রীড়া করিয়া অবশেষে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে, আর তাঁহাদের দেহ কীটভক্ষ্য হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এমন এক দিন আসিবে, যখন আপনারও সেই দশা ঘটিবে। অতএব মহারাজ! আপনাকে বৃথা ঈশ্বর বলিয়া আর গর্ব্ব করিবেন না; রসনাকে আর অপবিত্র করিবেন না। আপন জীবন ও শক্তির অনিত্যতা বুঝিয়া বিনীত হউন।"

নিরো তৎক্ষণাৎ প্রথমতঃ তাঁহার স্বামীকে, পরে একটি একটি করিয়া তাঁহার সন্তানদিগকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে রমণীর ক্রোড়ে যে শিশু কন্যাটি স্তন্যপান করিতেছিল, তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে

লাগিল। কন্যাটি কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই স্বর্গীয়া দেবী তাহাকে বলিলেন, "বৎসে! কাঁদ কেন? দেখ ঐ কটাহের মধ্যে আমা অপেক্ষা অধিক দয়াময়ী এক জননী ক্রোড় বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন, যাইয়া সেই অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান লাভ কর।" অবশেষে দুরাত্মা তাহাকে এবং তাহার জননীকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিল। বিশ্বাসের জয় হইল, অমর নগরে আনন্দের দুন্দুভি বাজিতে লাগিল, নর-পিশাচ নিরোর অন্তঃপুরে স্বর্গীয় দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। [গ্রামবাসী]

জীবনকুসুম।

(১)

"মানবজীবন বনকুসুম সমান,
মোহলতা বিজড়িত, বিষবৃক্ষে আচ্ছাদিত,
কলুষকণ্টকে ক্ষত মলিন বয়ান;
তেজোবারি বিনে যেন কণ্ঠাগত প্রাণ।

(২)

ভীষণ শ্বাপদ প্রায় রিপুপরিবার,
বিষদন্ত হানে বুকে, বিমল কোমল মুখে,
পান করে হৃৎপিণ্ড শোণিত আধার;
দলে পদতলে রূপ লাবণ্য তাহার।

(৩)

পশি দলে দলে কালকীট দলে দল,
দংশে বিষধর যথা, অষ্টে পৃষ্ঠে যথা তথা,
উগারে অজস্র কালকূট বিষানল;
হায় রে! সোণার অঙ্গ রোগেতে বিকল।

(৪)

বাসনাজঞ্জালে ঢাকি কমল বদন
মরে দুঃখ অন্ধকারে, বিকসিতে নাহি পারে,
বদ্ধবায়ু মাঝে করে জীবন বহন;
না পায় দেখিতে জ্যোতি, আলোক তপন।

(৫)

দেবকৃপাবলে, ভক্তি-সাধন-প্রভাবে,
ছিন্ন করি পাপবাস, অবিদ্যালতিকাপাশ,
ফুটিবে যখন ফুল স্বর্গীয় স্বভাবে;
রূপের ছটায়, গন্ধে জগত মাতাবে।

(৬)

মধুর সুঘ্রাণ আছে তাহার ভিতরে,
হবে যাহে বিমোহিত, সকল মানবচিত,
ছুটিবে সে গন্ধ স্বর্গে, লোকলোকান্তরে;
মজিবে তখন আপনার রূপে নরে।

(৭)

হরিপদাম্বুজে যবে পড়িবে সে ফুল,—
প্রেমাঞ্জলি রূপ ধরি, সুরপুর আলো করি,
করিবে তখন পুষ্পবৃষ্টি দেবকুল;
দেখিতে সে শোভা চিত্ত সতত ব্যাকুল।

(৮)

রংএ রং গন্ধে গন্ধ হবে একাকার,
উথলিবে যোগানন্দ, হরিপ্রেম মকরন্দ,
ভাসিবে সন্তান মুখে স্বরূপ পিতার;
হাসিবে সকলে হেরি মিলন দোঁহার।

মেরী মাতা।

যিশু খ্রীষ্টের জননী মেরী দেবীর জীবনের প্রকৃত বৃত্তান্ত জগতে অধিক প্রকাশিত নাই, কিন্তু তাঁহার নাম করিলে

ধার্ম্মিক মাত্রেরই মনে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হয়। যাঁহার গর্ভে লোকপাবন মহাপুরুষোত্তম পবিত্র ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কে না তাঁহাকে দেবী বলিয়া স্বীকার করিবে? ইয়োরোপের খ্রিষ্টীয়সমাজে আদর্শনারী-রূপে তিনি পূজিতা হয়েন। রোমান-কাথলিক সম্প্রদায় তাঁহাকে রীতিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে।

ইহুদিকুলে কোন ধার্ম্মিক পরিবারে মেরী জন্ম গ্রহণ করেন। মেরীর পিতা মাতা বহুদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। শেষ বয়সে এই কন্যাটী তাঁহারা প্রাপ্ত হন। এরূপ অবস্থায় সন্তান জন্মিলে দেশের রীত্যনুসারে পিতা মাতা মেরীকে দেব-মন্দিরে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শৈশব কাল হইতে মেরী পুরোহিতদিগের তত্ত্বাবধানের অধীনে দেবমন্দিরে থাকিতেন। ধর্ম্মযাজকগণ তদীয় রূপ লাবণ্য এবং মধুর ব্যবহারে অতিমাত্র সন্তুষ্ট ছিলেন।

ক্রমে মেরী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন মন্দিরাধ্যক্ষগণ ভাবিলেন, "এই কুমারীর ভার এমন কোন সচ্চরিত্র পুরুষের উপর অর্পিত হউক যিনি ইহার কৌমার ধর্ম্ম চির কাল রক্ষা করিবেন।" এই স্থির করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ ঘোষণা দিলেন,—"দেবমন্দিরের বেদীর নিকট প্রত্যেকে নিজ নিজ যষ্টি রাখিয়া যাইবে। যাহার যষ্টিতে ফুল ফুটিবে সেই মেরীর স্বামী হইবে।" ঘোষণানুসারে সকলে যষ্টি রাখিয়া গেল। কিন্তু কোন যষ্টিতে ফুল ফুটিলনা। ঈশার পিতা যোসেফ তখনও এ সংবাদ পান নাই। অথবা সংবাদ পাইয়াও এ কার্য্যে সাহস প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। সূত্রধরের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তদনন্তর মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে যষ্টি রাখিবার আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যোসেফের যষ্টিতে দিব্য সকল ফুল ফুটিয়া হাসিতে লাগিল। শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পুষ্পদামে পরিণত হইল।

যখন এইরূপ ঘটিল, তখন পুরোহিত-গণ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই মেরীর স্বামী হইলে। তুমি ইহার কৌমার্য্য ব্রত যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, এই জন্য তোমাকে স্বামীরূপে নিযুক্ত করা গেল।" বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানেরা যিশুর অলৌকিক জন্ম কল্পনা করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে পিতার ঔরসে জননীগর্ভে সাধারণ মনুষ্য সকল জন্ম গ্রহণ করে, যিশুকে সে শ্রেণীর মধ্যে ফেলিলে তাঁহার দেবত্ব রক্ষা পায় না, এই জন্য প্রচলিত আছে যে, মেরী যোসেফের ভবনে থাকিতে থাকিতে পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক তাঁহার গর্ভাধান হয়। তদ্দর্শনে ভয় পাইয়া যোসেফ স্ত্রীত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে স্বর্গদূত আসিয়া যখন সপ্ন দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাঁকে পরিত্যাগ করিও না। ইহাঁর গর্ভে যিনি আছেন তিনি যিশু, জগতের পরিত্রাতা।" তখন তিনি মেরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

বেথলিহ্যাম নগরে পথপার্শ্বে এক অশ্বশালায় যিশু ভূমিষ্ঠ হন। মেরী দরিদ্র সূত্রধর যোসেফের গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য করিতেন, নির্দ্দোষ ভাবে কাল কাটাইতেন। পুত্রকে সঙ্গে করিয়া একবার জেরুশালম তীর্থ দর্শনে যান। পুত্র যিশুর বয়স তখন বার বৎসর। অনেক দিন পরে যিশু যখন ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন তৎকালে দুষ্ট লোকেরা মিথ্যা করিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে তিনি ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া অপর সন্তানগণ সঙ্গে মেরী তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। লোকমুখে যিশু সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "কে আমার মাতা? কেইবা ভাই ভগ্নী? যাহারা আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা পালন করে তাহারাই আমার মাতা ভ্রাতা ভগ্নী।" কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মতে যিশু ব্যতীত মেরী মাতার আরও কয়েকটী পুত্র কন্যা ছিল। তন্মধ্যে এক পুত্র পরে খ্রীষ্টিয়ান বিষপের পদে অভিষিক্ত হন।

পরিশেষে যিশু যখন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, মেরী অদূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। যিশু তখন শিষ্য জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার জননীকে দেখিও!" ঈশার স্বর্গারোহণের পর অবশিষ্ট কাল মেরীদেবী এই জন কর্ত্তৃক সেবিত এবং রক্ষিত হন। অপর শিষ্যবর্গ প্রচারকার্য্যে বাহির হইয়া যেখানে যাহা করিতেন, দেখিতেন, শত্রুপক্ষ তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিত, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহারা মেরীর নিকটে আসিয়া জানাইতেন। এই পর্য্যন্তই মেরীদেবীর জীবনেতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভবিষ্যৎ।

অনন্ত কালসাগরগর্ভে, হে ভবিষ্যৎ, তুমি লুক্কায়িত আছ; অসীম কালসমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আমি তোমারই দিকে যাইতেছি। তুমি কি তাহা জানি না।

তুমি অদৃশ্য, তুমি অজ্ঞাত, তুমি অপরিচিত, অনিশ্চিত অথচ নিশ্চিত।

মনুষ্যের ভাবী জীবন তুমি, মানবের অদৃষ্ট লিপি তুমি।

হে ভবিষ্যৎ, তোমাতে সুখ কি দুঃখ, আশা কি নিরাশা, অন্ধকার কি আলোক কিছুই জানি না।

তোমার ভিতর কত পরিবর্ত্তন, কত নূতন ঘটনা, কত অঘটন ঘটনা ঘটিবে কিছুই জানি না। ভবের ঘাটে বসিয়া ভয় অভয় আশা নিরাশা মিশ্রিত ভাব লইয়া মানুষ তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

হে ভবিষ্যৎ, তোমার সীমা নাই, অন্ত নাই; মহান্ধকারের যবনিকায় আচ্ছন্ন তুমি, মনুষ্যচক্ষের ততীত তুমি।

হে ভবিষ্যৎ, পরলোকে যাইবার পথ তুমি। অনন্ত ধামে যাইবার সোপান তুমি। বিশাল সময়সমুদ্রের স্রোত তুমি। জীবনগ্রন্থের অপ্রকাশিত অধ্যায় তুমি।

হে ভবিষ্যৎ, তোমার বিষয় ভাবিয়া ক্ষণে আশা ক্ষণে ভয়, ক্ষণে আনন্দ ক্ষণে নিরানন্দ চিত্তকে আকুল করে। তুমি কি আমার পক্ষে সুন্দর মনোহর, না নিরানন্দময়?

হে ভবিষ্যৎ, তুমি যাহাই হও না কেন, তোমার ভিতর সেই জগজ্জননীর দয়া হস্ত আছে বিশ্বাস করিব, সকল অবস্থায় তাঁহার অঙ্গুলি দেখিয়া ধন্য হইব।

বিবাহের সম্বন্ধ।

স্বয়ং বিধাতা প্রজাপতির অনুগ্রহ ব্যতীত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় না, এই পুরাতন কথা আমাদের দেশে বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে কোন গুরুতর বিষয় মাত্রেই সচরাচর লোকে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কয় ব্যক্তি উপরের দিকে চাহিয়া যথার্থ বিশ্বাসের সহিত বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যে ব্রতী থাকেন তাহা আমরা জানি না। শুভসংযোগে সহজে প্রথমদর্শনে যাহারা স্বামী কিম্বা স্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছে তাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন, তদ্ভিন্ন এই বিস্তীর্ণ ভবের মেলায় অনেকে বিভ্রান্ত হইয়া আপনার জনকে অন্বেষণ করিতে করিতে শেষ শ্রান্ত ক্লান্ত এবং বিরক্ত হইয়া পড়ে। কেন পছন্দ হয়, এবং কেনই বা হয় না, ইহা এক কঠিন সমস্যা। কি কি লক্ষণ থাকিলে মনের মত স্বামী হয় তাহার একটা সাধারণ রুচি বুদ্ধিমতা বালিকাগণের মনে থাকে। তদনুসারে তাহারা স্বামী প্রত্যাশা করে।

এ কাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বর কন্যা নির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতা অভিভাবকদিগের উপরেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল। এখনও অনেকটা আছে। তাঁহারা আপনাদের রুচি অনুসারে বর কিম্বা কন্যা ঠিক করিতেন। সাধারণতঃ তাহার ফল দেখিতে গেলে কিছু মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। এই নিয়মে বহু কাল হইতে পুরুষানুক্রমে এ দেশে বিবাহকার্য্য এবং দাম্পত্যধর্ম্ম চলিয়া আসিয়াছে, তজ্জন্য পরিবারমধ্যে কিম্বা সমাজের ভিতর বিশেষ কোন অশান্তি উপস্থিত হয় নাই। এ জন্য পাত্র পাত্রীকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। কেবল এই মাত্র তাহাদের প্রার্থনা যে, বর সুন্দর হইবে এবং সে অনেক গহনা দিবে। আর বরের প্রার্থনা যে কন্যাটী সুন্দরী হইবে। সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম বিচারের ভার তাহাদের উপর থাকিত না। পিতা মাতা অভিভাবকগণ তাহা বুঝিয়া লইতেন। এরূপ প্রথায় যে সকলেই সুখী এবং সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

বরের দোষটা সেকালে প্রায় কেহ ধরিত না, কিন্তু বউটী নিখুঁত হওয়া সকলেরই প্রার্থনীয় ছিল। নাক মুখ চোখ কপাল চুল এবং দেহলাবণ্যের কিছু ত্রুটি থাকিলে শাশুড়ী ননদেরা খুঁত খুঁত করিতেন। "যেমন ছেলে তেমন বউ হইল না" এই বলিয়া মুখ ভার করিতেন। তাঁহাদের মতে আর পাঁচ জন না বুঝিয়া মত দিয়া সে কথাটা পাকা পাকি করিয়া লইত। সুতরাং বরের মনও সে জন্য দুঃখিত হইত। কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল। তদ্ব্যতীত যৌবনে পদার্পণ করিলে সে সকল দোষ ত্রুটি আবার অনেক মোচন হইয়াও যাইত। বাল্যবিবাহ প্রথার ইহা

একটী বিশেষ সুবিধা যে যৌবনে পৌঁছিলে আর বেশী গোলযোগ বড় কিছু থাকে না, সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। বালিকা বধূটী যৌবনে পদার্পণ করিলে, তখন অনেকে বলেন, "আহা! দিব্যিটী দেখিতে হইয়াছে!" ইহা ব্যতীত সেবা ভক্তি বাধ্যতা এবং কার্য্যদক্ষতাগুণে বধূ ঠাকুরাণীরা অল্পকালমধ্যে প্রিয়দর্শনা স্নেহভাজনা আদরের সামগ্রী হইয়া উঠেন।

এক্ষণকার কাল বড় শঙ্কটের কাল। আট দশ বৎসরের বালিকাটীও বলিতে শিখিয়াছে, "আমি চারিটা পাসকরা বর চাই, তার কমে হবে না।" তাহার উপর এক গা গহনাত অবশ্য অবশ্যই চাই। সৌন্দর্য্যরুচি তাহাদের এখন অতিশয় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলে কিছু বোধ শোধ লেখা পড়া জানা শুনা হয় বটে, শরীরও গৃহধর্ম্ম পালনের উপযুক্ত হয়, যৌবনবিবাহের উপকারিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাতে অনেক অপকারিতাও আছে। রীতিমত সৎশিক্ষা না পাইলে সেই অপকারিতা আরো অধিক হইয়া উঠে। সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি উন্নতি মনকে বড় উচ্চাভিলাষী সুখবিলাসী করিয়া তুলে। ভাবী উন্নতির আশা তাহাদের অতি অল্পই থাকে। ইহারা অভিভাবকদিগের উপর আর কোন ভার রাখিতে ইচ্ছা করে না। যদি তাঁহারা আশাতীত বর আনিয়া দিতে পারেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে, কিন্তু মাঝা মাঝি কোন ব্যবস্থার জন্য ভার দিতে চাহিবে না। তখন নিজের উচ্চরুচি, পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিবে। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন বয়স্থা কুমারীরা শেষ নিরাশ এবং বিরক্ত হইয়া কঠোর প্রকৃতি ধারণ করে। না বুঝিয়া অনেকে একটী কল্পিত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া রাখে, পৃথিবীতে তেমন পাত্রের যোগাযোগ হইয়া উঠে না, কাজেই শেষ বিরক্তি অশান্তি মনঃপীড়া এবং নিরাশা।

অন্ততঃ চারিটা পাসকরা বর চাই, দেখিতে বেশ সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর, সদ্বংশজাত, সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং অন্যান্য সুলক্ষণও বাঞ্ছনীয়; সর্ব্বোপরি অর্থের প্রাচুর্য্য। এই গুলি উপরিউক্ত উচ্চ আদর্শের অন্তর্গত। সমস্ত গুণ গুলি একাধারে বিধাতা বড় সন্নিবেশিত রাখেন না। লক্ষ্মী সরস্বতী দুই জনে এক স্থানে থাকিতে কিছু যেন নারাজ। সুতরাং আদর্শ ক্রমে খাট হইয়া আইসে। বেশী বয়ঃক্রম হইলে অহঙ্কার দেহগর্ব্ব ও উত্তরোত্তর খর্ব্ব হইয়া পড়ে। শেষ গড়পড়তা ধরিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। জাতি বা বংশের দোষ টাকাতে কাটিয়া যায়, সৌন্দর্য্যের অভাব বিদ্যায় এবং বিদ্যার ত্রুটি ধনে পূর্ণ হয়। প্রথমে লোকে খুব উচাইয়া ধরে, পরে কার্য্যকালে ক্রমে ক্রমে তাহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া লয়। কিন্তু অর্থের বল এ বিষয়ে যেমন কার্য্যকারী, এমন আর কিছুই নয়। এরূপ বিবাহের শেষ ফল

কত দূর সুখকর তাহা অবশ্য যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারাই বলিতে পারেন। প্রথমটাত আমাদের বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। এরূপ যৌবনবিবাহ কিম্বা বৃদ্ধবিবাহের ভিতর আমরা ধর্ম্মনীতির কোন সৌন্দর্য্য বা স্বর্গীয় ভাব দেখিতে পাই না। এত বিচার বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের পর যে প্রেম সমুৎপন্ন হয়, তাহা কত দূর স্থায়ী এবং তৃপ্তিকর তদ্বিষয়েও আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। ইংরাজসমাজে শুনা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে দুই চারি বৎসর ক্রমাগত কোর্টসিপ চলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কি নরনারীর গূঢ় প্রকৃতি, তাহাদের স্বভাবের প্রকৃত ছবি কেহ দেখিতে পায়? বিবাহের পর তাহা ক্রমশঃ বাহির হইয়া পড়ে। নবানুরাগের অবস্থায় ভালবাসার যে সকল বাহ্যচিহ্ন লক্ষিত হয় তাহা শেষ আর তেমন ঘন এবং মিষ্ট লাগে না। সুখের স্বপ্ন অনেকেরই অল্প দিন পরে ভাঙ্গিয়া যায়। বস্তুতঃ যাহারা বাহিরের রূপ গুণ হাব ভাবের ভিত্তিতে প্রেমের ঘর নির্ম্মাণ করে, ধর্ম্মবিশ্বাস, উচ্চ রুচি এবং নৈতিক পবিত্রতার বন্ধনে আত্মায় আত্মায় এবং হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইতে চাহে না, অচিরে তাহাদের সে ঘর শ্রীহীন ভগ্ন জীর্ণ শ্মশান বৎ হইয়া উঠে।

শিক্ষা এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে অসাত্ত্বিক বিবাহ এবং যৌবনবিবাহ এ দেশে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে, এবং আরো হইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে এ দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত রক্ষণশীলতা ধর্ম্মবন্ধন, স্বামীভক্তি, আনুগত্য বাধ্যতা উঠিয়া যাইতেছে এবং যাইবে। বাহ্য সভ্যতা এবং ধর্ম্মহীন স্ত্রীশিক্ষার বিষময় ফল ভোগ করিয়া পরিশেষে হয়তো বঙ্গীয় সুসভ্য কৃতবিদ্য নরনারীগণ আক্ষেপ করিয়া বলিবেন, "বাল্যবিবাহের প্রেম আনুগত্য ইহা অপেক্ষা শান্তিজনক।" বাস্তবিক বাল্যবিবাহে একটী নির্দ্দোষ ভাব আছে। অশিক্ষিতা আমোদপ্রিয় নারীদিগের দৌরাত্ম্যে যদিও তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু আছে। অল্প বয়সের জন্যই হউক, বা অজ্ঞতাজন্যই হউক, যৌবনবিবাহের তুলনায় সেই নির্দ্দোষ ভাবটুকু ভাবী ধর্ম্ম নীতির উন্নতির পক্ষে বড় অনুকূল। ভাল সচ্চরিত্র স্বামী অভিভাবকের হাতে পড়িলে সরলমতি বাল্যবিবাহিত দম্পতিও সুখী-পরিবাররূপে পরিণত হইতে পারে। তাহাদিগকে যেমন শিক্ষা দিবে তেমনি শিখিবে। যৌবনবিবাহে সে সুবিধা বড় নাই। ইহাতে যুবক যুবতী পরস্পরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে, বয়োধর্ম্মগুণে তাহারা প্রথমেই একবারে সংসারমোহে, বিলাসসুখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে তখন চক্ষের আলোক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনোনীত করিবার সময় হইতেই এখানে আমরা ঐহিক বাসনা, পার্থিব ভোগেচ্ছার অত্যন্ত প্রাবল্য দেখিতে পাই। যে আদর্শ অনুসারে পরস্পরকে পছন্দ করা হয় তাহার মূলে ধর্ম্মনীতির মাত্রা অতি

কম। এই আদর্শ যাহাতে ধর্ম্মমূলক হয়, এবং তাহাতে ঐহিক বাসনা কম থাকে,তাহার উপায় এখন অবলম্বন আবশ্যক। বাল্যবিবাহের নির্দ্দোষ আমোদ, সরল ভাব যদি যৌবনবিবাহের সুশিক্ষা এবং ধর্ম্ম নীতির সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই সুখের পরিবার, ধর্ম্মের সংসার রচিত হইতে পারে। বিধাতা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে ঘরে ঘরে এইরূপ বিবাহ হউক!

স্ত্রীভক্তি।

প্রাচীন আর্য্যগণ স্বামীভক্তি নারীজাতির পরম ধর্ম্ম, এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। স্বামী স্বর্গ, স্বামী পরম গুরু এবং স্বামী পূজনীয় দেবতা; স্ত্রী তাঁহার দাসী এবং অনুগামিনী; স্বামীকে কোন বিষয়ে অতিক্রম করিলে স্ত্রী নরকে পতিত হন। স্ত্রীদিগকে স্বামীর অধীন করিবার জন্য শাস্ত্রে যে সকল বিধি তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলে আর মনে হয় না যে স্ত্রীজাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। স্ত্রী যদি দাসীর ন্যায় স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হইতে পারিবেন এই মাত্র অধিকার। দাম্পত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত কিছু উপদেশ বা কঠোর শাসনবিধি এ দেশের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার অধিকাংশই স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে, পুরুষের সম্বন্ধে বড় দেখা যায় না। অথচ পুরুষজাতি যেমন উচ্ছৃঙ্খল নারীরা তেমন নহে। শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কেন এত পক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক কি পুরুষজাতি নারীজাতি অপেক্ষা স্বভাবতঃ পবিত্র নির্দ্দোষ এবং নিয়মানুগত? কিম্বা তাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি প্রভুত্ব কর্তৃত্ব অধিক ছিল বলিয়া আপনাদের দিকে টানিয়া শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন? অথবা ইহার মধ্যে কোন নীচ অভিসন্ধি স্বার্থপরতা ছিল?

যে কারণেই হউক, ইহাতে সাধারণতঃ নারীজাতির প্রতি কিছু নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইয়াছে। স্ত্রীরা দুর্ব্বল তরল চঞ্চল জ্ঞানহীনা পরাধীনা বলিয়া তাহাদিগকে অধিকতর শাসনে রাখা যদি আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে, তবে সে সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতার জন্য পুরুষেরাই অনেক পরিমাণে দায়ী। অথবা যদি এই বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারা কঠোর শাসন বিধি করিয়া গিয়া থাকেন যে,পুরুষেরা জ্ঞানী ধার্ম্মিক সমাজপতি, সুতরাং তাঁহাদের একান্ত অনুগমন স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক; তাহা হইলেও সর্ব্বথা সর্ব্বত্র এ যুক্তি সংলগ্ন হয় না। কারণ, পুরুষ মাত্রেই স্ত্রীর অনুশরণীয় হইতে পারেন না। পূর্ব্বকালের দশ পাঁচ জন ঋষি মুনি বা তপস্বী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ লোকগুরু ধর্ম্মাচার্য্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে সকল পুরুষ মহাশয়েরাই তাঁহাদের

নামে উদ্ধার হইয়া যাইবেন, আর স্ত্রীভক্তি স্বীকার করিবেন না, ইহা নিতান্ত অযুক্তির কথা।

পূর্ব্বোক্ত পক্ষপাত এবং তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার প্রচলিত থাকাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে, তাই আমরা স্ত্রীজাতির পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলিতে চাই। এত দূর অনিষ্ট হইয়াছে যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামী যদি একটু যত্ন আদর শ্রদ্ধা সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে লোকে স্ত্রৈণ স্ত্রীজিত কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা উপহাস করে। এমন কি স্ত্রীরা নিজেই এ জন্য লজ্জা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রাচীনারা ইহাতে বড়ই বিরক্ত হন। এই ভয়ে এক্ষণকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ত্রীভক্তি সাধনে অতিশয় লজ্জা বোধ করেন। বিশেষতঃ গুরুজনের সঙ্গে যাঁহাদের একত্র বাস তাঁহারা এজন্য সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, অথচ ক্ষুব্ধ। অপর দিকে আবার পিতা মাতাকে অন্ন বস্ত্রে বঞ্চিত করিয়া কত ব্যক্তি স্ত্রীসেবায় একবারে জীবন ঢালিয়া দেন। তাঁহাদের এত অধিক স্ত্রীভক্তি যে তাহাতেই তাঁহারা উন্মত্ত। কিন্তু স্থল বিশেষে এ সকল অন্ধভক্তির অত্যাচার সত্ত্বেও স্ত্রীজাতির যাহা যথার্থ প্রাপ্য তাহা হইতে তাঁহারা অদ্যাপি বঞ্চিত আছেন। পুরুষেরা লজ্জা ভয় গুরুজনের গঞ্জনা অগ্রাহ্য করিয়া দয়া ন্যায় সত্যের অনুরোধে কত দিনে স্ত্রীভক্তি সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলা যায় না। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে বা স্ত্রীসেবার যে নীচ সঙ্কীর্ণ আদর্শ এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে এ যুগে তাহাতে আর কুলাইবে না। কিছু বাড়াইতে হইবে। কেবল অনুগ্রহের হিসাবে কিঞ্চিৎ দয়া করিলেও হইবে না। আবার অন্ধ ভক্তিতে মত্ত হইলে তাহাতেও ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। স্ত্রীপূজা প্রচলিত হয় ইহা প্রার্থনীয় নহে; কিন্তু স্ত্রীভক্তি যে পুরুষদিগের মুক্তির সাধন ইহাও শাস্ত্রের কথা;—পুরাতন শাস্ত্রে যদি তাহার ভালরূপ ব্যবস্থা না থাকে, সে ভুল এখন সংশোধন করা আবশ্যক। যে পরিমাণে পতিভক্তির প্রয়োজন সেই পরিমাণে স্ত্রীভক্তিও সাধন করিতে হইবে, নতুবা পুরুষদের সদ্গতি হইবে না। এ বিষয়ে অহঙ্কার অভিমান করিলে এখন আর চলিবে না। বিধাতা যে উচ্চ পদে পবিত্র কার্য্যে স্ত্রী জাতিকে স্থাপন করিয়াছেন তৎপ্রতি পুরুষেরা শ্রদ্ধাবান্ হউন; তাহা না হইলে তাঁহাদিগকে একদিকে স্বার্থপর স্ত্রীপীড়ক, অপরদিকে স্ত্রৈণ হইতে হইবে।

কিন্তু পুরুষদিগকেই বা কেন আমরা এ জন্য দোষী মনে করিতেছি? পিঞ্জরের পক্ষীকে কিছু দিন পরে ছাড়িয়া দিলেও যেমন সে আর আকাশে উড়িয়া যাইতে চাহে না, তেমনি হিন্দুনারীগণ আপনাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত উচ্চ পদমর্য্যাদা পাইলেও এখন তাহা লইতে তাঁহারা কুণ্ঠিত, লজ্জিত হন। তাঁহারা আপনারা পরস্পরকে ঘৃণা অশ্রদ্ধা করেন বলিয়া

পুরুষদিগের নিকটেও হেয় হইয়া রহিয়াছেন। যাহারা স্বজাতির গৃহশত্রু তাহাদের কোন কালে মঙ্গল নাই। নারীগণ পুরুষদিগের নিকট হইতে স্ত্রীভক্তি আদায় করিয়া লউন। সুদশুদ্ধ আদায় করুন, অনেক বাকী পড়িয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় যে এ পর্য্যন্ত শিক্ষিত নারীসমাজে আমরা এমন দুই পাঁচটী মহিলাকে দেখিতে পাইলাম না, যাঁহারা স্ত্রী এবং পুরুষদিগের উপর দিব্যজ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নারীজাতির প্রতিনিধি হইয়া দুই চারিটী ধার্ম্মিকা মহিলা ভারতক্ষেত্র দণ্ডায়মান হউন, এবং তাঁহাদের স্বজাতীয়া ভগ্নীগণের যাহা কিছু প্রাপ্য তাহা পুরুষদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লউন। পুরুষেরা যেমন বলিয়া গিয়াছেন,"স্বামীই স্ত্রীর পরম গুরু" তাঁহারাও তেমনি উৎসাহ এবং তেজের সহিত বলুন,"স্ত্রীভক্তি বিনা স্বামীর গতি নাই।"

তাজমহল।

দিল্লীশ্বর সাজাহান প্রিয়তমা পত্নীর স্মরণার্থে বহু কোটি অর্থব্যয়ে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। উহা 'তাজমহল' নামে জগতে বিখ্যাত। তাজমহলের নির্ম্মাণকৌশল ও শোভার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ফলতঃ উহা জগতে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। তিনি তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানের বিখ্যাত সমালোচকগণকে আহ্বান করিয়া তাজমহলের কোনও অংশে কোনও ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই পরীক্ষা করিয়া এক-বাক্যে কহিলেন যে, উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, কোনও অংশেই দোষ নাই। সম্রাটের সভায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি বিনীতভাবে কহিলেন,—পৃথ্বীশ্বর! আপনার তাজমহলে বিলক্ষণ ত্রুটি আছে। সম্রাট্ প্রাণপণ যত্নে উহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সকলেই এক-বাক্যে উহার প্রশংসা করিতেছেন, আর একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত উহাতে দোষের কথা বলায় সম্রাট্ ক্রোধে অধরদংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দোষ আছে, শীঘ্র বল! ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন ;—

আশ্চর্য্যমন্দিরমহো ধরণীশ্বরস্য
স্রষ্টুর্বিধাতুরপরেব বিভাতি কাপি।
অত্যচ্ছকাচময়মাবরণং যদস্য
নো কারিতং নরপতে স্খলনং তদেব॥

হে ধরণীশ্বর! আপনার এই তাজমহল মন্দির দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন ইহা বিশ্ববিধাতার কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। কিন্তু আপনি যখন ইহার উপযুক্ত একটি স্বচ্ছ কাচের আবরণ প্রস্তুত করাইয়া ইহাকে ঢাকিয়া রাখেন নাই, এমন জিনিস অনাবৃত রাখিয়াছেন, ইহাই আমার নিকট বিলক্ষণ ত্রুটি বলিয়া বোধ হয়।

সম্রাট্ এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন ;—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈর্নৃপালৈঃ পরিদীয়মানম্
শাকায় বা স্যাল্লবণায় বা স্যাৎ॥

দিল্লীশ্বর অথবা জগদীশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন, অন্য রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইলে তাঁহারা যাহা দিবেন, তাহাতে শাকের কড়ি,অথবা লবণের কড়ি হইবে।

হে পৃথ্বীশ্বর! আমার মনে মনে এইরূপ বাসনা হয় যে, প্রতিদিন অসংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণকে পরিতোষরূপে ভোজন করাই, কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—দরিদ্রের মনোরথ মনে উদয় হইয়া মনেই বিলীন হয়। সম্রাট্ ঐ ব্রাহ্মণের তাদৃশ প্রার্থনায় অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া উহার নামে বিপুল অন্নসত্র স্থাপন করিলেন।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

মহিলারঞ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবানন্দপুরের রমেশ বাবুর বাড়ীতে বৈকাল বেলায় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ ঝাঁক বাঁধিয়া এক জায়গায় বসিয়া আছেন। কেহ গল্প করিতেছেন, কেহ বা তাহা শুনিতেছেন। কেহ চুলবাঁধিতেছেন, কেহ বাঁধাইতেছেন। কেহ পাতখোলা চিবাইতে চিবাইতে গা ধুইতে যাইবার আয়োজন করিতেছেন। অল্পবয়স্কা কয়েকটী বউ ঝি তাস খেলিতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মাঝে মাঝে আপোষে এক আধটু ঝগড়াও করিতেছে। কেহ বা ঘুম হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অর্দ্ধপাগলিনীর বেশে তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমেশ বাবুর বৃহৎ পরিবার, বাড়ীতে অনেক গুলি মেয়ে ছেলে ঝি বউ থাকে। বধূরা কেহ শেলাই করিতেছেন, কেহ শুপারি কাটিতেছেন। গিন্নীরা চাকরাণীর সঙ্গে বকিতেছেন, এবং রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। সকলেই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন, কেবল ছোট বউ সেখানে আজ আসে নাই।

রমেশের বড় কন্যা রমণী মেঝ বউকে বলিলেন, "ছোট বউকে কেন দেখিতেছি না?" মেঝ বউ বলিল, "তার ঘাড়ে আজ ভূত চাপিয়াছে। আমি ডাক্‌তে গিয়া দেখলাম, রেবতী চাকরাণীর পা ধরিয়া সে টানাটানি করিতেছে। সেও পা ছুঁতে দেবে না, বউও ছাড়বে না। আমাকে দেখিয়া রেবতী দৌড়ে পলাইয়া গেল। আমি বলিলাম, ছোট বউ এস চুল বেঁধে দিই। তাস খেলা হচ্চে দেখবে এস। কিছুতেই এল না। মুখ গুঁজে বসে রৈল।"

বড় ননদ ছোট বধূর ঘরে গিয়ে ধমক দিয়া বলিলেন, "কি লা ছোট বউ! তোর আজ হয়েছে কি? শুনলাম তুই না কি আজ ঝি মাগীটার পায়ে হাত দিইছিস্? উঠে বাইরে আয়! চুলবাঁধবি, গা ধুবি আয়, আর একলা এখানে গোমড়া মুখে বসে থাক্‌তে হবে না।"

ছোট বউ কথা কয় না, মুখ শুকনো, চক্ষু ছল ছল, কেমন যেন এক রকম।

ননদ। তোর আজ হয়েছে কি? মা কি কিছু বকেছেন?

বউ। না, কিছু হয় নি, তুমি যাও; আজ আর আমি চুল বাঁধব না। [illegible]টা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

ননদ। কি হয়েছে ভেঙ্গে বল্‌ই না ছাই! চুপ করে থাকিস কেন?

বউ। আজ জলখাবার তৈয়ার কর্‌বার সময় রেবতী ঝিকে বল্‌লাম, তুই নীচে থেকে রেকাবি কয়খান এনে দে! তা সে শুনলে না, এই জন্য বড় রাগ হল; তাকে "দুষ্ট মাগী, তোকে বাড়ী-থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব," এই কথা বলিয়া ফেলিয়াছি।

ননদ। ও মা! সেই জন্য তার পায় ধরাধরি!

বউ। হাঁ ঠাকুরঝি, তবু আমার মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ছে।

ননদ। আরে দূর দূর দূর! ইতেই তোর এত দুঃখ! আমরা তো শ্বশুর-বাড়ীর ঝি গুলকে দুই বেলা দূর ছেই ঝাঁটা নাতি করেই থাকি। তাতে কি ওদের সানায়? ছোট লোক, যত গালা-গালি ধমক দিবি তত কাজ পাবি। আমি বলি কিই না হয়েছে! ঝি চাকরাণীরা ও রকম গালাগালি ধমকত খেয়েই থাকে। এতে কি ওদের লজ্জা আছে? না মান অপমান বোধ আছে? কুকুরকে নাই দিলে যে ঘাড়ে চড়বে!

বউ। ওদের অপমান বোধ থাক না থাক, কিন্তু আমার অভ্যাসত মন্দ হল; মুখ নষ্ট করলাম, মনের শান্তি হারা-লাম। সেই জন্য সমস্ত দিন আজ অসুখে কাটাচ্চি।

ননদ। তবে আর তোকে সংসারে থেকে কাজ নাই, বনে গিয়ে তপস্বিনী হগে যা। সংসারে থাক্‌তে গেলে এ সবত করতেই হয়।

বউ। তা বলেত মনকে প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না। ভিতর থেকে কে যেন বলছে, "তুই অহঙ্কারী পাপী। ভগবানের জীবকে তুই ঘৃণা করিস্!" ওরা ছোট লোক ঝি চাক্‌রাণী তা জানি। দুইটা গালাগালিতে ওদের কিছু হয় না তাও বুঝি। কিন্তু আমারত ক্ষতি হয়।

ননদ। ক্ষতি হল! তোমার কি নুনের নৌকা ডুবে গেছে না কি? না হাউস দেউলে পড়েছে! জেঠামো কথা শুনে শুনে হাড় জ্বলনজ্বলি। ওঠ্ আর বসে বসে ভাবতে হবে না। রেবতীকে ডেকে আমি এখনি বুঝিয়ে দেব!

বউ। সে কথা নয়, এজন্য আমার আজ বড়ই ক্ষতি হয়েছে; এখনও পর্য্যন্ত

মন খারাপ রয়েছে, কিছু ভাল লাগছে না। ইচ্ছা হচ্ছে, ছাদে একলা বসে খুব খানিক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদি। তুমি যাও, আজ আর আমি গাও ধোব না, চুলও বাঁধব না।

এই কথা বলিতে বলিতে চারুহাসি-নীর চক্ষু ঝামরিয়া আসিল, দুই এক-ফোটা জলও পড়িল। তিনি মুখ লুকা-ইলেন।

ভাব গতি দেখিয়া বট্‌ঠাকুরঝির আর মুখে কথা সরিল না। তিনি একটু গম্ভীর হইতে বাধ্য হইলেন। বুঝিলেন, সত্যই কি একটা তবে হ[illegible]। পরে মৃদু ভাবে জিজ্ঞাসা করি[illegible] "তোর ক্ষতিটে কি হয়েছে বল দেখি শুনি; আমিত কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।"

বউ। ঝির উপর রাগ করে কটু কথা বলে তার পর তাড়াতাড়ি উপাসনা করিতে গেলাম, গিয়ে প্রাণটা যেন শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মুখতুলে আর ঠাকুরের পানে চাইতে পারিলাম না। যেমন মন নিয়ে গিয়েছিলাম তেমনি অবস্থায় ফিরে এলাম, হৃদয়টা বড়ই ভার ভার বোধ হচ্ছে। আপনাকে আপনি ভাল লাগছে না।

ননদ। তোদের উপাসনা মানেত ঠাকুর পূজা?

বউ। হাঁ, প্রতিদিন স্নানের পর এক-বার তাঁর কাছে বসি, মন খুলে প্রাণের দুঃখ জানাই, তাতে বড় শান্তি পাই। সমস্ত দিন সেই সুখে কাটাই, কাজ কর্ম্ম করি। আজ তাতে বঞ্চিত হয়েছি।

ননদ। রোজ রোজ এইরূপ করিস?

বউ। হাঁ, তা করা যায় বৈ কি। কাজের গতিকে বেশী আরত পেরে উঠি না, একটী বার কোন রকমে করি।

ননদ। কৈ, আমার শ্বশুরবাড়ীতে কেউত কিছু করে না। আমরা আগে আগে পূজা পরবে কখন কখন শান্তিজল নিতুম বটে, এখন তাও উঠে গেছে। কিন্তু তাতে কৈ আমাদের মনে দুঃখ টুঃখ কিছুত হয় না। তোর ভাই সব যেন বাড়াবাড়ী।

বউ। তোমার শ্বশুর দেওর শাশুড়ী জা ননদেরা কেউ কি পূজা আহ্নিক করেন না?

ননদ। কিছু না। সকালে সকালে বাবু-দের খাইয়ে দাইয়ে আফিসে পাঠিয়ে আমরা খেয়ে খানিক ঘুমাই, তার পর তাস টাস খেলি, চুল বাঁধি, গা ধুই, গল্প করি। আবার সন্ধ্যার পর খাও-য়ার যোগাড় দেখি। সে যা হউক, এ জন্য তোর মনে কেন দুঃখ হবে? এক দিন না হয় ভাল নাই বা হল! তোকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন কি একটা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা মহাপাতক করিছিস।

বউ। ঠাকুর ঝি, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। হৃদয়ের অশান্তি সহ্য করা যায় না। আমি বড় পাপী অপরাধিনী। হিংসা দ্বেষ রাগ অভিমানে হৃদয়টা যেন নরকের মত।

ননদ। দ্বিজবর বুঝি তোকে এই সব শিখিয়েছে! হাঁ! তাইত বলি, এত

ক্ষণে বুঝতে পারলেম! আচ্ছা তা বল-দেখি, তোদের পূজা আহ্নিকই বা কি রকম, আর মনই বা তাতে ভাল হয় কিরূপে?

বউ। যে দিন মেজাজ বেশ ঠাণ্ডা থাকে সে দিন পূজায় বস্‌তে না বস্‌তে ঠাকুর যেন প্রাণের ভিতর শান্তির জল ঢেলে দেন। আজ রাগে অহঙ্কার করে মরিছি কি না, কাজেই ঠাকুরকে প্রাণ খুলে সরল ভাবে ডাকতে পার্‌লাম না, তাঁর পানে চাইতেও পার্‌লাম না।

ননদিনী ঠাকুরাণী অবাক্ হইয়া কথা গুলি শুন্‌তে লাগিলেন। অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বড় ভাল গাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, "তাইত। কৈ আমরাত কিছুই করি না, কেবল খাই আর ঘুমাই; তবে কি ঠাকুর আমাদের উপর বিরক্ত হচ্ছেন? কৈ আমাদের পাড়ার মধ্যে কোথাও কাহাদের বাড়ীতে পূজা আহ্নিকেরত চিহ্ন দেখ্‌তে পাই না।" এই ভাবিয়া তাঁহার প্রাণটা যেন হু হু করিয়া উঠিল। জীবন যেন শ্মশান মরুভূমির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। শেষ গা ধোয়া কাপড় কাচা ভুলিয়া গিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা যে ঠাকুরপূজা কর, কৈ তোমাদের দেবতা প্রতিমাত কিছুই নাই, কি দেখ কি? ভাবই বা কি?

বউ। দেখা মানেত অনুভব ভিন্ন আর কিছু নয়। একটা হাত পা নাক মুখ চোখওয়ালা জড়মূর্ত্তি সাম্‌নে রেখে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি দেখলে আমার লাভ কি হবে? প্রাণের ভিতর শক্তি এবং ভাব সঞ্চার না হইলে কোনই ফল নাই।

ননদ। তোমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারিতেছি না। কিন্তু বেশ কথা গুলি, বড় মিষ্ট লাগ্‌ছে। শুনে আমার হৃদয়ের ভিতরটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। আর একটু পরিষ্কার করে বল দেখি।

বউ। তোমাকে বুঝাতে কত দূর পারব বলিতে পারি না, কিন্তু নিজে বুঝতে পারি, এবং তাহাতে শান্তিও পাই। মনের ভিতরেই সব, বাইরে কিছু নাই। ভাল মনে ভক্তির সহিত দয়াল প্রভুর নাম ধরে ডাকলেই অমনি তিনি প্রাণের ভিতর উদয় হন। তখন আর তাঁর নাক মুখ চোখ শরীর খুঁজতেও ইচ্ছা হয় না, দূরের দেবতা বলিয়াও জ্ঞান হয় না, যেন বাতাসের সঙ্গে বাতাস, আকাশের সঙ্গে আকাশ হয়ে মিশে গেলাম। মা বাপের কাছে যেমন পুত্র কন্যা, ঠিক তেমনি ভাবটী হয়। ইহার অধিক আর আমি বুঝাতে পারব না।

ননদিনীর মাথার ভিতর এ সব গূঢ় ভক্তি যোগের সংবাদ কোন কালে প্রবেশ করে নাই, সার সার কথা গুলি শুনিয়া তিনি কিছু হতবুদ্ধি হইলেন। বড় ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। শেষ বলিলেন, "আমি এ সব কথা তোমার কাছে আবার শুনিব। আজ আর বেশী দরকার নাই।" এই বলিয়া অনন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

উদার দয়ার দৃষ্টান্ত।

এ দেশে অনেক প্রকার দয়ার কার্য্য আছে। পূজা পার্ব্বণে, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে হিন্দুরা প্রচুর ভোজ্য এবং অন্ন বস্ত্র অর্থ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাতে দুঃখীর অভাব মোচন, এবং স্থায়ী উপকার সাধিত হয় তদ্বিষয়ে সকলে দৃষ্টি রাখেন না; বরং যাহাতে দাতার সুখ্যাতি হয়, দশ জনে তাঁহার প্রশংসা করে সেই দিকেই অত্যন্ত আসক্তি দেখা যায়। সাত্ত্বিক দান অতি কম। কিন্তু এই সাত্ত্বিক দান এবং উদার দয়ার দৃষ্টান্তও এ দেশে আছে। অদ্য আমরা দয়ালু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদার দয়ার কথা কিছু লিখিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দান করেন কেবল তাহা নহে, দুঃখী কাঙ্গাল অন্নবস্ত্রহীন বিধবা এবং অনাথ দরিদ্র বালকদিগের দুঃখের কথা শুনিলে বা ভাবিলে তাঁহার চক্ষে জল পড়ে। পরম দয়ালু ঈশ্বর যেন দয়ারূপে নিজনামে এই মহাত্মার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। ভাবিয়া, বিচার করিয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া ইনি দয়া করেন না, অন্তরে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, এবং সেই বেগে তাঁহাকে দয়াকার্য্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইদানী যদিও যাকে তাকে দান করিয়া প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না, অনেকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া একটু সাবধানে চলেন, কিন্তু তাঁহার দয়ার স্বভাব অবিকৃতাবস্থায় আছে। দেশের দুঃখ দুর্গতি, দারিদ্র্য কষ্টের কথা শুনিলে তাঁহার নয়ন বাষ্পাকুলিত হয়। ভগবান দয়াময় আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া দেশহিতৈষী দয়ালুর ভিতর দিয়া কেমন কার্য্য করেন তাহার এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত এই আধারে আমরা দেখিতে পাই। হীন বঙ্গদেশ এই মহাত্মার সদ্‌গুণে গৌরবান্বিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আমি মনে করিলে এত দিন পনর ষোল লক্ষ টাকা জমাইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, প্রতিবাসীর তাহাতে অধিকার আছে। যদি ঈশ্বর থাকেন এমন প্রমাণ হয়, তাহা হইলে মানবপরিবারস্থ ভ্রাতৃগণের দুঃখে অনাহারে উদাসীন থাকিয়া নিজে বাবুগিরি করা অতিশয় অন্যায়। বাড়ীর কাছে এক জন খাইতে পায় না, আর আমি টাকা লইয়া বড়মানষি করিব? লোকে টাকা জমাইয়া যায় কেন? কেবল পুত্র পৌত্র উত্তরাধিকারীদিগকে দুষ্কর্ম্ম অসৎকর্ম্মে প্রশ্রয় দিবার জন্য। এই জন্য আমি অর্থ সঞ্চয় করি নাই।"

যখন বয়ঃক্রম বিশ একুশ তখন হইতেই দুঃখিনী কুলীনকন্যা এবং বিধবাদিগের ক্লেশ কষ্ট দেখিয়া ইহাঁর হৃদয় ক্রন্দন করিত। বিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য প্রায় আশি নব্বই হাজার টাকা তাঁহার ঋণ হয়, কেবল পরলোকগত রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ পঁচিশ হাজার সাহায্য করেন,

অবশিষ্ট ইনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। প্রথমে বিধবাবিবাহ যখন আরম্ভ হয় তখন তাহাতে বিশ পঁচিশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, সমাজচ্যুত হওয়াতে তাঁহাদিগকে পাঁচ সাত বৎসর ক্রমাগত মাসিক বৃত্তি দিয়া প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বিবাহিত দম্পতী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পোষ্য মধ্যে গণ্য হইতেন। একাকী এইরূপে বহু অত্যাচার মধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এ দেশে তিনি বিধবাবিবাহের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, অজ্ঞানদিগকে বিদ্যাদান এবং সামাজিক লোক লৌকিকতা বিষয়ে ইনি চির দিন মুক্তহস্ত। দয়ার যথার্থ পাত্র বুঝিতে পারিলে তাহাকে কখন ফাঁকি দেন না। দুঃখী গরিব চাকর দরোয়ান প্রভৃতিকে সময়ের ফল এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইতে বড় ভালবাসেন। স্বহস্তে ভৃত্যদিগের ঘরে ঘরে গিয়া কখন আঙ্গুর বেদানা, কখন বা আম কমলালেবু বিতরণ করেন। পথে প্রায় পদব্রজেই গমন করিয়া থাকেন। পায়ে চটিজুতা, গায়ে একখান মোটা চাদর মাত্র। চলিবার সময় যত অন্ধ খঞ্জ ভিখারী সম্মুখে পড়ে তাহাদিগকে পয়সা কিম্বা দোয়ানী কিছু না দিয়া যাইতে পারেন না। অনুগত আত্মীয় অথবা ভদ্রবন্ধুদিগের ভবনে গিয়া স্ত্রীলোক বালকদিগকে টাকা এবং সন্দেশ দিয়া আসেন। সময়ে সময়ে নিজহস্তে মিষ্টান্নের হাঁড়ি বহিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার নিজের পান ভোজনের ব্যবস্থা অতি সামান্য। পাঠ্যাবস্থায় যেরূপ দুঃখে দিন কাটাইয়াছেন, অর্থশালী হইয়াও প্রায় নিজসম্বন্ধে সেইরূপ আছেন। সখের মধ্যে কেবল পুস্তক বাঁধানো ব্যয়টী বেশী। দশ বিশ টাকা খরচ করিয়া এক একখানি পুস্তক বিলাত হইতে বাঁধাইয়া আনিয়াছেন।

ইহাঁর পিতা প্রতিবর্ষে নিজবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় চারি পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া লোকদিগকে উত্তম ভোজন দিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিলেন, "আমি যে গ্রামে জন্মিয়াছি সেখানকার কোন লোক অন্নাভাবে উপবাস না করে ইহার উপায় আমাকে করিতে হইবে।" এই ভাবিয়া বিধবা অনাথা এবং দয়ার পাত্রদিগকে ঐ টাকা হইতে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। এখনো তাহা দিয়া আসিতেছেন। ভদ্রলোকেরা ইহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

যেমন পুত্র তেমনি মাতা। অথবা যেমন মাতা তেমনি পুত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "আমি বাঁশে খড় জড়াইয়া দড়ি বাঁধিলাম, আমি মাটী মাখাইয়া তাহাতে রং দিলাম, সাজাইলাম, আমিই ঠাকুর গড়াইয়া তুলিলাম, সেই ঠাকুর আবার আমাকে উদ্ধার

করিবে! তুমি কেবল বাহবা চাও। ষটক কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে টাকা দিলে তাহারা বলিবে বাড়ুয্যে মহাশয় খুব বড় লোক!" অসার লৌকিকতা, পূজার ধুম ধাম তিনি ভাল বাসিতেন না, কিন্তু প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোকেরা যাহাতে অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না পায় তাহা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে একটী দাতব্য বিদ্যালয় ছিল। (এখনও আছে) তাহাতে পঞ্চাশ ষাইট জন দূরগ্রামের দরিদ্র বালক পড়িত এবং তাহারা সেই বাড়ীতেই থাকিত। তাঁহার জননী দেবী নিজে যত্নের সহিত এই বালকদিগের পান ভোজন শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ছোট ছেলেদের পায়ে তৈল পর্য্যন্ত মাখাইয়া দিতেন। পুত্র খেদ করিয়া বলেন, "হায়! জননীর কণামাত্র দয়া যদি আমি পাইতাম।" এই বলেন আর কাঁদেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক গরিবের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া তাহাদিগকে চাকরী জুটাইয়া দিয়াছেন। যে যখন দায়গ্রস্ত হইয়া প্রার্থী হইয়াছে যথাসাধ্য তাহার সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দুএনুয়েটী ফাণ্ড ইহাঁরই বিশেষ যত্ন এবং সাহায্যের ফল। কত কত বিধবা এবং অনাথ বালক এখন এই ফাণ্ডের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত প্রতিবাসী যে যখন বিপদে বা রোগে পড়ে বিদ্যাসাগর তাহাকে দেখিতে যান। কেহ শূল বা অন্য রোগের ঔষধ চাহিলে তাহাকে স্বহস্তে আহ্লাদের সহিত তাহা দান করেন। হোমিওপ্যাথি মতে সময়ে সময়ে দুঃখীদিগকে চিকিৎসাও করিয়া থাকেন। দয়া বিষয়ে তাঁহার কাছে জাতিবিচার কিম্বা ছোট বড় নাই।

কিন্তু এত যে দয়ার কার্য্য তিনি করিয়াছেন, তথাপি উপকৃত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি কৃতজ্ঞতা দিতে শিখিল না। এইজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় ব্যথিত। গ্রামস্থ লোকেরা বৃত্তি পাইয়া তাঁহাকে বলে, "ও পূর্ব্বজন্মের ধার শোধ দিতেছে।" কোন ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন যে "উহাদের দান বন্ধ করিয়া দাও।" তিনি উত্তর করিলেন, "আমিত কৃতজ্ঞতা চাই না, লোকের অভাব মোচন করিতে চাই।" অনেকে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, উপকার পাইয়া কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, বঙ্গদেশ তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবে না, তাহা সম্ভব নয়। যিনি বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত রোগজীর্ণ শরীরে অনাহারে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কে না অশ্রু বর্ষণ করিবে? এক্ষণে তাঁহার শরীর নিতান্ত ভগ্ন জীর্ণ শীর্ণ, আহার নাই বলিলেই হয়, তথাপি জনসেবায় চিত্ত সতত ব্যাকুল। তাঁহার বার্দ্ধক্যের রোগজীর্ণ দুর্ব্বল জীবনে দয়াময় ঈশ্বর মধুর স্বরে বলিয়া দিন্, তিনি স্বয়ংই দয়ারূপে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের দয়ার্দ্র কোমল হৃদয়ে নিত্যবিহার করি-

তেছেন। এই মহাত্মার উদার দয়াকে স্বয়ং দয়াময় ঈশ্বর ভিন্ন আর আমরা কি বলিতে পারি? স্বার্থপর জীবসকল এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া লজ্জিত হউক এবং শিক্ষা করুক।

গৃহশিক্ষা।

শিক্ষার দ্বারাই মানুষ মানুষ হয়। আমরা খাই পরি চলি বলি সকলই শিক্ষার গুণে। কেবল লেখা পড়া শেখাই শিক্ষা নয়। আমাদের আচার ব্যবহার কাজ কর্ম্ম, নীতি চরিত্র সকলই শিক্ষার ফল।

শৈশব এবং বাল্যকালই আমাদের শিক্ষার প্রধান কাল। যদিও শিক্ষা করিবার জন্যই আমরা এই মানবজীবন পাইয়াছি, যত দিন বাঁচিব তত দিনই আমরা শিক্ষা করিব, কিন্তু শৈশব এবং বাল্য কালকেই বিশেষ ভাবে এ জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। জমি আবাদ করিলেই তাহাতে ফসল জন্মে, কিন্তু নূতন মাটীতেই ফসল অধিক জন্মিয়া থাকে। তেমনি আমাদের জীবনের প্রথম বা নূতন অবস্থায় শিক্ষা যেমন ফলবতী হয় এমন আর কোন অবস্থায় নহে। তাই এই কালের শিক্ষার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

নূতন মাটী যেমন খুব উর্ব্বরা হয়, তাহাতে যে বীজ ছড়াইবে, তাহাই সতেজে অঙ্কুরিত হইবে, তেমনি শৈশব বা বাল্যজীবনের উর্ব্বরা ভূমিতে যেমন শিক্ষা দিবে তেমনি তাহার ফল পর জীবনে ফলিবে।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে, তাহার অর্থ, শিশু বা বালকই মানুষের পিতা। অর্থাৎ পিতা হইতে যেমন ছেলের জন্ম হয়, তেমনি শিশুর হৃদয়ে শিশুর জীবনে যে ভাব যে শিক্ষা সঞ্চারিত হয়, তাহাই তাহার পরজীবনকে গঠিত করে। শিশু যদি সুশিক্ষা পায়, বড় হইলে সে মানুষের মত মানুষ হয়। সে যদি কুশিক্ষা পায়, পরে সে মনুষ্যাকারে পশু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব শিশুকে শিক্ষা দানের দায়িত্ব বড় গুরুতর। বাস্তবিক যে শিক্ষার ফলে মানুষ মানুষ হয়, অথবা তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিলে সে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে শিক্ষাদান সহজ নহে।

শিশুশিক্ষা গৃহেই সম্পাদিত হয়। শিশুকে শিক্ষাদান করিবার জন্য তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয় না। গৃহই শিশুর শিক্ষালয়। এই খানেই মানবের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। "চলি" "চলি" করিয়া চলিতে "তালি" "তালি" করিয়া তালি দিতে, "মা" "মা" করিয়া স্বর বিন্যাস করিতে মানুষ এখান হইতেই প্রথম শিক্ষা করে। হাসিতে, খেলিতে, নাচিতে, কাজ করিতে সে প্রথম এখানেই শিখে। কেবল প্রথম শিক্ষা কেন? জীবনের সর্ব্বপ্রকার প্রধান শিক্ষাও মানবের এই গৃহেই নিষ্পন্ন হয়।

গৃহশিক্ষা মানুষের প্রথম এবং প্রধান।

এই শিক্ষাদানের ভার প্রধানতঃ মাতার হস্তে ন্যস্ত। মাতাই আমাদের গৃহশিক্ষার শিক্ষয়িত্রী। সুতরাং এই শিক্ষা দান সম্বন্ধে মাতার দায়িত্ব বড় গুরুতর। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, আমাদের মাতাগণ প্রায়ই এই দায়িত্ব তেমন উপলব্ধি করেন না। নবজাত শিশুর মুখকমল দেখিয়া জননী আহ্লাদে বিভোর হইয়া পড়েন, তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ মমতা ভালবাসার শেষ নাই। তাহাকে যত্ন আদর করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন। তাহাকে লালন পালন করিতেও তাঁহার আলস্য নাই। কিন্তু ইহাতেই যেন তাহার প্রতি তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল, অথবা ইহা ভিন্ন যেন তাঁহার আর কিছু কর্ত্তব্য নাই. এইরূপ তিনি মনে করেন। একটি অমর মানবের ভবিষ্যজ্জীবনের উন্নতি অবনতির সকল ভার যে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত আছে, তাহা তিনি একেবারেই ভুলিয়া যান। কিম্বা এ বিষয়ে তাঁহার কি কর্ত্তব্য তদ্বিষে তিনি নিজেও অনভিজ্ঞ।

শিক্ষা বিনা কোন কার্য্যই করা যায় না। সামান্য কাজ—রান্না, বাড়া, পরিবেশন করা, ঘর গোছান ইহাও শিখিতে হয়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, মা হইতে হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা আমাদের মধ্যে কোন মাতাই প্রায় রীতিপূর্ব্বক শিক্ষা করেন না। অতি অল্প বয়সেই আমাদের মেয়েরা মা হইয়া বসেন। কিন্তু মা হইবার দায়িত্ব কত গুরুতর, মাতার কর্ত্তব্য কি মহৎ তাহা শিক্ষা না করিয়া মাতার উচ্চপদ অধিকার করা নিতান্তই অনধিকারচর্চ্চা। যদিও মাতৃশিক্ষা কর্ম্মানুগত, কিন্তু পূর্ব্বেই তদ্বিষয়ে একটু সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সংবাদ।

বাগযন্ত্রনির্ম্মাতা এডিসন সাহেবের স্ত্রী সম্প্রতি একটী নাচ দিয়াছিলেন তাহাতে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গীত হইয়াছিল।

কিছু দিন হইল সারাঘাটে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল। ঝড়ে একখান ট্রেন, ষ্টীমারের ছাদ, ষ্টেসনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। দুইশত বাড়ী একবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এমনি ঝড়ের বেগ যে লোহার ছাদকে কাগজ জড়ানর ন্যায় করিয়া দিয়াছিল।

আর একটী বাঙ্গালী বাবু বেলুনে উঠিতে শিখিয়াছেন। ইনি বিলাত হইতে এক বৃহৎ ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়া আনিতেছেন। তাহার নাম "পৃথ্বীরাজ" ইহার সঙ্গে একটী প্যারাসুট থাকিবে।

মণিপুরের রেসিডেণ্ট সাহেবের স্ত্রী বিবি গ্রিমউড্ তথাকার যুদ্ধের সময় যথেষ্ট সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়া সৈন্যগণের এবং নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই জন্য বিলাতের পার্লেমেণ্টের মহাসভার প্রস্তাব অনুসারে মহারাণী তাঁহাকে রয়েল রেড্‌ক্রস নামক সম্মানসূচক উপাধি দিয়াছেন। এবং

ইনি পেনসেন এবং ক্ষতি পূরণ ও পাইয়াছেন।

এত দিন আমরা এইমাত্রই শুনিয়াছিলাম যে মণিপুরের রাজা এবং সেনাপতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে, ইংরাজেরা অগ্রে অত্যাচার করিয়াছিল। প্রথমে আসামের প্রধান কমিসনর কুইণ্টন্ সাহেব রাজাকে এই বলিয়া চিঠি লেখেন যে, বড় লাটের আদেশ, তুমি সেনাপতিকে শীঘ্র হাজির করিয়া দিবে; তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে। তদুত্তরে রাজা লিখিয়া পাঠান, আমি মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার উত্তর দিব। মন্ত্রিরা বলিলেন, সেনাপতি নিরপরাধী, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইতে পারে না। অতঃপর রাজা কুইণ্টনকে লিখিয়া পাঠাইলেন, সেনাপতি এক্ষণে পীড়িত আছেন, তিনি আরোগ্য হইলে পত্রের উত্তর দিব। এই পত্রের আর তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। পরে ব্রিটিশ সৈন্যদল একবারে হঠাৎ রাজবাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল, এবং সেনাপতির বাসগৃহ বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন রাজবাড়ীর লোক জন সব ঘুমাইয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ প্রথমে এগার জন মণিপুরী সিপাইকে হত্যা করে, পরে দুইটী বালক এবং তিনটী বালিকাকে গুলি মারে, দুইটী শিশুকে মারিয়া ফেলে। তদনন্তর ঠাকুর ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবমূর্ত্তি এবং দ্রব্যাদি নষ্ট করে। একটী পল্লীতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং একজন ব্রাহ্মণ এবং কয়েকটী গরু দগ্ধ করে। দুইটী বালককে চুলে চুলে বাঁধিয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়। একটী স্ত্রীলোক ভয়ে পলাইতেছিল তাহার মাথা এবং হাত কাটিয়া ফেলে। আর একটী পুরুষকে অতি নিষ্ঠুরতার সাহত কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করে। মণিপুরীরা বলে, এই সকল অত্যাচার দেখিয়াও চুপ করিয়াছিলাম। পরে স্ত্রীলোক বালক এবং গো ব্রাহ্মণের প্রতি নিতান্ত উৎপীড়ন দেখিয়া তাহারা আর সহ্য করিতে পারিল না। শেষ সাতজন সাহেব এবং কতকগুলি সেপাইকে তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রে তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করে নাই। এই ঘটনার প্রকৃত সত্য যে কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। এই সকল কথা যদি সত্য হয়, বড়ই দুঃখের বিষয়।

স্বর্ণরেণু।

যখন নানা রঙ্গ রসের সহিত স্বদলের মধ্যে বসিয়া কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দায় প্রবৃত্ত হও, তখন স্মরণ করিও তোমারও বিরুদ্ধে অন্য দলের মধ্যে কুৎসা ঘোষিত হইতেছে।

অনেক দিন যাহার সঙ্গে বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছ, বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। এরূপ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কখন কোন দলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৪র্থ সংখ্যা।] শ্রাবণ, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

পৃথিবীতে ইহুদী জাতির সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন লক্ষ।

গ্রেট বৃটানে ১৭০০০ পোষ্ট আফিস্ আছে। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ঐ সকল আফিসে কর্ম্ম করে।

আহার অপেক্ষা নিদ্রা অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। এ জন্য আহার অপেক্ষা সুনিদ্রা হওয়ার জন্য অধিক চেষ্টা করা উচিত।

এক একটি কমলা লেবুবৃক্ষে দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত ফল জন্মিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ পাঁচ শত বর্ষ পর্য্যন্ত ফল দান করে। কোন কোন দেশে প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে সময় সময় পনর কুড়ি হাজার পর্য্যন্ত ফল পাওয়া গিয়া থাকে।

জাপানে একটি অদ্ভুত প্রথা আছে। বিবাহের তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত কন্যা অনবরত মুখাবরণ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। পরে বিবাহের পর স্বামীগৃহে নীত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়।

চীনদেশে পুত্রবান্ ব্যক্তি যত ইচ্ছা ঋণ করিতে পারে। সকলেই তাহাকে ঋণ দেয়। কিন্তু যাহার পুত্র নাই, অনেকগুলি কন্যা থাকিলেও কেহ তাহাকে অল্প ঋণও দেয় না। কারণ, পিতার ঋণের জন্য পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র তিন পুরুষ সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু কন্যারা কেবল তাহাদের স্বামীর ঋণের জন্য দায়ী।

শ্যাম দেশের লোকেরা অধিকাংশ সময় স্থল অপেক্ষা জলের উপর বিচরণ করে। আমাদের যেমন রাস্তায় চলিতে হইলে গাড়ি প্রয়োজন, তাহারা এক স্থল হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে সচরাচর নৌকাযোগে গমন করে। নদী এবং নদী শাখায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা দিবারাত্রি দৃষ্ট হয়। শ্যামরাজাদের আরাম আমোদ বিহার কার্য্য প্রায় সকলই নৌকার উপর হয়। যে সকল স্থানে

জলযোগে যাতায়াত করা যায় না সে স্থলে বাস করিতে তাহারা বড় অনিচ্ছুক।

শুনা যায়, গুটিপোকার ন্যায় মাকড়সার জাল হইতেও রেশ্‌মি সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। কথিত আছে পারিসের সৌখীন সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইর জন্য ঐ রেশমের এক সুট পোষাক প্রস্তুত হইয়াছিল। এ কথা কত দূর সত্য বলা যায় না। কারণ একটি পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মাকড়সার সূত্র প্রয়োজন, তবে মোজা দস্তানা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য মাকড়সার সূত্রে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে পারিসের রয়েল একেডামি এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে উক্ত রেশমনির্ম্মিত দস্তানা মোজা ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা এই দশটি নগর বৃহৎ;—লণ্ডন, পারিস, ক্যাণ্টন, নিউইয়র্ক আইট্‌চি (জাপান দেশে), বার্লিন, টোকিও, ফিলেডেল্‌ফিয়া, কলিকাতা, ভিয়েনা। লণ্ডন এবং তাহার নিকটস্থ পল্লী সকলের লোক সংখ্যা ৪৭,৬৪,৩১২, সাত চল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিন শত জন। পারিসের লোক সংখ্যা ২২ লক্ষের কিছু অধিক। ক্যাণ্টনের ১৫ লক্ষ, নিউইয়র্কে ১৪ লক্ষের কিছু অধিক এবং আইট্‌চির লোক সংখ্যা ১৩ লক্ষের অধিক। বার্লিনের লোক সংখ্যা ১১, ২২,৩৩০। টোকিওর ৯,৬৭,৮৮৭, ফিলেডেলফিয়ার ৮,৭৫,০০০, কলিকাতায় ৭,৬৬,২৯৮ এবং ভিয়েনা নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৭,২৬,১০১ জন।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান নগর ভিয়েনাতে এই প্রকার আইন আছে, যে রাত্রি দশটার পর যে কেহ গৃহের বাহিরে যাইবে তাহাকে তথাকার প্রচলিত দশ মুদ্রা ট্যাক্স বা দণ্ড দিতে হইবে। এজন্য দশটার পর সহরের রাস্তা প্রায় জনশূন্য হয়। সেখানকার অপেরা থিয়েটার ইত্যাদি সমুদয়ই শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হইয়া দশটার কিছু পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া যায়। কাহাকেও যদি কোন বিশেষ নিমন্ত্রণে বাটীর বাহিরে যাইতে হয়, গৃহের বাহিরে যাইবার সময় দশ মুদ্রা, নিমন্ত্রণকর্ত্তার গৃহপ্রবেশ কালে আবার দশ মুদ্রা, পুনর্ব্বার সে গৃহের বাহিরে যাইবার সময় দশ মুদ্রা এবং নিজগৃহে পুনঃপ্রবেশকালে দশ মুদ্রা ট্যাক্স দিতে হয়। এজন্য তথাকার নিয়ম হইয়া গিয়াছে, দশটার পর কেহ বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাটীর বাহিরে যায় না।

জ্ঞানানুশীলন।

জ্ঞানানুসন্ধান, শিক্ষা, তত্ত্বালোচনা এবং তাহা হৃদয়ঙ্গম বা সম্ভোগ করা মানব জীবনের একটী সুখের অধিকার। এই অধিকার পাইয়াও যাঁহারা জড়ের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে কিম্বা অসার জল্পনায় কালাতিপাত করেন তাঁহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য জীব সন্দেহ নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ, মানবসমাজ এবং সৌরব্রহ্মাণ্ড কিরূপ সুকৌশলে মঙ্গল নিয়মে পরিচালিত করিতেছেন, ইহার একটু আভাস মাত্র পাইলেও চিত্তবৃত্তি বিকসিত হইয়া উঠে। কিন্তু জড়মতি জীবের অলস মন কিছুতেই সে বিষয়ে জাগ্রত হইতে চাহে না। সে যে যে বিষয়ে অভ্যাস করিয়াছে, জড়যন্ত্রের ন্যায় কেবল তাহাই করিতে ভাল বাসে। তদতিরিক্ত কোন অভিনব বিষয় তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। নূতন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইলে তাহার অসুখ এবং বিরক্তি বোধ হয়, ভাল লাগে না। কিন্তু জ্ঞান এমনি সামগ্রী, একবার তাহাতে রুচি জন্মিলে আর তাহা কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। বরং উত্তরোত্তর তাহাতে অনুরাগ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জ্ঞানানুশীলনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক ভাষানভিজ্ঞতা। কিন্তু ভিতরে যদি একটু জ্ঞানপিপাসা বলবতী থাকে, তাহা হইলে ভাষা শিখিতে কি বড় বিলম্ব হয়? বাল্যকাল হইতে যে সকল বঙ্গীয় কুলবালা নানা কারণে বিদ্যালয়ে কিম্বা গৃহে কোন প্রকার ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কি এ জন্য চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারেই ডুবিয়া থাকিবেন? হিন্দুসমাজে এমন কত শত নারী আছেন যাঁহাদের সহজজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনাশক্তি এবং মেধা অতিশয় প্রখর। কত ব্যক্তি ভাষা শিখিয়াও নির্ব্বোধ বর্ব্বরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, পক্ষান্তরে কত স্ত্রীলোক নিরক্ষর অশিক্ষিতা হইয়াও বড় বড় সংসার অতি দক্ষতার সহিত চালাইতেছে। কেবল পুস্তকেই জ্ঞান বদ্ধ থাকে না; জ্ঞান ভিতরের বস্তু, তাহাকে অন্য উপায়েও বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। একটু অধ্যবসায় থাকিলে জ্ঞানের কথা শুনিয়া শুনিয়া কত বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায়। এজন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে না। ভাষা বোধ না থাকিলে অনেক অসুবিধা হয়, কিন্তু চেষ্টা যত্ন আগ্রহ কৌতূহল থাকিলে শ্রবণ দ্বারা তত্ত্ব এবং ভাবসংগ্রহে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। শুনিতে শুনিতে ক্রমে কোন্ শব্দের কি অর্থ তাহাও আয়ত্ত হইয়া আইসে। জ্ঞানের এমনি আকর্ষণ উহা আপনিই আপনার পথ করিয়া লয়। বিজ্ঞানের সহজ সহজ মূল সূত্র এবং সাধারণ তত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাসের গুরুতর পুরাতন ঘটনা, সভ্য জাতির মনোহর বিবরণ সকল এবং দেশ বিদেশের ও নভমণ্ডলের প্রাকৃতিক অবস্থা গল্পচ্ছলে স্বামী স্ত্রীকে, ভাই ভগ্নীকে, পিতা কন্যাকে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন। যাহার বুদ্ধি উজ্জ্বল, স্মরণশক্তি প্রখর, তাহাকে একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে জন্মের মত সে সকল ছবির ন্যায় তাহার অন্তরে মুদ্রিত থাকে। অন্তঃপুরস্থা বয়স্থা মহিলাগণ যাঁহারা অল্প কিঞ্চিৎ ভাষা শিখিয়া এক্ষণে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন, কিম্বা একবারেই

যাঁহাদের কিছুমাত্র ভাষাবোধ হয় নাই তাঁহারা গৃহকার্য্যের অবসানে উপরি উক্ত প্রণালীতে জ্ঞানানুশীলন এবং জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন। এক জন বহু বৎসর বিদ্যালয়ে যাহা না শিখিয়াছে, অন্য এক জন ঘরে বসিয়া কেবল শুনিয়া শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

গাজিপুরের পওহারী বাবা।

লক্ষ টাকা দান অপেক্ষা সাধুদর্শনে অধিক পুণ্য, ভগিনী পাঠিকা, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর? বাস্তবিক এ কথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ অপেক্ষা এক জন ভক্ত সাধকের জীবন দেখিলে যে অনেক লাভ হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। যেমন দর্পণে নিজপ্রতিবিম্ব দেখিলে কোথায় কি খুঁত আছে স্পষ্ট ধরা যায়, সাধু মহাজনের কাছে দাঁড়াইলে তেমনি নিজের মধ্যে কত মলিন আবর্জ্জনা আছে সব যেন বাহির হইয়া পড়ে এবং লজ্জায় মস্তক নত হইতে থাকে।

গাজিপুরের পাহাড়ী বাবা একজন যোগী পুরুষ। ইনি মাটীর তলে গুফার মধ্যে বাস করেন। ইঁহার সুন্দর পবিত্র, সৌম্য মূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন, ও বিনীত মধুর বচন একবার শুনিয়াছেন, তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। ইঁহার বয়ঃক্রম এখন প্রায় ৫০ বৎসর হইবে।

ইঁহাকে সাধারণে পওহারী অর্থাৎ পবনআহারী নাম দিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রায় পনর বৎসর অতীত হইল একবার আচার্য্যদেব যখন গাজিপুরে আসিয়াছিলেন তখন ইহাঁর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। তিনি আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী বলিয়াছিলেন, তিনি ফল মূল ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিয়া থাকেন। তবে যোগে থাকিলে মধ্যে মধ্যে আট দশ দিনও উপবাসী থাকেন, কিন্তু যোগ ভঙ্গ হইলে পুনরায় পানাহার করিতে হয়।

গাজিপুরের প্রান্ত ভাগে কুর্থা নামক গ্রামে পাহাড়ী বাবার আশ্রম স্থাপিত। আশ্রমের সম্মুখে স্রোতবাহিনী গঙ্গা নদী প্রবাহিত। কুটিরের চারিদিকে আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ সকল ছায়া দান করে। চারিদিকে শ্যামল শষ্যক্ষেত্র। এই স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ। আমরা যত বার গিয়াছি ক্ষেত্রের ভিতর দুই চারিটী কৃষক নারী বা গোচারণে নিযুক্ত দুই চারিটী কৃষক বালক ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই।

বাবাজীর আশ্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকেন, আর কখনও কখনও দুই একটি সন্ন্যাসী অতিথিকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাহাড়ী বাবা গুফার বাহিরে আসিয়া

গঙ্গাস্নান করেন। রাত্রি কালে আশ্রমের মধ্যে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কাহারো থাকিবার অনুমতি নাই। গ্রামবাসীরা সভয়ে বাবাজীর এই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। বাবাজীর ভ্রাতাও রাত্রিকালে আশ্রমে থাকেন না।

নয় বৎসর পূর্ব্বে পাহাড়ী বাবা মাসে দুই তিন বার করিয়া কুটিরের দ্বার খুলিয়া বসিতেন এবং দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইত; কিন্তু এখন আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তাঁহাকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া অনেকে মনে করিত, তিনি ইহলোকে নাই। কিন্তু ১৮৮৮ শকের বৈশাখ মাসে সহসা শুনা গেল, এই বার বাবাজী বাহির হইবেন এবং ভাণ্ডারা দিবেন। জানি না তিনি এই পাঁচ বৎসর কোন্ ব্রত সাধনে নিরত ছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, অযোধ্যা নৈমিষারণ্য প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং পনর বিশ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আশ্রমের চারিদিকে বড় বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া সাধুমণ্ডলীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। তখন আর সেই স্থান প্রান্তর বলিয়া মনে হইত না। লোকজন দোকানী পসারীতে পূর্ণ যেন একটি নগরের মত দেখাইত।

এক দিন নিশীথে সেই সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয়, বাবাজী সমস্ত রাত্রি বসিয়া তাহা শ্রবণ করেন, কিন্তু কোন তর্ক বিতর্কে যোগ দান করেন নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে হাস্য মুখে সকলকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

যে দিন যজ্ঞ পূর্ণ হয় সে দিনকার দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনো ভুলিতে পারিবেন না। প্রথমে তিনি সন্ন্যাসী পরম হংসগণকে কুটিরের প্রাঙ্গনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইলেন, পরে এক এক করিয়া সকলকে ধূপ ধুনা ও জলধারা দিয়া বরণ করিলেন, এবং সকলের পদধৌত করিয়া দিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ আপনি গ্রহণ করিলেন। অবশেষে সকলের দেহ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া প্রত্যেককে নূতন গৈরিক বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যিনি যেমন তাঁহাকে তদনুরূপ পাথেয় বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া দিলেন। এই মহাযজ্ঞে পওহারী বাবা নিজে বাহির হইয়া কোন কার্য্যে যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু গহ্বরের দ্বারের উপর বসিয়া সমস্ত বলিয়া দিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে তিন চারি দিন ধরিয়া বাবাজীর আশ্রমে কত দীন দুঃখী লোক যে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে উপযুক্ত পুলিসও সেখানে শান্তি রক্ষা করিতে পারে নাই।

ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা। এত অর্থ ও সামগ্রী সকল কোথা হইতে সংগৃহীত

হইল তাহা কেহ জানে না। শুনা যায়, কুর্থা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সকলেই সাহায্য করিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক কৃষক নারী অতি যত্নপূর্ব্বক ময়দা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষকেরা সে সময় কেহ আর দুগ্ধ বিক্রয় করিত না, বাবাজীর ভাণ্ডারার জন্য দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। এবং গ্রাম্য জমিদারগণ সকলেই অর্থ সাহায্য করিয়াছিল।

এই ভাণ্ডারার সময় প্রায় এক মাস ধরিয়া বাবাজী প্রতিদিন বাহির হইতেন, ও বহু দূর দূরান্তর হইতে লোক সকল আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইত। কিন্তু তাহার পর যে তিনি গুফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রায় চারি বৎসর হইল, আর বাহির হয়েন নাই। এখন যদি কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহা হইলে দর্শন পান না; তবে কখন কখন দ্বাররুদ্ধ গৃহের ভিতর হইতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল জনৈক নববিধান-প্রচারক বন্ধু এখানকার দুই একজন ভ্রাতা ভগিনীর সহিত বাবাজীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, বাবাজীর দর্শন পাওয়া যায় নাই। তিনি গৃহমধ্য হইতে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার দুই চারিটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

পওহারী বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব বাবার পরলোক গমনের পরে এখন কে তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতেছেন?" আমাদের একটি বন্ধু বলিলেন, "তাঁহার স্থানে এখন কেহ নাই; প্রতাপ চন্দ্র বাবা, গৌর গোবিন্দ বাবা প্রভৃতি সকলেই প্রচার করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "সকলে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতেছেন, না বাদ বিসম্বাদ হইতেছে?"

আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইলাম, গহ্বরবাসী সন্ন্যাসী এত সংবাদ কোথায় পাইলেন!

জিজ্ঞাসা করা হইল, "মহারাজ, কেন এত বাদ বিসম্বাদ হয়?" তিনি বলিলেন, "মহাজনগণ যখন কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যান, তখন পৃথিবীতে চিরকালই এইরূপ গোলমাল উঠে; ইহা নূতন নহে।"

আরো বলিলেন, "মহাজনগণ পরলোকে যাইবার সময় আপনাদের চরিত্ররূপ নৌকা সংসারে রাখিয়া যান, যত লোকের ইচ্ছা সেই নৌকায় চড়িয়া সংসারসমুদ্র পার হইতে পারেন।"

প্রশ্ন। সাধন বড়, না সিদ্ধি বড়? উত্তর। সাধন বড়।

প্রশ্ন। এ সংসারে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করা বড় কঠিন। কেমন করিয়া মানুষ মুক্ত হইবে?

উত্তর। প্রথমে কঠিন ও তিক্ত বোধ হয় বটে; অভ্যাস কর, সহজ ও মধুর হইয়া যাইবে।

একজন বলিলেন, "ঈশ্বরের কন্যাগণ আজ আপনার উপদেশ শুনিবার জন্য আসিয়াছেন।"

উত্তর। স্বামীজীদিগের উপর ভক্তি রাখিতে বল, তাঁহাদের প্রতি আর অন্য উপদেশ নাই। (বাবাজী ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়গণকেই কেবল স্বামীজী সম্বোধন করিয়া থাকেন)

শ্রী উমা শশী রায়।
গাজিপুর।

আদর্শ।

সকলের জীবনের একটি একটি বিশেষ আদর্শ থাকা উচিত। আদর্শ বিনা জীবন প্রস্তুত হয় না। চরিত্র গঠিত হয় না। ছবির ন্যায় দিবা নিশি ঐ আদর্শটি মনের মধ্যে চিত্রিত থাকিবে, অঙ্কিত থাকিবে। সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আদর্শবিহীন জীবন আর লক্ষ্যহীন জীবন প্রায় একই। উচ্চ আদর্শ যার, তার জীবন নিশ্চয়ই ক্রমে উচ্চ হইবে। উন্নতির প্রধান সহায় উচ্চ আদর্শ। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকলেরই হৃদয়ের ভিতর এক একটি আদর্শ থাকে। কাহারও হৃদয়ে তাহা উজ্জ্বল, কাহারও চিত্তে তাহা অস্পষ্ট। মানুষ নিজে যাহাই হউক না কেন, যে আদর্শটি হৃদয়োপরি অঙ্কিত করিয়া সে পূজা করে তাহা প্রায়ই উচ্চ হয়, সুন্দর হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মনে স্বভাবতঃ আদর্শপূজার বা Hero-worship, এর ভাব প্রবল বলিয়া কথিত আছে। মহৎগুণ দেখিলে আপনা আপনি তাহার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। যেমন সৌন্দর্য্য দেখিলে স্বভাবতঃ তাহার দিকে মন আকৃষ্ট হয়, সেই রূপ গুণের সৌন্দর্য্যেও চিত্ত আকৃষ্ট হয়। যে সকল বিশেষ বিশেষ গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয় সেই গুণসমূহের সমষ্টির নাম আদর্শ। তাহার প্রত্যক্ষ আধারও থাকিতে পারে, আবার কাল্পনিক আধারও হইতে পারে। আদর্শ যেন খাঁটি থাকে। আদর্শ খাঁটি থাকিলে মানুষ খুব নীচ হইতে পারে না, হইলেও তাহার আবার উন্নতির আশা থাকে। কিন্তু যাহার আদর্শ নীচ তাহার জীবনও নীচ। উচ্চ আদর্শ যাহার সে নিজে খুব ভাল না হইলেও, ভাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। যাহাতে জীবনের আদর্শ মহৎ হয়, উচ্চ হয়, তাহার জন্য যত্ন করা উচিত। অল্প বয়স হইতে জীবনের একটি একটি উচ্চ আদর্শ হৃদয়ের ভিতর অঙ্কিত থাকা চাই। আদর্শ দেখিয়া সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চলিতে হইবে। অনেক পতন, অনেক পরীক্ষা, অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক ত্রুটি হইবে, কিন্তু আদর্শ যেন বিকৃত না হয়। এ জীবনে আদর্শের নিকট অগ্রসর হইতে না পারি, পরজীবনেও আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব।

ক্যাথেরিণ গ্লাডষ্টোন।

ইংলণ্ডের অন্যতর রাজসচিব ভারত-হিতৈষী মহামান্য গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের নাম কাহারও অজ্ঞাত নহে। ইহাঁর গুণবতী ভার্য্যা সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত। দানশীলতা দয়া ও নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য মিসেস্ গ্লাড্‌ষ্টোন বিখ্যাত। গ্লাডষ্টোন সাহেবের বাসভবনটি সাদা সিদে ও পুরাতন ধরণের সাজান। কোন গোলমাল বা জাঁকজমক নাই। কয়েক খানি ভাল ভাল ছবি ও পুস্তক দ্বারা ঘর সাজান। ইঁহাদের পরিবারটি বেশ সামান্য ভাবে থাকেন। বাটীতে তিন খানি লিখিবার টেবেল। একখানিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজ্য সম্বন্ধীয় চিঠি পত্রাদি লেখেন। দ্বিতীয় খানি নানাপ্রকার পুস্তকাদি পাঠের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অপর খানি মিসেস্ গ্লাডষ্টোন ব্যবহার করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারা দুই ভগিনী, দুইজনই সৌন্দর্য্যের জন্য প্রশংসিত ছিলেন, এবং উচ্চবংশে বিবাহিত হন। দুই ভগ্নীর এক দিনে বিবাহ হয়। কথিত আছে কোন আহারের নিমন্ত্রণে মিসেস্ গ্লাডষ্টোনের সহিত (তৎকালে মিস গ্লিন্) তাঁহার ভাবী স্বামীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তৎকালে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ইংলণ্ডের একজন প্রাচীন রাজমন্ত্রী যুবা গ্লাড্‌ষ্টোনকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ যুবা এককালে ইংলণ্ড রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইবে।" মিসেস্ গ্লাড্‌ষ্টোনের অনেকগুলি পুত্র কন্যা। ইনি যেমন পতিপরায়ণা পত্নী, তেমনি উপযুক্ত সু-মাতা। পরোপকার করিতে ইহাঁর হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, অথচ তাহা গোপন ভাবে করেন। নিজ বাসভবনের নিকটেই তিনি স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র আশ্রম বা "Little Home" স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক বারে ৬। ৭ টি করিয়া দরিদ্র ও পীড়িত অল্পসঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি—যাহাদের আশ্রয়, সেবা যত্ন ও জল বায়ু পরিবর্ত্তনের দরকার ঐ গৃহে আশ্রয় পাইয়া থাকে। ইনি নিজে তাহাদের তত্ত্বাবধান ও অভাবমোচন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন তিনি আর একটি "অনাথনিবাস" স্থাপন করিয়াছেন। তথায় চোদ্দটি অনাথ বালিকা এবং কুড়িটি অনাথ বালক আশ্রয় ও শিক্ষা পাইয়া থাকে। বালকগুলি পাচ বৎসর হইতে আঠার উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবসার জন্য পালিত ও শিক্ষিত হয়। এবং বালিকাগুলি গৃহস্থগৃহে ভালরূপে কর্ম্ম করিয়া যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে এরূপ শিক্ষা পায়। মিসেস্ গ্লাডষ্টোন ইহারও তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিয়া থাকেন। ইঁহাকে সর্ব্বদাই নিজগৃহ হইতে পদব্রজে ঐ দুই আশ্রমে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। সন্ধ্যার সময় তিনি পীড়িত অনাথগণের নিকট বসিয়া নানা প্রকার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাহাদের মনে সন্তোষ, আমোদ বিধান করিতে চেষ্টা করেন। একজন সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ বড় লোকের পত্নী এ ভাবে পরোপকার করেন ইহা শুনিলেও পুণ্য হয়। অর্থ দান অপেক্ষা ইহাতে অধিক ফল হয়। আমরা মনে করি, ইঁহার নিঃস্বার্থ দয়া সকল সম্ভ্রান্ত বংশীয়াগণের অনুকরণীয়। কথিত আছে একবার ইনি স্বামী সহ পার্লিমেণ্ট সভায় যাইতেছিলেন। শকট হইতে নামিবার সময় শকটদ্বারে তাঁহার অঙ্গুলি চাপিয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। এমনি ইঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যে পাছে স্বামী ঐ বিষয় টের পাইলে উদ্বিগ্ন বা অন্যমনা হইয়া পার্লিমেণ্ট সভায় ভাল করিয়া বক্তৃতা করিতে না পারেন, এজন্য বিষম যন্ত্রণা সহিয়াও স্থির হইয়া রহিলেন। পরে সভা ভঙ্গ হইয়া গৃহে ফিরিবার সময় স্বামীকে আঘাত পাইবার বিষয় জ্ঞাপন করেন। ইঁহার স্থিরবুদ্ধি, চরিত্রের মহত্ত্ব ও নানা গুণের অনেক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা যায়। ইনি মহৎ স্বামীর উপযুক্ত পত্নী।

সুখের সংসার।

সংসারের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীরা কি বলিতে পারেন, সংসারে সুখ কিসে হয়? দৈনিক অভাব মোচনকেই সুখের নিদান বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। মনে মনে এইটী সকলের ইচ্ছা, যে প্রতিদিন আহারের ব্যবস্থাটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। ঝি চাকর গুলি যখন যাহা বলিব তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে। তাহারা একটী পয়সা চুরি করিবেনা। এক দিন ব্যারামে পড়িবে না। দুই মাস ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবে না। যদি কখন ব্যারাম হয় বাড়ী গিয়া ভাল হইয়া আসিবে, না হয় হাসপাতালে গিয়া পড়িয়া থাকিবে। আহারের দ্রব্য গুলি সুরস সুস্বাদ হইবে। রাধুনি কিম্বা চাকরাণী তাহার অগ্রভাগ চুরি করিয়া খাইবে না। বস্ত্র গুলি বেশ পছন্দসই, এবং ধোপ ধাপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাহা অভাবের অতিরিক্ত দুই পাঁচ খান বেশী প্রয়োজন। ধোপা ঠিক সময়ে কাপড় দিবে। যে কয়খানি অলঙ্কার আবশ্যক তাহা হস্তগত থাকিবে এবং তাহা ওজনে ভারী, বেশী মূল্যের সুগঠিত হওয়া প্রার্থনীয়। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে উন্নতির গতি অনুসারে সাজ পোষাক গহনা নূতন বিধ চাই, নতুবা কেবল পুরাতনে মন একঘেয়ে হইয়া যায়; উৎসাহ থাকে না। এই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে ইচ্ছামত খরচ পত্র করা যাইতে পারে। খাট বিছানা বালিস মশারি গদি তোষক বালিস বেশ পুরু, নরম এবং পরিষ্কার হইবে। বাড়ী ঘর সুন্দর সুদৃশ্য এবং স্বাস্থ্যকর হইবে। ঘরে কাঁসা পিতল পাথর এবং কাচের চিনের বাসন প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। মেয়ে ছেলে গুলি সুস্থ নিরোগ শরীরে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে, তিন চারিটা পাস দিবে, জামাই গুলি কার্ত্তিকের মত

বউগুলি পরীর মত হইবে। আর বাড়ীর কর্ত্তাটী বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দিব্য কান্তি শরীর লইয়া খড়ম পায় দিয়া বাঁধা হুঁকায় তামাকু খাইতে খাইতে চারিদিক তদারক করিয়া বেড়াইবেন। বাজার হইতে বড় বড় রোহিত এবং ইলিস মৎস্য, বস্তা বস্তা কাপড়, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, বাজরা বাজরা আম কাঠাল, ধামা ধামা কমলা লেবু, কিনিয়া আনিবেন। এই সকল ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ করিলে বেশ সুখ হয়। তার সঙ্গে এক খানি দুই খানি বেশ ভাল গাড়ী থাকিবে, তাহাতে চড়িয়া ফুল বাগানে মাঠে কিম্বা নদীর ধারে বাতাস খাইয়া বেড়ান যাইবে। শয়ন গৃহের বারান্দায় ফুলের টব সাজান থাকিবে, তাহা হইতে বেল মল্লিকা গোলাপ ফুলের গন্ধ আসিবে। জ্যোৎস্না রাত্রে, দক্ষিণ বায়ুর হিল্লোলে বসিয়া ফুলের গন্ধ শুঁকিব, আতর গোলাপ গায়ে মাখিব, গীত বাদ্যের ধ্বনি শুনিব, হাস্যামোদ গল্প করিব, আত্মীয় বন্ধুগণের মধুরালাপ শুনিব। ইহার বেশী আর কিছু দরকার নাই।

"এই সকল উপকরণ পাইলে যদি সুখ হয়, তবে হউক!" এই বলিয়া বিধাতা তাঁহার সন্তানগণকে বিবিধ সুখ-সেব্য বস্তু প্রদান করিলেন। কিছু দিন গেল, সুখ সম্ভোগ যথেষ্ঠ হইল, কিন্তু বিধাতা দেখিলেন, সন্তানের মুখ তথাপি প্রসন্ন নহে। হৃদয়ও পরিতৃপ্ত নহে। বরং মধ্যে মধ্যে কাতর ধ্বনি, বিরক্তির বচন, নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়। বিধাতা তখন এক সাধু গুরু প্রেরণ করিলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! দুগ্ধফেন-নিভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ?"

শিষ্য। গ্রীষ্মের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠিতে পারি না।

আ। কেন, বেহারা কি পাখা টানে না?

শি। টানে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুমাইয়া পড়ে।

আ। আচ্ছা, তা খাট গদি ছাড়িয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর কেন?

শি। খাটের ছিদ্রে ছিদ্রে ছারপোকা। তাহাকে জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছি।

শিষ্য কেবল মৃত্তিকায় শয়ন করেন তাহা নহে, সাগু এবং খই খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন।

স্বাদহীন লঘু পথ্য ভোজন করিতে দেখিয়া আচার্য্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তোমার এ কোন্ দশা?" শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব, গুরুপক্ক সামগ্রী আর জীর্ণ করিতে পারি না। দন্ত ভগ্ন হইয়াছে চর্ব্বণেরও আর ক্ষমতা নাই। উদরে মন্দাগ্নি, পলান্ন মিষ্টান্ন পরমান্ন সহ্য হয় না।

আচার্য্য। এরূপ সামান্য ক্ষুদ্র বসনই বা কেন এখন পরিধান করিয়া থাক?

শি। ভারি কাপড় গরম বোধ হয়, পসম রেশমের বস্ত্র ত অঙ্গে সহ্যই করিতে পারি না।

আ। অঙ্গ সকল কেন ভূষণবিহীন দেখিতেছি?

শি। অরুচি জন্মিয়াছে। আর ভাল লাগে না। দুর্ব্বল ক্ষত অঙ্গে গুরুভার ধাতু আর বহন করিতে পারি না।

আ। এ যে তোমার সন্ন্যাসিনীর অবস্থা দেখিতেছি! তথাপি মুখ কেন ম্লান বিষণ্ণ?

শি। সন্তানগণ ভক্তি করে না, সংবাদ লয় না, স্বামী ভাল বাসেন না।

আ। একাকিনী নিরাশ্রয় পথিকের ন্যায় কেন পড়িয়া থাক?

শি। লোকসঙ্গ ভাল লাগে না। আমাকেও কেহ চায় না, আমিও কাহাকে পছন্দ করি না।

আ। এখন তবে তোমার কি প্রার্থনীয়? সংসারের ভোগ সুখের আর কি বাসনা আছে?

শি। না, তাতে আর সুখ নাই। আর কিছু চাহিনা, এখন মরণ হয়তো বাঁচি।

আ। যখন ভোগ করিবার ক্ষমতা ছিল তখন কি সুখে ছিলে?

শিষ্য কাঁদিয়া বলিল, "দেব, তখনও প্রবল বিষয় তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া আশা-মরীচিকার পশ্চাতে ভ্রমণ করিয়াছি, সুখও পাই নাই, শান্তিও পাই নাই। এখন উপায় কি বলুন। সংসারেত কৈ সুখ দেখিতে পাই না।

আচার্য্য বলিলেন, "সংসারে সুখ আছে, কিন্তু সুখদাতাকে ভুলিলে আর কিছুই সুখ থাকে না। যেমন প্রাণহীন জীবন, জলহীন সরোবর, গন্ধহীন পুষ্প, লবণহীন ব্যঞ্জন, মিষ্টহীন পরমান্ন, ফল-হীন বৃক্ষ তেমনি ধর্ম্মহীন সংসার। এখন দেখ, ভগবান কেমন চতুর; যাহা যাহা চাহিয়াছিলে সবই তিনি দিয়াছেন, তার পর এক্ষণে তোমাকে ফকীর করিয়া তুলিয়াছেন। এ সব ঠাকুরের লীলা। অতএব জানিও, কেবল সংসারে সুখ নাই, তাহাতে হরিরস মাখাইয়া ভোগ করিলে সুখ হইতে পারিত। যাহউক, "হরিনাম লইতে অলস কোর না যা হবার তাই হবে। দুখ পেয়েছ, না আর পাবে; অহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে।"

আচার্য্যের নির্দ্দয় বৈরাগ্যের উপদেশে শিষ্যের অন্তর নিহিত গূঢ় আসক্তি এবং নিগূঢ় সংসার কামনা কাঁদিয়া অভিমান-ভরে বলিল, "ঠাকুর এ কি কথা বলিলে? আমার আর কি আছে? সকলইত বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন কেবল হাড় কয়খান নিয়ে বেঁচে আছি।"

আ। মা, তুমি আপনা হইতে কিছুত ছাড় নাই, বিধাতা বলপূর্ব্বক কতক সুখ কাড়িয়া লইয়াছেন। এখনও যা কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছ বাহির করিয়া দাও।

শিষ্য এ কথা শুনিয়া আরো রাগিল, বিরক্ত হইল। শেষ চটিয়া বলিল, "যাও ঠাকুর তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমার মায়া দয়া নাই। সর্ব্বস্ব দিলাম, তবু বলে আরও বাকী আছে।"

আচার্য্য। বাকী আছে কি না এখনি জানা যাবে। স্বর্গদূত যখন আসিবে তখন সমস্ত বাহির করিয়া দিতে হইবে।

অনন্তর স্বর্গদূত আসিয়া শিষ্যের শর্য্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার তেজোময় মুর্ত্তি দর্শনে তিনি ভীত এবং সচকিত হইলেন। পরে স্বর্গদূত শিষ্যের মনো-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া খানা তল্লাসী আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন, বাসনাগুলি সমস্ত মাথা লুকাইয়া বসিয়া আছে। তখন তিনি বাদীয়ারা যেমন গর্ত্তের ভিতর হইতে সাপ টানিয়া বাহির করে তেমনি ভাবে এক এক করিয়া টানিয়া টানিয়া তাহা-দিগকে বাহির করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া শিষ্যের মুখ শুকাইয়া গেল। পরে যেখানে যাহা কিছু ছিল সমস্ত উদবাস্ত করিয়া কাড়িয়া লইয়া শিষ্যকে একবারে তিনি পথের কাঙ্গালিনী করিলেন। এবং মহা তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত ধমক দিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে নারী, তুমি নিতান্ত মোহাসক্ত এবং নির্ব্বোধ। বিধাতা তোমাকে সংসারাসক্তি ছাড়াইয়া বৈরা-গিনী করিবার জন্য এত শিক্ষা দিলেন, তথাপি তোমার ঘুম ভাঙ্গিলনা! স্ত্রী জাতির আসক্তি মায়া কেন কমে না? স্বামী পুত্র কন্যা নাতি নাতিনীর জন্য তোমরা সকল সুখে জলাঞ্জলি দাও, তবু মনে বৈরাগ্য হয় না, আসক্তি যায় না, যাঁর সংসার তাঁকে দিয়া একাকী আসিয়াছ একা চলিয়া যাও।"

স্বর্গদূতের সুগম্ভীর বাণী শুনিয়া শিষ্য তখন অনুতাপপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্ম বিসর্জ্জন করিল।

ঠাকুরমার গল্প।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কোলে শুইতাম, বুড়ী ভিন্ন আর কেহই আমায় ঘুম পাড়া-ইতে পারিত না। বুড়ী আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প করিত, শুনিতে শুনিতে ঘুমে অচেতন হইতাম। পরে অনেক রাত্রে মা সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া আমাকে লইয়া যাইত। কখন যে বুড়ীর কোলে থেকে মায়ের কোলে যাইতাম, কিছুই জানিতাম না। ভোর না হইতে জাগিয়া উঠিয়াই আবার সেই বুড়ীর কোলে। বুড়ী আমারও পূর্ব্বে জাগিয়া বসিয়া ডাকিতেছে,—"তারা, তারা, ব্রহ্মময়ী"—"কালী কল্পতরু শিব জগত-গুরু"—"কালী তারা মহাবিদ্যা;" গাইতেছে,—

"দিবেন কি ভিক্ষা রাজ-মহিষি!
আমি অভিলাষী তোমার উমাশশী;
সামান্য ধন ভিক্ষার তরে,
আসি নাই মা গিরিপুরে,
গিরিরাণি! মনের কথা শোন্ গো!"

একদিন শুনিলাম,-পাড়ায় অমুকের ছেলের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। অনেক ঝাড়ান ঝোড়ন হইল, কিছুতেই সে বাঁচিল না। আমার কিন্তু আতঙ্কে আতঙ্কে সে দিনটা কেমন কেমন গেল। খেলায় ধূলায় মন গেল না। রাত্রে ঠাকু-

মার কোলে শুইলাম। বুড়ী মৃতবালকের জন্য অনেক শোক করিল, শেষে ক্ষোভ করিয়া বলিল,—"এখন কি আর সে দিন আছে; না সে লোক আছে! সে কালে পচা মড়াও আবার বাঁচিত। সে কালে এক জনের ছেলেকে এইরূপ সাপে কামড়াইয়াছিল। আত্মীয়েরা সেই মৃত বালককে শ্মশানে লইয়া গেল। তাহারা বালকের সৎকারের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সেই স্থান দিয়া এক সন্ন্যাসী যাইতেছিলেন। তিনি সেই মৃতদেহ দেখিয়াই বলিলেন,—আহা! ছেলেটিকে সাপে কাটিয়াছে বটে? আমি ইহাকে বাঁচাইতেছি। তাহার আত্মীয়েরা তখনি সন্ন্যাসীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর হইতে এক কড়া কড়ি বাহির করিলেন। যেমন মন্ত্র পড়িয়া কড়িকড়াটি ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তাহা নক্ষত্রবেগে ছুটিল। কিছু ক্ষণ পরেই সকলে দেখিল, একটা সাপ সেইদিকে আসিতেছে, কড়িটি সাপের মাথায় বজ্রের ন্যায় বসিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী কহিলেন,—সর্প দেখিয়া কেহ ভয় পাইও না, দেখ! তামাসা দেখ! সর্প কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মৃত বালকের ক্ষত স্থানে মুখ বসাইয়া, দেখিতে দেখিতে সমস্ত বিষ শুষিয়া লইল; বেটা যে মুখে কামড়াইয়াছিল সেই মুখেই বিষ তুলিয়া লইল। তাহার পর মাথাটি হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। ছেলেটি বাঁচিল। তাহা শুনিয়া আমিও যেন বাঁচিলাম, আনন্দে বিভোর হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

হায় রে বাল্যকাল! তখন সেই গল্পেই তন্ময় হইতাম। হায়! যৌবনের ও জ্ঞানের গরিমায় সেই বুড়ীকে এতদিন ভুলিয়াছিলাম। আজি নাকি সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে, তাই আজি বুড়ী কে মনে পড়িতেছে! আজি বুঝিয়াছি যে, এ সুখ সম্পদ সকলি কৃত্রিম; আর যাহা অকৃত্রিম, তাহা সেই বুড়ীর সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে, তাই আজি সেই ঠাকুর মার জন্যে, সেই মার জন্যে প্রাণ হু হু করি-তেছে। সে অমৃত সেই স্নেহের রাজ্যেই ছিল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

আত্মার প্রতি।

হায় আত্মারাম করিছে সংগ্রাম
পাখা মেলি বার বার;—
উড়িবার তরে, আকাশ উপরে,
কিন্তু শক্তি কোথা তার।

(২)

হেঁটমুণ্ডে পড়ি, যায় গড়াগড়ি,
সহস্র বন্ধনে বাঁধা;
সদা প্রাণ টানে, স্বদেশের পানে,
কিন্তু পদে পদে বাধা।

(৩)

আহা কি লাঞ্ছনা, বিষম যাতনা,
দুঃখে প্রাণ বাহিরায়;
মরমের আশা, হৃদয়পিপাসা
মরমে মিলায়ে যায়।

(৪)

ইচ্ছা মনোরথে, ধায় স্বর্গপথে,
আশায় বাঁধিয়া হিয়া ;
অভ্যাসের বলে, পড়ে ধরাতলে,
পাপভরে নোয়াইয়া।

(৫)

বৃথাই বিলাপ, খেদ পরিতাপ,
আর্ত্তনাদ হাহাকার ;
করমের ফল, অখণ্ড অটল,
খণ্ডে তাহে সাধ্য কার।

(৬)

রে আত্মন তবে, বল না কি হবে,
কেমনে পাবে নিস্তার ;
বন্ধন কাটিয়া, কে যাবে লইয়া,
কে করিবে ভবে পার।

(৭)

উদাসীন বেশে, আসিয়া বিদেশে,
পাইলে যাতনা কত ;
অভ্যাসের বশে, নিজকর্ম্মদোষে
রয়েছ মৃতের মত।

(৮)

কি সুখে জীবন, করিবে ধারণ,
এ নহে সুখের স্থান ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, দিন গোঙাইয়া
শেষে হারাইবে প্রাণ।

(৯)

মায়ার ক্রন্দনে, কাতর বচনে,
না দেখি কোন উপায়।
নাহি অন্য বল, আছয়ে কেবল,
পুরুষকার সহায়।

(১০)

সঘনে গর্জ্জনে, বল হে বদনে,
জয় জয় ব্রহ্মনাম !
আপনা পাসরি, দৈববল ধরি,
উড়ে যাও ব্রহ্মধাম।

(১১)

অভয় বচনে, ডাকে দেবগণে,
দূর কর ভব ভয় ;
মিশে প্রাণে প্রাণে, তাঁহাদের সনে,
বল জয় দয়াময়।

মহিলারঞ্জন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুহাসিনীর স্বামী দ্বিজবর মেডিকেল্ কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় এইবার পাস হইয়াছেন, এম্ ডি, উপাধি এবং স্বর্ণ মেডেল্ পাইয়াছেন। কালেজের বড় সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসেন, একটা ভাল চাকরী দেন এই তাঁর ইচ্ছা।

সাহেব বলিলেন, "বাবু, আগামী বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট আরত পাস করা ছাত্রদিগকে চাকরী দিবে না, ভরসা করি তোমার বয়ঃক্রম পঁচিশের নীচে হইবে। একটী ভাল চাকরী আছে, যদি চাও যোগাড় করিয়া দিতে পারি।"

পঁচিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে গবর্ণমেণ্ট কাউকে চাকরী দেন না। দ্বিজবর বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হইল, বুঝি পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সাহেবকে স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না। পরে সন্ধ্যাকালে তিনি বাড়ী আসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, এবং জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী বলিলেন, "কাল যে তোর জন্মদিন! সকাল সকাল লক্ষ্মী নারায়ণের ঘরে কাল একটী বার প্রণাম করিস্ একটু পরমান্ন রেঁধে দেব খাস্।"

জননীর কথা শুনিয়া দ্বিজবরের মন বড় আন্দোলিত হইল, তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কেমন এক প্রকার অসুখ বোধ হইতে লাগিল। জন্মদিনের জন্য কোন আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া তথায় বসিয়া অনন্য মনে ভাবিতে লাগিলেন।

জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও রকম করে বসে রৈলি যে! কিছু কি অসুখ হয়েছে? ঘরে যানা, কাপড় ছেড়ে জল টল খেগে যা!"

দ্বিজ। তা যাচ্ছি, কিন্তু কাল কি ঠিক আমার জন্ম দিন, তোমার মনে আছে?

জননী। অশোক ষষ্ঠীর দিন তুই হইছিস, কাল যে অশোক ষষ্ঠী, তা জানিস না?

দ্বিজ। না, তা জানি না। একটা বড় ভাবনার মধ্যে পড়েছি।

জননী। ভাবনা আবার কিসের রে! তোর রকম সকম দেখে যে আমার বড় ভয় করে! চাকরী হবে যে শুনেছিলাম, তার কি হল?

দ্বি। হাঁ; সেই বিষয়েই একটু গোলযোগ বেধেছে। আজকের মধ্যে যদি হত তো হত, রাত পোহাইলে আর হবে না।

জননী। কেন, তা হবে না কেন?

দ্বিজ। পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে আর চাকরী পাওয়া যায় না। আজ যদি সকালে জান্‌তে পারতাম, তা হইলে ও একটু সুবিধা ছিল। আর ত সময় নাই! বেশ ভাল চাকরীটী জুটে ছিল।

জননী ব্যস্ত এবং উত্তেজিত হয়ে বলিলেন, আহা জুটেছিল তা গেল কেন? এক রাত্রির জন্য চাকরী যাবে তুই বলিস্ কি?

দ্বিজ। এইরূপই নিয়ম।

জননী। ও মা! এ তোদের কি রকম নিয়ম গা! ইংরাজ আবাগেরা এমন পোড়া নিয়ম কেন করলে? এক রাত্রের জন্য কি এত আসে যায়? তুই বলিস্, পঁচিশ বছর হতে এখনও ছয় মাস বাকী আছে! তাতে যদি পাপ হয়, আমি লক্ষ্মী নারানের ঘরে পাঁচ সিকার হরিল্লুট দেব।

দ্বিজ। না গো না, হরিল্লুটের কর্ম্ম নয়। ইংরাজের কাজ ঘড়িধরা কাজ, এক মিনিটের এদিকে ওদিক অনেক এসে যায়।

জননী। তাহোক, তুই ছোট বউমাকে একথা বলিসনে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কর্ত্তা বাবু অর্থাৎ রমেশ বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে

দেখিয়া গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, "ওগো শুনেছ? দ্বিজবর বলছে তার চাকরী হবে না।"

কর্ত্তা সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু কোন রূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বেলার জন্য আর কি হবে? কাল তুমি দরখাস্ত দিও।

দ্বিজ। কালেজের রেজেষ্টারি পুস্তকের সঙ্গে মিলাইলে যে ধরা পড়িতে হবে!

কর্ত্তা। অত কি আর মিলাইয়া দেখিবে? ও ব্যাটারাও অনেক মিথ্যা কথা কয়। অত সত্যবাদী হইলে সংসার করা চলে না। আর এতে মিথ্যাইবা কি? পঁচিশ বৎসরের না হয় দুই পাঁচ ঘণ্টা বেশী হইয়াছে; ইহাতে কি কারো কোন হানি আছে? আমিত তা মনে করি না।

দ্বিজ। চাকরীটি বড় ভাল, জুটেছিল। বেনারসের হাসপাতালের কাজ অনেকে উমেদারি করিয়া পায় না। আউট প্র্যাক্‌টিস্ ও সেখানে বেশ হয়।

গিন্নীঠাকুরাণী কর্ত্তার সহানুভূতি পাইয়া ছেলেকে আরও চাপা চাপি করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "ওরে আমি যে ভেবেছিলাম, তোর চাকরী হলে আমি এবার কাশী করে আসব। আহা! তা এমন কাজটা তুই ছেড়ে দিসনে।"

কর্ত্তা। তোমার কাশী যাবার জন্যেত ও ভেবে মরে গেল! চাকরী না হলে কি আর কাশী করা হয় না! ভারিত ভক্তি!

গিন্নী। ভক্তির আর দোষ কি, তোমাদের জন্য কি কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করবার যো আছে! কেবল সংসার সংসার সংসার!

দ্বিজবর যুবক পুরুষ, মনে সংসারের সুখভোগ স্পৃহা বিলক্ষণ প্রবল, অনেক প্রকার বিলাসবাসনা ও আছে। তাহা পূর্ণ হইবার আশাও আছে, এ সুবিধা ছেড়ে দিলে কিন্তু সে আশা চরিতার্থের বড় ব্যাঘাত ঘটিবে। অধিকন্তু পিতা মাতা ভ্রাতাগণের নিকট অপ্রিয় হইতে হইবে। ফলে তিনি বড় পরীক্ষার মধ্যে পড়িলেন। পরে ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুহাসিনী সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্বহস্তে নিপুণতার সহিত শয্যা রচনা করিতেছিলেন এবং বস্ত্রাদি যথা স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিলেন। শিশু সুকুমার চন্দ্র ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানি ছবির পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতেছিল। আর আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, জননীকে ছবির কথা বলিতেছিল।

দ্বিজবর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কাপড় ছাড়িয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া চেয়ারে বসিলেন, চারু বাতাস করিতে লাগিলেন, সুকুমারও একখানি পাখা লইয়া "আমি বাতাস করচি" বলিয়া পিতার অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।

বিশ্রামান্তে খোলা ছাদে মাদুর বিছাইয়া একটী তাকিয়া মাথায় দিয়া দ্বিজবর বাড়ী গিয়া শয়ন করিলেন। মুখখানি আজ কিছু অপ্রসন্ন, কথাবার্ত্তা বড় একটা কহিতেছেন না, কেবল মাঝে মাঝে সুকুমারকে একটু আদর করিতেছেন।

চারু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মুখ কেন অপ্রসন্ন, চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি! মনের ভিতর কি কোন সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে?"

দ্বিজবর নির্জ্জীব স্বরে চাকরী সম্বন্ধে সমস্ত কথা স্ত্রীকে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তদ্বিষয়ে পিতা মাতার অভিপ্রায়ও জানাইলেন। পরে স্ত্রীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

চারুহাসিনীর ধর্ম্মজ্ঞান স্বভাবতঃই অকৃত্রিম, অটল, তিনি শুনিবামাত্র সহজে বলিয়া ফেলিলেন, "মিথ্যা কিরূপে বলিবে?" কথা কহিবার কালে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্তৃত, মুখখানি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

দ্বিজ। অল্প ক্ষণের প্রভেদ বৈত নয়; অপর দিকে চিরজীবনের সুখ সম্ভ্রম উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তা ছাড়া ইহাতে আমিত আর কারো ক্ষতি করিতেছি না। না হয়, পেনসেনের আশা ছেড়েই দিব। একবেলা বেশী বয়স হইলে সরকারের কাজের কোন ব্যাঘাত হবে না।

চারু। নীরব।

দ্বিজ। কোন উত্তর দিচ্ছ না যে! এরূপ স্থলে একটু মিথ্যা বলিলে দোষটা কি?

চারু। ভবিষ্যতের সুখ সুবিধার লোভে তুমি মিথ্যা কথাটাকে স্বার্থ দ্বারা সংশোধন করিবার চেষ্টায় আছ।

দ্বিজবর ইহা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "ঘরে বসে নীতিশাস্ত্র প্রচার করা যেমন সহজ, কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া টাকা আনা, সংসার নির্ব্বাহ করা তেমন সহজ নহে। শেষ ভুগতে হবে যে আমাকে!

চারু। তাত বুঝি, কিন্তু সত্য অসত্যে মিশখাবে কিরূপে তাই ভাবচি।

দ্বিজ। তোমরা মেয়ে মানুষ, যুক্তি বোঝ না, দেশ কাল পাত্র জ্ঞান নাই, এই জন্য তোমাদের সহানুভূতি বড় কম। স্ত্রীলোকের হৃদয় এমন কঠিন হয়, আগেত কখন শুনি নাই।

চারু। তা কি করব বল। তোমার কষ্ট বিপদ পরীক্ষা ভাবিলে প্রাণে ব্যথা লাগে, কিন্তু এ বিষয়ে মত দিতে পারছি না। তুমি মিথ্যা বল্‌বে এটা আমার পক্ষে অসহ্য। মিথ্যায় যে কাজ আরম্ভ, তাহার শেষ ফল ভাল নয়।

দ্বিজবর আরও একটু চটিয়া বলিলেন, "এ সব তোমার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। একে বলে পাগলামির নীতি।" এই বলিয়া উভয়েই মৌনাবলম্বন করিলেন। ক্ষণকাল পরে চারু নিদ্রিত সুকুমারকে বিছানায় শোয়াইতে গেলেন এবং আপনিও তাহার মাথায় হাত দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ভাবিতে লাগিলেন, "জেনে শুনে সত্য ভঙ্গ করিলে ভগবানের দরজা বন্ধ

হইয়া যায়। পৃথিবীতে কিছু দিনের জন্য আপাততঃ তাতে সুখ হইতে পারে, কিন্তু যদি আপনা হইতে ঠাকুরের দরজা বন্ধ করিয়া দিই, তাহা হইলে প্রার্থনা করিব কিরূপে? বিপদ আপদের সময় তাঁকে ডাকবই বা কোন্ মুখে! আমিত কিছুতেই মত দিতে পারিব না। শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাশুর এতে আমার উপর হয়ত চটবেন। তার আর উপায় কি। যা হয় তাঁরা করুন। আমি এ জন্য দায়ী নই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সত্য জিনিষ এমনই বলশালী, আর মিথ্যা এমনি দুর্ব্বল, যে এখানে সম্রাটকেও অজ্ঞান কৃষকের নিকট হার মানিতে হয়। দ্বিজবর মনে করিলেন, গুরুজনেরা এবং পাঁচ জন ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা বলেন তাই করা উচিত। স্ত্রীলোক, হাজার হউক স্ত্রীলোক, একটু লেখাপড়া নীতিজ্ঞান আছে বলিয়াই যে তার মতে চলিতে হইবে তার কোন মানে নাই।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই চক্ষে ঘুম আসিল না, বরং উত্তরোত্তর চিত্ত চঞ্চল, মস্তক গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। চারুহাসিনী যে মৃদু স্বরে নম্রভাবে অথচ স্পষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করিলেন, তাহা যেন বজ্রের ন্যায় ক্রমে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সুতরাং ঘুম আর হইল না, শুইয়াও থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন গরম হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় বাড়ীর বাহির হইয়া তিনি মাঠের দিকে চলিলেন। চৈত্র মাসের শেষ, খোলা মাঠে খোলা বাতাসে খালধারের বৃক্ষশ্রেণীর শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে। দেবানন্দপুরের বহির্ভাগে একটী কাটা খাল ছিল, তাহার দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী, তার পার্শ্বে গ্রাম্য পথ। সেই পথে পায়চালি করিতে করিতে দ্বিজবর একাকী অনেক ভাবনা ভাবিলেন। তাঁর চিত্ত নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল। নিজের রুচি এবং ইচ্ছার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি প্রমাণ দৃষ্টান্ত উদাহরণ সংগ্রহ করিলেন, ভবিষ্যৎ সুখের মনোহর ছবি পুনঃ পুনঃ দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল না।

চারুহাসিনীর যেরূপ সত্যপ্রিয়তা, সারল্য, ন্যায়পরতা তাহাতে দ্বিজবরের পার্থিব সুখলালসা বিষয়কামনা চরিতার্থ হওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু তিনি সামান্য স্ত্রীলোক অবলা, তাঁহার মতামতের উপর কি কিছু নির্ভর করে? বিশেষ স্ত্রীজাতি, টাকা কাপড় গহনা দিতে পারিলে নীতিশাস্ত্রের বিধি ঠিক বিপরীত দিকে উল্টাইয়া লইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষ দ্বিজবর বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন, এ সব বিষয় সংক্রান্ত কাজে স্ত্রীলোকের মত লওয়া উচিত নহে। পুস্তকের ধর্ম্মনীতির বিধি কি কর্ম্মক্ষেত্রে রক্ষা পায়? আমি চারুকে অগ্রাহ্য করিয়া কল্য চাকরীর জন্য দরখাস্ত দিব। বাস্তবিক আমিত আর কোন অধর্ম্ম অনীতির কাজ করিতেছি না। দুই চারিঘণ্টা সময়ের এ দিক্, ওদিক, ইহাতে আর অধর্ম্ম কি? কত টাকা রোজগার করা যাবে, দান বিতরণ সৎকর্ম্ম হবে, পরিবার ছেলে মেয়েকে সুখে রাখা যাবে, বাড়ীর সকলে সন্তুষ্ট থাকিবে; স্ত্রী যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চান, তাও অনায়াসে পারিবেন। আর এটা মিথ্যাইবা কেমন করিয়া বলিব? সময়ের কি কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে? পৃথিবীতে কোন ঘড়ি কোনটার সঙ্গে ঐক্য হয় না। ইংরাজি মতে অদ্য বারটা রাত্রিতে আমার পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালা মতে কাল সকালে। আর না হয় দুই চারি ঘণ্টা বেশীই বা হইল, ইহাতে পাপ অধর্ম্ম কেমন করিয়া হইবে বুঝিতে পারিনা।"

দ্বিজবর আপন মনে এই যুক্তি খাটাইতেছেন, অপর দিকে চারুর মৃদু প্রতিবাদ বিবেকের ভিতরে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত গোল থামান যায়, গালাগালি ধমক দিয়া লোকের মুখ বন্দ করা যায়, কিন্তু বিবেকের মৃদু শব্দ কিছুতেই থামে না; শরীর খণ্ড খণ্ড, মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেও তাহা চুপ করে না। দ্বিজবর স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত যুক্তি তর্ক দৃষ্টান্ত প্রমাণ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ঐ কোমলহৃদয়া বিনম্র প্রকৃতি মেয়ে মানুষটীর মৃদু প্রতিবাদধ্বনি অন্তরে উত্থিত হইতেছে। যেন বাঘের পাছে ফেউ লাগিয়াছে। যেন একটা অপদেবতা ভূত সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে।

চারুহাসিনীর প্রকৃতি অতি আশ্চর্য্য প্রতিভাময়ী। সে স্বামীর কোন অন্যায় কাজ দেখিলে বকেও না, কাঁদেও না, সাক্ষাতে চক্ষের জলও ফেলে না, অভিমানে মুখ ভার করিয়াও থাকে না, কোনই উৎপাত নাই; কিন্তু তাহার বিনম্র ব্যবহারে, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এমন এক স্বর্গীয় প্রভাব আছে যাহা অতিক্রম করা সহজ নহে। ঊর্দ্ধফণা অহি যেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়, তেমনি দ্বিজবর স্ত্রীর কাছে আসিলে আর এক রকম হইয়া যান।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় মাঠ হইতে বাড়ী আসিয়া তিনি শুইলেন। চারু জাগিয়াছিল। সে নীরবে পার্শ্বে বসিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার বাতাস গায়ে লাগিবা মাত্র দ্বিজবর যেন একবারে ভাবান্তরিত এবং শিথিলবন্ধন হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছিলেন তাহার গোড়া আলগা হইয়া গেল। স্ত্রীকে অতিক্রম করিতে আর ইচ্ছা হইল না। তদবস্থায় আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরলোকে পুনর্ম্মিলন।

দেহান্তে পরলোকে গিয়া আত্মীয় সুহৃদগণের সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে, এইরূপ একটী আশার কথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। খ্রিষ্টীয়ানদিগের মতে এই বর্ত্তমান শরীর আবার গোর হইতে উঠিবে এবং ইহার বিচার হইবে'; পরে

আত্মীয়গণের সঙ্গে তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আমরা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। যে শরীর মাটীতে মিলাইয়া গেল, তাহা আবার উঠিবে কিরূপে? হিন্দুদিগের বিশ্বাস অন্যরূপ। তাঁরা বলেন, কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্ম হইবে। আত্মীয় প্রিয় জনবর্গকে পরলোকে গিয়া আবার দেখিব, এ আশাও তাঁহাদের মধ্যে অনেকের থাকে। কিন্তু কিরূপে দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কেহ জানে না। যদি পুনরায় জন্ম হয়, এবং নানা জনে শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা হইলে চিনা যাইবে কিরূপে? চণ্ডালের সহিত ব্রাহ্মণের, পশুর সহিত মানবের কি আত্মীয় কুটুম্বিতা হইতে পারিবে? যদিই বা হয়, তাহাতে কি মনের আশা মিটিবে? কি ভাবে এই পুনর্ম্মিলন হইবে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, সদ্ভাবের সহিত সদ্ভাবের, উচ্চ অভিপ্রায়ের সহিত উচ্চ অভিপ্রায়ের মিলন সম্ভব। পার্থিব ভোগসুখের রুচির একতা, সাংসারিক মিলনে যদি পুনর্ম্মিলন প্রত্যাশা করা যায়, তাহা অতি নীচ কামনা। পরলোকে গিয়া আবার অসার মায়ার মিলন, ঘর কন্নার মিলন কি প্রার্থনীয়? দৈহিক সম্বন্ধের আত্মীয়তা আমোদ আহ্লাদ কুটুম্বিতার মিলনেই বা ফল কি? এখানে তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে। যদি পুনর্ম্মিলনের জন্য বাস্তবিক প্রাণ ব্যাকুল হয়, তবে তাহা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেমের মিলন সম্বন্ধে চরিতার্থ হইতে পারে। জ্ঞানে ভাবে ইচ্ছায় যদি একতা হয়, তবে পরলোকে বন্ধুগণের সহিত পুনর্ম্মিলনে—ইহ লোকেও এইরূপ সুখের প্রত্যাশা আছে। আত্মায় আত্মায় যে মিলন তাহা অতীব সুখকর এবং পরম প্রার্থনীয়।

কিন্তু যে আশায় সচরাচর লোকে পরলোকে পুনর্ম্মিলিত হইতে চায় তাহার ভিতর পার্থিব নীচ কামনা সকল লুকাইয়া থাকে। তাহারা মনে করে, যাহাদের সহিত এখানে একত্র পান ভোজন হাস্যামোদ করিলাম, যে স্বামী স্ত্রী ভাই ভগ্নী পিতা মাতার হাসি মুখ দেখিয়া, মধুর বাক্য শুনিয়া, স্নেহালিঙ্গন স্পর্শ করিয়া এখানে এত সুখ পাইলাম, পরলোকে গিয়া তাহাতে কি এককালে বঞ্চিত হইব? তাহা হইলে আর সেখানে গিয়া লাভ কি? আত্মীয় বন্ধুদিগের জন্য এত যে ভাবিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি, তাহাদিগকে এত ভালবাসিতেছি, এ সমস্ত কি এই খানেই শেষ হইবে? নাস্তিক হইয়াও অনেকে কেবল আত্মীয় প্রিয়জনের স্নেহের অনুরোধে, ভালবাসার টানে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে। অর্থাৎ লোকে এখানকার সমস্ত ঘরকন্নাটী সেখানে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু কি ভাবে কিরূপে তাহারা আত্মীয়দিগের সহিত তথায় মিলিত হইবে? শরীর এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্য ব্যবহার সমস্তই

এই খানে শেষ হইয়া গেল। তবে নিজদেহের বিচ্ছিন্ন পরমাণুর সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের দেহস্থ ভৌতিক পরমাণুর মিলন সম্ভাবনা বটে। কিন্তু তাহারই জন্য কি আমাদের প্রাণ পিপাসু? না, তাহা ছাড়া আরো কিছু গভীর অভিপ্রায় আছে? অমরাত্মার অমরত্ব এবং নিত্য সদ্গুণের সহিত পরস্পরের মিলনেরও সম্ভাবনা এবং তাহাই আমাদের প্রাণ চায়; কিন্তু সে ভাব আমরা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারি না, ভ্রম বশতঃ মোহ বশতঃ তাহা পরিষ্কার বুঝিতেও পারি না। যদি পরলোকে গিয়া মিলিবার সাধ থাকে, তবে আধ্যাত্মিক সদ্গুণের মিলন এই খানেই আরম্ভ করিতে হইবে। পশুভাবের একতা, জড়ের আকর্ষণ, মায়ার মিলনে স্বর্গীয় অমরত্ব নাই।

আমাদের দেশের ব্রহ্মবাদী ঋষিরা এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করিতেন না। জলের সহিত তাহার তরঙ্গমালার যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত এই দৃশ্যমান জগতের এবং পরলোকের সেইরূপ সম্বন্ধ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে বশিষ্ঠ দেব শ্রীরাম চন্দ্রকে যে একটী আখ্যায়িকা বলিয়াছিলেন তাহাই আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, "পদ্ম নামে এক মহাযশস্বী ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম লীলা। রাজমহিষী লীলা একদা চিন্তা করিলেন, আমার এই স্বামী মহারাজ পদ্ম আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। ইহাঁর জীবন মরণে আমার জীবন মরণ। কিরূপে তিনি চিরকাল স্বামীর সঙ্গে থাকিতে পারিবেন এই ভাবিতে লাগিলেন। ঋষি তপস্বী জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনুষ্যেরা কি উপায়ে অমর হইতে পারে?" তাঁহারা বলিলেন, "দেবি, তপস্যাদি দ্বারা যদিও অন্যান্য সকল বিষয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু অমর হওয়া যায় না।"

মহিষী লীলা এ কথা শুনিয়া স্বামীবিয়োগভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। ভাবিলেন, যদি দৈববলে স্বামীর আগে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর আমাকে কোন ক্লেশই ভোগ করিতে হইবে না। স্বামীশোক আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। যাহাতে তাহা না ঘটে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সরস্বতীর নিকট তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে ঘোরতর কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত দেখিয়া দেবী সরস্বতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দর্শন দিয়া বর দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। লীলা কহিলেন, "দেবী, আপনি ত্রিজগতের জননী, এই বর প্রদান করুন, আমার স্বামী যেন দেহাবসানেও এই অন্তঃপুর চত্বরে বিহার করেন আমি দেখিতে পাই।"

সরস্বতী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। পরে যথা সময়ে মহারাজ পদ্মের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। স্বামীশোকে

লীলা অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে শোকে কাতর দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন, "লীলা, তুমি স্বামীর এই মৃতদেহ পুষ্প আচ্ছাদন করিয়া রাখ। আমার বরে এই পুষ্প এবং মৃতদেহ ম্লান হইবে না।"

লীলা এই দৈববাণী শুনিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে গভীর নিশীথ সময়ে ধ্যানপরায়ণা হইয়া সরস্বতীকে বলিলেন, "দেবী, আমার স্বামী এখন কোথায়? কি করিয়া থাকেন? আমাকে তথায় লইয়া চলুন। স্বামীহীন জীবন নিতান্ত বিড়ম্বনা।"

দেবী বলিলেন, "বৎসে, বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চিদাকাশে অবস্থান এবং জগতের মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে শান্ত ও সত্যস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্তি হয় না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলে লীলা সমাধি যোগে দেখিলেন, তাঁহার স্বামী দিব্য রাজসভায় বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন। এই সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের ছবি দেখিতে পাইলেন। সমাধি ভঙ্গের পর স্বীয় রাজধানীতে ঐ রূপ রাজসভা রচনা করিলেন।

পরিশেষে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, সকলিত মায়ার খেলা। চিদাদর্শে বাহ্য বস্তু সকল প্রতিবিম্বিত হয়। পরে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা স্থির করিতে পারিলেন না। পুনরায় সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে আপনি এবং আমি বসিয়া আছি ইহাই অকৃত্রিম সৃষ্টি, আর আমার স্বামী এখন যেখানে আছেন তাহা কৃত্রিম স্বর্গ। কারণ, শূন্যে দেশকালাদি সম্পূর্ণ অলীক।"

দেবী। স্মৃতি আকাশস্বরূপ, সুতরাং তদুৎপন্ন তোমার স্বামীর সৃষ্টি অনুভূত হইলেও উহা কিছুই নয়।

লীলা। এই দৃশ্যমান জগৎ তবে কিছুই নহে!

দেবী। এই জগৎ পরব্রহ্মের প্রতিভা মাত্র। জলে ও তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, ইহলোক পরলোক, স্বপ্নও তেমনি অভিন্ন। স্বপ্নে যেমন অল্পক্ষণও বহুকাল মনে হয়, তেমনি ভ্রমবশে অল্পকাল বহুকাল জ্ঞান হয়।

"দৃশ্য বস্তু সমস্তই মিথ্যা। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ আর কিছুই নাই। পূর্ব্ব জন্মেও তোমার স্বামী ছিল, তিনি এক জন ব্রাহ্মণ, নাম বশিষ্ঠ। তোমরা এ জন্মে এই নূতন নাম পাইয়াছিলে।"

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদের মতে কেবল এক ব্রহ্মই আছেন, আর যাহা কিছু সমস্ত মায়াকল্পিত স্বপ্ন বিশেষ। তুমি আমি, অমুক এ সমস্তই ভ্রম। যাবতীয় জীব একে রই বিচিত্র বিকাশ। ইহকাল পরকাল স্বর্গ মুক্তি পুনর্ম্মিলন ঐ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে একাকার হইয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র বোধ কেবল ভ্রান্তি। দেহ উপাধি নাম এ সমস্ত যেমন এক মৃত্তিকার বিকার মাত্র। বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান যত দিন থাকে তত দিন পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং দেহধারণ হয়। এই জন্ম সক

বন্ধের কারণ। মোক্ষ লাভ হইলে এই স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়।

নববিধানের শাস্ত্রে বলে, "যাহার যে বিশেষত্ব, মহত্ত্ব, স্বাতন্ত্র্য তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরলোকে গিয়া আরো ক্রমশঃ সেই বিশেষ ভাবের উন্নতি সাধন করিবে। এই আধ্যাত্মিক উন্নতির রাজ্যে শ্রীহরির চরণে আধ্যাত্মিক মিলন হইবে। নরদেব মহর্ষি ঈশা এইজন্য বলিয়া গিয়াছেন, যে "স্বর্গে কেহ বিবাহ করেও না, কেহ বিবাহ দেয়ও না।"

সংবাদ।

লেডী ডাক্তার মিসেস্ ফোগো মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি এক জন সুচিকিৎসক ছিলেন। এ দেশীয় মহিলাগণ তাঁহার চিকিৎসা বড় পছন্দ করিতেন।

সম্প্রতি ছোট লাট বাহাদুর কাশিম্বাজার গমন করেন, রাণী আর্ণাকালী দেবী তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, তিনি নিজব্যয়ে একটী লেডী ডাক্তার তথাকার স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত রাখিবেন।

পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষায় সংবাদ পত্র প্রচারিত আছে তাহা গণনা করিয়া দেখিলে ছয় হাজার হয়। প্যারিস নগরে এই সংবাদপত্রের একটী প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বোম্বের ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাঙের কন্যা আনা বাই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি বড় বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী ছিলেন। ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মন প্রভৃতি বিদেশীয় এবং মাতৃ ভাষা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ভালরূপ জানিতেন। একটী সাহেবের সঙ্গে বিবাহ হয়, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র সুখ পান নাই। আনা বাই আমাদের অনেক দিনের স্নেহের পাত্রী পরিচিতা।

গত বারে আমরা যে দয়ালু মহাত্মার দয়ার কথা লিখিয়াছিলাম সেই বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর এ পৃথিবীতে নাই। তিনি বাঙ্গালা ভাষার আদি গুরু, বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক, এবং প্রসিদ্ধ দয়াবান্ ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে কলেজ এবং স্কুল স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বহু ছাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যাসাগর দয়ালু, দেশহিতৈষী, স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা, বিলাসাসক্তিবিহীন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের কিছু বেশী হইয়াছিল। ইহাঁর একটী পুত্র চারিটী কন্যা বর্ত্তমান। শেষ সময় পর্য্যন্ত মনের ভাব খুব দৃঢ় ছিল।

বর্ত্তমান মাসের মধ্যে দেশের আর একটী বড় লোক পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম রাজা রাজেন্দ্র লালা মিত্র। বিদ্যাসাগর এবং ইনি এক্ষণকার মধ্যে এ দেশের সর্ব্ব প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু অদ্বিতীয় বিদ্বান, বহু ভাষাজ্ঞ, ইংরাজিতে উত্তম লেখক, উৎকৃষ্ট বক্তা ছিলেন। ইনিও

এক জন নির্ভীক স্বাধীনচেতা সরল চিত্ত এবং ভদ্র স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের উপর হইয়াছিল।

অমৃতসরবাসী কোন এক জন মেথর স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুর বেশ ধারণ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডিতে যায়। তাহার অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তথাকার শত শত নরনারী তাহাকে দেখিতে আসিত, পায়ের ধূলা লইত, সেবা করিত, প্রসাদ খাইত। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত মান্য করিতে লাগিল। এক দিন তাহার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইবার জন্য একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ভোজনের সময় মেথর সাধু স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করেন। সাধুর হস্তের ভোজ্য সামগ্রী ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়। তাহা ভোজনে সকলে চরিতার্থ এবং কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মেথর সাধুর আদরের আর সীমা নাই, যেখানে সেখানে নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এক জন পাঞ্জাবী শিখ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। সাধু ব্রাহ্মণদিগের জাতি মজাইয়া তাহাদের সঙ্গে একত্র পান ভোজন করেন, অন্যদিকে আবার জাতীয় স্বভাববশতঃ ভিতরে ভিতরে লুকাইয়া কোন স্বজাতির গৃহেও যাতায়াত করিয়া থাকেন। কোন এক ব্যক্তি তাহা দেখিয়া শিখদিগের ধর্ম্মশালায় সংবাদ দিল। তাহাতে মহা আন্দোলন উঠিল। অনেকে হয়ত তাহার পাতের প্রসাদও খাইয়াছিলেন। মেথরের ঘরে সাধু গমনাগমন করিয়াছে শুনিয়া তখন সমস্ত লোক একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। অনন্তর ঘোরতর প্রহার। যাহারা পদধূলি লইয়াছিল, তাহারাই এখন পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। পরে তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরিশেষে তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়। বিচারে সাধুর দুই মাস কারাবাস হইয়াছে।

স্বর্ণরেণু।

সময়ে সকল কষ্টের তীক্ষ্ণতা চলিয়া যায়। সময়ে সকলি সহ্য হয়।

সকলেরই জীবনে অল্পাধিক দুঃখের ভার বহিতে হয়। ক্লেশহীন জীবন নাই। যে ধৈর্য্যের সহিত তাহা বহন করিতে পারে সেই ধন্য।

সঙ্গী দ্বারা অনেক সময় মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। ভাল লোকের কখন কুসঙ্গী হইতে পারে না। আবার ভাল সঙ্গে পড়িয়া মন্দ লোকেরও মন ভাল হইয়া যায়।

আলস্য জীবনের এক প্রধান শত্রু। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে গৃহের সুখ শান্তি নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু গৃহ সুখের আলয় করিবার ক্ষমতা কেবল নারীরই আছে। গৃহের গৃহিণী মাতা ভগিনী এবং পত্নী ইঁহাদের উপরই গৃহের সুখশান্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৫ম সংখ্যা।] ভাদ্র, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

কোন এক সংবাদপত্রের মতে লণ্ডন নগরের লক্ষ লক্ষ পরিবারমধ্যে কেবল ছয়টী পরিবার দাম্পত্য প্রেম সম্ভোগে কৃতকার্য্য হইয়াছে! এতটা সত্য হউক না হউক, ধর্ম্মহীন সভ্য পরিবারে প্রকৃত দাম্পত্য সুখ যে বিরল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বৈদ্যনাথে কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য বাটী নির্ম্মাণার্থ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার স্বস্ত্রীর নামে এককালীন দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার এ জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এক শত এবং পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পঞ্চাশ টাকা এই কার্য্যে দান করিয়াছেন। আমাদের কোন পাঠিকা যদি কিছু দান করিতে চাহেন, আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাসে কেবল পুস্তকের দ্বারা তিন হাজার টাকা আন্দাজ আয় ছিল। ইহার মধ্যে তিনি পনর শত টাকা প্রতিমাসে দান করিতেন। দেশের লোকের উপকার করিবার এমন বলবতী ইচ্ছা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় আহ্লাদের বিষয়, ঈদৃশ জনহিতৈষী ব্যক্তির স্মরণার্থ সমস্ত নগরে উপনগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে লোকে সভা করিয়া চাঁদা তুলিতেছেন।

বঙ্গদেশে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বারাত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গগত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত ইহা স্থাপন করেন। সম্প্রতি এই দয়ালু সাধু পুরুষ পরলোক গমন করিয়াছেন। বিদ্যা বিনয় দয়া সাধুতাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

মণিপুরের রাজা এবং তাঁহার এক ভাই দ্বীপান্তরে জন্মের মত চলিয়া গেলেন। আর এক ভাই যাঁহার নাম সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে। রাজ্য এখন ইংরাজের অধীনে কোন রাজবংশের নামে চলিবে।

যাহারা বিবাহবন্ধন এবং লজ্জাশীলতা রক্ষাকে প্রাচীন কালের নিষ্ঠুর রীতি মনে করিয়া তৎপ্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করে

তাহাদের বিরুদ্ধে লণ্ডন নগরে নারীগণ একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন।

লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজ সংক্রান্ত সঙ্গীত বিদ্যার যে পরীক্ষা কলিকাতায় হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালীর মধ্যে কুমারী সুকুমারী রায়, মনীষা ঠাকুর, লাহন গুপ্ত, ইন্দিরা ঠাকুর, সরলা ঘোষাল উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

বিলাতে স্ত্রীজাতির মধ্যে চুরট খাওয়া প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার রাজ্ঞী প্রতি দিন চল্লিশটী চুরট ভস্মীভূত করেন। ইহার জন্য সোণা রূপার আধার প্রস্তুত হইয়াছে। রাশিয়া, ইটালী, স্পেন, সার্ভিয়া, রোমানিয়া, পর্টুগালের রাণীরগণ এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগিণী। ইহাঁদিগের কুদৃষ্টান্তে অন্য স্ত্রীলোকেরা চুরট ধরিয়াছে।

মহিলারঞ্জন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাপূজার পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বড় চোরের ভয় হয়, শ্রমজীবি দরিদ্র লোকেদের খাটা খাটুনির কাজ সে সময় বড় থাকে না, এই জন্য কেহ পেটের জ্বালায়, কেহ পূজার মদ্য মাংস এবং কাপড় চোপড় করিবার জন্য গৃহস্থের ঘরে চুরি করে। এ সময় ছিঁচকে চোর, অর্থাৎ ঘটী বাটী চোর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাদ্র মাসের শেষ, তিথি কৃষ্ণপক্ষ, রমেশ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে গত রাত্রে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। দ্বিজবর চারুহাসিনী যে অংশে বাস করেন, সেই অংশেই চুরি করিবার কিছু সুবিধা। প্রাচীর অনুচ্চ, দরজা তত দৃঢ় নয়, সুতরাং সুবিধা পাইয়া চোর আসা যাওয়া করে। তাহারা গত রাত্রে রান্না ঘরে ঢুকিয়া হাঁড়িতে পান্তা ভাত এবং সাঁতলানো মাচ ছিল দিব্য করিয়া খাইয়াছে, খাইয়া ঘরের মেজেয় আর একটী বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে, তদনন্তর থালা বাটী ঘটী ঘড়া যাহা ছিল লইয়া গিয়াছে।

প্রাতে উঠিয়া চারুহাসিনী এই সকল দেখিয়া রান্না ঘর হইতে নাকে কাপড় দিয়া বাহিরে আসিলেন। বাড়ীর অপর সকলে সংবাদ পাইল, বালক বৃদ্ধ যুবা প্রাচীনা গৃহিণী এবং বধূরা কৌতূহলী হইয়া দেখিতে গেলেন। চোরেদের পদচিহ্ন এবং অন্যান্য নিদর্শন দেখিয়া সকলে মহা ভীত হইলেন। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘরে ঘরে মহলে মহলে পুরুষ মেয়ে এবং ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের মধ্যে এই বিষয়েই সমস্ত দিন মহা আন্দোলন চলিল।

রমেশ বাবু হাইকোর্টের ট্রানস্লেটার ছিলেন, বড় পাকা প্রবীণ বিষয়ী লোক। তাঁহার প্রথম পুত্র জেলার প্রধান উকিল, দ্বিতীয় পুত্র ইঞ্জিনিয়ার। বেশী টাকা কড়ি গহনা এবং দামী কাপড় চোপড় জিনিষ পত্র যাহা কিছু তাহা এই

দিকেই আছে। মধ্যম এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ দুইটীইও বেশ শেয়ানা। বড় বড় লোহার সিন্দুকে তাঁহাদের গহনা টাকা কড়ি থাকে, ছিঁচকে চোরের বাবারও সাধ্য নাই যে সে দিকে ছুঁচ ফোটায়। চোরের ভয় শুনিয়া বুড় কর্ত্তা রমেশ বাবু বাড়ীর দরজা সকল মেরামত করিলেন, প্রাচীরে, ছাতের আলিসায় যেখানে যেখানে একটু আধটু ফাঁক ছিল সেখানে বোতল ভাঙ্গা বসাইয়া দিলেন, আর খিড়কী এবং সদর দরজায় ভীমমূর্ত্তি চারি জন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

চারুহাসিনীর মহলে এ সকল কোনই উৎপাত নাই। যদিও তাহা এক পৈতৃক বাড়ীরই অন্তর্গত, কিন্তু স্বতন্ত্র, এবং সে দিক্ দিয়া বড় বাড়ীতে যাহাতে চোর না আসিতে পারে রমেশ বাবু তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চারুর বিষয়ও নাই, চোরেরও ভয় নাই; ঘটীটে বাটীটে লইয়া ঘরকন্না, তাহা গেলেও যা, থাকিলেও তা। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে নিদ্রা সম্ভোগ করেন, কোন উদ্বেগ নাই।

কিন্তু রমেশ বাবুর মহলেই যত অশান্তি ভাবনা চিন্তা। যদিও যমকিঙ্কর সদৃশ প্রহরী, বজ্রসমান লোহার গুলবসান দরজা, লোহার গরাদের জানালা, তথাপি সেখানে নিদ্রার বড় ব্যাঘাত। গিন্নী ঠাকুরাণীত আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারেন না। সারা রাত্রি জাগেন। কর্ত্তা বাবুও প্রায় সেই রকম। ছেলে দুইটী খাটিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। গিন্নী কাণ খাড়া করিয়াই আছেন। একটা ইন্দুর নড়িলে অমনি তিনি এ দিক্ ও দিক্ উঠিয়া দেখেন। এক দিন কি গতিকে প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গিন্নী অনেক রাত্রে শুনিতে পাইলেন, ঢুক ঢাক, খুট খাট খস্ খস্ শব্দ হইতেছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, বিবেচনা শক্তিও কম, মনে ভয়ও বেশী। তিনি আস্তে আস্তে কর্ত্তাকে জাগাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দরজায় শিখল দিলেন। তার পর ডাকা ডাকি হাঁকা হাকি চিৎকার; ব্যাপার কি? না গিন্নীর ঘরে চোর। বাড়ীশুদ্ধ লোক লাঠী ঠেঙ্গা হাতে আলো লইয়া আসিল। দরজা ঠেলে, খোলে না, যেন ভিতরে বন্ধ। জোরে ধাক্কা দিবামাত্র শেষ দরজা খুলিল! যাই খুলিয়াছে, অমনি একটা প্রকাণ্ড হোঁদা বেরাল লাফ দিয়া পলাইয়া গেল। সকলে হাসিয়া উঠিল, গিন্নী একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু চোরের গমনাগমন বিষয়ে তাঁহার মন গভীর সন্দেহে আচ্ছন্ন। প্রতিদিনই তিনি চোরের সাড়া পান। কোন দিন বলেন, ছাদের উপর দিয়া দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া গেল, আমি তার মাথা দেখিয়াছি। কোন দিন বলেন, দরজায় ধাক্কা দিতেছিল। কর্ত্তা মহাশয় রাগিয়া উত্তর দিলেন, "সে কি তোমার কুটুম্ব তাই দরজায় ধাক্কা দিবে? ফলে গিন্নী প্রায় প্রতি রাত্রেই বাড়ীতে চোর দেখেন। দিবসে কোন সামগ্রী খোয়া গেলে মনে

করেন, চোরে লইয়া গিয়াছে। অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহাকে চোর বলেন। বড়দের কাছে এ সম্বন্ধে বেশী সহানুভূতি পান না, তাহারা বৃদ্ধার অসার কল্পিত বচন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা ইহা খুব বিশ্বাস করে। বাড়ীর নাতি নাতিনীদিগকে কাছে বসাইয়া বুড়ী চোরের গল্প করিত, ছেলে গুলো হাঁ করিয়া শুনিত। চোরের ভয়ে শেষ গিন্নীর একটা রোগ জন্মিয়া গেল। দিবসেও সর্ব্বদা তিনি ঘরে কুলুপ দিয়া বসিয়া থাকেন। স্নান শৌচ আচমন আহার করিতেও দূরে যাইতে চাহেন না। কুলুপের উপর কুলুপ লাগাইয়াও সন্দেহ যায় না। এক দিন বড় জামাতাকে চোর মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে কর্ত্তা বাবু বড় চটিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের উপর আরত রাগ চলে না।

ছোট ছোট ছেলের দল পর দিন ঐ বেরাল চোরের কথা শুনিয়া আপনাদের মধ্যে মহা আন্দোলন আরম্ভ করিল। তাহারা কেহ ছুরি সানায়, কেহ তীর ধনুক হাতে লয়, কেহ লাঠী সংগ্রহ করে, কেহ ছোট ছোট পিস্তল এবং তরোয়াল কোমরে ঝুলায়, কেহ মালকোঁচা মারে, কেহ মাথায় পাগড়ী বাঁধে। ঠাকুরমা ওরফে দিদিমার কথায় তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। গম্ভীর ভাবে মহা উৎসাহের সহিত তাহারা চোরেদের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলে, ভাই একটা চোর সে দিন দিদিমাকে দাঁত খিচিয়ে ভয় দেখাইয়াছিল। কেহ বলে, "ওরে আমার মার্ব্বেল গুলো হয়তো চোরে নিয়ে গেছে। আজ আর আমরা ঘুমাইব না, সকলে মিলে দিদিমার কাছে বসে থাকব, যাই চোর আসবে অমনি ধরে ফেল্‌ব।" এ কথা শুনিয়া আর এক জন লাঠী ধরিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "ব্যাটা দুষ্ট চোর আমার ফুট বল্ চুরি কয়িয়াছে। আজ তাকে আমি একবারে মেরেই ফেল্‌ব।" এই বলিয়া সবলে লাঠী দ্বারা মাটীতে আঘাত করিল। তাদের কথা শুনিয়া ছোট পুঁটী আধ স্বরে বলিতেছে, "দেখ ভাই ছোট কাকা বাবু, দুষ্ট চোরটা আমার পুঁতুলের কাপড় চুরি করেছে। আমি তাকে খিমচে নেব।" দিদিমার পক্ষে বড় সুবিধা, তিনি চোর ধরিবার অনেকগুলি সহচর সেপাই পাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বালকবৃন্দ এইরূপে আস্ফালন করিয়া শেষ সন্ধ্যার একটু পরেই দিদিমার আশে পাশে ঘুমাইয়া পড়িল। আজ কলাকাটা অমাবস্যার রাত্রি, আকাশও মেঘাচ্ছন্ন, ঘোর ঘুট্টি অন্ধকার; এত ঘন আঁধার যেন গায়ে ঠেকে, হাতে ধরা যায়। বাড়ীর চারিধারে আমের গাছে,শশা এবং ঝিঙ্গের লতায়, কামিনীকুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি পোকা সেই নিবিড় আঁধারের অঙ্গে ঠিক যেন মকমলের উপর চুমকির মত জ্বলিতেছে। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। ঝিঁ ঝিঁ পতঙ্গ গুল ক্রমাগত এক সুরে

তান ধরিয়া নিস্তব্ধ অমানিশাকে আরো গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই নিদ্রিত, কেবল গিন্নীর চোখে ঘুম নাই।

আশ্বীন মাসের গুমট, দরজা খুলিয়া সপরিবারে দ্বিজবর অগাধ নিদ্রায় মগ্ন আছেন। দুই তিন দিন তাঁর ঘরে চুরি হইয়াছে, তবু ভয় নাই। একে টাকা কড়ি কম, তাহাতে আবার এই চোরের দৌরাত্ম্য। রমেশ বাবু এবং তস্য অপর পুত্রদ্বয় দ্বিজবরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়াও শুনেন না। স্ত্রীর কথায় কেন সে অমন ভাল চাকরী ছাড়িল? স্ত্রৈণ পুরুষের দুর্গতি কে ঘুচাইতে পারে? তাঁহার প্রতি পিতার এই জন্য বড় রাগ। কেবং গিন্নীর কি না মায়ের প্রাণ, তিনি পুনঃ পুনঃ ঘটী বাটী খাদ্য ইত্যাদির অভাব মোচনে চেষ্টা করেন। দ্বিজবরের প্রতি চোরের এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া বড় বাড়ীর প্রহরী অর্জ্জুন সর্দ্দারের হৃদয়ে বড় সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সে তলে তলে বাবুদের অজ্ঞাতসারে ওত করিয়া থাকিত।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় এক চোর আর কোথাও কিছু না পাইয়া মুক্তদ্বার দ্বিজবরের গৃহে আসিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়াছে। অর্জ্জুন সর্দ্দার জাগিয়াছিল, সে টের পাইয়াছে। চোর ঘরের ভিতর হইতে কতকগুলি কাপড়, দুই এক খানি বাসন, বগলে একটী বাক্স লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া যে সময় পলাইতেছিল, অর্জ্জুন সর্দ্দার অমনি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। চোর বেচারী নিতান্ত দুর্ব্বল, অর্জ্জুনের বজ্রবাহুর পেষণে সে আরো দুর্ব্বল নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। তাহার মাথাটী নাড়া, গায়ের বর্ণ একে কাল কুচ কুচে তাহার উপর তেলকালী মাখিয়াছে, পরিধান এক কৌপীন, কপালে সিন্দূরের ফোটা, মুখে মদের গন্ধ, দেখিতে অতি বিকট মূর্ত্তি। সে যেন অন্ধকারের সন্তান ভূত, অন্ধকারের সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ছিল। অর্জ্জুন সর্দ্দার তাহাকে প্রথমে গোটা কতক অন্তর টিপুনি দিল। দুর্ব্বল দেখিয়া আর বেশী মারিল না, সে রাত্রে কাহাকে ডাকিলও না; অন্দর মহলে খিড়কির দরজার নিকটে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

প্রাতে উঠিয়া সকলে জানিতে পারিলেন চোর ধরা পড়িয়াছে। বালক বৃদ্ধ বউ ঝি মেয়ে পুরুষ সকলে গিয়া দেখিতে লাগিল। দ্বিজবর এবং চারুহাসিনীও দেখিতে গেলেন। তাহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে অবাক্। কেহ হাসে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ মারে। চোর কিন্তু সে জন্য ভীত কিম্বা দুঃখিত নহে। তাহার স্বভাবটা যেন কিছু চিন্তাশীল এবং ভাবুক। সে অম্লান বদনে বলিতেছে, "সর্দ্দারের পো! একবার তামাক সাজ না, খাওয়া যাক্!" এমন সময় মেঝ বাবু আসিয়া রাগভরে এক চপেটাঘাত। "ব্যাটা, তুমি চুরি করে আবার তামাক খাবে?"

চোর। কেন, তাতে হানি কি?

মেঝ। আবার কথা কচ্ছিস! ব্যাটা নচ্ছার বেহায়া! (পুনরায় প্রহার)

চোর। আমিত চোর নচ্ছার বেহায়া আছিই, কিন্তু তুমি কি?

তার সাহস এবং স্পষ্ট কথা শুনিয়া আর সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। একে সে রোগা কাহিল, তাতে হাতে-নাতে চুরি ধরা পড়িয়াছে, এখনি মার খাইয়া মরিবে। অন্যেরা ভীত হইতেছে, কিন্তু তার ভয় নাই।

মেঝ। ব্যাটা তোকে দশ বৎসর জেলে পচাব, তা জানিস্!

চোর। আমার এই সামান্য অপরাধে যদি দশ বৎসর জেলে যেতে হয়, তা হইলে তোমাকে যাবজ্জীবনের জন্য পুলিপোলাও যাওয়া উচিত।

মেঝ। কেন, আমি কি তোর মত পাজি ছুঁচো চোর?

চোর। পাজি ছুঁচো চোর না হও, হাতীর মত পেটমোটা চোর!

মেঝ। মর ব্যাটা লক্ষীছাড়া। মেরে এখনি গুঁড় করে দেব!

চোর। মেরে মজাটা দেখ না! তিন দিন পেটে অন্ন নাই বাবা, মারলেই অমনি টুম্ করে পড়ে মরে যাব, আর তোমরা খুনের দায়ে ঠেকবে। মারিতে কেহ সাহস পায় না, অথচ তার মুখও থামে না। পরে সে বলিল, "তুমিও যা, আমিও তাই।"

মেঝ। (হাসিয়া) আ মর হতভাগা! পাগল না কি? আমি হলাম গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদে নিযুক্ত, আর দুই দিন পরে রায় বাহাদুর হব; তুই ব্যাটা ছিঁচ্কে চোর, তোর সঙ্গে আমি সমান?

চোর। তুমি কি বেতন পাও?

মেঝ। আমি যা বেতন পাই তা তুই চক্ষে কখন দেখিসনি। দেড় শ টাকা; তার উপর আবার ভাতা!

চোর। স্ত্রীর গায়ে এত গহনা তবে কোথা থেকে হল? কত দিন চাকরী করিতেছ?

মেঝ। কেন, দুই পাঁচ বৎসর হবে!

চোর। এর মধ্যে এত বড় তেতালা বাড়ী, বৈঠকখানা, সোণা দানা, সাল দুটিন, গাড়ী ঘোড়া কেমন করে হল? সে দিনে তোমায় দেখ্লাম রোগা টিং টিংএ, ভুঁড়ি লাগালে কি করে? আমি যদি চোর হই, তুমি দাদা তবে ডাকাত।

চোরের চোটপাটের কথা শুনিয়া, এবং বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলে অবাক্ হইল। ভয়ও পাইল। মেঝ বাবু তাহাকে পাগল বলিয়া লজ্জিত ভাবে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন।

কর্ত্তা বাবু খড়ম পায়ে দিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত। চোর দেখিলেই মারিতে হয়, তিনি দাঁত খিচাইয়া খড়ম উচাইয়া মারিতে গেলেন। চোর বাধা দিয়া বলিল, "আরে কর কি তুমি! তুমিত বড় হস্তী মূর্খ দেখি! ব্যাপারটা কি আগে বোঝ। বুড় হয়েছ, চুল পেকেছে, তবু জ্ঞান নাই? বল দেখি

দোহাই ধর্ম্ম! তুমি কখন চুরি করিয়াছ কি না?"

রমেশ বাবু হতবুদ্ধি হইলেন। "ব্যাটা আমার ঘুস লওয়ার কথা কি করে জানলে!" এই ভাবিয়া তিনি পিছাইয়া দাঁড়াইলেন।

ছেলে বাবুরা ছোট ছড়ি লইয়া মারিতে আসিল। "বলিল, দে ব্যাটা আমাদের মার্ব্বেল ফিরে দে! রোজ রোজ উনি চুরি করিবেন। আমাদের আর বুঝি পয়সা লাগে না!"

চোর। (বিকট মুখ ভঙ্গী করিয়া) যা যা! ছোঁড়া গুলো, আর মারতে হবে না। আমি ঢাক্ না ঢোল, তাই পিটুতে এসেছিস্! কাছে এলে বিঘ্ন ঘটে, কাণ কামড়ে নেব! লেখা

ছেলেরাও আর ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না। বড় বাবু বলিলেন, "তুই কি রোজ রোজ আমাদের বাড়ী চুরি করিস?"

চোর। তোমাদের বাড়ী নয়, ছোট বাবুর বাড়ীতে বল।

বড়। আচ্ছা আচ্ছা তাই; তুই কি রোজ চুরি করিস্?

চোর। কেন? আর কি দেশে আমি বই কেউ চোর নাই! তোমরা সব সাধু হয়ে গেছ?

বড়। ব্যাটা চুরি করে আবার মিথ্যা কথা কচ্ছিস্?

চোর। তুমি কি চাকরী কর?

বড়। কেন আমি জজের উকিল, চাকরী কেন করিব?

চোর। তবে ত তুমি মিথ্যার রাজা। বল দেখি ভাই, কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছ?

অদ্ভুত রকমের চোর দেখিয়া সকলে মনে মনে বড় ভয় পাইল। কথার ভাবে চেনা পরিচিত বলিয়াও বোধ হইতে লাগিল। দ্বিজবর বলিলেন, "আমার ঘরেই কেন শালা তুই বার বার চুরি করিস্?"

চোর। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

দ্বিজ। কি সম্পর্ক?

চোর। তুমি যে আমার বোনাই।

মেয়ে পুরুষ সকলে সে কথা শুনিয়া হাসিয়া মরে। ছোট বউয়ের পানে সকলে তাকায়। বাবুরা পুলিসে তাহাকে চালান দিবার জন্য বাহিরে গেলেন। বড় বউ মেঝ বউ হাসিয়া বলিলেন, "ছোট বউ, এমন গুণের ভাই তোমার? এখন ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর কর!"

চারুহাসিনী চোরের স্পষ্ট সত্য কথা শুনিয়া বড় লজ্জিত এবং কৌতূহলী হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কে, বাড়ী কোথা তোমার, নামই বা কি?"

চোর তাঁহার প্রসন্ন মুখের সস্নেহ মধুর বচন শুনিয়া বলিল, "দিদিমণি, আমি তোমার ভাই। ছেলে বেলা তোমাকে কত কোলে করিছি। এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তেলকালী মাখা মুখ, কৃষ্ণবর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া চক্ষের জল ঝরিতে লাগিল, তৎসঙ্গে শাদা শাদা

দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল। সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! অপর সকলে তদ্দর্শনে হাসিতেছে, কিন্তু চারুহাসিনী আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কেন তোমার এ দুর্দ্দশা হইল।"

চোর কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "দিদি-মণি, আমি তোমার বাপের প্রজা, এবং প্রতিবাসী। নর্ম্মালস্কুলে পড়িয়া পণ্ডিতের কাজ শিখিয়াছিলাম, অল্প বেতনে স্কুল পণ্ডিতি করিতাম, তাহাতে পেট চলিত না। অনাহারে দুইটী ছেলে মরিয়া গেল। ইনেস্পেক্টর বাবু চাকরী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। হা অন্ন হা অন্ন করিয়া স্ত্রীও প্রাণত্যাগ করিল। মা সকল, তোমরা দেখ, আমারও শরীর জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালবৎ। কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না খাইতে পাই কি না পাই। শেষ পেটের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া চুরি আরম্ভ করিয়াছি। ভাবিলাম, আর কোথায় যাব, ভগিনী চারুহাসিনী আপনার লোক, তাই তোমার ঘরে চুরি করিয়া থাকি।"

চারু। চুরি না করে পরিশ্রম কেন কর না? না হয় ভিক্ষা কেন চাহিলে না?

চোর। চাকরী কেহ দেয় না। ভিক্ষা চাহিলে অর্দ্ধ চন্দ্র দিয়া বিদায় করে। নিরুপায় হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। হয় আমাকে খেতে দাও, এই দেখ পেট আঁতে আঁতে পড়ে আছে! না হয় বল আমি তোমাদের কাছে প্রাণত্যাগ করি।

এই বলিয়া চোর সজোরে ঢিপ ঢিপ শব্দে মহিলাগণ সমক্ষে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কপালে রক্তপাত করিল।

মহিলাগণ দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিলেন, কিছু খাইতে দিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে চারু বলিলেন, "কষ্ট দুঃখ বলিয়া তোমার চুরি করা কি উচিত? বরং ভিক্ষা করাই ভাল।"

চোর বলিল, "ভগিনী, সে বিষয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু এই যে চুরি দুষ্কর্ম্মের প্রলোভনে আমাকে ফেলিল কে? এ জন্য সমাজ কি দায়ী নহে? দেশের বড় বড় বিদ্বান্ ধনী বাবুরা আপনাদের হুইটিন, গা[illegible]বিলাসেই মত্ত, আমাদের জন্য সে দি[illegible]রা কিছু ভাবেন? আমার দোষের [illegible] যে দণ্ড দিতে হয় দাও, কিন্তু নির্দ্দয় স্বার্থপর জনসমাজ এ পাপের প্রধান কারণ। কেন তাহারা আমায় কাজ দিলে না? তাহারাই তো আমার আত্মাকে নরকে ডুবাইল। আপনারা বিলাস বাবুগিরির জন্য ভদ্র ভাবে চুরি ডাকাতি করিবেন তাহাতে দোষ নাই, আর আমি ব্যাটা পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে চুরি করিছি, আমাকে বলে কি না দশ বৎসর জেলে পচাবে! এই কি বিচার! ধিক তোদের জ্ঞান সভ্যতার! হায় আমার ইহ পরকাল দুই গেল। পেটের জ্বালায় পাপের জ্বালায় আমি মরি, তোমরা আমাকে বাঁচাও।" এই বলিয়া সে অনুতাপ সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যদিও এক্ষণে ভদ্র গৃহস্থদিগের অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে এবং বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে বালিকারাও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতেছে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ফলোপধায়িতা বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। যাহাতে এই শিক্ষা স্ত্রীজাতির উপযোগী সুশিক্ষা হয় তৎপ্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তাঁহারা কেবল অমঙ্গল ফলই কল্পনা করেন। পাছে বিবাহের কোন বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে কন্যাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইয়া তাঁহারা জ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রাচীনা গৃহিণীদিগের মনে যে সংস্কার ছিল, এখন আর সেরূপ নাই, কিন্তু তাহার স্থানে নূতন বিধ আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণকার আশঙ্কা এই যে, বেশী লেখা পড়ার চর্চ্চা করিলে মহিলাগণ বিবি হইয়া উঠে। তাহারা জুতা পায় দেয়, নানা রঙ্গের পোসাক পরে; তাহাদের মাথায় ঘোমটা নাই, পুরুষ দেখিলে তাহারা ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকে না, প্রকাশ্য স্থানে বেড়ায়, নানা বিষয়ে আমোদ করে, হাসে, গীত গায়। ইহা ব্যতীত আরো অভিযোগ এই যে, শিক্ষিতা নব্যমহিলাগণ গৃহাশ্রমের কার্য্যেরপ্রতি উদাসীন, ঘরকন্নার কাজ কর্ম্ম তাহাদের ভাল লাগে না, আত্মীয় গুরুজনকে তাহারা সেবা ভক্তি করে না, দেবতা গোসাঞী মানে না, পূজা আহ্নিক ব্রত নিয়ম পালন করে না; কেবল ফিট ফাট হইয়া চিত্রপটের ন্যায় সাজিয়া বসিয়া থাকে। এই সকল অপবাদ সত্য কি মিথ্যা তাহা কাহারো অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি নাই, কেহ জানেও না, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষসমাজে ইহা একটী প্রধান গল্প এবং আলোচনার বিষয়। ইহা লইয়া নিন্দা গ্লানি আমোদ পরিহাসও যথেষ্ট হয়। যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ নির্ব্বোধ তাহারা এ কথা অতিরঞ্জিত করিয়া লয় এবং তজ্জন্য ভয়ে মরে, ঘৃণা করে, নানাবিধ অকল্যাণ কল্পনা করে। না জানিয়া না বুঝিয়া এমন একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত তাহারা করিয়া রাখে যে কাহার সাধ্য তাহা উল্টাইয়া দেয়। কেবল ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট নহে, অনেক বিধ পাপ দুর্নীতি জঘন্য দুরাচারেরও কল্পনা করিয়া থাকে। নীচ অন্তঃকরণের কুটিল ভাবপ্রসূত এই সকল কুকল্পনা দূর করিবার একমাত্র উপায় কেবল সৎ শিক্ষা।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায়, সবশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাল মন্দ আছে। হিন্দু পরিবারের অনেকানেক প্রাচীন রীতি শুভকর তাহাতে সন্দেহ নাই; সরল হৃদয়ে যাঁহারা সে সকলের অনুসরণ করেন তাঁহাদের চরিত্র অনেক বিষয়ে অনুকরণীয়। কিন্তু কেবল মুখে প্রাচীন প্রথার প্রসংশা করিলে কি

হইতে পারে? অশিক্ষিতা কুলকামিনী হয়তো আধ হাত ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকেন, কিন্তু যখন রাগ দ্বেষ লোভ হিংসা অহঙ্কারের প্রেত আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসে তখন তাঁহাকে কি বন্য জন্তুর ন্যায় করিয়া ফেলে না? তখন সেই অশিক্ষিত গৃহাবরুদ্ধ স্ত্রীস্বভাব অতিশয় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন কোথায় বা লজ্জাশীলতা লোকভয় ধর্ম্মভয়, আর কোথায় বা কোমলতা মৃদুতা। অশিক্ষিতা অন্তঃপুর-নিবদ্ধা রমণীদিগের অনেক সদ্গুণ সহিষ্ণুতা ত্যাগস্বীকার নম্রতা এবং লজ্জাশীলতা ধর্ম্মভয় পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাগণও এ সকল সদ্গুণে বঞ্চিত নহেন। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সভ্যতা ভদ্রতার সঙ্গে ঐ সকল গুণ তাঁহাদের চরিত্রে আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীজাতিসুলভ দয়া স্নেহ ভক্তি বিনয় জ্ঞান শিক্ষা এবং জ্ঞানাভিমান দ্বারা উন্মূলিত হইতে পারে না। ইহাঁদের নববিধ রুচি এবং রীতি নীতি দেখিয়া ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ভয়ের কারণ আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই। যাহারা বাহিরে কতকটা সেকেলে, অথচ ভিতরে আধুনিক বঙ্গীয় যুবকদিগের মত, তাহারাই ভয়ের বিষয়। তাঁহাদের যথার্থ জ্ঞানচর্চ্চা সুশিক্ষাও নাই, অধিকন্তু প্রাচীন সুপ্রথারও বশবর্ত্তিনী তাঁহারা নহেন, কিন্তু অশিক্ষিতা কুসংস্কারপরায়ণাদিগের সহিত যোগ দিয়া তাঁহারা নব্যশিক্ষিত মহিলাদিগকে যথেষ্ট ঘৃণা নিন্দা করিয়া থাকেন। আমরা বিবিয়ানা শিক্ষা, বৈদেশিক অনুকরণের চিরবিরোধী এবং দেশীয় প্রাচীন সুনিয়মের পক্ষপাতী; কিন্তু বেশী লেখাপড়া শিখিয়া সভ্যতার নিয়মে চলিলেই যে দেশীয় এবং জাতীয় সুনীতি সৎস্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায় ইহা বিশ্বাস করি না। শত শত শিক্ষিতা মহিলার পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক ব্যবহার ইহার প্রতিবাদ করিতেছে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে যথার্থ সুশিক্ষা নামের যোগ্য হয়, তৎপ্রতি সকলে অনুরাগী হউন। তাহা দ্বারা সমাজ, পরিবার শান্তির আলয় হইবে।

উষার কাহিনী।

আমি যখন দশ বৎসরের বালিকা, আমার পিতা মাতা উভয়েরই এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। আমার আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি আমা অপেক্ষা প্রায় পনর বৎসরের বড়। আমার আরও চারি পাঁচটি ভাই ভগিনী হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। পিতা মধ্যবিৎ গৃহস্থ ছিলেন, পল্লীগ্রামে বাস। এক খানি বাড়ী, একটি ক্ষুদ্র উদ্যান, একটি সামান্য রকম জমিদারী রাখিয়া যান। পিতা ইহলোক হইতে যাইবার পূর্ব্বে ভ্রাতার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখিও রমেশ, আমার উষাকে দেখিও। আমার যা কিছু রহিল সবই তোমার, তবে যত দিন উষার বিবাহ না হয়, ইহার এবং তোমার মাতা যত দিন পৃথিবীতে থাকেন ততদিন তুল্য অধিকার। দেখে শুনে ভাল ঘরে উষার বিবাহ দিও, বাছা যেন ক্লেশ না পায়।" অস্পষ্টভাবে এই বলিয়া পিতা চির দিনের মত নীরব হইলেন। তাঁর শেষ চিন্তা আমারই জন্য, শেষ কথা আমারই জন্য উচ্চারিত হইল, শেষ নিশ্বাস আমারই জন্য বহিল। এমন স্নেহ ভালবাসা আর কে করিতে জানিবে? শেষ নিশ্বাসের সহিত সন্তানের মঙ্গল চিন্তা আর কে করিবে? দশ বৎসরের বালিকা তখন আমি, কিন্তু এখনও সেই মৃত্যু সময়ের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য, রোরুদ্যমানা জননীর অস্পষ্ট মৃদু ক্রন্দনধ্বনি, অশ্রুপ্লাবিত আনন, ভ্রাতার নীরব রোদন, স্নেহময় পিতার মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারে আচ্ছন্ন শেষ ক্ষীণ দৃষ্টি, স্মৃতিপটে যেন চিত্রিত আছে। বহু দিন হইল, কিন্তু সে দৃশ্য ভুলি নাই। বহু দিন হইল, তখনকার প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাস এখনো ভুলি নাই। হায় এ সংসারে পিতার অতুল স্নেহের ন্যায় আর কি আছে?

পিতার অভাবে মা আমার পাগলিনী প্রায় হইলেন। কিন্তু তাঁহাকেও অধিক দিন বিচ্ছেদ যাতনা সহিতে হইল না। এক মাসের মধ্যেই তিনিও আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পিতার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। আমার পক্ষে তখন যেন জগৎ অন্ধকার বোধ হইল। কিছু দিন একেবারে অধীর হইয়া রহিলাম। ভ্রাতা আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু আমার প্রাণের আকুলতা আর যায় না। দিবা নিশি অশ্রু জলে নয়ন ভাসে। কিছু দিন পরে আমার শোকাধিক্যের সমতা হইল। কালে সকলই করে। সময় সকল সন্তাপহারী, সময়ে সকল ক্লেশের তীক্ষ্ণতা তিক্ততা দূর হয়। সময়ে অঘটন সংঘটন হয়। সময়ের মাহাত্ম্য অপার।

দুই তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমার ভ্রাতার পত্নী পিত্রালয় হইতে আমাদের গৃহে আসিয়া বাস করিতেছেন। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতেই ভ্রাতার পরিণয় হয়। ভ্রাতার পত্নী আমা অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। তিনি প্রগল্‌ভা, সুন্দরী, মুখরা ও চতুরা। ঠিক আমার বিপরীত প্রকৃতি। নাম তারা। আমি অস্বাভাবিক লাজুক ছিলাম, কোন অপরিচিতের সম্মুখে পড়িলে ভয়ে আমার মুখ রক্তবর্ণ হইত, কাহারও কথার উত্তর দিতে হইলে বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিত। দেখিতে ক্ষীণাঙ্গী কৃশ ও খর্ব্বকায়া ছিলাম। কেহ কেহ আমায় সুন্দরী বলিত, কেহ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিত, "ও আবার সুন্দর! ষ্যান ষেনে প্যান্ পেনে রোগা সরু সরু হাত পা, কিছু শ্রী নাই, রংটা ফরসা বটে, আর চুল আছে বটে, কিন্তু ওর ভাজের কাছে দাঁড়াতে পারে না।" বাস্তবিক বিধাতা আমায় অনেক চুল দিয়াছিলেন, চুল প্রায় আমার আপাদলম্বিত

ছিল। আমার ভ্রাতার পত্নীর কেশ বড় অল্প ছিল। সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই ঈর্ষা দৃষ্টিতে আমার কেশের দিকে তাকাইতেন। ভ্রাতা নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন, সুতরাং স্ত্রীও তাঁহার উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অমতে কিছু করিলে স্ত্রী মহা অভিমান কলহ উৎপাত আরম্ভ করেন। অশান্তির ভয়ে অনেক বিষয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভ্রাতা স্ত্রীর সহিত সায় দেন এবং তাঁহার মতে চলেন।

ক্রমে আমার বিবাহের বয়স হইল। ভ্রাতা আমাকে সুপাত্রে অর্পণ জন্য ব্যস্ত হইলেন। দেশের ঘটকেরা যে দুই একটি সম্বন্ধ আনিল তাঁহার মনোনীত হইল না। সুতরাং আমিও একটু বড় হইয়া উঠিলাম। কুলীনের ঘরে সেটী বড় দোষের বলিয়া ধরে না। ভ্রাতার পত্নীর ইচ্ছা শীঘ্রই আমার বিবাহ হইয়া যায় এবং আমি তাঁহাদের হস্তান্তর হই। আমার বিবাহের কথা লইয়া সময়ে সময়ে ভ্রাতার সহিত তাঁহার স্ত্রীর বচসা হইত। ভ্রাতা যেমন তেমন ঘরে দিতে চাহেন না। বধূ বলেন ওর চেয়ে আর কি হবে? বিয়ের সময় হয়ে গেল। যাহা হউক শীঘ্রই ভ্রাতার ইচ্ছা ও তৎপত্নীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে জমিদারীতে যাইতেন। একবার তথা হইতে একজন সঙ্গী লইয়া আসিলেন। সম্প্রতি তাঁহার সহিত নূতন আলাপ হইয়াছে। বেশ ভদ্র লোকটি, দেখিতে শুনিতে ভাল। পরিচ্ছদের বিলক্ষণ পারিপাট্য। দেখিলে ধনী বলিয়া বোধ হয়। ভ্রাতা একটি নূতন জমিদারী কিনিবেন, ইনি কিছু অর্থ ঋণ দিয়াছেন। এবং খুব সদ্ভাব দেখাইতেছেন। ভ্রাতা তাঁহাকে গৃহে লইয়া আনিয়া যত্ন আদর করিয়া অভ্যর্থনা আহারাদি করাইলেন। এবং আমাদের উভয়কে ভাল করিয়া রন্ধনাদি করিতে বলিলেন। বধূ সম্মুখে যাইবেন না, সুতরাং ভ্রাতাও অভ্যাগতকে আমাকেই পরিবেশন করিতে হইল। আমি যখন অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া সম্মুখে গেলাম, অপরিচিতের আগ্রহ দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বশরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্র হস্ত হইতে পড়িবার উপক্রম হইল, কোন প্রকারে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া বাটীর ভিতর পলাইয়া আসিলাম। আসিবার সময় শুনিতে পাইলাম, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ইটি কি আপনার ভগিনি?" ভ্রাতা বলিলেন "হাঁ" "বিবাহ হয়েছে!" "না" "দিব্য সুন্দরী মেয়েটি।" এই প্রশংসা বাক্যে আমার আহ্লাদ না হইয়া ভয় যেন দ্বিগুণ হইল। কেন ভয় হইল বুঝিতে পারিলাম না। নবাগতের আকৃতিতে কিছুই ভয় উদ্রেকের কারণ নাই। রজনীতে শুনিতে পাইলাম, ভ্রাতা পত্নীকে বলিতেছেন, "দেখ বিশ্বনাথ বাবু উষাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন, শুনিয়াছি বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক। আর বংশেও ভাল, আমাদের করণীয় ঘর, তবে বড় দূরে বাড়ী,

যশোর জেলা।" ভ্রাতৃপত্নী উগ্র হইয়া বলিলেন, "তা হোক্ না বেশত। এবার আর ফিরাইও না। মেয়ে বড় হোল। শিগ্রই দেওয়া ভাল। হলই বা দূরে বাড়ী। সব সম্বন্ধেই যদি খুঁৎ বাহির করিবে, তবে বোন কি থুব্‌ড়ো হয়ে থাকিবে না কি! এমন আর পাওয়া যাবে না। দেখ্‌তে শুন্‌তে ত বেশ।" ভ্রাতা আর অধিক আপত্তি করিবার কারণ দেখিলেন না। জানিলাম ঐ অপরিচিত আমার ভাবী স্বামী। ইহাতে আমার আহ্লাদ হইল না, বরং পরিবেশন কালে যে অজ্ঞাতসারে ভয় আসিয়া আমাকে আকুল করিয়াছিল তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ভোরে ঘুমাইয়া পড়িলাম, সুতরাং উঠিতে বিলম্ব হইল। ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিতে পাইলাম, ভ্রাতার পত্নী আমার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার পিত্রালয়ের ঝিকে বলিতেছেন, "দেখেছিস্ বাবুয়ানা! এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গে না। যেমন আদুরে বোন। টের পাবেন নিজের সংসার হলে। এবার যা করে হয় ওর বিয়ে দেবই দেব।" দাসী বলিল "তাইত গা, আর কি ভাল দেখায়, বড় হয়েছে যে! তা জামাই বাবুত তোমার সব কথাই শুনেন, তুমি যা বল্‌বে তাই হবে।"

তাহাই হইল। ভ্রাতা প্রথমে দূরদেশ বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। পত্নীর যুক্তি উপদেশে সে আপত্তি চলিয়া গেল। অবশেষে ঐ প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। আমার মনের ভয় মনেই মিশিল। বাঙ্গালির মেয়ের আবার মতামত কি? আপনার লোক যা ভাল বলিবে তাই করিতে হইবে। বিবাহ স্থির হওয়া পর্য্যন্ত অনেক তত্ত্ব আসিতে লাগিল। মূল্যবান বস্ত্র অলঙ্কার, নানা প্রকার খেলনা দধি মিষ্টান্ন মৎস্য ইত্যাদি সর্ব্বদা বাড়ীতে আসিতে লাগিল। মোটা মোটা দাড়িওয়ালা বেহারারা লাঠি হাতে ভারে ভারে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আমাদের গৃহে নিত্য আসিতে লাগিল। ভ্রাতার পত্নী বলিলেন, 'উষার ভাগ্য ভাল।" প্রতিবাসী সকলেই বলিতে লাগিল, "উষার কপাল ভাল।" আমিও ভাবিলাম "আমার কপাল ভাল।" কিন্তু ভাবিয়াও মনে আহ্লাদ হইল না। সেই অজ্ঞাতসারে ভয়ের সঞ্চার তখনো ভ[illegible] নাই। যথা সময়ে বিবাহ হইয়া প্রত্যেক ভ্রাতার ইচ্ছা আরো কিছু দিন এবং সে[illegible]। কিন্তু পতির ইচ্ছা স্বদেশে লইয়া [illegible]। ভ্রাতার পত্নীরও তাহাই ইচ্ছা। সুতরাং ভ্রাতাকেও অগত্যা তাহাতে সায় দিতে হইল। অনতিবিলম্বে সাশ্রু নয়নে বাল্যজীবনের গৃহ ছাড়িয়া বহু দাস পরিবেষ্টিত হইয়া অজ্ঞাত পতিগৃহে চলিলাম। বালিকা হউক তরুণী হউক এমন কে আছে যে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া প্রথম স্বামীগৃহ যাত্রাকালে অশ্রুজল না ফেলিয়াছে? এক প্রকার সুখ দুঃখমিশ্রিত অপূর্ব্ব ভাব তাহাকে আচ্ছন্ন না করিয়াছে?

ক্রমশঃ।

ভারত মাতার খেদ।

হায় মন্দভাগ্য মোর দুঃখের কপাল,
ছিল যারা সুযোগ্য সন্তান;
মাতৃকোল শূন্য করি,
ইহলোক পরিহরি,
একে একে করিল পয়ান;
গ্রাসিল তাদের কাল বিশাল করাল।

(২)

দিয়াছিল বিধি দুই একটী রতন
দুঃখিনীর আশার সম্বল;
চাহিয়া তাদের মুখ,
ভুলিতাম সবদুখ,
পাইতাম মনে কত বল;
কালদণ্ডে ভেঙ্গে দিলে সে সুখ স্বপন।

(৩)

বিশ কোটী অবগণ্ড সন্তান আমার,
কে চাহিবে তাহাদের পানে?
কেহ মরে অনাহারে,—শীঘ্র
সমাজের অত্যাচারে, এবং আমি
কেহ অন্ধ গভীর অজ্ঞানে বিবাহে
পশুর সমান কেহ করে স্বেচ্ছাচার।

(৪)

আপনার লয়ে সবে ব্যস্ত নিরন্তর,
কে ভাবিবে পরের ভাবনা?
ভাই ভগ্নীগণে কেহ,
করে না মমতা স্নেহ,
জননীরে দেয় না সান্ত্বনা;
মোহমদে মত্ত সবে ঘোর স্বার্থপর।

(৫)

তাই আমি কাঁদি একা বসিয়া বিরলে,—
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুজল;
মায়ের জ্বলন্ত প্রাণে,
এক বিন্দু শান্তি দানে,
কে নিবাবে দুঃখদাবানল;
বীরপুত্র শোকে হিয়া দিবা নিশি জ্বলে।

(৬)

কেহত বলে না, "মা গো! ভয় কি তোমার,
আমরা ঘুচাব তব দুখ;
প্রাণ সঁপে ও চরণে,
তোমার সন্তানগণে,
সাধ্য মতে দিব শান্তি সুখ;
কেঁদ না কেঁদ না কিছু নাহি ভয় আর।"

(৭)

হুতাশে পরাণ কাঁপে ভেঙ্গে যায় বুক,
চাহি যবে ভবিষ্যৎ পানে;
অনন্ত নৈরাশ্যে মোরে,
ফেলিয়া আঁধার ঘোরে,
বলে আশা নাই কোন খানে;
শুনিয়া সে কথা যায় শুকাইয়া মুখ।

(৮)

দেখি না দেখি না আর আশার লক্ষণ,
এক পথে সকলেই ধায়;
বড় ভয় হয় মনে,
মিশে বিদেশীর সনে,
পাছে এরা পর হয়ে যায়;
মাতৃভক্ত পুত্র নাহি রহে কোন জন!

(৯)

কে আছ রে ভবিষ্যৎ আঁধারে লুকায়ে,
ভারতের ভাবী সুসন্তান!
আশার বাঁশরি রবে,
জাগাইয়া বল সবে,

পূর্ণ হবে বিধির বিধান;
আসিবে আবার ভক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে।

(১০)

আয় বাপ কাছে আয় দেখি মুখ খানি,
প্রেমভরে করি রে চুম্বন;
দুই বাহু পসারিয়া,
স্নেহ আলিঙ্গন দিয়া,
জুড়াই এ তাপিত জীবন;
বল্ বল্ বার বার বল আশাবাণী।

(১১)

আহা বাছা পারিবি কি রাখিতে আমার
পুরাতন গৌরব সম্মান?—
দয়ালু হিতৈষী যত,
অনুগত মাতৃভক্ত,
পূরাইয়া তাহাদের স্থান?
আয় তবে কাছে আয় দেখি একবার।

গৃহশিক্ষা।

কাজ পড়িলেই বুদ্ধি যোগায় সত্য। ছেলে হইলেই তাহাকে কেমন করিয়া লালন পালন করিতে হয়, মা আপনা আপনি অনেকটা শিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল যেরূপ শিশুপালন প্রথা প্রচলিত আছে তাহা নিতান্তই জঘন্য। পূর্ব্বে প্রাচীনা গুর্ব্বিণী-দিগের তাড়নায় যে প্রণালীতে শিশুপালন হইত তাহাও এখন আর চলে না। এখন তেমন গুর্ব্বিণীও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, থাকিলেও তাঁহাদের আধিপত্য বড় একটা খাটে না। এখন শাশুড়ী ননদের কাছেই বা কয়জন মেয়ে ঘরকন্না করেন? সুতরাং গৃহিণীপনা করিতেই তাঁহাদের সকল সময় কাটিয়া যায়। তাঁহাদের শিশুপালনের ভার প্রায় ঝি চাকরের উপর প্রদত্ত হইয়া থাকে। অথবা তাঁহারা শিশুদিগকে একেবারেই অবহেলা করেন। ইহা যে কত দূর অন্যায় তাহা বলা যায় না।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, শিশুগণ স্বর্গের প্রতিকৃতি এবং সেই ভাবেই শিশুদিগকে আদর যত্ন করা কর্ত্তব্য। অতএব শিশু-পালন সামান্য কার্য্য নহে, ইহার ন্যায় পবিত্র ব্রত আর নাই। ধন্য সেই রমণী যাঁহার হস্তে ঈশ্বর এমন পবিত্র ভার অর্পণ করেন। এবং শতগুণে ধন্যা তিনি যিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল হন।

সন্তানপালন যে ঈশ্বরপ্রদত্ত পবিত্র ব্রত প্রত্যেক মাতার ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য, এবং সেই ভাবেই শিশুপালনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। স্বয়ং মাতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ভিন্ন শিশুপালন হয় না। সাংসারিক কার্য্যে আলস্য বা বিলাসিতা বশতঃ অন্যের হস্তে শিশুপালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাতার কখন উচিত নহে। শিশুপালনের ন্যায় কোন কার্য্য এত গুরুতর নহে। একটি স্বর্গীয় মানবশিশু, যাহা দ্বারা ভবিষ্যতে কতই না মহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহার প্রথম বিকাশ সাধনের ন্যায় গুরু-তর কার্য্য আর কি আছে? সুতরাং

ইহাতে অবহেলা করার ন্যায় অপরাধও আর কিছুই নাই।

ঝি চাকরের হস্তে এ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও ভয়ঙ্কর অপরাধ। আমাদের দেশের ঝি চাকরেরা নিতান্ত অজ্ঞ, নীতিহীন এবং অধিকাংশই নীচ জাতীয়। ইহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিশুদের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলা যায় না। ইহাদের জঘন্য আচার ব্যবহার দেখিয়া অশ্লীল কথাবার্ত্তা শুনিয়া ইহাদের হাতে প্রহার গালাগালি খাইয়া ভয় প্রলোভনে ভীত ও প্রলুব্ধ হইয়া শিশুদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে যাঁহারা আপনারা শিশুপালন করিতে না পারেন তাঁহারা শিক্ষিতা ধাত্রীর হস্তে এই ভার দেন, এবং এই ধাত্রীগণও শিশুপালনকার্য্য নিয়মিতরূপে শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ শিক্ষার প্রথা নাই, সুতরাং অশিক্ষিত ঝি চাকরের দ্বারা শিশুপালনের যে কুফল ফলিবার তাহাই ফলিয়া থাকে। আমাদের দেশে অপর সাধারণ ও মধ্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বড় মানুষের ছেলেরা যে অধিকাংশ মূর্খ বা দুশ্চরিত্র হয় শৈশবকালে ঝি চাকরের সহবাস ও কুশিক্ষা যে তাহার একটা প্রাধাণ কারণ, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাই বলি, যদি শিশুকে প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ করিতে হয়, যদি শিশুপালনরূপ ঈশ্বরদত্ত পবিত্র ব্রত সাধন দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে মাতা স্বয়ং ইহার গভীর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতি সংযত ভাবে সন্তান পালনে মনোযোগী হইবেন।

উইলবার ফোর্স।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত হাল নামক স্থানে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলবার ফোর্স জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর পিতৃব্যের যত্নে তিনি লেখা পড়া শিখেন। পরে একুশ বৎসর যখন বয়ঃক্রম তখন পিতামহ এবং পিতৃব্যের পরিত্যক্ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। বিষয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া দেশের কিরূপ উপকার করিতে হয়, এবং ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর বিশ্বাস রাখিয়া সৎসঙ্কল্পে কিরূপ কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই মহাত্মা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় উইলবার ফোর্স আশি নব্বই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিলাতের মহাসভার (পার্লিমেণ্টের) সভ্য শ্রেণীতে ভুক্ত হন। তৎকালে উইলিয়ম পিট্, জেমস্ ফক্স, লর্ড নর্থ এবং সেলবারণ প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ রাজপুরুষ ছিলেন, উইলবার ফোর্স তন্মধ্যে এক জন প্রধান। এ সময়কার নীতি বড় দূষিত ছিল। মহাসভার বড় বড় সভ্যগণ ধর্ম্মনীতিক অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুবক উইলবার ফোর্স সেই দলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার

স্বভাব এমনি উচ্চ ছিল, কুসঙ্গে থাকিলেও তাহা কলঙ্কিত হইতে পারে নাই।

ইংলণ্ড যদিও স্বাধীনতার রাজ্য, কিন্তু এ সময়ে এ দেশে দাস ব্যবসায় বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। আফ্রিকা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ানদিগকে ইহাঁরা দাস করিয়া রাখিতেন। উইলিয়ম উইলবার ফোর্সের যখন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর তখন হইতে তাঁহার এই ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। পরে পার্লেমেণ্টের সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়া কিছু দিন পরে তিনি দাসব্যবসায় উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্চ পদস্থ বড় বড় সহযোগীদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এ জন্য সম্মুখ সমরে কেহ দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিলেন না। উইলবার ফোর্সের স্বভাব চরিত্র ধর্ম্মভাব ঈশ্বরনির্ভর ইত্যাদি গুণ এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী ছিল। অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। লেডী মিডল্টন নাম্নী কোন এক মহিলা এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

১৭৮৮ সালে প্রথমে এই প্রস্তাব মহা সভায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময় প্রধান উদ্যোগী উইলবার ফোর্স সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এমন কি ডাক্তারেরা বলিল, দুই সপ্তাহের বেশী আর তিনি বাঁচেন কি না সন্দেহ। কাজেই তাঁহাকে লণ্ডন হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইল। তদনন্তর আরোগ্য লাভ করিয়া পর বৎসরে সভায় এই সম্বন্ধে তিনি বারটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এমনি জলন্ত ভাবে বক্তৃতা করিলেন যে শুনিয়া লোকে মোহিত হইয়া গেল। কিন্তু বিপক্ষ দলের সংখ্যা বেশী হওয়াতে ইহাঁর সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইতে লাগিল। তিন বৎসর কাল ক্রমাগত খাটিয়া খাটিয়া শেষ তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তদবস্থায় এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—"এই মহৎ কার্য্যে ঈশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি যেন জ্ঞান, শক্তি এবং লোকপরিচালনের ক্ষমতার জন্য তাঁহারই দিকে চাহিয়া থাকি। এবং আমি যেন সম্পূর্ণ আনুগত্যের সহিত তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদি আমি কৃতকার্য্য হই, সমস্ত গৌরব তাঁহাতে আরোপ করিব। আর যদি বিফলমনোরথ হই, তাহা হইলে হৃদয়ের সহিত বলিব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

বর্ষের পর বর্ষে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন, কিছুতেই কিছু হয় না। বিরোধী দল যদিও শেষে দাসব্যবসায় অন্যায় অধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু স্বীকার করিয়াও বলিল, একবারে নয়, ক্রমে ক্রমে ইহা উঠাইয়া দিতে হইবে। যতই বাধা পাইতে লাগিলেন, উইলবার ফোর্স ততই অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি কিছুতেই আর বিলম্ব করিতে পারি না! সভা যেন ঈশ্বরের ক্ষমাগুণের প্রতি আর অবমাননা না করেন!"

এইরূপে প্রায় বিশ বৎসর অবিশ্রান্ত

পরিশ্রম এবং প্রার্থনার পর সর্ব্বসম্মতিতে দাসব্যবসায় উঠিয়া গেল। তখন সমস্ত সভাশুদ্ধ লোক দাঁড়াইয়া সমতানে এক হৃদয়ে উইলবার ফোর্সকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। করতালি জয় ধ্বনিতে সভা পূর্ণ হইল। যখন আত্মীয় বন্ধুগণ এবং দেশের যাবতীয় লোকে জয় জয় রবে ইংলণ্ডের আকাশকে ধ্বনিত করিতে লাগিল, তখন সেই ঈশ্বরের দীন সন্তান ভক্তিভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আত্মগৌরব লোকপ্রশংসা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি ভাবে ভোর হইয়া নির্জ্জনে প্রস্থান করিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে ভূমি লুটাইয়া ধূলিতে মিশাইয়া ঈশ্বরচরণে নিপতিত হইলেন।

পরে তিনি দেশের বড় লোকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য একটী সভা স্থাপন করেন। এই মহাত্মার পুত্র এখন জীবিত আছেন। ইনিও এক জন ধার্ম্মিক এবং জনহিতৈষী ব্যক্তি।

বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল।

এক সময় কোন দেশে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত অতুল ঐশ্বর্য্যশালী পরম ন্যায়বান্ নরপতি ছিলেন। একদা তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে বাহির হন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে সমভিব্যাহারী কোন এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস, আমরা উভয়ে নিজ নিজ অশ্বকে বেগে ধাবিত করি, দেখি সর্ব্বাপেক্ষা কাহার অশ্ব অধিকতর বেগশালী। অনেক দিন হইতে আমার এই বিষয়ে পরীক্ষা করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে।" ভৃত্য প্রভুর আদেশানুসারে স্বীয় অশ্বকে সবেগে ছুটাইল, অশ্বও অতিশয় দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিল। রাজা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে যখন তাঁহারা সমভিব্যাহারী অন্যান্য সম্ভ্রান্ত সহচরবৃন্দ হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িলেন, তখন মহারাজা তাঁহার অশ্বকে থামাইয়া সঙ্গের সেই ভৃত্যকে বলিলেন, "এই কার্য্যে আমার অন্য কোন বিশেষ অভিপ্রায় নাই, কেবল তোমাকে নির্জ্জনে একটী প্রয়োজনীয় কথা বলিবার উদ্দেশেই এরূপ করিলাম। একটী অতিশয় গোপনীয় কথা তোমাকে বলিব; কারণ, আমার অপরাপর ভৃত্যগণ অপেক্ষা তোমাকেই আমি অধিক বিশ্বাস করি এবং প্রভুভক্ত চিরবিশ্বস্ত প্রিয় ভৃত্য বলিয়া জানি। কোন বিশেষ কারণে আমার ভ্রাতার উপর আমার মহা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয়, সে আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র করিতেছে। সেই জন্য তোমাকে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্ক হইতে বলিতেছি, তুমি এই ভয়ানক কার্য্যে তাহাকে বাধা দিবে। কিন্তু সাবধান, আমার কথা যেন কখনও প্রকাশ না হয়।"

ভৃত্য প্রভুসমীপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া

শপথ করিল যে কখনও সে তাহা প্রকাশ করিবে না। পরে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত রাজসহচরগণ রাজার নিমিত্ত নিতান্ত দুঃখিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইল। কিছু দিন পরে যখন উক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য মহারাজার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রথম সুযোগ পাইল, সে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। মহারাজা যে তাঁহার প্রাণবিনাশের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিল। এই সংবাদ জ্ঞাত করায় রাজকুমার তাহাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলেন, এবং সময়ে ইহার যথোচিত পুরস্কার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

এই ঘটনার পর কিছু কাল অতীত হইলে মহারাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং তদীয় ভ্রাতা রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পূর্ব্বোল্লিখিত ভৃত্যের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। হতভাগ্য ভৃত্য তাঁহাকে তাহার পূর্ব্বকৃত মহদুপকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া বলিল, "মহারাজ! ইহাই কি আপনার অঙ্গীকৃত পুরস্কার?" নবনৃপতি ধীর গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সমুচিত পারিতোষিক। যে হতভাগ্য নিজপ্রতিপালক প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে, স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মহা অবিশ্বাসের কার্য্য করে, এবং তজ্জন্য স্বর্গাধিপতি পুণ্যময় ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরসমীপে ঘোর অপরাধী হয়, এ পৃথিবীতে তাহার আর উপযুক্ত শাস্তি কি আছে? অসময়ে দুর্ল্লভ অমূল্য জীবনরত্ন বিসর্জ্জন, ইহাই তাহার একমাত্র পুরস্কার। প্রাণদণ্ড ভিন্ন এ জগতে তাহার আর অন্য পুরস্কার নাই। মৃত্যুই তাহার বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যখন তোমার পূর্ব্বপ্রতিপালক প্রভু মহারাজার নিকট ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ, তখন কিরূপে আবার আমি তোমার মত লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি?" হতভাগ্য ভৃত্য নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক কথা বলিল, কিন্তু মহারাজা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুর্ভাগা শেষ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অকালে প্রাণ হারাইল।

আশ্রয় প্রার্থনা।

ধীরে ধীরে ডুবে রবি পশ্চিম গগনে,
ঢালি রং আকাশের গায়;
আকুল হইয়া ওই কাননের পাখী
একে একে পশিছে কুলায়।

২

প্রান্তরের প্রান্ত ভাগে কৃষককুটীরে
জ্বলিতেছে দীপ সারি সারি;
কৃষক আসিছে ভাবি চাহি পথপানে,
দাঁড়াইয়া কৃষকের নারী।

৩

নিতান্ত দরিদ্র যারা তাহাদেরও প্রভু,
আশ্রয় করেছ তুমি দান ;
কোন্ দোষে দোষী আমি না পাইনু হায়!
দাঁড়াবার একটুকু স্থান।

৪

চাহি না তোমার কাছে পার্থিব বিভব,
নাহি চাহি কোন রত্ন ধন ;
দাঁড়াবার তরে শুধু একটু আশ্রয়
কর দেব, কর বিতরণ।

৫

নিরাশ্রয় অনাবৃত মস্তকে আমার
কত ঘোর ঝঞ্ঝা বহি যায় ;
সুন্দর সুন্দর কত সুমহৎ ভাব
মনে উঠে মনেতে মিলায়।

৬

আশায় বাঁধিয়া বুক চাহি চলিবারে,
যাই হায় অমনি পড়িয়া ;
এক পদ অগ্রসর হতে যদি চাই,
শত পদ পড়ি পিছাইয়া।

৭

কেটে গেছে জীবনের প্রভাত সময়,
মধ্যাহ্নও গেলতো চলিয়া!
অবশিষ্ট জীবনের সায়াহ্নও প্রভু,
যাবে কি গো এমনি করিয়া?

৮

নিয়ে যাও নিয়ে যাও হেথা হতে মোরে,
যেথা তব ভকত সন্তান ;
তাঁদের নয়নালোকে জীবন লভিবে
এই মৃত অবসন্ন প্রাণ।

৯

তাঁহাদের মুখে আমি পাইব দেখিতে
তোমার ও প্রেমময় মুখ ;
তাঁদের স্নেহের ছায়ে জুড়াইবে হিয়া,
ভুলে প্রভু যাব সব দুখ।

১০

তোমার প্রেমের নীরে ভকতের মুখ,
ভাসে যেন শ্বেত শতদল ;
কত শোভা তার মাঝে থাকে হে নিহিত,
দেবতাবাঞ্ছিত পরিমল।

১১

নিতি নিতি উঠি আমি উষার আলোকে
দেখিব সে শোভা অতুলন ;
জনম জনম ধরি ছিল যে বাসনা,
এবে তাহা করিব পূরণ।

১২

ভকতচরণ নিত্য ধোয়াব যতনে
নয়নের প্রেমঅশ্রু দিয়া ;
হইব পবিত্র আমি সে পদ পরশে,
মলিনতা যাইবে চলিয়া।

১৩

ভকতচরণ ধূলি লব তুলি শিরে,
পাব তাহে শত তীর্থফল ;
প্রতিদিন তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদে,
হৃদয়ে লভিব নব বল।

১৪

চাহি না চাহি না কিছু আর দয়াময়,
জীবনের সায়াহ্নে কেবল
একটু আশ্রয় শুধু দাও দুঃখিনীরে,
মুছাও এ নয়নের জল।

শ্রীউমাশশী দেবী।

আত্মনিবেদনম্।

যথা শিশুর্ভূমিতলেঽনুবারং
পতন্নুদঞ্চন্ পদমেতি মাতুঃ।
তথা কদা হা পতিতোত্থিতোঽহং
হরে ধরিষ্যামি পদং ত্বদীয়ম্॥ ১॥
শিশু যথা বার বার পড়িয়া উঠিয়া,
মায়ের পাখানি গিয়া ধরে জড়াইয়া ;
পড়িয়া উঠিয়া হরি! ভবে বার বার,
তেমতি ধরিব কবে চরণ তোমার?॥১॥

অম্বেতি বালো জননীং যথার্ত্তঃ
হম্বেতি ধেনুশ্চ যথা স্ববৎসম্।
যথাতুরঃ ক্রোশতি চাতকোঽভ্রং
পাপী তথাহং হরিমাহ্বয়ামি॥ ২॥
'মা-মা' বোলে ডাকে যথা রোগার্ত্ত বালক,
জলধরে ডাকে যথা তৃষিত চাতক ;
বৎসহারা ধেনু যথা করে হম্বারব,
এ পাপী তোমারে তথা ডাকিছে কেশব॥২।

অম্বেতি বিক্রোশতি রুদ্ধকণ্ঠঃ
যথা শিশুঃ স্বপ্নমবেক্ষ্য ঘোরম্।
বিভীষিকাং বীক্ষ্য তথা ভবেঽস্মিন্
ক্রোশামি হা হা মধুসূদনেতি॥ ৩॥
হেরি শিশু নিদ্রাবশে বিকট স্বপন,
'মা-মা' বোলে রুদ্ধস্বরে ফুকারে যেমন ;
সংসারের বিভীষিকা হেরিয়া তেমন,
হাহাকারে ডাকি কোথা শ্রীমধুসূদন! ৩।

যথা নিশীথে স্তনিতং নিশম্য
শিশুঃ সমালিঙ্গতি মাতৃবক্ষঃ।
শ্রুত্বা তথা ভীমভবার্ত্তনাদং
গাঢ়ং মনো ধারয় কৃষ্ণপাদম্॥ ৪॥
কড় কড় বজ্রনাদ নিশীথে শুনিয়া,
শিশু যথা মাতৃবক্ষ ধরে জড়াইয়া ;
এ সংসারে হাহা কার শুনিয়া তেমন,
দৃঢ়রূপে ধর মন! শ্রীহরি-চরণ। ৪।

সর্ব্বঙ্কষং বিষমমন্তকমন্তিকে তে
ব্যাত্তাননং বিকটশব্দকরালদংষ্ট্রম্।
জীব প্রসারিতভুজং গ্রহণায় দৃষ্ট্বা।
তূর্ণং মুরারিপদমাশ্রয় ভীতিহারি॥ ৫॥
রে জীব সম্মুখে দেখ! কৃতান্ত ভীষণ,
কড়মড়ি ভীম দন্ত মেলিছে বদন ;
করিল করিল গ্রাস, ধর শীঘ্র করি,
ভয়হারি শ্রীহরির শ্রীচরণতরি। ৫।

হরে কৃপালো কুরু দৃষ্টিপাতং
মুমূর্ষুপুত্রঃ শরণং গতস্তে।
যদ্যস্মি পাপী পরমস্তথাপি
মাতা কুপুত্রে বিমুখীভবেৎ কিম্॥৬॥
দয়া করি ওহে হরি! দেও দরশন,
মুমূর্ষু সন্তান তব মাগিছে শরণ,
মহাপাপী যদি হই তোমারি সন্তান,
মাতা কি কুপুত্রে কোলে নাহি দেন স্থান।৬।

মলমূত্রপরীতাঙ্গং মাতা বালমিব স্বকম্।
মা মুঞ্চ পাপিনং নাথ ক্রোড়ে ধারয় ধারয়
॥ ৭॥
মলমূত্রে মাখামাখি যদি শিশু হয়,
তথাপি জননী তারে নিজকোলে লয় ;

তেমতি তুমি হে হরি! মোরে পাপী বোলে,
ফেলো না ফেলো না নাথ! কর নিজ-
কোলে। ৭।

কিং বাস্পৃশ্যং জগন্মাতস্ত্বয়ি বিশ্বৈক-
পাবন।
নিরয়ো ভবতি স্বর্গস্ত্বৎস্পর্শাৎ স্বর্ণমপ্যয়ঃ ॥৮॥

বিশ্বের জননী তুমি বিশ্বের পাবন,
কি আছে অস্পৃশ্য তব ওহে নারায়ণ!
লৌহও সুবর্ণ হয় তোমার পরশে,
নরক বৈকুণ্ঠ হয় তব কৃপারসে। ৮।

সংবাদ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দিনে বর উপস্থিত না হওয়ায়, বৃদ্ধ পুরোহিত ঠাকুরের সহিত শেষ তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেয়েটীর বয়ঃক্রম পনর বৎসর।

যে সকল বাঙ্গালীর ছেলে বিলাতে যায় তাহারা মেম বিবাহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, দুইটী বাঙ্গালী যুবা মেম বিবাহ করিয়াছে। ইহার শেষ ফল বড় সুবিধাজনক নহে। একটী বাঙ্গালী যুবা মেম বিবাহ করিয়া একবারে অধঃপথে গিয়াছে। মেম বধূ সন্তানসহ দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাবুটীকে এখন মাসে মাসে দেড় শত টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হইবে। শাদাতে কালতে মিশ খায় না।

অমৃত সহরে কোন সন্তানহীন ব্যক্তি একটী গোবৎসকে পোষ্যপুত্র লইয়া তাহার সহিত প্রতিবাসীর একটী গাভীর বিবাহ দিয়াছে। বিবাহে মহা ঘটা হইয়াছিল। নাচ ভোজ আমোদ তামাসা বিবাহে যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই হইয়াছে।

স্বর্ণরেণু।

সহসা কাহারো প্রতি অবিশ্বাস এবং কুঅভিপ্রায় আরোপ করিও না।

স্বামীর প্রিয়কার্য্য সাধন,—সদিচ্ছার অনুসরণ,—সদনুষ্ঠানে সহানুভূতি,—সাধু সঙ্কল্পের সহায়তা প্রকৃত স্বামীভক্তি।

স্বার্থের উপর যে মিত্রতা তাহা কেবল কিছু দিনের জন্য; কিন্তু প্রকৃত মিত্রতা জন্মিলে তাহাতে সকল স্বার্থই চরিতার্থ হইতে পারে।

যে পরিবারে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য ভাবে, এক অপরের সুখ অন্বেষণ করে, তাহাই সুখের পরিবার, তদ্ভিন্ন তাহা পান্থশালা বিশেষ।

যিনি পরনিন্দা করিয়া ও শুনিয়া আমোদ উপভোগ করেন, তিনি যেন এইটী মনে রাখেন যে তিনি উঠিয়া গেলেই অবশিষ্ট যাহারা বসিয়া থাকিবে তাহারা তাঁহার নিন্দা করিবে।

সুখের ধর্ম্ম দুঃখে থাকে না, আবার দুঃখের ধর্ম্ম সুখে বিনষ্ট হয়; অতএব সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া ভগবৎ ইচ্ছার অনুগামী হও।

সকলের জীবনেরই একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও উচ্চ আদর্শ থাকা উচিত। যাহার আদর্শ মহৎ সে কালে মহত্ত্ব লাভ করিবেই। ইহার কোন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

কার এণ্ড কোম্পানীর

কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক স্বর্ণের নানা প্রকার অলঙ্কার।

২৮।১ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গহনা সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। গহনাগুলির রং গিনি সোণার মত। দেখিতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও সভ্যজন-মনোনীত। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এত স্বল্প মূল্যে কিরূপে এমন সুন্দর দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কলিকাতায় উত্তম উত্তম কারিকরের হাতের বিশুদ্ধ সোনার গহনার গঠন ও আমাদের গঠনের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ১নং গহনার রং দুই বৎসর ও ২ নং গহনার রং এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। গহনাগুলিকে যেন যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করা হয়। অযতনে তৈল ও জল লাগাইলে শীঘ্র রং খারাপ হইবার সম্ভাবনা। সাবধানে রাখিতে পারিলে এমন কি ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, আমরা আমাদের পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব এবং পরম আহ্লাদিত হইব। কারণ, এ দেশের স্ত্রীলোক এবং সন্তানদিগকে নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিতে সাধারণের একান্ত ইচ্ছা। দুঃখের বিষয়, স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়া বশতঃ অনেকেরই এই মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু এক্ষণে সে বাধা অনেকাংশে দূর হইল। ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গহনার ফর্দ্দখানি দৃষ্টি করিয়া দেখুন।

১ নং

উৎকৃষ্ট পালনপাতা বালা ১ জোড়া ৯৲
অনন্ত অথবা আসাসোটা পাকের বালা ১ জোড়া ৮৲ ফুল বা হাঙ্গরমুখো কাঁঠালে টোপতোলা বালা ১ জোড়া ৬৲ ফুলওলা

হোগলা পাকের বালা ১ জোড়া ৬৲ হাঙ্গর-মুখো ঐ ঐ ১ জোড়া ৭৲ ড্রাগুন মুখো নিচুখোলা টোপতোলা ১ জোড়া ৮৲ ফুল ও হাঙ্গরমুখো পেঁচওলা বালা মাঝারি ১ জোড়া ৫৲ ঐ ঐ ছোট ১ জোড়া ৪৲ অনন্ত (উত্তম নকাশি করা) ১ জোড়া ৯৲ ঐ ঐ মাঝারি ঐ ৬৲ ঐ ঐ ছোট ঐ ৪৲ কপিপাতা চিক (মকমলে গাঁথান) ১ ছড়া ৫৲ অশ্বত্থপত্র চিক ঐ ঐ ৩৲ ডায়-মণ্ড কাটা চিক ঐ ঐ ৪৲ যুই ফুল ঐ ৪৲ উত্তম ফাপা তাবিজ (গালাভরা, আসল সোণার তাবিজের ন্যায় মি ঘুমর ও গুমটী সহ উত্তম রেশমে গাঁ) ১ জোড়া ১০৲ তাবিজ (চওড়া সাইজ কেহিসে কাটা সাদা পুঁটে রেশমী গাঁথা) ১ জোড়া ৪৲ জশম (উত্তম রেশমে গাঁথা ঘুমরওলা পুঁটে সহিত) ১ জোড়া ৮৲ ঐ মাঝারি (সাদা পুঁটে রেশমে গাঁথা) ২॥০ বাজু (উত্তম নকাশি করা কবজাওলা) ১ জোড়া ১০৲ ঐ ডায়মণ্ডকাটা টোপতোলা ঐ ১ জোড়া ১৪৲ চুড়ি (ডায়মণ্ডকাটা গখরি) ১২ গাছা ২৲ ঐ ঐ বেকী ঐ ২৲ ঐ (বেলওরী) ৮ গাছা ২৲ গোলাপপাতার নকাশী করা চুড়ি ৮ গাছা (চওড়া আধ-ইঞ্চি, মধ্যে খিল) ১৬৲ পীনখাড়ু ১ জোড়া ৪৲ পাঁচনরদানা ১ ছড়া ৪৲ সাত-নরদানা ঐ ৫৲ ইয়ারিং ১ জোড়া ৩৲ গোপহার ১ ছড়া ৩৲ গোটহার (গলার ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ১॥০

১ নং

হেলেহার ঐ ঐ ১॥০ দড়াহার (উৎকৃষ্ট কিরকিরে ঠোকা ফাঁশঝালা ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ৭৲ ঐ (তারে বোনানী) ১ ছড়া ৪৲ দমা অথবা হেঁসেহার ১ ছড়া ৪৲ গোট (ডায়মনকাটা খামি সহ মোটা) ১ ছড়া ৫৲ চন্দ্রহার ১ ছড়া ১২৲ চৌদানী (পাতা পার্টর্ণ) ১ জোড়া ৪৲ ঐ হাফ (ঐ ১ জোড়া ৩৲ কাণ ইয়ারিং সহ উত্তম ফুলপাতার নকাশী ও কলিকা ফুলে গাঁথা উপরে প্রজাপতি আঁটা) ১ জোড়া ১০৲ ঝুমকো অতি উৎকৃষ্ট ডায়মনকাটা মুক্তার ঝুরগাঁথা ১ জোড়া ৪৲ মাকড়ী (কপি-পাতা) ১ জোড়া ১॥০ ঐ (ডায়মনকাটা টোপ তোলা) ১ জোড়া ১॥০ শিথিপাটি (ভাল ডায়মন কাটা) ১ টা ৫৲ ফুল কাঁটা [মাথার] ডায়মণ্ড কাটা টোপ তোলা ১ টা ১৲ গোলাপ ফুল (নকাশী করা) ১ টা ২৲ ফুলকাঁটা (গোল পাতা-ওয়ালা) ১ টা ১॥০ চিরুণী (ফুল পাতার নকাশী করা মায় হাড়ের চিরুণী আঁটা) ১ টা ২৲ প্রজাপতি অতি সুন্দর ডায়মন কাটা ১ টা ৩৲ ঘড়ীর চেন (খাঁটি রুপার) সোনার দ্বারা গ্যালভানাইজড করা পাতা প্যাটার্ণ ১ ছড়া ১২৲ ঐ (ঐ তারা প্যাটার্ণ) ১ ছড়া ১২৲ কেমিকেল সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ এক ছড়া ৯৲ কেনেডিয়ান সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ চেন ১ ছড়া ৮৲ ঐ শিকল ১ ছড়া ৪৲ বীজপ্যাটার্ণ চেন ঐ ৩৲ চুলের চেন ঐ ১॥০ কেমিকেল সোনার চেন হার ঐ ২৫৲ ব্রীজ চেন হার ৪৲ কেনেডিয়ান সোনার চেনের লকেট [উপরে কাজ করা] ১ টা ২৲ বোতাম (এনগ্রেভ বা প্লেন কাজকরা ২৲

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৬ম সংখ্যা।] আশ্বিন, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

পরলোকগত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বঙ্গমহিলা একটী কমিটী গঠন করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। অনেক ব্রাহ্মিকা মহিলা ইহার মধ্যে আছেন।

বোম্বাই নগরে জনৈক জৈন সাধু প্রত্যহ কেবল এক গ্রাস গরম জল পান করিয়া ৬১ দিন জীবন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানের জন্য তত্রত্য জৈন সম্প্রদায় এক দিন ঐ রূপে উপবাস করিয়াছিল এবং গোরক্ষার জন্য সাত হাজার টাকা চাঁদা দান করিয়াছে।

কলিকাতা নগরে পশুচিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া-ছেন, বাবু শিববক্স নামক কোন মাড়ো-য়ারী ধনী এ জন্য এক কালীন ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। জৈন-দিগের পশুর প্রতি দয়া মায়া অতিশয় প্রসংশনীয়।

সম্প্রতি এই নগরের কোন এক বিধবা নারী কূপে জল তুলিতে তুলিতে তন্মধ্যে পড়িয়া যান। তাঁহার একটী সত্তর বর্ষীয়া প্রাচীনা আত্মীয়া তাহা দেখিবামাত্র অমনি সেই বার চোদ্দ হাত গভীর কূপের মধ্যে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করেন। পরে প্রতি-বাসীদিগের সাহায্যে উভয়ে উপরে উত্থিত হন। বৃদ্ধা অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

ম্যাক্সিম সাহেব লণ্ডন নগরের নিকটে এক স্থানে আকাশে উড়িবার এক নূতন কল প্রস্তুত করিতেছেন। এক লক্ষ টাকা তাহাতে খরচ হইয়া গিয়াছে, আরও তত-ধিক সংখ্যা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা ইহা চালিত হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। এক দিন বদ্ধাবস্থায় আকাশে উড়ান হইয়াছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এইরূপ যন্ত্র আর এক জন সাহেব প্রস্তুত করেন। কিন্তু তাহা বড় ভারী হয়, এবার তদপেক্ষা লঘুভার হইয়াছে। এ কল চলিলে ঘোড়াগাড়ী রেলগাড়ী নৌকা এবং পালকীতে আর মানুষ

চড়িবে না। পাখীর মত আকাশে উড়িয়া যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারিবে।

বোম্বের পারসীরা বড় স্বজাতিপ্রতিপালক। ইহাদের পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবন্ধন এমন সুদৃঢ় যে সমাজের মধ্যে কেহ ভিখারী নাই। সম্প্রতি কয়েক মাস গত হইল, দুইটী পারসী যুবতী রাজাবাই টাওয়ার নামক স্থান হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করে, কোন দুষ্ট লোকের অত্যাচার বশতঃ তাহারা উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। এ জন্য পারসিয়া মহা আন্দোলন করিতেছে, বিলাতের মহাসভায় পর্য্যন্ত এ কথা উঠিয়াছে। অপরাধীকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে পারসী সমাজ তাহাকে বিশ সহস্র টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছে।

মোচার ঘণ্টের এবার মান বাড়িল। ছোট লাট সম্প্রতি বরিশালের জেলখানা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক জন বন্দীকে মোচা কুটিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি সামগ্রী? ডাক্তার কুঞ্জলাল সান্যাল বলিলেন, "ইহা এক প্রকার উপাদেয় তরকারী।" ছোট লাট তথাকার মেজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহা কখন খাইয়াছ?" তিনি বলিলেন, না, আমি খাই নাই। এমন সময় ডাক্তার কুঞ্জ বাবু বলিলেন, "হুজুর যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে ইহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাই।" লাট বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দান করেন। পরে উক্ত বাবু বাড়ী হইতে তিন চারি রকম মোচা এবং থোড়ের তরকারী রাঁধিয়া ছোট লাটের ষ্টীমারে পাঠাইয়া দেন। সাহেব তাহা খাইয়া ভারি খুসী হইয়াছেন। এত বড় ইংরাজ হইয়া তিনি যে সামগ্রীর প্রশংসা করিলেন, এক্ষণে হায়! তাই কি না বাঙ্গালীরা ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করিয়া কাটলেট্ মট্‌ন চপে অনুরক্ত হইল। যাহা হউক, বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালী থাকে, তবে মোচার ঘণ্টেরও আদর থাকিবে।

কৃত্রিম কৌশলে মেঘ সৃজন এবং বারি বর্ষণের নিমিত্ত কিছু কাল হইতে কয়েক জন পণ্ডিত চেষ্টা করি[illegible]ছিলেন, [illegible] তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমেরিকার অন্তর্গত মিডল্যাণ্ড দেশের টেক্‌সাস্ নামক স্থানে সম্প্রতি এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইয়াছে। আকাশ পরিষ্কার, সূর্য্য উজ্জ্বল, বাতাস খুব শুষ্ক, এমন অবস্থায় বেলা তিনটার সময় এক দিন এক খানি বৃহৎ বেলুন প্রথমে অর্দ্ধক্রোশ ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিল, পরে তাহা হইতে বজ্রনাদে ডায়নামাইট নামক বারুদভরা যন্ত্র সকল ফুটিতে লাগিল। ইহার দশ মিনিট পরে কতকগুলি ঘুড়ি আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক ঘুড়ির লাঙ্গুলে উক্ত ডায়নামাইট সংলগ্ন ছিল। তাহা ফাটিয়া প্রায় এক ক্রোশ বর্গ ভূমিতে

বারুদ ছড়াইয়া পড়ে। সেই বারুদ তড়িতাগ্নি সংযোগে ভীষণ শব্দের সহিত ধূমরাশি উৎপাদন করিল। তদনন্তর ঐ সকল ধোঁয়া দুই শত ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশকে আঁধার করিয়া শেষ জল বর্ষণ করিতে লাগিল। হাজার হাজার মাইল দূর পর্য্যন্ত ইহার গতি ধাবিত হইয়াছিল। বৃষ্টিও সে দিন প্রচুর পরিমাণে হয়। চল্লিশ মাইল দূর হইতে বজ্রনাদের ন্যায় উক্ত আগ্নেয় অস্ত্রের শব্দ লোকে শুনিতে পাইয়াছে। কৃষকদিগের ইহাতে সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়াতে জেনারেল ডাইরেণ্ড ফোর্থ সাহেব বলিয়াছেন, এক সপ্তাহমধ্যে তিনি এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

আণ্ডু নামক [illegible] জন নাবিক [illegible] কারণ, [illegible] রিকার বোষ্টন নগর হইতে এক [illegible] পারে।" ১৫ ফীট লম্বা পানসীতে চড়িয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হন। ঐ রূপ আর এক খানি পানসীতে অপর এক জন নাবিক ছিলেন। দুই জনে বাজী রাখিয়া নৌকা ছাড়েন কে কত আগে ইংলণ্ডের উপকূলে গিয়া পৌঁছিতে পারে। জুন মাসের ২৪ তারিখে তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৬ই জুলাই এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া আণ্ডু সাহেবের উপর পড়িল। তাহাতে তরী ভগ্ন এবং জল পূর্ণ হইল। সৌভাগ্য ক্রমে সেই সময় এক খান জাহাজের সাহায্য তিনি পান। পরে নৌকা মেরামত করিয়া আবার ছাড়িলেন। পর দিনে পুনরায় মহাতরঙ্গের আঘাতে তাঁর প্রাণ আকুল হইল। তখন তিনি কামরার দরজা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে রহিলেন, কামরার অর্দ্ধেক জলপূর্ণ হইল। মহাভয়ে ভীত হইয়া সাহেব আপনার স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে "প্রভু, এমন দুঃসাহসের কার্য্যে আর কখন আমি প্রবৃত্ত হইব না।" পরে চারি দিন ক্রমাগত অজ্ঞান অচৈতন্যাবস্থায় তিনি কামরায় পড়িয়া থাকেন। তদনন্তর আর এক খানি জাহাজের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে। যে পানসীর সঙ্গে তিনি বাজী রাখেন [illegible]হা তিন সপ্তাহ আগে ইংলণ্ডের সীমায় [illegible]ছে। ধন্য সাহস!

দীনসেবা ব্রত।

এ দেশীয় মহিলাদিগকে পরসেবার কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বয়ং এই কার্য্যের পথপ্রদর্শক হইবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি নিজের সাধ্য মত কার্য্যক্ষেত্রে মহিলাদের পথপ্রদর্শক হইতে মনস্থ করিয়াছি। সধবা বিধবা কে কোথায় বঙ্গমহিলা আছেন আসুন, আমি আপনাদের হাত ধরিয়া খাটিতে চাই, আপনাদের স্নেহময় উৎসাহ চাই, জগতে আপনাদিগকে আবার পূজিত দেখিতে চাই।" কৃষ্ণভাবিনীর সদুৎসাহ, পবিত্র সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হউক, এই

আমরা প্রার্থনা করি। ইনি বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ, অনেক দিন ইংলণ্ডে বাস করিয়া ভাল রূপ সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ দেশের এমন অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আছেন, যাঁহাদের হস্তে ধন আছে, সময়ও যথেষ্ট আছে; এবং তাহার সৎ ব্যয়ের জন্য চারিদিকে অনেক উপযুক্ত কার্য্যও আছে। কিন্তু প্রথমতঃ এ বিষয়ে তাঁহারা আত্মীয় বন্ধু পুরুষদিগকে উত্তেজিত করুন। পুরুষের সহায়তা ব্যতীত অবলা বঙ্গবালা এক পদও কোথাও অগ্রসর হইতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র চাই, অর্থ সংগ্রহ চাই। প্রথমতঃ এ দেশের জ্ঞানহীনা এবং অনাথা দুঃখিনী স্ত্রীদিগের সেব তর তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আত্মোৎ হ। করিতে হইবে। দেশের সাধারণ দ বে কার্য্যে গুটি কতক দয়ার ভগিনী যদি জী ন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে আধুনিক শিক্ষা এবং সভ্যতার সার্থকতা হয়। কিন্তু সভ্যতার বিলাস এবং আত্মসুখপ্রিয়তার প্রবল স্রোতের মুখে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীকে এ জন্য এখন কিছু কাল দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বাস্তবিক নারী জাতির নিকট দুঃখী পৃথিবী কেবল দয়াই চায়, অন্য গুণপনা দেখিবার জন্য তত লালায়িত নহে।

এক তাড়া চিঠি।

(বিলাতি গল্প।)

ডাক্তার কে বড় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। এক দিন কোন বিদেশী তাঁহার নিকট আসিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারই নাম কি ডাক্তার কে?" বিদেশীর মুখ খানি পাণ্ডু বর্ণ, হাতের বেদনায় তাঁর চিত্ত অস্থির। ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, আমারই নাম ডাক্তার কে।"

বিদেশী। আমি পল্লীগ্রামে বাস করি, আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, কেবল নাম শুনিয়াছি আপনি ভাল চিকিৎসক। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আমি সুখী হইতেছি না। কারণ, বড় অসুখে পড়িয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।

ডাক্তার তাহাকে কাতর দেখিয়া বসিতে বলিলেন। বিদেশী রোগী আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিল, "এক সপ্তাহ হইতে আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। দক্ষিণ হস্তে আমার বড় বেদনা; কারবাঙ্কেল কি ব ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, জন প অত্যন্ত যন্ত্রণা, যেন আমাকে পাগল তাঁর করিয়া তুলিয়াছে; তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। শীঘ্র অস্ত্র করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।"

ডাক্তার। কোন্ স্থানে ব্যথা?

রোগী। এই দক্ষিণ হস্তের পশ্চাতের দিকে।

ডাক্তার বেদনার স্থান স্পর্শ মাত্র রোগীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমার অঙ্গুলীর স্পর্শে কি কষ্ট বোধ হয়?"

রোগী আর কথা কহিতে পারিল না। এত বেশী বেদনা, যে তাহার চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল।

ডা। কৈ কিছুইত দেখিতে পাইতেছি না! ফোলেও নাই, লালও হয় নাই। ঠিক অন্য স্থানের মত সুস্থ।

রোগী। আমিও কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না, কিন্তু এমন বেদনা যে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার অণুবীক্ষণ কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিলেন, তথাপি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে রোগী ডান হাতের পৃষ্ঠের দিকে একটী স্থান দেখাইয়া বলিল, "এই খানটা কিছু লাল বোধ হয়।" এই বলিয়া পেনশিল দ্বারা গোলাকার আধুলির মত অঙ্কিত করিয়া দেখাইল।

অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া অগত্যা ডাক্তার সেই স্থান অস্ত্র করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রোগীকে বলিলেন, "তুমি এখন তবে অন্য দিকে মুখ ফেরাও; কারণ, রক্ত দেখিলে মনে ভয় হইতে পারে।" রোগী এমনি নির্ভয় এবং ঠাণ্ডা যে তাহা শুনিল না। বলিল, "কোন্ পর্য্যন্ত কাটিতে হইবে আমি দেখাইয়া দিব।"

পরে অস্ত্র করা হইল, খুব রক্ত পড়িতে লাগিল। যত রক্ত পড়ে, রোগীর মুখ ততই প্রসন্ন হয়। তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে সে আরাম অনুভব করিতে লাগিল। ক্ষণকাল রক্তস্রাবের পর ডাক্তার হাতে পটি বাঁধিয়া দিলেন। রোগীর তখন আর কোন কষ্ট নাই, সে হাস্য মুখে সহজ মানুষের মত কথাবার্তা কহিতে লাগিল, তাহার সমস্ত রোগ সারিয়া গেল, ঠিক যেন নূতন মানুষ।

কয়েক মাস পরে রোগীর হাতে আবার ঐ রূপ বেদনা হয়, এবং পুনরায় ঐ রূপ চিকিৎসায় সে আরাম লাভ করে। এইরূপে কিছু কাল চলিয়া গেলে তৃতীয় বার সেই বেদনায় যখন তাহাকে আক্রমণ করিল, তখন রোগী এই পত্র খানি ডাক্তারকে লিখিল।

"প্রিয় ডাক্তার! আমার এই অদ্ভুত রোগের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রকে আর আমি সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে পারি না। এই রোগে শীঘ্রই আমার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। ইহার আমূল বৃত্তান্ত তবে বলি শ্রবণ কর।

"পুনরায় সেই বেদনায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এক খণ্ড জলন্ত অঙ্গার ব্যথিত অসাড় স্থানে পুলটিসের মত স্থাপন করিয়া আমি এই পত্র লিখিতেছি। ইহাতে আমার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। ছয় মাস পূর্ব্বে আমি এক জন বড় সুখী ব্যক্তি ছিলাম। নিশ্চিন্ত মনে নিজের আয়ে জীবন যাপন করিতাম। এক জন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোকের পক্ষে যাহা কিছু সুখ সুবিধা হইতে পারে তাহা আমার ছিল। প্রত্যেক লোকের সহিত আমি সৎভাবে কাল কাটাইতাম। এক বৎসর অতীত হইল বিবাহ করিয়াছি। কোন এক সুন্দরী সুশিক্ষিতা সহৃদয় মহিলার সহিত আমার পরিণয় হইয়াছে। কেবল প্রেমের জন্যই আমি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছি। তিনি অর্থ-

হীন ছিলেন, আমার প্রতিবাসিনী কোন জমিদারণীর বাড়ীতে আগে গবর্ণেসের কাজ করিতেন। আমার প্রতি তিনি কেবল কৃতজ্ঞতার হিসাবে অনুরক্ত ছিলেন না, কিন্তু যথার্থ সরল বালিকার মত আমাকে ভাল বাসিতেন। ছয় মাস পূর্ব্বে এক দিন সয়তান যেন আমার কাণে কাণে বলিল, "এই যে এত ভালবাসা দেখিতে পাও, যদি এ সকল কপটতা হয়?" লোকে কথায় বলে, সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়। তাই হইল।

"আমার স্ত্রীর একটী দেরাজবিশিষ্ট টেবেল ছিল, তাহাতে তিনি বসিয়া সচরাচর কর্ম্ম কাজ করিতেন। দেরাজটী সর্ব্বদা সযত্নে তিনি চাবি লাগাইয়া রাখিতেন। কখন তাহা খোলা পড়িয়া থাকিত না, স্ত্রী তাহার চাবিও কখন ভুলিয়া ফেলিয়া যাইতেন না। পুনঃ পুনঃ এইটী আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। "কি সামগ্রী ইহার ভিতর লুকান আছে?" এই প্রশ্ন শেষ ভূতের মত আমার পাছে লাগিল। ইহাতে যেন আমাকে শেষ পাগলের মত করিয়া তুলিল। তদনন্তর স্ত্রীর ভালবাসা, নির্দ্দোষ মুখশ্রী কিম্বা চক্ষের পবিত্র দৃষ্টি, আদর সোহাগ সমস্তের উপর পূর্ব্বের ন্যায় আর আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। ভাবিতাম, যদি এ সকল মিথ্যা ভাণ হয়?

"এক দিন প্রাতে সেই জমিদারপত্নী আমার স্ত্রীকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসেন, এবং সমস্ত দিন তাঁহাকে কাছে রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। আমিও কিছু ক্ষণ পরে তাঁর আলয়ে যাইব এইরূপ অঙ্গীকার করি। পরে যাই তাঁহারা উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আমিও অমনি বাড়ীর সমস্ত চাবিগুলি একত্রিত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্র দেরাজটী খুলিবার জন্য এক এক করিয়া চাবি লাগাইতে আরম্ভ করিলাম। শেষ একটী চাবিতে উহা খুলিয়া গেল।

"আমি যেন ঠিক তখন চোরের মত চুরির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দেরাজের অভ্যন্তরস্থ কাগজ পত্র দ্রব্যাদি নাড়িবার সময় ভয়ে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল। পাছে স্ত্রী টের পান, এই জন্য অতি সাবধানে সে গুলি দেখিতে লাগিলাম। মানুষ প্রথম অপরাধ করিবার সময় তার মনে যেরূপ ভাব হয়, তাই আমার হইল। আমার বুক ধড়াশ ধড়াশ করিতে লাগিল। তদবস্থায় হঠাৎ লেচ্‌ঢাকা এক তাড়া চিঠি হাতে পাইলাম। তাহা স্পর্শমাত্র পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীরে যেন তড়িতের প্রবাহ ছুটিল। চিঠির তাড়াটী দেখিলেই বুঝা যায় তাহা অন্য কিছু নয়, প্রণয়পত্রিকা। বেশ দিব্য এক গোলাপি রঙ্গের ফিতায় বাঁধা। ফিতার কিনারায় জরি বসান। চিঠির তাড়া স্পর্শ করিয়াই আমার মনে হইল, 'স্ত্রীর গুপ্ত বিষয় উদ্ঘাটন করা কি ভদ্র লোকের উচিত কাজ? ইহা তাঁহার কৌমার কালের হইতে পারে! আমার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে কি আমার কোন অধিকার আছে? যখন তিনি আমাকে জানিতেন না, তখনকার কোন ঘটনার জন্য কি আমার ঈর্ষা হওয়া উচিত? কে তাঁর প্রতি সন্দেহ করিতে পারে? আমি সন্দেহ করিয়া অপরাধী হইয়াছি।'

"আবার সয়তান কাণে কাণে বলিল, 'বিবাহের পরের যদি এ সকল পত্র হয়?' তখন আমি চিঠির তাড়া খুলিয়া এক এক করিয়া সমস্ত গুলির আদ্যোপান্ত পড়িলাম। অহো! সে কি ভয়ঙ্কর সময়! ঐ সকল চিঠিতে কি লেখা ছিল? জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা! পত্রের লেখক আমার এক জন অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু। কি উত্তেজনা এবং প্রেমানুরাগপূর্ণ তাহার রচনা! অবশ্য সেই ভাবের বিনিময়ও হইয়া থাকিবে। চিঠি গুলি গোপন রাখিবার জন্য তাহাতে বিশেষ অনুরোধও আছে। বিবাহ করিয়া যে সময় আমি দাম্পত্য প্রেম সম্ভোগে সুখী ছিলাম তৎকালের এই সকল পত্র। তদনন্তর যেখানে যে ভাবে তাহা ছিল সেই অবস্থায় রাখিয়া দেরাজে চাবি বন্দ করিয়া দিলাম।

"আমি জানিতাম, নিমন্ত্রণ স্থলে আমি বৈকালে না গেলে স্ত্রী সন্ধ্যার মধ্যে ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাই ঠিক হইল। তিনি আসিয়া আমার প্রতি যথোচিত স্নেহের সহিত আদর সোহাগ ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে আমিও পুনর্ব্বার সুখানুভব করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে মুখের ভাব ভঙ্গীতে তাহার কোন চিহ্ন দেখাইলাম না। পরে চা পান করিয়া গল্প সল্প করিয়া দুই জনে নিজ নিজ বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। জাগিয়া কেবল ঐ বিষয়ই ভাবিতেছি। পরে রাত্রি যখন দুই প্রহর, চারি দিক নিঃশব্দ, তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া স্ত্রীর বিছানার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে শুভ্র তুষার রাশির উপর চিত্রিত পরীর ন্যায় শ্বেত বর্ণ উপাধানোপরি তাঁহার নির্ম্মল নিদ্রিত শ্বেত মুখ খানি শোভা পাইতেছে। ভাবিলাম, বাহ্য নির্দ্দোষিতার ভিতর লুক্কায়িত পাপ কি ভয়ানক জিনিষ! পরে আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া স্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। আহা! তিনি কোন বাধাই দিলেন না! নিদ্রাবেশেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। আহা! মৃত্যু কালেও তিনি আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, জীবনেও কখন করেন নাই। হত্যা করিবার সময় এক ফোটা রক্ত আমার হাতের ঐ স্থানে লাগিয়াছিল।

অনন্তর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধার পর বাড়ী আসিয়া দেখি, স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত জমিদারপত্নী আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাকে দেখিবা মাত্র তিনি যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভয় সহানুভূতি এবং দুঃখের সহিত তিনি

এমন ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন, যে তাঁহার মনের ভাব আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাকে সান্ত্বনা দিবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? কিছু না, আমার আদবে শোক হয় নাই। পরে সেই লেডী আমার হাত খানি ধরিয়া অতি ব্যাকুলতা সহকারে আস্তে আস্তে বলিলেন, "একটী গোপনীয় বিষয় আপনাকে জানাইতেছি, ভরসা করি আপনি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না।"

"জমিদারণীর কতকগুলি গোপনীয় চিঠি ছিল। তিনি তাহা বাড়ীতে রাখিবার সুবিধা না পাইয়া আমার স্ত্রীর নিকট রাখেন। সেই চিঠিগুলি এখন তিনি ফেরত চাহিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে পুনঃ পুনঃ আমার সর্ব্বশরীর আলোড়িত হইতে লাগিল। যাই হউক, কোন রকমে আত্মগোপন করিয়া ঠাণ্ডাভাবে আমি বলিলাম, "তাতে কি লেখা আছে?" প্রশ্ন শুনিয়া রাগভরে তিনি বলিলেন, "তোমার স্ত্রী তোমা অপেক্ষা উচ্চমনা লোক ছিলেন। কখন তিনি এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই! তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, চিঠির উপর কখন তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিবেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মহৎ হৃদয় সে অঙ্গীকার কখন ভঙ্গ করে নাই।"

আমি। আচ্ছা আচ্ছা! তাই ভাল। কিন্তু আমি চিন্‌ব কিরূপে?

লেডী। সে সকল গোলাপি ফিতায় বাঁধা আছে।

"আমি যেন কিছুই জানি না, একটু অজ্ঞতার ভাণ করিয়া চিঠির তাড়াটী তাঁর হাতে দিয়া বলিলাম, এই কি?"

লেডী। হাঁ হাঁ, এই বটে! আহা দেখ! কেমন ঠিক ঠাক আছে। আমি যে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়াছিলাম তাহা কেহ স্পর্শও করে নাই।

"আমি আর কিছু ভাঙ্গিলাম না, চক্ষু তুলিয়া তাঁহার পানে সাহস করিয়া চাহিতেও পারিলাম না, তাড়া তাড়ি তাঁহাকে অমনি বিদায় করিয়া দিলাম, তিনিও আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া লাফ দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন।

পরে সেই যে এক ফোটা রক্ত আমার হাতে লাগিয়াছিল, ক্রমে সেই স্থানে জ্বালা আরম্ভ হইল। যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। ক্রমে তাহা বাড়িতে লাগিল। সময়ে সময়ে আমি ঘুমাইতাম বটে, কিন্তু বেদনা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। এ জন্য কাহাকেও আমি দোষ দিতে পারি না। কেহ হয়ত আমার এ কথা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু তুমি জান, কি কষ্ট আমি পাইয়াছি। এক্ষণে তৃতীয় বার সেই বেদনায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, ইহার প্রতিবিধানের আর আমার ক্ষমতা নাই। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। এখন এই কেবল আমার মনের সান্ত্বনা, যে স্ত্রীবধের পাপে আমি ইহলোকে এই দণ্ড ভোগ করিতেছি; ভরসা করি, পরলোকে তিনি আমায় ক্ষমা করিবেন। তুমি যা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

ইহার অল্প দিন পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইল, "অমুক বড় জমিদার পিস্তল দ্বারা মাথা উড়াইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

আত্মিক মিলন।

মনুষ্যের আত্মা যে নির্গুণ নহে, তাহা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। দেহী যেমন দৈহিক ক্রিয়া দ্বারা অন্য কোনও দেহের শুশ্রূষা বা শ্রী সম্পাদন করিতে পারে, আত্মাও স্থূল শরীরের অবলম্বন ব্যতিরেকে যে তদ্রূপ অন্য আত্মাকে উপকৃত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে পারে, এ বিষয়েও আমার বিশ্বাস দৃঢ়। তাঁহার আত্মা যে এক্ষণে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন আমার আত্মাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা আমি আমার স্বাভাবিক বা আন্তরিক জ্ঞান দ্বারা প্রতিনিয়তই অবগত হইতেছি। যেমন গৃহের অভ্যন্তরস্থ কাচখণ্ডের মধ্য হইতে বাহিরের সমস্ত দ্রব্য ও আলো দেখা যায়, তেমনি তাঁহার পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়া আমি এখন সর্ব্বদাই ঈশ্বরের স্নেহের ছায়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; অতএব আমি আর তাঁহার আত্মার নিমিত্ত শোক করি না। আরও, বিয়োগের মধ্যে যে এক প্রকার গাঢ় ও দীর্ঘ মিলন প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। অনুগমন না করিয়াও যে প্রিয়বিচ্ছেদে অভাগিনীরা জীবিত থাকে, সে কেবল এই বিরল আত্মিকমিলনের জন্য। যেমন কোনও প্রিয়জনের সহিত বাচনিক আলাপ না হইলেও, চক্ষে চক্ষে প্রচ্ছন্ন সম্ভাষণ দ্বারা, পরস্পরে মনের ভাব বুঝিতে পারে, আত্মিকমিলনও ঠিক তদ্রূপ। সাধারণে হইাকে কাল্পনিক মিলন ভাবিতে পারে, কিন্তু ভুক্ত-ভোগী ব্যক্তি বা সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সম্পূর্ণরূপেই কল্পনাসংস্রবশূন্য। অদর্শনজনিত বিলাপও পরিত্যাগ করিয়াছি। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষজনিত আনন্দ অতি অল্প সময়ই ঘটিত। যতক্ষণ চক্ষুর সমীপবর্ত্তী, ততক্ষণ দর্শন। কিন্তু এক্ষণে আর তাহা নয়—এক্ষণে মানস প্রত্যক্ষে দিবারাত্রি দর্শন করিতেছি। এখন পৃথিবীর কোনও পদার্থই আর আমার এই দর্শনসুখে বাধা দিতে সমর্থ নয়। ইহাতেই আমি অভাবের মধ্যে এক আনন্দ লাভ করিয়াছি। তবে কাঁদি কেন? দেহের সাহায্য ব্যতীত কোনও কার্য্য করা যায় না। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র, ইহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত লোকে অভীষ্টসিদ্ধি বা মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, জগদীশ্বর মনুষ্যজীবনের শেষ মুহূর্ত্তও কর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত করিয়াছেন; কর্ম্ম সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান। পরিতাপ এই যে, আমি জীবনযামিনীর প্রথম যামে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রধান সহচর হারাইয়া,

অর্দ্ধাঙ্গবিহীনা হইয়া, কঠোর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিপতিতা রহিলাম। [সাহিত্য]

শ্রী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী

স্বাস্থ্য সুখ।

কি এ দেশে, কি অন্যান্য সুসভ্য দেশে, স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বড় অবহেলা দেখা যায়। সহজে কেহ ঔষধ সেবন-পূর্ব্বক যথা নিয়মে শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম, ব্যায়াম করিতে চাহেন না। স্ত্রীজাতির ইহা একটী সাধারণ মহৎ রোগ। পুরুষেরা বলপূর্ব্বক অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে চিকিৎসার অধীনে রাখেন। স্ত্রীস্বভাব এ বিষয়ে বালকদিগের স্বভাবের সঙ্গে সমান। ভয় প্রদর্শন কিম্বা উপদেশ দানেও কোন ফল হয় না। কিন্তু এমন একটী ভয়ানক ভয় আছে যাহার কথা শুনিলে অন্ততঃ সধবা স্ত্রী মাত্রেরই মনে মহা ভয় উপস্থিত হইবে। ভয়ও যদি না হয়, হিংসাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য যত্নবতী হইতে বাধ্য হইবেন। এটা জানা উচিত যে, অকালে দেহ পতন হইলে স্বামী মহাশয় আর একটী সতিন ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিবেন। সে আসিয়া তোমার পরিত্যক্ত পরম যত্নের সামগ্রী উত্তম বসন ভূষণগুলি দিব্য করিয়া অঙ্গে পরিবে এবং সাজিয়া গুজিয়া তোমারই সেই শয়ন গৃহের পর্য্যঙ্কোপরি হাস্যমুখে বিরাজ করিবে। সংসারে তুমি এখন যেরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতেছ, সেও আসিয়া ঠিক সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকিবে। অর্থাৎ তোমার যাবতীয় ত্যজ্য সম্পত্তি, সর্ব্বোপরি হৃদয়ধন স্বামী পর্য্যন্ত সে অধিকার করিয়া বসিবে। যদি তোমার ছেলে মেয়ে থাকে, তাহাদিগকে সে পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত করিতেও পারে। তুমি মরিবে, আর তোমার সতিন আসিয়া আনন্দে হাসিবে, তোমার নাম পর্য্যন্ত কেহ করিবে না, আহা! এ চিন্তা কি অসহ্য নয়? স্মরণ করিলেও যেন গা রি রি করিয়া উঠে। অতএব সে জন্যও অন্ততঃ স্বাস্থ্য রক্ষা, পরমায়ু বৃদ্ধি প্রার্থনীয়। তাহার অভাবে সকল প্রকার ভোগ সুখে, সাধ আহ্লাদে বঞ্চিত হইতে হয়, ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, জীবনে কোন সুখই থাকে না। ঘরকন্নায় যাঁদের এত আসক্তি, দেহের প্রতি তাঁদের এত বৈরাগ্য কেন? ইহা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় সন্দেহ নাই। অতএব ভগিনীগণ, এমন দীর্ঘজিবী হইবার চেষ্টা কর, যে স্বামী মহাশয় পুনরায় আর বিবাহের সময় না পান। তাঁহার দেহ যত দিন ভগ্ন, জীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট না হয় তাবৎকাল তোমরা স্বাস্থ্য এবং দেহ রক্ষার জন্য যত্নবতী থাক। অন্যথা শেষের দিনে বড় কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে।

স্বপ্ন দর্শন।

১

গভীর নিশীথে এক দেখিনু স্বপন,
যেন কোথা গিয়াছি চলিয়া;
পরম সুন্দর এক প্রাসাদ তথায়
রহিয়াছে দিক্ উজলিয়া।

২

আসিতেছে মৃদু মৃদু সংগীতের ধ্বনি,
শ্রবণে উদাস হয় মন;
কেহ নাচে কেহ গায় পুলক অন্তরে,
শোভা হেরে জুড়ায় নয়ন।

৩

শ্বেত, পীত, রক্তবর্ণ ফুলমালা কত
ঝুলিতেছে দুয়ারে দুয়ারে;
নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হরিনাম লেখা
পতাকা উড়িছে বায়ুভরে।

৪

ধূপ ধূনা চন্দনের সৌরভমিশ্রিত
মৃদু মন্দ গন্ধ বহে যায়;
মধুর আঘ্রাণে তার উথলে হৃদয়,
দুঃখ তাপ দূরেতে পলায়।

৫

ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে প্রবেশিয়া দ্বারে
হইনু যখন উপনীত;
দেখিয়া গৃহের শোভা মানিনু বিস্ময়,
হৃদয় হইল বিমোহিত।

৬

নব কিশলয়ে ঢাকা ঘরের প্রাচীর,
মাঝে মাঝে ফুটে আছে ফুল;
ফুলে ফুলে ঘেরা এক স্ফটিকের বেদী
শোভা তার ভুবনে অতুল।

৭

বেদী পরে যোগী এক মুদিত নয়ন,
বদ্ধ কৃতাঞ্জলি কর তাঁর;
কি জানি কাহার ভাবে হয়ে নিমগন
নয়নে বহিছে অশ্রুধার।

৮

সুদীর্ঘ সুন্দর তনু দেব অনুপম,
মুখে পুণ্যজ্যোতি বিভাসিত;
উন্নত ললাট তাঁর দেখে হয় মনে
চির শান্তি তাহে বিরাজিত।

৯

আহা দিব্য অঙ্গে তাঁর কত শোভা পায়
সুরঞ্জিত গৈরিক বসন;
স্বর্গের মাধুরি আছে হৃদয়ভিতরে,
তাই এত সুন্দর মোহন।

১০

সহসা তুলিয়া আঁখি নিরখি আমায়
বলিলেন মধুর বচনে;
"এস বৎসে কাছে এস! তোমার লাগিয়া
আছি আমি ব্যাকুলিত মনে।

১১

ভবিষ্য জীবন তব ঘোর অন্ধকার,
পড়েছ বিষম পরীক্ষায়;
নিয়ত প্রার্থনা কর শ্রীহরি চরণে,
হবে জয়ী তাঁহার কৃপায়।

১২

সরল প্রার্থনা তব হবে না বিফল,
শুনিবেন জগতের পতি;
থাক বৎসে কিছু দিন ধৈরজ ধরিয়া
ঘুচে যাবে সকল দুর্গতি।"

১৩

শুনিতে শুনিতে কথা ভাঙ্গিল স্বপন,
দেখি, আছি শয্যায় পড়িয়া;
গৃহমাঝে মৃদু স্নিগ্ধ রবির কিরণ
পশিতেছে বাতায়ন দিয়া।

১৪

কতক্ষণ নীরবেতে কাঁদিনু কাতরে,
লুকাইয়া মুখ উপাধানে ;
কত চিন্তা কত স্মৃতি জাগালে স্বপন
সচকিত ব্যাকুল পরাণে।

শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

মহিলারঞ্জন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চোরের অনুতাপ বিলাপ শেষ হইল, ও দিকে কৃতান্তের অনুচর সম নীলরঙ্গের জামাগায় ডাণ্ডাহাতে পুলিস কনেষ্টবল দুই জনকে সঙ্গে লইয়া জমাদার মহাশয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোর দেখিয়া ভারি আহ্লাদ। একটু মুচকে হেসে মনে মনে বলিলেন, "পূজার খরচটা উপার্জ্জনের সুবিধা হইল।"

জমাদার। কিরে ব্যাটা! ধরা পড়িছিস। যমের মত আমরা রোঁদে ফিরিয়া বেড়াই, আমাদের সঙ্গে আবার চালাকি?

চোর। কি বাবা! এসেছ? এস বাবা, মাসতুত ভাই এস! এত ক্ষণ নাকে সোরষের তেল দিয়ে বুঝি ঘুমাইয়াছিলে? আমরা রাত জেগে সিঁধ কেটে অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ চুরি করি, তারও এই বিঘ্ন। আর তোমরা বিনা ক্লেশে থানায় বসে ডাকাতি কর।

জমা। ব্যাটা ছিঁচকে চোর, বিজির বিজির করে কি বকছিস? পূজার সময় বুঝি বড় টাকার দরকার হয়েছিল?

চোর। তোমাদেরই সুবিধা। আমরা না থাকলে তোমাদের পেট অত মোটা হত কি?

জমা। আমাদের সুবিধা কিসে?

চোর। আমি জেলখেটে মরব, আর তোমরা বেশ দশ টাকা উপরি রোজগার করবে। আচ্ছা বাবা, এখানে আর বিচার হল না, পরকালে গিয়ে এর বিচার হবে। তোমরা চোর কি আমরা চোর তখন বুঝা যাবে।

জমাদার মহাশয় গোঁফে তা দিয়া দাড়ি ঝাড়িয়া রমেশ বাবুর তেতালা বৈঠকখানা এবং ঐশ্বর্য্যের দিকে কুটিল কটাক্ষে নেত্র পাত করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন পূজার খরচটা এবার এই খান থেকেই তুলতে হবে, এরা বেশ শাঁসাল বটে। পরে চোরকে কনেষ্টবলের জিম্মায় রাখিয়া তিনি রমেশ বাবুর বৈঠকখানায় ঢুকিলেন এবং ঘুষের যোগাড় দেখিতে লাগিলেন। রমেশ বাবু বড় ঝানু লোক, এক কল্‌কে তামাক দিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব, চোর এ বাড়ীতে আসে নাই, পাশের বাড়ীতে।"

তখন জমাদার সাহেব ছোট বাবু অর্থাৎ দ্বিজবরকে গিয়া চাপ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বাবু, আপনাকে একবার হাকিমের কাছে যেতে হচ্ছে।"

দ্বিজ। কেন?

জমা। আপনি বেআইনি কাজ করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার অধিক সময় চোরকে চালান না দিয়া কেন বেঁধে রাখলেন?

দ্বিজ। আমাকে নিয়ে দরকার কি! চোর আপন মুখে দোষ স্বীকার করেছে, অর্জ্জুন সর্দ্দার চুরি দেখেছে এবং ধরেছে। আমি কিছুই জানি না।

জমা। তা বল্‌লে কি হয়! পুলিসের আইন বড় কড়া। আপনি নিজেই চুরি করেছেন কি না তাহার প্রমাণ কি?

এই কথা বলিয়া তিনি ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধরিলেন, নানা ফেরে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দ্বিজবর দেখে শুনে অবাক্। তাঁহার মনে একটু ভয়ও হইল। পাছে টাকা খরচ হয়, এই ভয়ে রমেশ বাবু এবং তাঁহার অপর পুত্রদ্বয় এ সকল সংবাদ লইতে বড় ইচ্ছা করিতেছেন না।

অনন্তর দ্বিজবরকে জমাদার থানায় ধরিয়া লইয়া চলিল। বেলা তখন এগারটা, তখন তাঁহার স্নানাহার কিছুই হয় নাই। চারুহাসিনী নিরুপায় হইয়া একাকিনী বিজনে অশ্রুজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আকুল হৃদয়ে অবিশ্রান্ত কেবল প্রার্থনা করিতেছেন। ছোট ছোট বালক বালিকাগণ মলিন মুখে রোদন করিতেছে। সকলেই অনাহারী।

দ্বিজবরকে ধরিয়া যখন গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়, তখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার অনুরোধে এবং মানহানির ভয়ে রমেশ বাবু শেষ অগত্যা এক শত টাকা দিয়া পুত্রকে খালাস করিয়া আনিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো তিত বিরক্ত হইলেন। পুলিস জমাদার উপযুক্ত দক্ষিণা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া জজমানকে বলিলেন, "আচ্ছা যাও, আর তোমার দরকার নাই।" নিজেই আইনকর্ত্তা, নিজেই উকীল, আবার নিজেই হাকিম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। চারুহাসিনীর পূজা পার্ব্বণও নাই, ঘরে বস্ত্রালঙ্কার পান ভোজন, এবং আমোদ বিলাসেরও কোন উপকরণ নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল তাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি এবং প্রার্থনা সম্বল আছে। কিন্তু তাহাতে তিনিই সন্তুষ্ট থাকিয়া সকল অভাব সহ্য করিতে পারেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কিসে সন্তুষ্ট হইবে? তাহারা পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বেড়ায়, তাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা, কাপড় গহনা দেখে, দেখিয়া মুখ লুকাইয়া দুঃখে কাল যাপন করে। তাহাদের সুখের বাসনা মনেতেই মিলাইয়া যায়, কিন্তু তজ্জন্য আক্ষেপ নিবৃত্ত হয় না। হইতে পারেও না। দ্বিজবরেরও অন্তরে সুখভোগ লালসা আছে। কেবল স্ত্রীর ধর্ম্মশাসনের দুর্জ্জয় প্রভাবে তাহা মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু মনের ভিতর সে গুল এখনো হুট্ পাট্ হুট্ পাট্ করিয়া নড়িয়া বেড়ায়।

চারুহাসিনীর পিতা বড় ন্যায়বান্, নীতিপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকিলেও ছেলে মেয়েদিগকে তিনি বিলাসী আমোদপ্রিয়

বাবু হইতে দেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে মিতাচার সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরায়ণতা সৎ নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই নীতির ভূমিতে ভগবানের কৃপায় চারুর হৃদয়ে সরস ভক্তিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য তিনি দুঃখের মধ্যে যাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সপরিবারে খাঁটি থাকিতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করেন। একটু অন্যায় অধর্ম্ম দেখিলে স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগের প্রতি খিট্ খিট্ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে তাহারা খিট্‌খিটে স্বভাব বলিয়া মনে মনে চটিত। কিন্তু অন্যদিকে আবার তাঁহার দেবপ্রভাবে বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারিত না। সত্য পালন, আর প্রার্থনা এই দুইটী চারুর জীবনসম্বল।

তাঁহার একটী ছেলে. একটী মেয়ে। ছেলের নাম সুকুমার চন্দ্র। মেয়েটী বড়, বয়স আট নয় বৎসর আন্দাজ, তার নামটী দময়ন্তী। ছেলেটী বাপের স্বভাব এবং মেয়েটী কতকটা মায়ের স্বভাব পাইয়াছে। একে ছোট ছেলে মেয়ের সখ মিটাইবার উপযুক্ত অর্থ সংস্থান নাই, অধিকন্তু চারু-হাসিনী তাহাদিগকে নীতির শাসনে সর্ব্বদা রাখিতে চান, তাহাতে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় না, দ্বিজবরও তাহা দেখিয়া দুঃখ পান, মনে মনে বিরক্ত হন। যাহাতে অভাব না বাড়ে, পুত্র কন্যারা বিলাসী লোভী. অহঙ্কারী না হয়, তজ্জন্য মাতা সর্ব্বদাই যেন প্রহরী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু পাঁচ রকম অবস্থার লোকের সঙ্গে এক স্থানে থাকিতে গেলে পরস্পরের দৃষ্টান্ত কি পরিহার করা যায়? সমাজ ধাত্রী বিশেষ, মনুষ্যসন্তানের শিক্ষা সংস্কার, নীতি চরিত্র গঠন তাহার উপর অনেক নির্ভর করে। ছেলেরা যাহা দেখিবে তাহাই শিখিবে।

চারু মোটা ভাত মোটা কাপড় পৈতৃক সংসার হইতে পান। আর জননীর নিকট হইতে মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আসে তাহাতেই কোন রকমে খরচটা চলে, কিন্তু বাবুগিরি চলে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূজার সময় বড় বাবু মেঝ বাবু কলিকাতা হইতে সন্তানদিগের জন্য সাটিন ক্রেপ মকমলের পোসাক, জুতো টুপি পাগড়ী, স্ত্রীদের জন্য ঢাকাই শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার কাপড়, এস, কে, দাসের দোকানের ভাল ভাল চুনি পান্না সোণার নূতন রকমের গহনা লইয়া গিয়াছেন। একে একে সব সামগ্রী দেখা হইতেছে। "আহা কি চমৎকার! কি চমৎকার!" এই শব্দ উঠিয়াছে। কর্ত্তা গিন্নী এবং বড় বাবু মেঝ বাবু বারেন্দায়, বউ ঠাকুরাণীরা ঘরের মধ্যে। মেঝ বাবু এক এক খান কাপড় গহনা পোষাক একবার পিতা মাতাকে, আবার ঘরের মধ্যে বড় বউ মেঝ বউকে দেখাইতেছেন। সকলের মুখেই হাসি-ভরা। ছোট ছেলে মেয়ে গুল সেইখানে আসিয়া জুটিল। তাহারা আহ্লাদে নাচিতেছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তী

সুকুমারও আসিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছে। আহা এদের দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। কিন্তু বিলাসী বাবুর ভোগ্য বস্তুর উপর দরিদ্রের দৃষ্টি যেন শনির দৃষ্টি। সুতরাং যে জন্য তাহাদের প্রতি দয়া হয়, সেই জন্যই কারো কারো মনে আবার ক্রোধ বিরক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুকুমার কিছু চঞ্চল, চতুর, নির্ভীক সপ্রতিভ, সে একবারে বাবুদের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। বড় বাবু তার প্রতি একবার আড় চোখে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, পরে ঘৃণা এবং বিরক্তির সহিত অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আ! ছোঁড়াটা কি জ্বালাতনই করে! এক গা ধূলশুদ্ধ ন্যাংট হয়ে গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল! ওরা এখানে অত আসে কেন? যখনই খেতে বস্‌ব, অমনি হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বে। বাগানের আম আসবে, কি পুকুরের মাচ ধরব, অমনি এসে হাজির। মাথায় টনক নড়ে না কি! কিছু না দিলেও ভাল দেখায় না, আবার দেবই বা কাঁহাতক? যেমন বাপ মা তেমনি ছেলে!"

দময়ন্তী জ্যেঠা মহাশয়ের মনের ভাব ইঙ্গিতে বুঝতে পেরে লজ্জা ভয়ে যড়সড় হয়ে আরো একটু পাছে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ইহাতে গিন্নীর প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। বড় পুত্রের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া তিনি দময়ন্তীকে বলিলেন, "ওরে! তোর ভাইকে ও দিকে নিয়ে যা বাছা, এখন এখানে গোলমাল করিসনে।"

সুকুমার নানা রঙ্গের কাপড় পোষাক জুতা দেখে সেখান থেকে আর নড়তে চায় না। সে দাদা মহাশয়কে গিয়া ধরিল।

দাদা। কিরে বদমস্, চোরের মত কি চেয়ে দেখ্‌ছিস? সুকুমার নাকি সুরে ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিল। "দাঁদা মশায়, আঁমি একটা নেব। আমি জুতো পরব।

দাদা। ন্যাংটা গায়ে আবার জুতো পরবি? কাপড় পরে আসগে যা আগে!

সুকুমার। হ্যাঁ দাদা মশায়, আমাকে দেও।

দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, যদি ঐ যোড়াটা ফনুর পায়ে ছোট হয়, তবে তোকে দেওয়া যাবে। তোর কপালে কি জুতো আছে?

সু। না, ফনু দাদা আমায় দেবে না, তুমি দাও।

সুকুমার কিছুতেই ছাড়ে না। বড় ঘ্যান ঘ্যান আরম্ভ করিল। বউ ঠাকুরাণীরা ঘরের মধ্যে বসে মুখ ঝ্যাঁটকানি দিচ্ছেন, আর রাগছেন; গিন্নী ঠাকুরাণী এবং দময়ন্তী দুঃখে লজ্জায় নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছেন, অপর ছেলে গুলা তাকে ধমক দিচ্ছে; তখন মেঝ বাবু আর সহিতে না পারিয়া সুকুমারের নড়া ধরে টেনে "লক্ষীছাড়া ছোঁড়া! যা! চলে যা এখান থেকে!" এই বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। দময়ন্তী তাহাকে লইয়া দুই জনে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট চলে গেল। এই ব্যব-

হারটীতে কর্ত্তার এমন যে পাষাণ হৃদয় তাতেও যেন একটু চটা উঠিয়াছিল। গিন্নীর প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুত্র কন্যার ক্রন্দনাকুলিত বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া চারুহাসিনী মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইলেন। তাঁরও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দময়ন্তী একটু শেয়ানা মেয়ে, এই জন্য সে লজ্জা অপমানে একবারে যেন মাটী হইয়া গিয়াছিল; মায়ের মুখের পানে চাহিয়া সে ফোঁপাইয়া অতিশয় কাঁদিতে লাগিল। অভিমানে অপমানে তার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছিল। জননী তাহাদিগকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন, নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু কন্যার মুখে দুঃখের কথা সব যখন আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন, তখন তাঁর হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষের জলে বুক ভাসিল।

দ্বিজবর আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং সকলের অশ্রুপূর্ণ মলিন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণে অধিকতর বেদনা অনুভূত হইল। কিছু ক্ষণ পরে শোক দুঃখ সম্বরণ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে সংসারে থেকে ষোল আনা ধর্ম্ম করিতে চাও, তা হয় না, কেউ পারেও নাই, পারবেও না। একা হলে পারতে, ছেলে পিলে নিয়ে পাঁচ জনের মধ্যে থেকে মান সম্ভ্রম ভদ্রতা রাখা যায় না। দরিদ্র দোষে শত গুণ নাশে। দয়ার পরিবর্ত্তে দরিদ্র দেখিলে লোকে ঘৃণা করে, ছোট লোক বলে। আমি না হয় তোমার অনুরোধে সব সইলাম, কিন্তু ছেলে মেয়ে গুল নীচ হয়ে যাবে এটা অসহ্য।"

চারু কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "সংসারে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে থাকা উচিত বোধ হয় কেন? নিশ্চয় হবে। অবশ্য দুঃখ অপমানের হাত থেকে বাঁচা যাবে না। যদি ধর্ম্মই রক্ষা না পায়, আমি সংসার চাই না। তা হলে বুঝব ঈশ্বর মিথ্যা, তাঁর কথা মিথ্যা!"

দ্বিজ। যাই হউক, মোদ্দা এখানে আর থাকা উচিত নয়। বরং কলিকাতায় গিয়া এক কোণে পড়ে থাকা ভাল, সেখানে কেহ কাহাকে চেনেও না, কেহ কাহারও সংবাদও লয় না। ফলে তোমার এ রূপ মত কাজে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। একটু ভেঁজাল চাই।

চারু। মনে তা সায় পাই কৈ? দুঃখ অনেক বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের অনন্ত আশা সম্মুখে আছে। ঠাকুরের চির প্রসন্নতা এবং আশীর্ব্বাদ আছে।

তাঁহার বিশ্বাসের তেজালো কথায় স্বামীর মন জাগিয়া উঠিল। পরে উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কলিকাতায় গিয়া বাস করিবেন। তথায় গেলে দ্বিজবরের একটা চাকরীও জুটিতে পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী স্ত্রী দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় বড় বধূ ঠাকুরাণী ঝির সঙ্গে খান কতক বিলাতি কাপড় লইয়া "কোথায় লো ছোট বউ! এই নে, পূজার কাপড় এনেছি!" এই বলিয়া উপস্থিত হইলেন। চারু তাহাতেই সন্তুষ্ট। মস্তকে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন।

বড় বধূ দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পূজার কয় দিন তোরা আমাদের বাড়ীতেই খাস্, বাড়ীতে রাঁধতে আর হবে না। ছোট বউ, আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দেবে ত?"

চারু। ঠাকুর ত আমার হৃদয়ে।

বউ। ঐ তো তোমাদের রোগ। এই জন্য ঘরে লক্ষ্মীও হয় না। মনে যা আছে থাক্ না, ভগবতীর পায়ে অঞ্জলি দিলে কর্ত্তা গিন্নী সকলেই সন্তুষ্ট হবেন। আহা! কেমন প্রতিমা সাজিয়েছে! মা যেন হাস্‌ছেন।

চারু। "বাহ্য পূজা ধমাধম" শাস্ত্রে লেছে। চক্ষু তৃপ্তি হলে কি হবে? তাতে কারত মনের গতি ফেরে না! চরিত্রও বদলায় না।

বউ। ওগো ভট্টাচার্য্যি মহাশয়, অত ার উপদেশ দিতে হবে না, চিরকাল ইরূপই চলে আসছে। এমন আমোদ াহ্লাদ কি কিছুতে আছে?

চারু। ও সব বাইরের ক্ষণিক আমোদ, বনেরও নয়, চরিত্রের নয়!

বড় বধূ ঠাকুরাণী বিলক্ষণ স্থূলাঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গে গহনা, পায়ে আলতা, পূজার নূতন কাপড় পরিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মত সাজিয়াছেন। আর চারুহাসিনী ক্ষীণা দীনা মলিনা, ভাল বসন ভূষণ নাই, অঙ্গরাগও নাই, কিন্তু মুখে স্বর্গীয় হাসি আছে।

বউ। এই দেখ মা অম্বিকার পূজা করে আমাদের কত গহনা কাপড় টাকা হইয়াছে! তোমার কি হল? দুঃখে দুঃখেই হাড় মাটী করছ? সে কথা যাক্, অঞ্জলি দিতে যাবে কি না বল?

চারু। তা আর কৈ পেরে উঠছি।

বউ। কেন, এতে কি আমাদের ধর্ম্ম হচ্চে না? কত লোক জন খাবে, যাত্রা হবে। কত সব কুটুম্ব আসবে। গরিবেরা কাপড় লুচি মেঠাই পাবে। আমরা সব উপস করে ঠাকুরের চরণে অঞ্জলি দিব। ভোগ নৈবিদ্য বৈকালি, কত ঘটা!

চারু। বলিদানের কথাটা বল্লে না?

বউ। হাঁ; তাও বটে।

চারু। দিদি, বলিদানটা কর্ত্তাকে বলে তোমরা উঠিয়ে দাও। আহা! নির্দ্দোষ জীবের প্রাণ কেন বধ করে? মনের ভিতর বাহ্য ভালুকের মত রিপু গুলকে বলিদান দিতে পারলে কতকটা কাজ হয়।

বউ। আচ্ছা, তোমরা যে চক্ষু বুঁজে থাক, দেখ কি?

চারু। কিছু দেখি না, অন্তরে দেবশক্তি দেবগুণ অনুভব করি।

বউ। তাতে কি এত ভাব হয় যে চক্ষে জল পড়ে?

চারু। খুব ভাব হয়, ভাব ধরে রাখা যায় না। তাই আন্তরিক প্রেমবাষ্প চোখ দিয়া জলের আকারে বাহির হয়।

বউ। আমরা যখন অঞ্জলি দিই, আরতির সময় বরণ করি, তখন শাঁক ঘণ্টা কাঁসর ঢোল ঢাকের বাজনায়, ধূপ ধূনা ফুল বেলপাতের গন্ধে, আর ভগবতীর চিত্র বিচিত্র রূপে, জরির সাজে প্রাণ যেন মেতে উঠে।

চারু। আচ্ছা বল দেখি তাতে লোভ অহঙ্কার আসক্তি স্বার্থপরতা কমে কি না?

বউ। তা নাইবা কমিল! পুণ্য সঞ্চয় ত হবে, পাপও কেটে যাবে! ওমা! এ আবার তোমার কোন্ দিশি খিষ্টান ধর্ম্ম!

চারু। তবে তোমরা কেবল মান যশ ধন পুত্র এই সব চাও?

বউ। তা নাত কি? তোমার মত কি হ'ড়ে দুর্ব্ব গজাবার জন্য পূজা করব?

চারুহাসিনীর সঙ্গে এইখানেই উদ্দেশ্যের প্রভেদ। তদনন্তর বড় বধূ ঠাকুরাণী নিমন্ত্রণ করিয়া ঝির সঙ্গে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। চারুও দুঃখ শোকের মধ্যে চিন্ময়ী ভগবতীর পূজায় নিযুক্ত হইলেন।

মহা শিক্ষা।

কোন দেশে এক জন অতিশয় অত্যাচারী নিষ্ঠুরহৃদয় রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগের প্রতি সর্ব্বদা যার পর নাই অত্যাচার করিতেন। ধনীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেন। দীন দরিদ্রদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেন। এই রূপে অত্যাচার-নিপীড়িত হইয়া প্রজাগণ অস্থির হইয়া পড়িল, এবং জগদীশ্বরের নিকট দিবানিশি প্রার্থনা করিতে লাগিল। ঘোর অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার কঠোর নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা নিরন্তর ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিত।

এক দিন মহারাজ মৃগয়া করিতে বাহির হন। কিছু কাল পরে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমুদায় প্রজাবৃন্দকে মহা সমাদরে ডাকিয়া একত্র সম্মিলিত করিলেন পরে সর্ব্বজন সমক্ষে নিজদোষ স্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি এত দিন তোমাদের প্রতি কতই না অত্যাচার অসদ্ব্যবহার করিয়াছি। যত দিন রাজত্ব আমার হাতে আসিয়াছে তত দিন আমি তোমাদের এক জন ঘোর পীড়নকারী নিষ্ঠুরাত্মা প্রভু ছিলাম। নানা প্রকারে তোমাদের অন্তঃকরণে আমি কি অসীম ক্লেশ যন্ত্রণা দিয়াছি! কিন্তু হায়! এক্ষণে সেই গর্হিত কর্ম্মের জন্য আমার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বকৃত গর্হিত আচরণের জন্য আমি অনুতাপ সহকারে সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। প্রিয় ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে তোমরা নির্ভয় নিরাপদে সুখ শান্তিতে জীবনযাপন

নির্ব্বাহিত কর। আমি তোমাদিগকে অভয় দান করিতেছি, এখন হইতে আর কেহ কখনও তোমাদের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।"

এই অদ্ভুত আনন্দজনক শুভ সংবাদ শ্রবণে প্রজামণ্ডলী মহা সন্তুষ্ট ও যার পর নাই আনন্দিত হইল। যাহারা ইতি-পূর্ব্বে সেই মহারাজের মৃত্যু কামনা ও অনিষ্ট চিন্তা করিত, তাহারা এক্ষণে তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। পূর্ব্বের সেই নিষ্ঠুর নৃপতির নিকৃষ্ট জীবন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে তিনি এখন ন্যায়-বান্ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে "ন্যায়বান" এই উচ্চ নাম প্রদান করিল। এবং তাঁহার শান্তিপূর্ণ রাজত্ব যাহাতে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় সকলেই অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। কেমন করিয়া পূর্ব্বের সেই নরপশু মহাপাষণ্ড নরপতির জীবনের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কি রূপেই বা নিষ্ঠুর প্রকৃতি দুরাত্মা মহারাজের প্রস্তর-বৎ কঠোর হৃদয় প্রেম স্নেহে বিগলিত, সুকোমল এবং দয়ার্দ্র হইল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে এক দিন মহারাজার কোন এক জন প্রিয়তম সহচর এই পরমাশ্চর্য্য পরি-বর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ প্রত্যুত্তরে এই রূপ বলিলেন;—

"একদা আমি অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ যাইতেছিলাম, এমন সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড কুকুর একটা খ্যাঁকশেয়ালীকে ধরিবার জন্য তাড়া করিয়া তার পাছে পাছে ছুটিতেছে। শেষ কুকুর তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহার একটী পা কামড়াইয়া লইয়া তাহাকে খোঁড়া করিয়া দিল। খ্যাঁক-শেয়ালী খোঁড়া হইয়া পলাইয়া নিকটস্থ এক গহ্বরের মধ্যে আশ্রয় লইল। অনন্তর কুকুর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সগর্ব্বে অন্য দিকে চলিতে লাগিল। দুই চারি পদ যাইতে না যাইতে এক জন লোক এক প্রস্তরাঘাতে তাহার পা খোঁড়া করিয়া দিল। ঘটনা ক্রমে সেই মুহূর্ত্তেই একটী বেগবান অশ্ব খরতর বেগে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে উক্ত হতভাগ্য মনুষ্যের গায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাকে জন্মের মত খোঁড়া করিয়া দিল। ইহার অনতি-বিলম্বেই সেই অশ্বের একটী পা দুই খণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক আঘাত পাইল। এবং তাহার ভিতর হইতে পা বাহির করিতে গিয়া চিরকালের জন্য সেও খোঁড়া হইল। এই অত্যা-শ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তখন আমি আপনা আপনি বলিতে লাগিলাম, 'জীব-গণ অপরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে,' নিজেও ঠিক অন্য কর্ত্তৃক সেই রূপ ব্যব-

হৃত হয়। যে অনুচিত ব্যবহার করে, সে তাহার পরিবর্ত্তে সেইরূপ অশান্তিপ্রদ কষ্টজনক প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।' সেই দিন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনে এই মহাশিক্ষা লাভ হইয়াছে।"

সুষমা।

একটি সুন্দর বাগানে সুষমা বসিয়া আছে। তার চারিদিকে কত রকমের ফুল ফুটিয়াছে, কত রঙ্গের প্রজাপতি উড়িতেছে। তাহার নিকটে কত রকম পুঁতুলও সাজান রহিয়াছে। কিন্তু সুষমার সে সকল পুঁতুলের দিকে দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে যে একটি পুঁতুল ছিল সে সেইটিকেই খালি সাজাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ আকাশের একটা দিক অত্যন্ত লাল বর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সুষমা সেই দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পরে দেখিল, চক্ষের সম্মুখে একটি সুন্দর পরী নামিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই পরীটি সুষমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুষমা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তার পর ক্রমে সুষমা দেখিল, গাছ, পাতা, সব মিলাইয়া গেল, আকাশেরও বর্ণ অন্য রূপ হইল। ক্ষণকাল পরে পরীও কোথায় মিলাইয়া গেল। পরে দেখিল, সে পুঁতুলও নাই, প্রজাপতিও নাই, কিছুই নাই। সুষমা অনেক ক্ষণ ভাবিয়া, শেষ মনে মনে বুঝিল, হয়তো আমার চোখের ভুল। তখন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে চোখ মুছিল।

চক্ষু মুছিয়া দেখিল, বাস্তবিক পূর্ব্বের সে গাছ পাতা ফুল কিছুই নাই, কিন্তু তদপেক্ষা আর একটী সুন্দর বৃহৎ বাগান। সেই বাগানের মধ্যে সুষমা একাকী রহিয়াছে। তখন সে আপন মনে বলিতে লাগিল, "এমন সুন্দর বাগান ত আমি জন্মেও দেখি নাই। একি নন্দন কানন? আমি ঠাকুরমায়ের কাছে যে নন্দন কাননের গল্প শুনিয়াছিলাম এ কি সেই নন্দন কানন? বাগানের গাছে যে ফুল ফুটিয়াছে ইহাই কি পারিজাত ফুল? আহা হা হা! কি চমৎকার, এমন ফুল ত আমি জীবনে কোথাও দেখি নাই। আহা! কি সুন্দর সুবাস। সরোবরে ঐ যে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, ও আবার কি ফুল! ও কি পদ্ম! পদ্ম গুলি যে গায় গায় মিশে এক হয়ে রয়েছে! পদ্মের আশে পাশে ও পক্ষী গুলি কি? ওকি ময়ূর না হাঁস? না, ও ময়ূরও নয়, হাঁসও নয়। বা! ও যে গান করিতেছে। মরি, কি সুন্দর গানই করিতেছে। এ বাগানের পক্ষী গুলি কি সুন্দর!"

তার পর সুষমা সেই পুঁতুলটিকে বুকে করিয়া সমস্ত বাগানের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

কবিবচন সুধা—এই পুস্তক খানি পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সচরাচর যে সকল সংস্কৃত শ্লোক লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে তাহারই কতকগুলি ইহাতে দৃষ্ট হইবে। সংগ্রহকারও একজন সুরসিক সংস্কৃত কবি। তাঁহার সংগৃহীত বিচিত্র রসের শ্লোকাবলী ভরসা করি আগ্রহসহকারে অনেকে পাঠ করিবেন। প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে পণ্ডিতজীকৃত সরল পদ্যানুবাদ আছে। ইহার মূল্য ১৲ টাকা, প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সাহিত্য—ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা, স্ত্রী পুরুষে ৬৬ জন ইহার লেখকশ্রেণী ভুক্ত। পত্রিকাখানি যে কেবল দৃশ্য মনোহর তাহা নহে, ইহার ভাষা অতি বিশুদ্ধ এবং মিষ্ট, পড়িলে শ্রান্তি বোধ হয় না। স্বর্গগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। গত মাসের পত্রিকা পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। সম্পাদকের লিখিত "মেঘদূত" কাব্যের সমালোচনাটী অতীব সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে সমালোচকের লিপিচাতুর্য্য রসগ্রাহিতা কাব্যরুচি এবং কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে লেখককে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া নিজে ঘরে বসিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার ফল ফলিয়াছে। আশা করি, এই পত্রিকা খানি উক্ত মহাত্মার মুখ উজ্জ্বল করিবে। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উৎকৃষ্ট রচনার কিয়দংশ স্থানান্তরে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মাতৃভাষার উন্নতির গতি অবধারণ এবং তাহার প্রকৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক "সাহিত্য" দীর্ঘজিবী এবং দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদ।

জননী ধর্ম্মপরায়ণা হইলে সন্তানগণ কিরূপ যশস্বী নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক হয় তাহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। বারাসতের স্বর্গগত কালী কৃষ্ণ বাবু এ বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত। এই সাধু দয়ালু মহাত্মার জননী একজন প্রাচীনা ব্রহ্মবাদিনী পরম দয়াবতী নারী ছিলেন। যে সময় এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম অনেকে জানিত না, সেই সময় তিনি প্রতি দিন ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। দুঃখী কাঙ্গাল এবং ইতর প্রাণীদিগের প্রতি তাঁহার দয়াও যথেষ্ট ছিল। এই রূপ ব্রহ্মবাদিনী মাতা বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পই দেখা যায়।

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত "সারদাসদন" নামক আশ্রমে ত্রিশটী হিন্দু বিধবা জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে। এই বিধবাশ্রম ভারতের প্রত্যেক নগরে যদি স্থাপিত হয়, দেশের অনাথা বিধবাগণ

বাঁচে। বরাহনগরে বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও অনেকগুলি দুঃখিনী বিধবা শিক্ষা লাভ করিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৫৫ জন স্ত্রীলোক এটর্ণির কাজ করেন, ইহাঁরা আইন কানুন ভালরূপ শিখিয়াছেন। নিউইয়র্ক নগরে ৬ জন প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক বক্তা এবং ৩ জন ডাক্তার আছেন। তথাকার ৮ জন স্ত্রী ডাক্তারের প্রত্যেকের বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা, ১২ জনের বিশ হাজার, আর ২২ জনের দশ হাজার করিয়া আয়। ইংলণ্ডে এক হাজার উচ্চ শিক্ষার বালিকা বিদ্যালয়, এবং সাতটী স্ত্রী কলেজ আছে। প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্রী তথায় উচ্চ শিক্ষা পাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হয়। ইহারা সকলেই সংসারের কাজ রন্ধন পর্য্যন্ত শিখিয়া থাকে। কলেজ হইতে যাহারা বি, এ, এম, এ, পাস করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত ৫৩০ জন। ইহাদের অনেক গুলি উপরি উক্ত উচ্চ শিক্ষার বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করে। স্ত্রী লোকেরা পুরুষের মত যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হয় তৎপক্ষে এই সব দেশে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

স্বর্ণরেণু।

কাহাকেও অবমাননা এবং ঘৃণা না করিয়া যে অপমানিত এবং ঘৃণিত হয়, সে আত্মাতে শান্তি লাভ করে।

সংযত চিত্তে সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের পানে চাহিয়া যে কোন কার্য্য করিবে তাহাতেই কৃতার্থতা, আত্মসন্তোষ এবং দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবে।

মনের চিন্তা এবং কল্পনা সকল অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী বিচিত্র লীলাময় ভগবানের দিকে ধাবিত হউক। তিনি নববেশে নবরসে অনন্ত কাল জীবাত্মার সঙ্গে বিহার করিবেন।

যাহা কিছু অসার ক্ষণিক তাহাকে উপেক্ষা কর, সামান্য গ্রাম্য কথায় কর্ণপাত করিও না, হৃদয়কে সর্ব্বদা ঈশ্বরের অভিমুখে ফিরাইয়া রাখ, তাহা হইলে অন্তরে অশান্তি আসিবে না।

জাতীয় আনন্দ উৎসবের দিনে আনন্দময়ীর জয় গান কর। অসার আমোদ এবং বাহ্য উৎসাহের ভিতর নির্ব্বিকার শান্তি বাছিয়া লও। হৃদয়দর্পণে অখিলমাতার হাসি মুখ দেখ।

মনে করিলে সকলেই সকলের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে; একটী ক্ষুদ্র মশা মক্ষীকাও প্রকাণ্ড এক জন বীর পুরুষকে ক্ষণ কালের জন্য অস্থির করিয়া তুলিতে পারে; কিন্তু যিনি উদার ক্ষমার সহিত অনিষ্টকর চিন্তাকে মন হইতে বিদায় করিয়া দেন তাঁহার চিত্ত সতত প্রসন্ন থাকে।

ভবসমুদ্রে কখন ভীষণ তুফান উঠিতেছে, কখন তাহা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তুফানের সময় সাবধানে জীবনতরীর কর্ণ ধরিয়া ভবকর্ণধার হরিকে অবিশ্রান্ত ডাকিতে থাক। আর যখন ঝড় তুফান থামিয়া যাইবে, তখন হরি নামের সারি গাইয়া আনন্দে আনন্দের রাজ্যে চলিয়া যাও। অসার কল্পনা ভয়ে তখন ভীত হইও না।

বিজ্ঞাপন।

কার এণ্ড কোম্পানীর

কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক স্বর্ণের নানা প্রকার অলঙ্কার।

২৮।১ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গহনা সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। গহনাগুলির রং গিনি সোণার মত। দেখিতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও সভ্যজন-মনোনীত। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এত স্বল্প মূল্যে কিরূপে এমন সুন্দর দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কলিকাতায় উত্তম উত্তম কারিকরের হাতের বিশুদ্ধ সোনার গহনার গঠন ও আমাদের গঠনের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ১নং গহনার রং দুই বৎসর ও ২ নং গহনার রং এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। গহনাগুলিকে যেন যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করা হয়। অযতনে তৈল ও জল লাগাইলে শীঘ্র রং খারাপ হইবার সম্ভাবনা। সাবধানে রাখিতে পারিলে এমন কি ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, আমরা আমাদের পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব এবং পরম আহ্লাদিত হইব। কারণ, এ দেশের স্ত্রীলোক এবং সন্তানদিগকে নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিতে সাধারণের একান্ত ইচ্ছা। দুঃখের বিষয়, স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়া বশতঃ অনেকেরই এই মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু এক্ষণে সে বাধা অনেকাংশে দূর হইল। ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গহনার ফর্দ্দখানি দৃষ্টি করিয়া দেখুন।

১ নং

উৎকৃষ্ট পালনপাতা বালা ১ জোড়া ৯৲ অনন্ত অথবা আসাসোটা পাকের বালা ১ জোড়া ৮৲ ফুল বা হাঙ্গরমুখো কাঁঠালে টোপতোলা বালা ১ জোড়া ৬৲ ফুলওলা

হোগলা পাকের বালা ১ জোড়া ৬৲ হাঙ্গর-মুখো ঐ ঐ ১ জোড়া ৭৲ ড্রাগুন মুখো নিচুখোলা টোপতোলা ১ জোড়া ৮৲ ফুল ও হাঙ্গরমুখো পেঁচওলা বালা মাঝারি ১ জোড়া ৫৲ ঐ ঐ ছোট ১ জোড়া ৪৲ অনন্ত (উত্তম নকাশি করা) ১ জোড়া ৯৲ ঐ ঐ মাঝারি ঐ ৬৲ ঐ ঐ ছোট ঐ ৪৲ কপিপাতা চিক (মকমলে গাঁথান) ১ ছড়া ৫৲ অশ্বত্থপত্র চিক ঐ ঐ ৩৲ ডায়-মণ্ড কাটা চিক ঐ ঐ ৪৲ যুই ফুল ঐ ৪৲ উত্তম ফাপা তাবিজ (গালাভরা, আসল সোণার তাবিজের ন্যায় মিল, ঘুমর ও গুমটী সহ উত্তম রেশমে গাঁথা) ১ জোড়া ১০৲ তাবিজ (চওড়া সাইজ ডাইসে কাটা সাদা পুঁটে রেশমী গাঁথা) ১ জোড়া ৪৲ জশম (উত্তম রেশমে গাঁথা ঘুমরওলা পুঁটে সহিত) ১ জোড়া ৮৲ ঐ মাঝারি (সাদা পুঁটে রেশমে গাঁথা) ২৷৷০ বাজু (উত্তম নকাশি করা কবজাওলা) ১ জোড়া ১০৲ ঐ ডায়মণ্ডকাটা টোপতোলা ঐ ১ জোড়া ১৪৲ চুড়ি (ডায়মণ্ডকাটা গখরি) ১২ গাছা ২৲ ঐ ঐ বেকী ঐ ২৲ ঐ (বেলওরী) ৮ গাছা গোলাপপাতার২৲ নকাশী করা চুড়ি ৮ গাছা (চওড়া আধ-ইঞ্চি, মধ্যে খিল) ১৬৲ পীনখাড়ু ১ জোড়া ৪৲ পাঁচনরদানা ১ ছড়া ৪৲ সাত-নরদানা ঐ ৫৲ ইয়ারিং ১ জোড়া ৩৲ গোপহার ১ ছড়া ৩৲ গোটহার (গলার ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ১৷৷০

১ নং

হেলেহার ঐ ঐ ১৷৷০ দড়াহার (উৎকৃষ্ট কিরকিরে ঠোকা ফাঁশঝালা ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ৭৲ ঐ (তারে বোনানী) ১ ছড়া ৪৲ দমা অথবা হেঁসেহার ১ ছড়া ৪৲ গোট (ডায়মনকাটা খামি সহ মোটা) ১ ছড়া ৫৲ চন্দ্রহার ১ ছড়া ১২৲ চৌদানী (পাতা পাটর্ণ) ১ জোড়া ৪৲ ঐ হাফ (ঐ ১ জোড়া ৩৲ কাণ ইয়ারিং সহ উত্তম ফুলপাতার নকাশী ও কলিকা ফুলে গাঁথা উপরে প্রজাপতি আঁটা) ১ জোড়া ১০৲ ঝুমকো অতি উৎকৃষ্ট ডায়মনকাটা মুক্তার ঝুরগাঁথা ১ জোড়া ৪৲ মাকড়ী (কপি-পাতা) ১ জোড়া ১৷৷০ ঐ (ডায়মনকাটা টোপ তোলা) ১ জোড়া ১৷৷০ শিথিপাটি (ভাল ডায়মন কাটা) ১ টা ৫৲ ফুল কাঁটা [মাথার] ডায়মণ্ড কাটা টোপ তোলা ১ টা ১৲ গোলাপ ফুল (নকাশী করা) ১ টা ২৲ ফুলকাঁটা (গোল পাতা-ওয়ালা) ১ টা ১৷৷০ চিরুণী (ফুল পাতার নকাশী করা মায় হাড়ের চিরুণী আটা) ১ টা ২৲ প্রজাপতি অতি সুন্দর ডায়মন কাটা ১ টা ৩৲ ঘড়ীর চেন (খাটি রুপার) সোনার দ্বারা গ্যালভানাইজড করা পাতা প্যাটার্ণ ১ ছড়া ১২৲ ঐ (ঐ তারা প্যাটার্ণ) ১ ছড়া ১২৲ কেমিকেল সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ এক ছড়া ৯৲ কেনেডিয়ান সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ চেন ১ ছড়া ৮৲ ঐ শিকল ১ ছড়া ৪৲ বীজপ্যাটার্ণ চেন ঐ ৩৲ চুলের চেন ঐ ১৷৷০ কেমিকেল সোনার চেন হার ঐ ২৫৲ ব্রীজ চেন হার ৪৲ কেনেডিয়ান সোনার চেনের লকেট [উপরে কাজ করা] ১ টা ২৲ বোতাম (এনগ্রেন ভ বা প্লোজক্ করা ২৲।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৭ম সংখ্যা।] কার্ত্তিক, সন ১২৯৮। [১৪ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

আগামী ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকা দেশে চিকাগো নগরে একটী মহা মেলা হইবে, তাহাতে পৃথিবীর যেখানে যত প্রকার সামগ্রী এবং উন্নতির নিদর্শন আছে তাহার প্রদর্শন হইবে। এ দেশের কোন সুশিক্ষিতা হিন্দু মহিলা তথায় উপস্থিত হইয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। এই মেলায় বোম্বাই অঞ্চল হইতে একটী গ্রামের ছবির উপযুক্ত লোক এবং দ্রব্যাদি যাইবে। ইহারা তথায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন কাজ কর্ম্ম দেখাইবে।

এডিন্‌বর্গ স্ত্রী বিদ্যালয়ে রন্ধন এবং গৃহস্থালির কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। রন্ধন, পোষাক তৈয়ারি, কাপড় ধোয়া, বাসন মাজা, বাড়ী ঘর মেরামত, রোগীর সেবা এবং সমুদয় গৃহকার্য্য শিখাইবার জন্য বৎসরে পনরটী উপদেশ প্রদত্ত হয়।

ইংলণ্ডে ঘণ্টায় ৫৩ মাইল পথ রেল-গাড়ী দৌড়ায়, ৭৭ মাইল ঊর্দ্ধ সংখ্যা। ফ্রান্সে সচরাচর পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত। বেলজিয়ামে ৪৮, হলণ্ডে ৪৫, জার্ম্মনিতে ৪০, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, রাসিয়ায় ৩০ মাইল, ইটালিতে ৩৭, আমেরিকায় ৪৩, আমাদের দেশে এক্ষণে মেল গাড়ী ঘণ্টায় ৪০ মাইল যায়।

মণিপুরের রাজা এবং তাঁহার ভাই আণ্ডামান দ্বীপে গিয়াছেন। তথায় এখন তাঁহাদিগকে খাটিয়া সামান্য কুলি মজুরের মত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহাও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ। অন্য অপরাধী বন্দী দশ বৎসর জেল খাটিয়া তার পর এইরূপ অধিকার প্রাপ্ত হয়। কোথায় রাজসিংহাসন, আর কোথায় ঝুড়ি কোদাল! পৃথিবীর ঘটনা সকল জীবন্ত প্রত্যক্ষ নাট্যাভিনয়।

ইয়োরোপের ট্রিভ্‌স নামক স্থানে যিশু খ্রিষ্টের গায়ের একটী জামা প্রদর্শন উপলক্ষে সম্প্রতি একটী মেলা হয়, তাহা দেখিবার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ যাত্রী জুটিয়াছিল। জামা স্পর্শ করিবার জন্য পাঁচ হাজার লোক দরখাস্ত করে। কুম্ভকের মেলা ইহার কোথায় লাগে?

করুণা।

করুণার পিতা এলাহাবাদের কোন প্রসিদ্ধ পল্লিতে বাস করেন। করুণা পিতার একমাত্র সন্তান, অতি যত্নে পালিতা। যখন তাহার বয়স তিন বৎসর মাত্র, তখন সে মাতৃহীনা হয়, কিন্তু পিতার স্নেহে বালিকা কখন মাতার অভাব বুঝে নাই।

করুণা যখন পাঁচ বৎসরের, তখন হইতে তাহার পিতা তাহাকে একটু একটু পড়াইতেন। করুণা নয় বৎসর বয়সে বেশ পড়িতে শিখিল, তার হস্তলিপি অতি সুন্দর হইল।

পিতার এখন এই ভাবনা, তাঁর এক মাত্র স্নেহের ধন, সংসারের বন্ধন কন্যাটিকে কিরূপে সুপাত্রে দান করিবেন।

বিবাহের জন্য পিতাকে বড় বেশী দিন ভাবিতে হইল না, তিনি শীঘ্রই খুঁজিয়া একটি পরম সুন্দর পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি উচ্চ বংশীয় ধনীর সন্তান, বয়স কুড়ি বৎসর হইবে।

মহা সমারোহে করুণার বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বিবাহ হইতে না হইতে তাহার পিতা একটি বিষয়ে বড় মর্ম্মপীড়া পাইলেন; কারণ, বিবাহের পরেই করুণার শ্বশুর নব বধূকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, তাঁহার কন্যা নাই, বধূই এখন সে অভাব পূরণ করিবে।

একে বড় মানুষ, তাতে শ্বশুর, তাঁর কথা কি ঠেলা যায়? অশ্রুপূর্ণ নয়নে করুণার পিতা দুই এক বার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহা টিকিল না।

বিবাহের পর সপ্তাহ না যাইতেই করুণার যাবার দিন আসিল। আজ করুণাকে সেই বহু দূরে লাহোর নগরে স্বামীভবনে গমন করিতে যাইবে। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে গভীর ভাবে কোন দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার পিতাকে যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। তাই সে আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধীর হইতেছে। যখন যাবার সকল আয়োজন শেষ হইল, সকলই প্রস্তুত, তখন করুণা পিতাকে আসিয়া প্রণাম করিয়া দুটি ক্ষুদ্র বাহুতে পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর কি পিতা স্থির থাকিতে পারেন? কন্যার মস্তক চুম্বন করিয়া অশ্রুজলে তাহার কেশগুলি আর্দ্র করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পর করুণা একটু শান্ত হইলে বলিলেন, "ভয় কি মা, তুমি যে ঘরে যাইতেছ, রাজরাণী হইয়া থাকিবে; সেখানে তোমার কখন ক্লেশ বা অভাব হইবে না।" হায়! অনেক পিতা মাতার এ সুখের মোহ অতি অল্প দিন মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়।

করুণার বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পরে লাহোর নগরের একটি উচ্চ প্রাসাদ-মধ্যস্থ সজ্জিত কক্ষে করুণা শুইয়া

আছেন; বৈশাখ মাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম, চারি দিকের দরজা জানালা বন্ধ থাকায় গৃহটি অল্প অন্ধকার হইয়াছে। করুণার একটি চারি বৎসরের শিশু পুত্র কতকগুলি খেলনা লইয়া গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া খেলা করিতেছে। করুণা কি তাহাই দেখিতেছিলেন? না, করুণা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভিজাইতেছিলেন। হায়! করুণা কেন কাঁদিতেছে? তাহার পিতার কথা তো সত্য হইয়াছে। করুণার তো কোন অভাব নাই। করুণার মত ঐশ্বর্য্য, করুণার মত দাস দাসীপূর্ণ সুন্দর অট্টালিকা কয় জনের অদৃষ্টে ঘটে?

করুণার বয়স এখন উনিশ বৎসর মাত্র, কিন্তু তাঁহার মুখে সে যৌবনের লাবণ্য কোথায়? উজ্জ্বল ললাটে ভ্রমরের মত কালো চুল গুলি অযত্নে পড়িয়া আছে। শান্ত নয়ন দুটিতে বিষাদের ছায়া। তাহার ম্লান মুখ খানির পানে চাহিলে যেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

করুণা সেই নয় বৎসর বয়সে স্বামীভবনে আসিয়াছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই একমাত্র স্নেহময় পিতাকে তিনি হারাইলেন। তখন তাঁহার স্বামী ভিন্ন আর সংসারে কেহ রহিল না। সেই কোমল ক্ষুদ্র হৃদয় খানিতে যত ভালবাসা, যত স্নেহ ছিল স্বামীর চরণে করুণা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর একটি স্নেহের কথায় তিনি আহ্লাদে আত্মবিস্মৃতা হন। স্বামীর সেবা করিতে পাইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু করুণার স্বামী পূর্ণ বাবু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি বাহিরে বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন। কত দিন এমন হইয়াছে যে, দুই তিন দিন করুণা এক বাটীতে থাকিয়াও স্বামীর দেখা পান নাই। করুণার পুত্র চারু যে দিন হয়, সে দিন পূর্ণ বাবু একটি বন্ধুর আলয়ে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। অনেক কষ্টের পর রাত্রি দুইটার সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, বাড়িতে আনন্দের রোল উঠিল, দুই তিন জন চাকর ছুটিয়া বাবুকে সংবাদ দিতে গেল। করুণা নব প্রসূত সন্তানের মুখ দেখিয়া সকল যাতনা ভুলিলেন। সকলে বলিল, "ছেলে ঠিক বাপের মত সুন্দর হইয়াছে।" করুণা আনন্দ ও ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিল। পূর্ণ বাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কল্য সকালে বাড়ী আসিবেন। প্রসূতী ও সন্তানের কোন কষ্ট না হয়, ভৃত্যগণকে সে জন্য বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

করুণা যখন এ কথা শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কত আহ্লাদে, উচ্ছ্বসিত প্রাণে তিনি যাঁহার আশাপথ চাহিয়াছিলেন, তিনি কি না বলিলেন, এখন আসিবেন না! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার কষ্ট ও শ্রান্তি যেন পুনরায় ফিরিয়া আসিল, নয়ন বহিয়া

অশ্রু ঝরিতে লাগিল। নবশিশু জন্মিয়াই মাতার অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল।

পর দিবস প্রভাতে পূর্ণ বাবু বন্ধু বান্ধবগণ সহ বাড়ী আসিলেন। যখন সূতিকা গৃহে তিনি গেলেন, তখন করুণা নিদ্রিতা। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া সকাল বেলা সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ধাত্রী আসিয়া পূর্ণ বাবুকে সন্তান দেখাইয়া দিল।

এইরূপে প্রতি দিনের প্রত্যেক ঘটনায় করুণা আহত হইয়া ম্লান ছায়ার ন্যায় সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মনে মনে ভাবিতেন, আমার মত দুঃখী আর কে আছে?

আজ করুণা একাকিনী শুইয়া কত কি ভাবিতেছেন, আর এক এক বার চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়া যাইতেছে। দারুণ গ্রীষ্ম, বাহিরে আগুনের মত গরম বাতাস বহিতেছে। পূর্ণ বাবু বন্ধুগণ সহ সালিমা বাগে বেড়াইতে গিয়াছেন, দাস দাসীরা সকলে বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় এক জন ঝি আসিয়া এক দিকের দুয়ার অল্প খুলিয়া বলিল, "মা, সদর দরজায় এক জন সন্ন্যাসী এসে পড়ে রয়েছে গো! বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে গেছে!"

চক্ষু মুছিয়া করুণা উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "অজ্ঞান হল কেন?"

ঝি। বুঝি লু লেগেছে গো, তাই অমন হয়েছে। এক বার দেখবে এস!

করুণা। দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন, চারু মা, মা, বলিয়া সঙ্গে আসিতেছিল, তাহাকে নিবারণ করিলেন। নীচে আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। ঝি ইহাঁকে সন্ন্যাসী বলিয়াছিল কেন বুঝিতে পারিলেন না। সাধারণ সন্ন্যাসীদের মত নেড়া মাথা, কৌপীনপরা গায়ে ছাই মাখা তো ইঁহার নহে! কিন্তু এমন তেজস্বী মূর্ত্তি করুণা বুঝি কখন দেখেন নাই। চৌকাঠের উপর দ্বারে হেলান দিয়া সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। বোধ হইতেছে, যেন যোগমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা; সর্ব্বাঙ্গে যেন পুণ্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বোধ হয়, পরিধান এক খানি গৈরিক বস্ত্র। করুণার যেন সমস্ত প্রাণ সেই সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর বক্ষস্থল স্পর্শ করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী অচৈতন্য সংজ্ঞাহীন।

দাস দাসীগণের সাহায্যে করুণা অতি যত্নে সন্ন্যাসীকে উপরে তুলিয়া আনিলেন, এবং পরিষ্কার কোমল শয্যায় শয়ান করাইয়া আপনি শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপি সন্ন্যাসীর চেতনা নাই।

রাত্রে পূর্ণ বাবু উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিলেন, উপরে গিয়া করুণার কাছে সকল কথা শুনিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইলেন।

পূর্ণ বাবু সাধু সজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধাবান

ছিলেন, অনেক সময় তাঁহাদের সেবা ও সম্মান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি অবিলম্বে চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। সমস্ত রাত্রি করুণা একবারও নিদ্রা গেলেন না। চারুকে দাসীর কাছে রাখিয়া আপনি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন এবং ঔষধমিশ্রিত জল রোগীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া অল্প অল্প উষার আলোক দেখা দিতেছে, প্রভাতের শীতল বায়ু এক এক বার গৃহে আসিয়া রোগীর দেহ স্নিগ্ধ করিতেছে, করুণা স্থির নয়নে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। এমন সময় ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করুণার মুখের দিকে প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। "মা!" বলিয়া তিনি আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। দুই বিন্দু অশ্রু সন্ন্যাসীর নয়ন প্রান্তে গড়াইয়া পড়িল।

প্রায় সপ্তাহ গত হইল, সন্ন্যাসী করুণার কাছেই আছেন। তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা সারে নাই। করুণা বার বার জেদ্ করিয়া বলেন, সম্পূর্ণ সবল না হইলে সন্ন্যাসীকে কোথাও যাইতে দিবেন না।

যাহা হউক, করুণার কিন্তু আজ কাল ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন আর তিনি ম্লান ছায়াটির মত বিষণ্ণ মুখে ঘুরিয়া বেড়ান না। আগেকার মত একা নির্জ্জনে বসিয়া আর তাঁহাকে কাঁদিতেও দেখা যায় না। পূর্ব্বে তিনি বড় সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, এবং আবশ্যকও হইত না; এখন করুণা এত কাজে ব্যস্ত থাকেন যে সহস্র কষ্টেও তাঁর কাঁদিবার অবসর নাই। সংসারের দুঃখ আঘাত যেন আর তাঁর প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া করুণা সন্ন্যাসীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতেন, তিনি শয্যার উপর বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। করুণা জীবনে কখন এরূপ দৃশ্য দেখেন নাই। তিনি স্থির হইয়া প্রার্থনা শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষে ধারা বহিত। ভাবিতেন, মানুষ চর্ম্মচক্ষে ভগবানকে দেখিতে পায় না, কিন্তু ভক্তের মুখে বুঝি তাঁহাকে দেখা যায়! দয়াময় কি আমার দুঃখ মোচনের জন্যই ইঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন?

সন্ন্যাসীর পূজার জন্য করুণা রাশি রাশি ফুল নিজহস্তে উদ্যান হইতে তুলিয়া আনিতেন, সুন্দর রূপে গৃহ মার্জ্জনা করিয়া ধূপ ধূনার গন্ধে গৃহকে আমোদিত করিতেন। সন্ন্যাসী যখন পূজা শেষ করিয়া সুমধুর উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, করুণার তখন মনে হইত, এ পৃথিবীর সুখ দুঃখের অতীত কোন দেবলোকে তিনি বসিয়া আছেন।

করুণা ভক্তিপূর্ব্বক আপন হস্তে রন্ধন করিয়া সন্ন্যাসীকে খাওয়াইতেন। নিজে তাঁহার শয্যা রচনা করিয়া দিতেন।

সন্ন্যাসীর সেবায় করুণার দিন কাটিয়া যাইত। তিনি এত পরিশ্রমও কখন করেন নাই, এমন সুখীও কখন হন নাই।

সন্ন্যাসী বালকের ন্যায় মা মা বলিয়া করুণার কাছে কাছে থাকিতেন এবং স্নেহপূর্ণ চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিতেন, "তোমরাই মা আনন্দময়ীর মূর্ত্তি।"

আরো এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। এইবার সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ সারিয়াছেন। কাল সকালেই তাঁর যাইবার কথা।

সন্ধ্যা বেলা করুণা ছাদের উপর সন্ন্যাসীর কাছে বসিয়া আছেন, চারু কতকগুলি বেল ফুলের কলিকা লইয়া মালা গাঁথিয়া দিবার জন্য জননীকে ব্যস্ত করিতেছে।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "মালা গাঁথা হবে না। ওই ফুল গুলি এস আমরা দুজনে ভাগ করে নি।"

চারু। কেন মা বেশ মালা গাঁথতে জানেন, আমি মালা পরব।

সন্ন্যাসী। তা হলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। এক গাছি মালা মা দুটি ছেলেকে কেমন করে দেবে? ওই অল্প ফুলে তো দুছড়া মালা হবে না!

চারু খানিক ক্ষণ কি ভাবিয়া ফুল গুলি লইয়া সরিয়া পড়িল। চারু চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী করুণার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, করুণা অন্য মনে কি ভাবিতেছেন। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎসে! আমি কাল আর তোমার কাছে থাকিব না। কত সেবা, কত যত্ন তুমি আমায় করিলে, মায়েও বুঝি এত স্নেহ সন্তানকে করে না; কিন্তু বৎসে, আমি তোমায় কি দিব।"

আর করুণা অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল মাটিতে পড়িতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া আবার সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, কিন্তু এবার সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে করুণা চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব, স্নেহ যেন মূর্ত্তিমান, চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তোর প্রাণে এত ব্যথা কিসের মা?"

এবার করুণা বলিলেন, "দেব, সকল ব্যথা, সকল যাতনা যেন ধৈর্য্যের সহিত বহিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা চাই, আর কিছু চাই না।"

সন্ন্যাসী স্নেহপূর্ণ গভীর স্বরে বলিলেন, "মা, প্রতি দিন প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাণের প্রাণকে ডাকিস্, ব্যথা বহিতে হইবে না; সকল বিষাদ, সকল বেদনা দূরে চলিয়া যাবে। এ সংসারের তুচ্ছ সুখ দুঃখ নিয়ে অনন্ত জীবনকে কেন বিষাদাচ্ছন্ন করে রাখিস্ মা! এ সংসারে তোর চেয়ে আরো কত দুঃখিনী আছে। এত সুখের স্থান নয়। "সেই ধন্য যে ভগবানকে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছে। যদি একটি দুঃখীর অশ্রু

মুছাইতে পার, আপনি ধন্য হইবে। সংসারে সহস্র সহস্র কাজ থাকিতে শুধু আপনাকে নিয়ে এত দুঃখ কেন পাও মা! আর হয়তো আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ কখন ব্যর্থ হইবে না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী করুণার মস্তকোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিলেন। আর তখন কোন কথা হইল না।

রাত্রিতে আহারাদির পর করুণা কাজ কর্ম্ম সারিয়া ঘরে গিয়া শুইলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না, কেবল সন্ন্যাসীর কথা, তাঁহার প্রতিদিনকার প্রার্থনা, প্রেমপূর্ণ প্রসন্ন মুখ, সুমিষ্ট ব্যবহার সকল মনে আসিতে লাগিল। করুণা ভাবিতেছেন, "সত্যই কি এই মহাপুরুষ আমাকে যে পথে যাইতে বলিতেছেন তাহা সুখ দুঃখের অতীত? ভগবান কি আমারই জন্য ইহাঁকে পাঠাইয়াছেন? আমার আঁধার হৃদয়ে কি সত্যই আশার আলোক দেখা দিবে?" এই সকল চিন্তায় করুণার রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তখন একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাবেশে শুনিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী গাইতেছেন;—

"ঐ শোন! ঐ শোন! মা ডাকিছে
রে আবার।
দিবা নিশি বাজে তাই হৃদয়ের তার।
নিমেষে নিমেষে, কত দূত এসে, ফিরে
যায় বারে বার; নিশ্বাসে বহে সমাচার।
মোহমদ পিয়ে, জেগে ঘুমাইয়ে,
ভুলিয়ে থেক না আর; আয় রে আয়
বলে, ডেকে গেল চলে, কত যুগঅবতার।
মধুর নাদিনী, নির্ঝর তটিনী, কহে কত
কথা তাঁর; ডাকে ফুলগণে, শশী তারা
সনে, হাসি হাসি অনিবার; ডাকে
কালের ভেরি, দিবা বিভাবরী, বাজে
ঘণ্টা বারে বার; চল রে চল ভাই,
মায়ের কাছে যাই, হয়ে ভবসিন্ধু পার।"

করুণার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন; তখনো যেন গানের সুর কাণে আসিতেছে বোধ হইল। যে ঘরে সন্ন্যাসী শয়ন করিতেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সন্ন্যাসী নাই, বাড়ীর অন্যান্য স্থানে খুঁজিলেন, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না; তিনি কখন চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানে না।

অতীতের গর্ভে আরো দশ বৎসর মিশাইয়া গেল। এক দিন ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যা বেলা করুণা ছাদের উপর বসিয়া আছেন। এখন দেখিলে তাঁহার বয়স অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক বড় মনে হয়। তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ক্ষীণ। সম্মুখের কতকগুলি কেশ শুক্ল হইয়াছে, কিন্তু সেই শান্ত উজ্জ্বল নয়ন দুটিতে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজিত, ওষ্ঠে মধুর হাস্য। নিকটে একটী দুঃখিনী বিধবা দুইটি শিশু সন্তান সহ বসিয়া আছে। করুণা শিশু দুটিকে গরম জামা পরাইয়া দিলেন, কিছু ফল ও মিষ্টান্ন তাহাদের কাপড়ে দিয়া বিধ-

বার সহিত অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং বিধবাকে অনুরোধ করিলেন, "তুমি মাঝে মাঝে এদের নিয়ে এস। যখন যা অভাব হবে আমাকে বলিও।"

এমন সময় একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় পরম সুন্দর তরুণ বালক আসিয়া করুণার কাছে দাঁড়াইল এবং অভিমানের স্বরে বলিল, "মা, তুমি এখানে আছ! আমি বাড়ী এসে অবধি তোমাকে কত খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

করুণা ঈষৎ হাসিয়া বালককে চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "কেন খুঁজ্‌ছিলে চারু।"

সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ বৃথা হয় নাই। করুণা শান্তি ও আরামের পথ পাইয়াছেন।

পাঠিকাগণ যেন এই আখ্যায়িকাটীকে নিতান্ত কল্পিত মনে না করেন।

শ্রীউমাশশী দেবী।

শ্রীমতী বিবি বিসেণ্ট।

বিবি বিসেণ্ট অনেক দিনের পরিচিত লোক। পূর্ব্বে ইনি ব্রাড্‌ল সাহেবের সহযোগিনী হইয়া পৃথিবীর দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য ধর্ম্মবিগর্হিত এক অদ্ভুত পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁকে এইজন্য সকলে আগে নাস্তিকের মধ্যে গণ্য করিয়া যথেচ্ছাচারিণী বলিত। সম্প্রতি বৎসর খানেক হইল, ইনি মাডাম ব্যালাভাট্‌স্কির নিকট থিয়োসফি মতে দীক্ষিত হইয়াছেন। থিয়সফির অর্থ এই যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনপূর্ব্বক যোগবলে সেই গুপ্ত শক্তি দ্বারা নানা প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন। অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা বিবি বিসেণ্ট নিজে প্রমাণ করিবেন এবং তিনি আগামী শীত কালের মধ্যে এ দেশে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ দিবেন।

বিগত ৩০ শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডনের কোন সাংসারিক উন্নতির সভা হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তিনি বলিয়াছেন, "আমি থিয়সফি মত ধরিয়াছি, সুতরাং এ সভার সঙ্গে আর এক মত হইয়া এখন থাকিতে পারিতেছি না।" পূর্ব্বে ইনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বৈষয়িক উন্নতির নিতান্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। এক্ষণে সংসারের ধন মান সুখ ছাড়িয়া পরের সেবার জন্য বৈরাগিণী হইয়াছেন। বিদায়ী বক্তৃতার এক স্থানে তিনি বলেন, ম্যাডাম বালাভাট্‌স্কি মৃত্যুর পর, আগে যাহাদের নিকট হইতে তিনি চিঠি পাইতেন, তিনি (বিসেণ্ট ও) সেই সকল ব্যক্তির সেই রূপ হাতের লেখা চিঠি ইদানী পাইয়াছেন। অর্থাৎ তিব্বতের কুঠুমি লাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ বালাভাট্‌স্কিকে যেরূপ চিঠি পাঠাইতেন ঠিক সেইরূপ। এই কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ বিস্ময়াপন্ন হন। বিবি বিসেণ্ট এমন অবিশ্বাসী জ্ঞানী কুতার্কিক কুটিল বুদ্ধি হইয়া স্বভাববিরুদ্ধ আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় বিশ্বাস

করেন ইহাই বিস্ময়ের কারণ। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মানবের ইতিহাসে এমন সকল ঘটনা আছে যাহা বুঝান যায় না, কিন্তু আমি সে সকল দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছি।" এই দেখিয়াই তিনি বাহ্য জগৎ হইতে এখন অন্তর্জগতের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছেন।

বক্তৃতার পর কোন ব্যক্তি চিঠি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বিসেণ্ট বলিলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, বহু সহস্র বৎসর হইতে মহাত্মাদিগের এক ভ্রাতৃমণ্ডলী বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা অনেক নিগূঢ় বিজ্ঞানতত্ত্ব জানেন এবং সময়ে সময়ে সেই জ্ঞানের কিছু অংশ পৃথিবীতে লোক দ্বারা প্রেরণ করেন। জন্মজন্মান্তরের তপস্যা দ্বারা তাঁহারা এত দূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন, যে হাজার হাজার বৎসরে মনুষ্য জাতি সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহারা সকলেই জীবিত মনুষ্য, তাঁদের সঙ্গে অন্য লোকের কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। সাধারণ ভাবে কথা কহা ছাড়া তাঁরা এমন আর এক ক্ষমতা উদ্ভাবন করিয়াছেন যদ্দ্বারা পৃথিবীর যে কোন স্থানের লোকের সহিত বাক্য কিম্বা চিঠি দ্বারা তাঁহারা নিমেষের মধ্যে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে সক্ষম। সমাধিকালে তাঁহাদের শরীর যথা স্থানে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে, কিন্তু আত্মা বহু দূরে চলিয়া যায়; গিয়া অন্যের সঙ্গে কথা কয়। ইহা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ক্রিয়া নয়, অতি সামান্য সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। সকলে ইহা জানে না, এই মাত্র কেবল প্রভেদ। টেলিফোন যোগে লণ্ডনের লোক প্যারিসের লোকের সহিত তারের ভিতর দিয়া কথা কয়, ইহাঁরা বিনা তারে কথা কহিতে পারেন। তাঁহারা প্রেতাত্মা নহেন, আমাদের মত সহজ আত্মা। সময়ে উন্নতির গতিতে সমস্ত মানব জাতি উক্ত মহাত্মাদের সমান হইতে পারিবে, এই জন্যই তাঁহাদের জীবন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রেরিত এবং আদিষ্ট হইয়া বালাভাট্‌স্কি থিয়োসফিকেল সভা স্থাপন করিয়াছেন। অনেক চিঠি তিনি মহাত্মাদের নিকট পাইয়াছিলেন, এবং বরাবর পাইতেন। কেহ কেহ বলিত, উহা জাল চিঠি। কিন্তু বড় সন্তোষের বিষয় যে ইঁহার পরলোক গমনের পর ঠিক সেইরূপ হাতের লেখা চিঠি আমি পাইয়াছি এবং অন্যেরাও পাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু বলিলেন, "আপনি যে অদ্ভুত চিঠির কথা কহিতেছেন, মহাত্মারা কি প্রণালীতে মনের ভাব ব্যক্ত করেন? এবং কি প্রকারে কোন্ রূপ কাগজে তাহা লিখিত হয়?"

তদুত্তরে বিবি বলিলেন, "তুমি যেরূপ ভাবে সব জানিতে চাও, সে ভাবে আমি সম্পূর্ণরূপে উত্তর দিতে পারি না, দেওয়া উচিত নয়। সাধারণের কাছে ইহার কার্য্যপ্রণালী বুঝান যায় না। এ বিষয়ে গোপন রাখিবার জন্য আমি অঙ্গীকারে বদ্ধ আছি। তদ্ব্যতীত আর একটী

মুস্কিল এই যে, বিদ্যুতের তত্ত্ব না জানিলে তাহাকে যেমন টেলিফোনের গূঢ় বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, তেমনি এই সংবাদের গতি বিধি যে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। আরো এক মুস্কিল এই, যে শক্তি দ্বারা এই সংবাদ চালিত হয় তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর অভিপ্রায়েও ব্যবহৃত হইতে পারে। মহাত্মাদের বিশ্বস্ত শিষ্যদিগকে কেবল উহার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক স্ত্রী পুরুষ মাডাম বালাভাট্স্কির শিষ্য হইয়াছিল, তাহারাও মহাত্মাদিগের সহিত এক্ষণে নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে। প্রায় এক বৎসর হইল আমার সঙ্গে উক্ত মহাত্মাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। অতএব আমি বলিতে পারি, তাঁহাদের অস্তিত্বের আমি এক জন প্রধান সাক্ষী। বালাভাট্স্কির সঙ্গে আমাদের এই মাত্র পার্থক্য যে তিনি মহাত্মাদের সহিত অতিশয় ঘনিষ্টরূপে পরিচিত ছিলেন, আমরা কেবল শিক্ষার্থী ছাত্র। আমাদের মধ্যে এমন এক জনও নাই যে তাঁহার পদ অধিকার করিতে পারে। যদি আবশ্যক হয় মহাত্মারা অন্য এক জন সংবাদবাহক পাঠাইতে পারেন। কিন্তু সেরূপ আবশ্যকতা হইবে কি না বলা বড় শক্ত কথা।"

আরো তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবীময় যাবতীয় জাতির মধ্যেই এইরূপ মহাত্মারা ছড়াইয়া আছেন, কিন্তু তিব্বতে যাঁরা আছেন তাঁহারাই দলে পুরু, এবং ইঁহাদের সঙ্গেই থিয়োসফি সভার সম্বন্ধ আছে। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা, এই বিশ্বাস করিয়া উক্ত সভার সভ্য হইতে হয়। যাঁহারা গুপ্ত বিজ্ঞান শিখিয়া যোগবল উপার্জ্জন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে সংসারত্যাগী হইয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এ বিদ্যা অভ্যাস করা বড় কঠিন। অল্প লোকেই ইহাতে কৃতকার্য্য হয়। অনেকে ক্ষমতা লাভের জন্য ভর্ত্তি হয়, শেষ নিয়ম পালন করিতে পারে না।

"এ পথে আসিতে গেলে প্রথমেই খুব সাহসী এবং নিস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। জনসমাজের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই; ইহার নীতি বিস্তারের উপর তাহার সুখবৃদ্ধি নির্ভর করে, জ্ঞানের উপর নহে। ভবিষ্যতে এই পথে সকলকেই আসিতে হইবে।"

এই কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য বিবি বিসেণ্টকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে গ্রন্থ খানি দ্বারা তাঁহার বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় আছে, তাহার স্বত্বাধিকার কিনিবার জন্য কেহ কেহ অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিল, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবার তিনি সন্ন্যাসিনী হইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া বক্তৃতা দিবেন। এ দেশের লোকের সঙ্গে খুব মেশামিশি করিবেন।

এ সকল অদ্ভুত বিষয়ে ভারত ক্ষেত্র বেশ

উর্ব্বরাও বটে। কর্ণেল অলকট্ সেবার অনেকের নিকট দশ দশ টাকা লইয়া তাঁহাদিগকে সভ্য করেন। এখন প্রায় এ বিষয়ে লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে। বিবি বিসেণ্ট আসিয়া আবার কি করেন দেখা যাউক! ইহা অপেক্ষা বিবি শেষ বয়সে এই গুপ্ত বিজ্ঞানের স্রষ্টা ভগবান্‌কে যদি ভজিতেন এবং বৃন্দাবনে গিয়া মাধুকরী মাগিয়া খাইতেন, তাহা হইলে পরকালটা রক্ষা পাইত। ভূত প্রেতের অসাধারণ কার্য্যে লোকের বিশ্বাস হয়, অথচ আশ্চর্য্যকর্ম্মা সর্ব্বভূতময় ঈশ্বরকে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় না, ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়, এবং এ সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের যুগপৎ হাসি এবং কান্না পায়। যাহউক, নাস্তিকতার প্রতিফল যে কুসংস্কার ভ্রান্তি কল্পনা অন্ধ বিশ্বাস, বিসেণ্ট তাহারও সাক্ষ্য প্রদান করিলেন।

উষার কাহিনী।

বহু ভৃত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া আমি পতিগৃহে গমন করিলাম। স্বামী যে প্রচুর অর্থশালী তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহার বহু সংখ্যক ভৃত্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাহা নানা বিধ বহুমূল্য গৃহসজ্জায় সজ্জিত। যশোহর জিলার অন্তর্গত কোন গ্রামে একটি বিস্তীর্ণ জলপ্রান্তরবৎ স্থানের মধ্যে তাঁহার বাড়ী। চারিদিকে আর অন্য লোকের বসতি দেখা যায় না। ভৃত্যগণ বাহিরের বাটীতে থাকে। অন্তঃপুরে আমি একা, স্বামী মধ্যে মধ্যে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে স্থানান্তরে যান। এত বড় ধনীর গৃহে একটী দাসী নাই, আশ্চর্য্যের বিষয়; কিন্তু সত্য। স্বামীর একটি পুরাতন ভৃত্য আছে, সেই বাটীর ভিতর আসে। প্রথম হইতেই আমার প্রতি তাহার কেমন বিরক্ত ভাব আমি বুঝিতে পারিতাম। অপর কোন ভৃত্য ভিতরে আসে না। জনশূন্য প্রান্তরবৎ স্থানে বৃহৎ অট্টালিকামধ্যে একাকী এক এক সময় যেন বনবাস তুল্য বোধ হইত। স্বামী আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, সকল প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা বহু মূল্য অলঙ্কার বস্ত্রাদি উপহার দেন। আমি কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার ভালবাসার আতিশয্যে যেন ভয় পাইতাম। তিনি ভালবাসা দেখাইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতের একটু এদিক ওদিক হইতে বলিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। সময়ে সময়ে ভৃত্যদের উপর তাঁহার ক্রোধ হইলে তিনি এমন উত্তেজিত হইতেন, যে সে সময়কার ভাব দর্শনে আমি অন্তঃপুরে ভয়ে কাঁপিতাম। স্বামীর যথেষ্ট ভালবাসা পাইয়াও ক্রোধ দর্শনে তাঁহার প্রতি আমার অজ্ঞাতসারে অকারণ যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা যায় নাই। বিষয় কর্ম্ম হইতে যখন স্বামী ফিরিয়া আসিতেন তখন অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া আসিতেন।

সে সময় তাঁহার ভাব যেন আরো উত্তেজিত পরিবর্ত্তিত হইত।

দাসী নিযুক্ত করিতে স্বামী এখনও সম্মত হন নাই। যখন আমি তজ্জন্য অনুরোধ করি, বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলেন, "দাসী আবার কেন? আমার পুরাতন ভৃত্যেরাই যথেষ্ট। তাহারা কেবল গণ্ডগোল করিতে ভালবাসে।" আমি বলিলাম, "নহিলে নয়, আমার যে একা ভয় হয়।" তখন তিনি অপ্রসন্নভাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা লোক আনাইয়া দিব। কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়া দিও যেন বাহির বাটীতে সে না যায়। দাসী গুলকে আমি দেখিতে পারি না।"

পরে দাসী আসিল। দাসীটি বেশ ভদ্র রকম, সে ক্রমে আমাকে বিলক্ষণ মান্য যত্ন করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া বয়স্কা বলিয়া আমার উপর তাহার সন্তানবৎ মায়া জন্মিল। সে আমার সঙ্গিনীর তুল্যও হইল। ধনবান ব্যক্তির পত্নী হইয়াও অনেক সময় সেই বাল্যকালের ক্ষুদ্র গৃহের জন্য আমার মন কাঁদিত। এবং স্নেহময় ভ্রাতার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে পত্র দিতাম। স্বামী স্বয়ং সে গুলি পাঠাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই এক খানির ভিন্ন উত্তর পাই নাই। আমার ইচ্ছা কিছু দিনের জন্য ভ্রাতার নিকট যাই, কিন্তু যাইবার কথা বলিলে স্বামী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আমি ভয়ে অধিক বার বলিতে পারি না। পত্রের কথা বলিলে স্বামী তত গ্রাহ্য করেন না। বলেন "শীঘ্র হয়ত আসিবে।" আমি কেবল পথ চাহিয়া থাকি কবে সংবাদ পাইব।

একবার স্বামী বিষয়কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, সেখানে দুই চারি দিবস বিলম্ব হইবার কথা। আমারও চিত্ত বহু দিবস ভ্রাতার সংবাদ না পাওয়াতে ব্যাকুল ছিল। দাসীর নিকট সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ভাবে পত্রের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করি। দাসী বলিল, সে দিন সে স্বামীর পুরাতন ভৃত্যের হস্তে ডাকের অনেক গুলি পত্র দেখিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, "সবগুলি লইয়া আইস, আমি আমার পত্র গুলি বাছিয়া লইব।" দাসী আজ্ঞামত পত্র চাহিতে গেল। ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে ভৃত্য তাহার হস্তে পত্র দেয় নাই। বলিয়াছে, "প্রভুর হুকুম নাই যে তাঁহার অবর্ত্তমানে কেহ কোন চিঠি লয়। তিনি স্বয়ং সমস্ত পত্র বিলি করিয়া থাকেন।" আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। পত্রের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত হইলাম। নিশ্চয় বোধ হইল, আমার ভ্রাতার পত্র আসিয়াছে। দাসীকে অনেক বার বলিতে লাগিলাম, যেরূপে হউক চিঠি আনিয়া দিতেই হইবে। দাসী আমায় অনেক প্রবোধ দিতে লাগিল। আমার মন কিছুতেই স্থির হইল না।

আমার শরীর তখন বড় ভাল ছিল না।

আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া সে স্বীকার করিল, সন্ধ্যার পর ভৃত্য যখন আহার করিতে যাইবে, চিঠিগুলি স্বামীর বাহিরের বসিবার ঘর হইতে সে আমাকে আনিয়া দিবে। আমি ইচ্ছামত বাছিয়া লইব।

সন্ধ্যা হইল। দাসী যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি বালিকা, বিশেষতঃ মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। বলিলাম, "দাসী, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" সে বলিল "সে কি মা! তোমার সে যাইবার জায়গা নয়। যদি কেহ দেখিতে পায়, কি বলিবে?" আমি বলিলাম, ভয় কি, তিনি ত এখানে নাই, কেহ কিছু টের পাইবে না, আমরা লুকাইয়া লুকাইয়া যাইব।" দাসীর সহিত অন্ধকারে ধীরে ধীরে আমিও চলিলাম, বাহির বাটীর অনেক গুলি বড় বড় ঘর সাবধানে অতিক্রম করিলাম। তাহার পর একটী সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ বারাণ্ডা, তাহার পর আমার স্বামীর বসিবার গৃহ। ঘরের পার্শ্বে আবার একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা। বারাণ্ডার কোণে নীচে নামিবার একটি সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি। সিঁড়িটি চারিদিকে ঢাকা, যেন অন্ধকারে বাহির হইতে কিছু দেখা যায় না। বাহির বাটী হইতে নীচে যাইবার সিঁড়ি প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত, মূল্যবান গালিচায় আবৃত, ঝাড় লণ্ঠনে সজ্জিত। অন্তঃপুরেও একটি ভিন্ন সিঁড়ি আছে। আমি কখনও এ ঘরে যাই নাই। প্রবেশের সময় বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল। কেন তাহা জানি না। অগ্রে বাহির ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাটীর অন্যান্য ঘরের ন্যায় এ ঘর খানি কিছুই সজ্জিত নহে। গৃহতল অনাবৃত, এক খানি লম্বা টেবিল ও কয়েক খানি কাষ্ঠের চৌকি, কোণে দুইটি আলমারি; টেবিলের এক পার্শ্বে স্বামীর চুরট পড়িয়া আছে। কতকগুলি বড় বড় খাতা টেবিলের উপর, তাহার পার্শ্বে আমার বাঞ্ছিত পত্রের গোছা। আমি মহানন্দে পত্রগুলি তুলিয়া লইলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামীর গৃহে কোন প্রকার আলোক ছিল না। তিনি গৃহে নাই বলিয়া আলো জ্বালা হয় নাই। আমরাও গোপন থাকিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে আলোক লইয়া আসি নাই। দাসী পত্রগুলি সব ঘরে লইয়া যাইতে বলিল। আমি বাছিয়া লইলে অবশিষ্ট গুলি সে রাখিয়া যাইবে। আমি সে পরামর্শ শুনিলাম না। আমার ঘর হইতে তাহাকে একটি আলোক লইয়া আসিতে বলিলাম। বলিলাম, "আমি ততক্ষণ ঐ ঘরে অপেক্ষা করিব।" দাসী এক্ষণে একাকী আমাকে রাখিয়া যাইতে সম্মত হইল না। বলিল, "একা আপনি ভয় পাইবেন।" আমি তাহা না মানিয়া বলিলাম, "ভয় কি? এ ঘরে কাহারও প্রবেশের হুকুম নাই। আমি জানি এখন তিনি বাড়ী নাই, আর কে আসিবে?" অবশেষে দাসী অগত্যা আমাকে একা রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আমি একাকী সেই ঘরে 'অপেক্ষা

করিতে লাগিলাম। দাসী যাইবার পর দুই চারি মিনিট গত হইল। তাহা যেন আমার নিকট অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বোধ হইল। হঠাৎ বারাণ্ডার নীচে মনুষ্যপদশব্দ ও কতিপয় লোকের মৃদু কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। মনে করিলাম, ভৃত্যগণ। অবশেষে সিঁড়িতেও সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল। তখন মনে কিছু ভয় হইল। ভাবিলাম, এ অন্ধকার ঘরে কে আসিতেছে? পদশব্দ কণ্ঠস্বর নিকটবর্ত্তী হইল, উপরে আসিল, অবশেষে ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় অনেক গুলি লোকের পদশব্দ অনুচ্চ কণ্ঠধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ভাবিলাম, "ইহারা কে? যদি ঘরে প্রবেশ করে?" তাহাই হইল। ঘরের দ্বারের সম্মুখে পদশব্দ থামিল। কয়েক জন লোক একত্র ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, শুনিতে পাইলাম. কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে তন্মধ্যস্থ এক জন অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কি! বলিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! উহা যে আমার স্বামীর কণ্ঠধ্বনি। মহা ভয়ে কি করিব বুঝিতে না পারিয়া টেবিলের নীচে লুকাইলাম। পর মুহূর্ত্তেই গৃহ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; অনুভবে বুঝিতে পারিলাম স্বামী এবং কতিপয় লোক ঘরে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে পশ্চাৎবর্ত্তী দুই জন অতি সাবধানে কি এক গুরু বস্তু বহন করিয়া আনিতেছে বোধ হইল। ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামী বলিলেন "ঐ খানে রাখ্"। বাহকেরা স্কন্ধ হইতে সেই পদার্থ ভূমিতে ফেলিয়া দিল। তাহা নড়াইয়া আনিয়া প্রায় আমার পায়ের নিকট ফেলিল, বোধ হইল আমার অঞ্চলস্পর্শ করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। স্বামী পরিশ্রান্ত ভাবে এক খানি কেদারা টানিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। পুরাতন ভৃত্য শশব্যস্তে আসিয়া চুরট দিল, গেলাসে করিয়া স্যাম্পেন্ আনিয়া দিল। স্বামী এক গ্লাস পান করিয়া বলিলেন, "আজিকার দিনে খুব মস্ত কাজ হয়েছে। ভাল করে সব খাও। সকলেই পান করিল। স্বামী পুনরায় বলিলেন, যেমন আমার সঙ্গে বিবাদ করে. আমাকে ঘৃণা করে, তার প্রতিফল পেয়েছে। একেবারে কর্ম্ম ফর্শা হয়েছে, আর ও মুখ দেখিতে হবে না"।

সমবেত সকলে হাসিয়া উঠিল। এক জন বলিল, "খুব জব্দ! আমাদের উপর পিস্তল চালিয়েছিল, এত বড় ক্ষমতা! স্বামী বলিলেন, "ওরে লাসটা বাহির কর, কি আছে ঘড়ি আঙটি সব নিয়ে রাত্রের মধ্যেই চালান দে।" সেই অন্ধকার ঘরে টেবিলের নীচে বসিয়া আমি অর্দ্ধ মৃত প্রায়, এই বাক্যে আমার শরীরের রক্ত যেন শীতল হইয়া গেল। নিশ্বাস অবরুদ্ধ প্রায় হইল। মনে হইল চীৎকার করি। কেন জানি না, কোন শব্দ বাহির হইল না, কে যেন মুখ চাপিয়া ধরিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। বোধ হইল মূর্চ্ছা

হইবে। জানি না কেন তাহা হইল না। ভগবান সংজ্ঞা হরণ করিলেন না। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধসংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় টেবিলের নীচে পড়িয়া রহিলাম। সেই সময় টুকু আমার পক্ষে কি প্রকারে গত হইল বলিতে পারি না। যেন যুগ যুগান্তর বলে বোধ হইতে লাগিল। তবে কি আমার স্বামী খুন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন? কি ভয়ানক! আমি কি খুনীর স্ত্রী? ভাবিলাম দাসী আলোক আনিতে গিয়াছে এখনি হয়ত ফিরিয়া আসিবে। তখন কি হইবে! তাহারও প্রাণ যাইবে, আমারও রক্ষা নাই।

এমন সময় দুই জন লোক সেই গুরু পদার্থটি টানিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বাহির করিল। বুঝি সেটি মৃত দেহ। হায় হায় কার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এক জন বলিল, এই যে পকেটে ঘড়ি, আঙ্গুলে হীরার আঙ্গটি, বাবু বড় সৌখীন। রাত্রে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন বাবু সাজিয়া!" আর এক জন একখানি পত্র বাহির করিল এবং স্বামীর হস্তে দিল। স্বামী একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং চিঠি খানি সকলকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম মৃত ব্যক্তির তরুণী পত্নী তাহার স্বামীকে লিখিয়াছে। কত ভালবাসার কথা বলিয়াছে। লিখিয়াছে মফস্বলে যেন অধিক দিন বিলম্ব না হয়। শীঘ্রই যেন ফিরিয়া যান। হায় জন্মের মত তাহার স্বামী পলাইয়াছে।

পত্র পাঠ শেষ হইলে সকলেই উপহাস্য করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্বামীও তাহাতে যোগ দিলেন। পরে পদাঘাত করিয়া মৃতদেহকে পূর্ব্বের স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। শব গড়াইয়া আমার পায়ের নিকটে আসিয়া পড়িল। বোধ হইল যেন আমার অঙ্গস্পর্শ করিল এবং রক্তবিন্দু সকল আমার বস্ত্রে লাগিল। আমি চমকিয়া সরিয়া গেলাম। নাম শুনিয়া বুঝিলাম, মৃত ব্যক্তি আমাদের নিকটস্থ এক গ্রামের যুবক জমিদার, আমার স্বামীর সহিত তাহার কিছু বিবাদ বিরোধ চলিতেছিল। হায় তাহার এই দণ্ড হইল! অকালে সে প্রাণ হারাইল। এক জন বলিল, বিশু বাবুর খুব হাতের টিপ্ আর একটু হলেই হাত ছাড়াইত, অনেক দূর ঘোড়া ছুটাইয়াছিল। ভাগ্যে আপনি সাতনলী পিস্তল উঠাইলেন। যেমন নামিল অমনি ঘোড়া হইতে ভূমিসাৎ। স্বামী বলিলেন, "আমার এ দলের সঙ্গে পারে কে?" এমন সময় অনতিদূরে পদশব্দ হইল, ক্রমে তাহা নিকটবর্ত্তী হইল, আলোকরশ্মি আসিয়া দরজার সার্সীর ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর পড়িল। স্বামী বলিলেন "এ কি! যে মাধব, (পুরাতন ভৃত্যের নাম) আমার এ ঘরে তুই ছাড়াত আর কারো আসিবার হুকুম নাই। কে আসে দেখ্।" আমি বুঝিলাম দাসী আসিতেছে। আমার ভয় দ্বিগুণ হইল। মাধবের আর যাইতে হইল না, বাহির হইতে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আলোকহস্তে দাসী

সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। স্বামী শশব্যস্তে উঠিয়া মৃত দেহ আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে আর দুই তিন জনও ঐ অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার গুপ্ত স্থান হইতে আমি দাসীর মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহার তৎকালকার সে মুখের চেহারা আমি জন্মে ভুলিব না। যেন কে তাহাকে বলিদান করিতে লইয়া যাইতেছে। আমার স্বামীকে দেখিয়া তাহার মুখ মৃতের ন্যায় পাংশুবর্ণ বিশুষ্ক হইয়া গেল। আর কিছু দেখিয়াছিল কি না জানি না, বিধাতা জানেন। বোধ হয় মৃত দেহ তাহার চক্ষে পড়িয়াছিল। যাহা হউক, সে বাহিরে কিছু প্রকাশ করিল না। স্বামী কঠিনস্বরে বলিলেন, "তোমার এখানে কি দরকার? জান না কি কাহারও এ ঘরে আসিবার হুকুম নাই?" দাসী স্থির কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে তা আমি জানি, মা ঠাকুরাণীর হুকুমে আসিয়াছি। তিনি চিঠির জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁর বাপের বাড়ীর কোন চিঠি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।" এই ভাবে কথা বলিল, যেন সে জানিত স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা চিঠি থাকে আমি ভিতরে পাঠাইয়া দিব। তুমি এখন যাও!" দাসী দীপহস্তে ফিরিল। স্বামী দ্বার অবরুদ্ধ করিলেন। তাঁহার এক সঙ্গী বলিল, "এ কি বিশু বাবু! এ ঘরে স্ত্রীলোক কেন? এখনি ত সব টের পাইত।" অপর এক জন উপহাসের স্বরে বলিল, "জান না, বিশু বাবুও যে এখন স্ত্রীলোকের দাস।" আর এক জন বলিল, "আমাদের কি ও সব পোষায়? শাস্ত্রে বলে স্ত্রীলোক সকল অনিষ্টের মূল।" স্বামী ক্রুদ্ধ ভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার পুরাতন ভৃত্য এই অবসরে বলিল "বাবু এমন হয়ে পড়েছেন, হয়ত মা ঠাকুরণকেও কোন দিন সব মনের কথা বলে বস্‌বেন।" স্বামী তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন "চুপ কর, হারামজাদা! সাম্‌লে কথা ক" ভৃত্য উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "আপনার ভালর জন্যই বল্‌ছি। তখনই বলেছিলাম মশায় আর বিয়ে করবেন না; একবার করে টের পেয়েছ। করেন ত এ ব্যবসা ছাড়ুন আমার কথা শুনেন নাই, এখন পদে পদে প্রকাশের ভয়।" দুই তিন জন বলিয়া উঠিল "মাধব ঠিক কথাই বলেছে। ও আপনার পুরাতন ভৃত্য, ও কি অন্যায় বলিতে পারে?" স্বামী কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন "দেখ মহেশ, আমি বিয়ে করেছি সত্য বটে, কিন্তু যদি আমি দেখি যে আমার স্ত্রী এ সকল ঘুণাক্ষরে টের পায়, কিম্বা টের পাইতে চায়, এই ছুরি দেখ্‌ছ ত, নিজের হাতে তার বুকে বসাইব। আমার সে স্ত্রীর কথা মনে আছেত? মনে নাই কি তার কি দশা হয়েছিল? আমি এমন মেয়ে মানুষ হই নাই যে স্ত্রীর জন্য নিজের দলের ক্ষতি করিব। তোমরা সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাক।"

পাঠিকাগণ সেই অর্দ্ধমৃত আমি, আমার

অবস্থার বিষয় কল্পনা করিয়া দেখ। এখন আর আমার সংশয় রহিল না যে স্বামী এক দল ডাকাতের সর্দ্দার। সঙ্গীরা মদ্যপান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। স্বামী এবং তাঁহার পুরাতন দাসও তাহাদের অনুসরণ করিল। দুই জন বাহক সেই অন্ধকার সোপান দিয়া মৃত দেহ লইয়া গেল।

গঙ্গা।

হে গঙ্গে! অবিরত কুল কুল শব্দে উর্ম্মিরাজী বক্ষে করিয়া নাচিতে নাচিতে তুমি কোথায় প্রবাহিত হইতেছ? কোন্ দিক হইতে আসিতেছ, কোন্ দিকে চলিয়াছ? হে স্রোতস্বতি, তোমার গতির বিরাম নাই। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে তোমার অসীম জলরাশি। হে শ্বেত সলিলা তরলা, সুন্দর-প্রবাহিনি, তোমাকে দেখিয়া মনে কত ভাবেরই উদয় হয়। তুমি সেই তুষারমণ্ডিত হিমানিশোভিত তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমালয় হইতে উদ্ভূত। হে গঙ্গে, কত দেশ, কত নগর, কত উপত্যকার নিকট দিয়া তুমি প্রবাহিত হইতেছ। তোমার পূত সলিলে কত ভূমি উর্ব্বরা হইতেছে, শস্যশালিনী হইতেছে। হে গঙ্গে, সেই পুরাকালে প্রাচীন আর্য্য ঋষি মুনিগণ তোমার সলিলে অবগাহন করিতেন, তর্পণ করিতেন, তোমাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব দেখিয়া স্তুতি বন্দনা করিতেন, বেদের পবিত্র শ্লোক সকল উচ্চারণ করিতেন। তুমি অতি পুরাতন, অথচ নিত্য নূতন। গঙ্গে! তোমার গর্ভে কত দেশ নগর অদৃশ্য হইয়াছে, তোমার তীরে কত নূতন নূতন দেশ স্থাপিত হইয়াছে এবং হইবে তাহার সংখ্যা নাই। হে গঙ্গে, বিচিত্র তোমার সৌন্দর্য্য। সুনীল আকাশতলে তুমি যখন ঊষাকালীন সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া কুল কুল শব্দে নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাও, তখন তোমার একরূপ শোভা। আবার যখন তুমি মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উচ্ছ্বসিত বক্ষে দ্রুত গতিতে চলিয়া যাও, তখন তোমার একরূপ সৌন্দর্য্য। আবার যখন তুমি প্রবল বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গরাজি তুলিয়া আস্ফালন ও গর্জ্জন করিতে করিতে মহা বেগে প্রবাহিত হও, তখন তোমার আর এক প্রকার শোভা।

হে গঙ্গে, অসংখ্য নৌকা অর্ণবযান তোমার বিশাল বক্ষে বিচরণ করিতেছে, তোমার তাহাতে শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। অক্লেশে তুমি তাহাদের ভার বহন করিতেছ। কখনও তোমার গম্ভীর ভাব, কখনও তোমার সুস্নিগ্ধ শোভা; কখনও তোমার মহিমাপূর্ণ শ্রী; সকল অবস্থাতেই তুমি নয়ন আকর্ষণ কর।

হে গঙ্গে, আর্য্যদের প্রিয় তুমি, হিন্দুর পূজনীয় তুমি, সকল ভক্ত সাধকের চিত্তরঞ্জন তুমি। তোমার সৌন্দর্য্যে তাঁহারা

সেই বিশ্বস্রষ্টার খেলা দর্শন করেন, তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য অনুভব করেন।

হে বিচিত্র রূপধারিণি মহাশক্তিশালিনী গঙ্গে, না জানি যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন তাঁহার সৌন্দর্য্য, শক্তি, ক্ষমতা কত মহান, কত বিচিত্র! তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমি বিস্মিত হই, স্তম্ভিত হই, মোহিত হই।

"ডেকে লও দয়া করে।"

ডেকে লও মোরে ওহে দয়াময়,
থাকিতে পারি না আর;
বড় শ্রান্ত প্রভু হয়েছে জীবন
বহিয়ে যাতনাভার।
দূর হতে ঠিক দেখায় জগৎ
অমিয়রাশিতে ভরা;
দূর হতে আমি ভাবিয়াছিলাম
বড়ই সুখের ধরা।
দু দিনেই গেল ফুরায়ে স্বপন
টুটিল মোহের ঘোর,
আকুল হইয়ে কাঁদিছে এখন
ব্যথিত পরাণ মোর।
তব অনুগত তোমার প্রেরিত
এসেছিল হেথা যারা;
একবার ও গো আসিয়া নিকটে
ফিরে চলে গেল তারা।
ফিরাও তাদের, বলে দাও প্রভু
ধরিয়া আমার হাতে;—
দুরবল বলে দয়া করে যেন
নিয়ে যায় মোরে সাথে।
ঘোর অন্ধকারে চলেছি বিপথে
একটু আলোক জ্বালো;
মোহে অন্ধ এই নয়ন আমার
পায় না দেখিতে আলো।
তোমার পথের যাত্রীদের সনে
চলিতাম যবে পথে;
আলোকের বাতি জ্বালিয়া তাহারা
দিয়েছিল মোর হাতে।
আধা পথে আসি প্রতিকূল বাতে
নিভিল হাতের বাতি;
এ ঘোর আঁধারে পড়েছি একাকী
কেহ নাই আর সাথী।
মোহ মরীচিকা ভুলায়ে আমায়
ফেলেছে বিপাক ঘোরে;
কোথা তুমি আছ, ওহে দয়াময়,
ডেকে লও দয়া করে।

ভগ্নীদ্বিতীয়া।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথা যিনি এ দেশে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার। তিনি কবি, তিনি প্রেমিক দয়ালু, তিনি স্বভাবের সন্তান ভাবুক এবং রসিক। এ প্রথা কোন কালে উন্মূলিত হইবার নহে; কারণ, ইহা হৃদয়ভূমি হইতে উৎপন্ন, ভাই ভগিনীর প্রাণের তারে তারে সংলগ্ন। কোমলান্তঃকরণ নারী জাতির পক্ষে ইহা বড়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রতিশোধ আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। আমাদের মনে হয়

বর্ষে বর্ষে ইহার মাধুর্য্য এবং স্বাভাবিকতা বঙ্গসমাজকে মোহিত করিতেছে। এখন অনেকে ইহা অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহা বড় উত্তম।

কিন্তু ভাই কেন ভগ্নীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইবেন না? স্ত্রীজাতির প্রতি সমাদর এ দেশে এত দিন ভালরূপ প্রচলিত ছিল না, তাই কেবল ভ্রাতৃদ্বিতীয়াই আমরা দেখিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষা এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন নারী জাতির প্রতি পুরুষের সম্মাননা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নীদ্বিতীয়া প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রার্থনীয়। নারী জাতি স্বভাবতঃ স্নেহশীলা, বিশেষতঃ সহোদর ভ্রাতার প্রতি তাহাদের ভ্রাতৃপ্রেম অতিশয় প্রবল। সন্তানের প্রতি বাৎসল্য যেমন অকৃত্রিম, ভ্রাতার প্রতিও ভালবাসা প্রাণের টান তেমনি অকৃত্রিম, কিছুতেই ইহা বিনষ্ট হয় না। কিন্তু ভাই মহাশয়রা সচরাচর ভগ্নীগণের প্রতি এরূপ স্নেহবান নহেন। বিবাহ দিয়া তাঁহারা ভগ্নীকে জন্মের মত একবারে পর করিয়া রাখেন, অন্তঃকরণ হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন। জ্ঞানী সভ্য ভাই, কেন তোমার প্রাণ এত স্নেহহীন হইল! ভগ্নীর হৃদয় কেমন কোমল একবার দেখ দেখি! তিনি পরের ঘরণী, ভিন্ন গোত্রা হইয়াও তোমাকে কি প্রাণ হইতে বিদায় দিতে পারেন? তোমার নির্দ্দয়তা ঔদাসীন্য উপেক্ষা দেখিয়াও তিনি ভাই বলিয়া কেমন কপালে ফোঁটা দিতে আসিলেন! বৎসরের মধ্যে তাহার বিনিময়ে তুমি কি করিয়া থাক? ভগ্নীর কিছু ত্রুটি পাইলে তুমি অভিমান কর, রাগ কর, এবং তাহাকে আরো তফাৎ করিয়া দেও। এই পর্য্যন্তই সম্বন্ধ।

বাস্তবিক বঙ্গের কন্যাগণ বড় দুঃখিনী। অথচ নিস্বার্থ ভাবে আত্মীয় ভ্রাতৃবর্গকে কেমন তারা ভালবাসিতে জানে! অনেকানেক প্রাচীন কুপ্রথার শাসনে তাহাদিগকে পুরুষেরা অদ্যাবধি অনেক প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। স্বামী যদি দরিদ্র হয়, কিন্তু পিতার যদি প্রচুর সম্পত্তি থাকে, তথাপি বঙ্গীয় নারী চিরদুঃখিনী। ভ্রাতৃগণ ঘোর বিলাসী বাবু, ভগ্নীর সামান্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নাই, এমন কতই দেখা যায়! কিন্তু ভগ্নীর যদি অবস্থা ভাল হয়, সে কখন ভ্রাতার দুঃখ দারিদ্র্যে উদাসীন থাকিতে পারে না। ভ্রাতৃদুঃখে তাহার প্রাণ কাঁদে।

যাই হউক, ভালবাসা বিষয়ে ভগ্নীদেরই জিৎ। তাঁহারা ভ্রাতৃপ্রেমের প্রত্যাশা না রাখিয়া নিজগুণে ভগ্নীস্নেহ চির কাল প্রদর্শন করেন। মূঢ় ভ্রাতৃগণ! তোমাদের হৃদয়ে এমন স্নেহময়ী ভগ্নীর জন্য কেন ভালবাসা চিরকাল থাকিবে না? ভগ্নীর অন্তঃকরণে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের আভাস দেখিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ এবং প্রেমবান হও। তাঁহার স্নেহের ঋণ

কিঞ্চিৎ পরিশোধ কর। তুমি উপেক্ষা করিলে যে ভাল বাসিতে ভুলে না, তাহাকে কি তোমার উপেক্ষা করা উচিত? ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভ্রাতৃসেবা এ দেশে অনেক হইয়াছে, এবং হইবে, এখন ভগ্নীসেবার কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি প্রতিষ্ঠিত হউক। পুরুষসমাজের নিকট স্ত্রী জাতির অনেক প্রাপ্য আছে; তাহা এইরূপে পরিশোধ হইতে থাকুক। আহা! এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রাচীন প্রথার ভিতর কি মধুর স্নেহই লুক্কায়িত রহিয়াছে! ইহার বিনিময়ে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে যখন ভগ্নীদ্বিতীয়া প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন জনসমাজ কি সুন্দর মূর্ত্তিই ধারণ করিবে! বিধাতা ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয়ে যে সুমধুর ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন তাহা একত্রে মিলিত হইয়া যা আনন্দময়ী জগৎপ্রসবিনীর অনন্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয়সিন্ধুতে গিয়া মিলিত হউক। ভগ্নীগণ, তোমরা এইরূপে অনন্তকাল ভাইকে ভালবাসিয়া যাও। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে চিরভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চয় করিয়া লও!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত।—কাওয়ালী।

এস আজি সবে, ভ্রাতৃপ্রেমোৎসবে, আনন্দে পূজি মায়ের চরণ।

প্রাণের সোদরে, স্নেহ সমাদরে, প্রেমভরে করি বরণ।

আহা কি মধুর এ প্রীতি, প্রিয় সহোদর প্রতি; ডাকিলে ভাই বলে, হৃদয় উথলে, প্রেমজলে ভাসে নয়ন।

ফুলমালা গলে, পরায়ে কুতূহলে, কপালে দাও প্রেমচন্দন; সাজায়ে নববাসে, পরম উল্লাসে, ভুঞ্জাও উপাদেয় ভোজন; হয়ে পুলকিত, স্নেহে বিগলিত, কর প্রেমব্রত সাধন; বরষে বরষে, দিবসে দিবসে, বাঁধ নব নব বন্ধন।

আহা কি মধুময়, প্রেমের বিনিময়, ভূতলে হয় স্বর্গ দর্শন; প্রেম আলিঙ্গনে, বাঁধি জগজনে, ভাসে চিরসুখে ভক্তগণ; এক মায়ের ছেলে, আমরা সকলে, তিনি জীবনের জীবন; ভাই ভগ্নী মিলে, প্রেমরসে গলে হও অনন্ত প্রেমে মগন।

ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মোৎসব।

(১)

দেখিয়াছি দুর্গাপূজা, মহামায়া দশভুজা আশ্বীনে অম্বিকা দেবী বাঙ্গালীর ঘরে; খেয়েছি উদর পূরি, খাজা গজা লুচি পূরী, মায়ের প্রসাদ যার গন্ধে মন হরে।

(২)

জাগিয়া সকল নিশি, বাল্যসখাসঙ্গে মিশি, শুনেছি যাত্রার গান মনের উল্লাসে; পরিয়া নূতন বাস, করি হাস্য পরিহাস, হরিয়াছি সুখে কাল বিবিধ বিলাসে।

(৩)

বাল্য কালে ছেলেখেলা, দেবীপূজা মহামেলা, ধূপ ধুনা পুষ্পগন্ধ পূজা বলিদান; সুগম্ভীর বাদ্যনাদ, শান্তিজল আশীর্ব্বাদ, আত্মীয়ের আলিঙ্গনে জুড়াইত প্রাণ।

(৪)

ইন্দ্রিয়ের সুখকর, বাহ্য দৃশ্য মনোহর, রূপ রস গন্ধ আদি যত উপচার; করিত নয়ন মন সহজেই আকর্ষণ, উথলি উঠিত হৃদে সুখপারাবার।

(৫)

ভুলি নাই সে সকল, মনে আছে অবিকল, সুন্দর সে ছবি, স্মরণেও হিয়া গলে; যখন যা প্রয়োজন, ছিল তার আয়োজন, কিন্তু চির দিন কি পুঁতুল খেলা চলে?

(৬)

তাই ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, হরিপ্রেমমকরন্দ পিয়াইলা পিপাসিত নরনারী সবে; শ্রীহরির শ্রীমন্দিরে, ভাসি চিদানন্দনীরে, ভাসাইলা ভক্তগণে মহামহোৎসবে।

(৭)

কে আছে এমন কবি, বর্ণিবে সে প্রেমচ্ছবি, স্বর্গ যেন অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে; অতীন্দ্রিয় চিদাকাশে, চিন্ময়ী জননী হাসে, কেশব তাহার পাশে ভাসে অশ্রুজলে।

(৮)

যোগভক্তিহীন যত, পাপ তাপে অভিহত, কলির কঠিন প্রাণ হিন্দুর সন্তান; নিগুণ ঈশ্বরে ভজি, সংসারে আছিল মজি, করিত আঁধারে বসি অন্ধকার পান।

(৯)

কেশব তাদের সবে, আধ্যাত্মিক মহোৎসবে, কাঁদিয়া আপনি আহা কাঁদাইলা কত; হায় সে আনন্দধাম, হৃদে জাগে অবিরাম, কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ মনে ভাবি যত।

(১০)

গৌরকান্তি কৃষ্ণ কেশ, সৌম্য মূর্ত্তি শুভ্রবেশ, বসি যোগাসনে শ্বেত বেদীর উপরে; "বল সত্য করিয়া কে, দেখেছ আমার মাকে," এই কথা সুধাইত গম্ভীর সুস্বরে।

(১১)

হৃদে হৃদে সেই ধ্বনি, উপজিয়া প্রতিধ্বনি, পশিত বিজলী যেন মরম ভেদিয়া; মোহমন্ত্রে যাদুকর, ভুলায় যেমন নর, কেশববচনে সবে উঠিত কাঁদিয়া।

(১২)

সে মৃদু গম্ভীর রবে, সঞ্জীবিত করি শবে, মাতাইয়া দিত সবে সংক্রামক বলে; তাই যত নর নারী, নিশাশেষে আওসারি, আসিত মন্দিরে মহানন্দে দলে দলে।

(১৩)

ক্ষরিত তাহাতে সুধা, নিবারিত প্রেমক্ষুধা, বহিত হৃদয়ে যেন শান্তি শত ধারে; এক ধ্যানে এক জ্ঞানে, মাতি প্রেমরসপানে দেখিত সকলে চিদানন্দ হৃদাধারে।

(১৪)

গভীর অধ্যাত্ম যোগে, নিত্যানন্দরসভোগে কাটিয়া যাইত দিন, দ্বিপ্রহর রাতি; আনন্দময়ীর রূপ, প্রেমঘন অপরূপ, নেহারিত সবে মহা মহোৎসবে মাতি।

(১৫)

নিরাকারা ভগবতী, প্রেম পুণ্যে মূর্ত্তিমতী করিয়া কেশব যবে ধরিত সম্মুখে;

ভক্তির তুলিকা দিয়া, নানা রঙ্গে সাজাইয়া,
মায়ের চরণপদ্ম আঁকি দিত বুকে ;—

(১৬)

বহিত নয়নে ধারা, কেঁদে সবে হত সারা,
ভাসিত ভক্তির জলে মন্দির তখন ;
নিরখি সে ভাবাবেশ, পাশরিয়া ভবক্লেশ,
আর্য্যকুলনারী যত করিত ক্রন্দন।

(১৭)

হায় সে সুখের স্বপ্ন, অকালে হয়েছে ভগ্ন,
তাই রে বিষণ্ণ আজ সকলের মুখ ;
আর কি আসিবে ফিরে,
সেই শোভা শ্রীমন্দিরে,
ধুয়ে যাবে প্রেমনীরে বিচ্ছেদের দুখ ?

(১৮)

হায় বিধি নিজগুণে, পাপীদের কান্না শুনে,
দেখাবে কি সেই স্বর্গ ভূতলে আবার ?
উৎসবের অবসানে, গাইব কি শেষ গানে,
"ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর ?"

সংবাদ।

আগামী শীত কালে একটী বিলাতি বিবি এখানে আসিতেছেন। তিনি বেলুনে উঠিয়া একটা ছাতা ধরিয়া উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িবেন।

মাদ্রাজ অঞ্চলে এবার অনাবৃষ্টি জন্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কাদাপা নামক বিভাগের কালেক্টর সাহেব তোপ ছুড়িয়া তাহার ধোঁয়ায় মেঘ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে বৃষ্টির জল বাহির করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পুরুষেরা যেমন অনেকে মৃতাশৌচের পরেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন, ইয়োরোপের অনেক লেডী স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেইরূপ দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়া থাকেন। মণিপুরের রেসিডেণ্ট গ্রিমউড্ সাহেবকে সে দিন মণিপুরীরা হত্যা করিল, বিবি গ্রিম উড্ সে সময় কত সাহস দেখাইলেন, তার পর বীরত্বের জন্য কুইন ভিক্টোরিয়ার নিকট "রেড্‌ক্রস্" উপাধি পাইলেন। সেই বীর নারীর সম্প্রতি আবার বিবাহ হইয়াছে। ও দেশে এমন রীতি আছে, বিবাহভঙ্গ কিম্বা অন্য কোন গুণপনা বা সাহসিকতার জন্য যে লেডীর নাম বাহির হয় তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য বড় বড় লোকেরা হাঁ করিয়া থাকে।

স্বর্ণরেণু।

যদি আপনার প্রতি নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে অন্যের বিচার করিতে পারিবে।

ভাল মন্দ উভয় কাজই সময়ে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু অভ্যাস চিরসঙ্গী। অতএব সৎ অভ্যাস উপার্জ্জন কর।

দৈহিক সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করিও না। কারণ, কিছু দিন পরে আপনার প্রতিই আমার ঘৃণা জন্মিবে। কিন্তু আন্তরিক সাধু গুণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর।

কাহারো দোষ ত্রুটি অপরাধ দেখিলে যদি তোমার প্রাণ ক্রন্দন করে, এবং তজ্জন্য কাতরহৃদয়ে যদি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি সেই দোষী ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া ভৎর্সনা করিতে পার ; নতুবা তোমার প্রদত্ত উপদেশ প্রতিহিংসা আত্মগর্ব্বের নিদর্শন। তাহাতে ক্রোধ বৃদ্ধি করিবে।

বিজ্ঞাপন।

কার এণ্ড কোম্পানীর

কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক স্বর্ণের নানা প্রকার অলঙ্কার।

২৮।১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গহনা সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। গহনাগুলির রং গিনি সোণার মত। দেখিতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও সভ্যজন-মনোনীত। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এত স্বল্প মূল্যে কিরূপে এমন সুন্দর দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কলিকাতায় উত্তম উত্তম কারিকরের হাতের বিশুদ্ধ সোনার গহনার গঠন ও আমাদের গঠনের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ১নং গহনার রং দুই বৎসর ও ২ নং গহনার রং এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। গহনাগুলিকে যেন যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করা হয়। অযতনে তৈল ও জল লাগাইলে শীঘ্র রং খারাপ হইবার সম্ভাবনা। সাবধানে রাখিতে পারিলে এমন কি ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, আমরা আমাদের পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব এবং পরম আহ্লাদিত হইব। কারণ, এ দেশের স্ত্রীলোক এবং সন্তানদিগকে নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিতে সাধারণের একান্ত ইচ্ছা। দুঃখের বিষয়, স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়া বশতঃ অনেকেরই এই মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় না ; কিন্তু এক্ষণে সে বাধা অনেকাংশে দূর হইল। ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয় ? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গহনার ফর্দ্দখানি দৃষ্টি করিয়া দেখুন।

১ নং

উৎকৃষ্ট পালনপাতা বালা ১ জোড়া ৯৲
অনন্ত অথবা আসাসোটা পাকের বালা ১ জোড়া ৮৲ ফুল বা হাঙ্গরমুখো কাঁঠালে টাপতোলা বালা ১ জোড়া ৬৲ ফুলওলা

হোগলা পাকের বালা ১ জোড়া ৬৲ হাঙ্গর-মুখো ঐ ঐ ১ জোড়া ৭৲ ড্রাগুন মুখো নিচুখোলা টোপতোলা ১ জোড়া ৮৲ ফুল ও হাঙ্গরমুখো পেঁচওলা বালা মাঝারি ১ জোড়া ৫৲ ঐ ঐ ছোট ১ জোড়া ৪৲ অনন্ত (উত্তম নকাশি করা) ১ জোড়া ৯৲ ঐ ঐ মাঝারি ঐ ৬৲ ঐ ঐ ছোট ঐ ৪৲ কপিপাতা চিক (মকমলে গাঁথান) ১ ছড়া ৫৲ অশ্বত্থপত্র চিক ঐ ঐ ৩৲ ডায়-মণ্ড কাটা চিক ঐ ঐ ৪৲ যুই ফুল ঐ ৪৲ উত্তম ফাপা তাবিজ (গালাভরা, আসল সোণার তাবিজের ন্যায় মিল, ঘুমর ও গুমটী সহ উত্তম রেশমে গাঁথা) ১ জোড়া ১০৲ তাবিজ (চওড়া সাইজ ডাইসে কাটা সাদা পুঁটে রেশমী গাঁথা) ১ জোড়া ৪৲ জশম (উত্তম রেশমে গাঁথা ঘুমরওলা পুঁটে সহিত) ১ জোড়া ৮৲ ঐ মাঝারি (সাদা পুঁটে রেশমে গাঁথা) ২৷৷০ বাজু (উত্তম নকাশি করা কবজাওলা) ১ জোড়া ১০৲ ঐ ডায়মণ্ডকাটা টোপতোলা ঐ ১ জোড়া ১৪৲ চুড়ি (ডায়মণ্ডকাটা গখরি) ১২ গাছা ২৲ ঐ ঐ বেকী ঐ ২৲ ঐ (বেলওরী) ৮ গাছা গোলাপপাতার২৲ নকাশী করা চুড়ি ৮ গাছা (চওড়া আধ-ইঞ্চি, মধ্যে খিল) ১৬৲ পীনখাড় ১ জোড়া ৪৲ পাঁচনরদানা ১ ছড়া ৪৲ সাত-নরদানা ঐ ৫৲ ইয়ারিং ১ জোড়া ৩৲ গোপহার ১ ছড়া ৩৲ গোটহার (গলার ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ১৷৷০

১নং

হেলেহাব্র ঐ ঐ ১৷৷০ দড়াহার (উৎকৃষ্ট কিরকিরে ঠোকা ফাঁশঝালা ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ৭৲ ঐ (তারে বোনানী) ১ ছড়া ৪৲ দমা অথবা হেঁসেহার ১ ছড়া ৪৲ গোট (ডায়মনকাটা খামি সহ মোটা) ১ ছড়া ৫৲ চন্দ্রহার ১ ছড়া ১২৲ চৌদানী (পাতা পাটর্ণ) ১ জোড়া ৪৲ ঐ হাফ (ঐ ১ জোড়া ৩৲ কাণ ইয়ারিং সহ উত্তম ফুলপাতার নকাশী ও কলিকা ফুলে গাঁথা উপরে প্রজাপতি আঁটা) ১ জোড়া ১০৲ ঝুমকো অতি উৎকৃষ্ট ডায়মনকাটা মুক্তার ঝুরগাঁথা ১ জোড়া ৪৲ মাকড়ী (কপি-পাতা) ১ জোড়া ১৷৷০ ঐ (ডায়মনকাটা টোপ তোলা) ১ জোড়া ১৷৷০ শিথিপাটি (ভাল ডায়মন কাটা) ১ টা ৫৲ ফুল কাঁটা [মাথার] ডায়মণ্ড কাটা টোপ তোলা ১ টা ২৲ গোলাপ ফুল (নকাশী করা) ১ টা ২৲ ফুলকাঁটা (গোল পাতা-ওয়ালা) ১ টা ১৷৷০ চিরুণী (ফুল পাতার নকাশী করা মায় হাড়ের চিরুণী আটা) ১ টা ২৲ প্রজাপতি অতি সুন্দর ডায়মন কাটা ১ টা ৩৲ ঘড়ীর চেন (খাঁটি রুপার) সোনার দ্বারা গ্যালভানাইজড করা পাতা প্যাটার্ণ ১ ছড়া ১২৲ ঐ (ঐ তারা প্যাটার্ণ) ১ ছড়া ১২৲ কেমিকেল সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ এক ছড়া ৯৲ কেনেডিয়ান সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ চেন ১ ছড়া ৮৲ ঐ শিকল ১ ছড়া ৪৲ বীজপ্যাটার্ণ চেন ঐ ৩৲ চুলের চেন ঐ ১৷৷০ কেমিকেল সোনার চেন হার ঐ ২৫৲ ব্রীজ চেন হার ৪৲ কেনেডিয়ান সোনার চেনের লকেট [উপরে কাজ করা] ১ টা ২৲ বোতাম (এনগ্রেন ভ বা প্লোজক্ করা ২৲।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা।] অগ্রহায়ণ, সন ১২৯৮। [২য় খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

গভীর নিশীথ সময়ে নগরবাসী লোক সকল নিদ্রায় অভিভূত আছে, এমন সময় বাড়ী ঘর লোক জন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া রসাতলগামী হইল, মনে করিয়া দেখ ইহা কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। সম্প্রতি জাপান দেশের একটী নগর এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে ছয় হাজার লোক মরিয়াছে, নয় হাজার আহত হইয়াছে, আর ছেয়াশি হাজার বাড়ী ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। যাঁহার রাজ্যে চক্ষের নিমেষে এইরূপ ঘটনা হয়, তাঁহার অদ্ভুত লীলা, বিপুল পরাক্রম, গভীর অভিপ্রায় ভাবিয়া স্তম্ভিত হও।

ইয়োরোপের খ্রীষ্টান সমাজে এক্ষণে "মুক্তিফৌজ" নামক সম্প্রদায়ের লোকেরা বড় জাগ্রত, জীবন্ত ভাবে কার্য্য করিতেছেন। যত অশিক্ষিত গরীব চোর মাতাল হতভাগ্য জীবদিগকে তাঁহারা ভাল করিতেছেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে তাঁহারা সাত জন মাত্র আসেন, এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যা নয় হাজার হইয়াছে। ধর্ম্মহীন এবং নীচ শ্রেণীর খ্রিষ্টীয়ানদিগকেও ইহাঁরা পুনরায় দীক্ষিত করেন। এই দলে অনেক স্ত্রীলোক প্রচারিকা আছেন। তাঁহাদের উৎসাহ, বৈরাগ্য এবং বিশ্বাসের তেজ দেখিলে ভক্তি হয়। গৈরিক বসন পরিয়া মুক্তকেশে এই নগরের পথে যিশুনাম গাইয়া তাঁহারা বিচরণ করেন। সম্প্রতি যে খ্রিষ্টীয় নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল তন্মধ্যে মুক্তি ফৌজের কয়টী সন্ন্যাসবেশধারিণী নারী মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণে অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন। মুক্তি-ফৌজের এই সকল নর নারীরা এ দেশের বেশ ভূষা ধারণ করিয়া অতি কায়-ক্লেশে দিন যাপন করেন। এমন কি, কঠোর বৈরাগ্য বশতঃ অনেকে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁদের উৎসাহ এবং বৈরাগ্য এখনকার দিনে একটী অতি বিরল সামগ্রী।

গত কার্ত্তিকের ঝড়ে আণ্ডামান দ্বীপে এক খানি জাহাজ দাঁড়ি মাঝি শুদ্ধ জল-

মগ্ন হইয়াছে। কেবল ছয় জন মাত্র জীবিত ছিল। তাহারা ভাসিতে ভাসিতে কিনারায় আসিয়া লাগে। ঝড়ে জলে শীতে মৃতপ্রায় ঐ সকল ব্যক্তিকে কয়েকটী কয়েদী স্ত্রীলোক বাঁচাইয়াছে। তাহারা উহাদের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তুফানের ভিতর নামিয়া এই বীরোচিত কার্য্য করিয়াছে।

মুক্তিফৌজের প্রধান নেতা জেনারেল বুথ অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবাসে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। ব্রিস্‌বেন নামক নগরে ত্রিশ হাজার লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাত্রি দশটার সময় রেলওয়ে ষ্টেসেনে একত্রিত হইয়াছিল। নিশান বাদ্য, মশাল লইয়া দলে দলে লোক সকল তাঁহাকে ঘেরিয়া মহা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে। দেশের রাজা সম্রাটকেও হৃদয়ের সহিত প্রজাবর্গ এত আদর করে কি না সন্দেহ। যিনি ভিখারীর বেশে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেন, শত্রুর অপমানে নির্য্যাতনে শেষ প্রাণ হারাইলেন, তাঁহার মহচ্চরিত্রের প্রভাবে আজ দুই হাজার বৎসরের পরেও এক-জন তাঁহার সামান্য দাসানুদাসের প্রতি লোকের কত সম্মান আদর দেখ! ধন্য ঈশা, ধন্য তাঁহার অনুগত ভক্তজীবন! সাধু মহাপুরুষকে জীবনাদর্শ করিয়া লইলে সামান্য মানুষও মহৎ হয়।

শোভাবাজারের রাজবাটীর ভাগিনেয় রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের পুত্র কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী মানদা দাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছেন। তাঁহার তিনটী সন্তান আছে, ছোটটী দশ মাসের। সাক্ষীদিগের কথায় এবং হতস্ত্রী আপনার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা দ্বারা বুঝা যায়, মানদা বহু দিন হইতে শাশুড়ী কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়াছিলেন। এত বড় ঘরের বউ হইয়া তিনি পিতাকে লিখিতেছেন, "আমি তিনটী ছেলের হাত ধরে সত্যিক জাতের বাড়ীতে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।" সামান্য দুধ জল-খাবারের জন্য তিনি কত কষ্ট পাইয়াছেন।

সম্প্রতি তুরস্কের রাজধানী কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে একটি আশ্চর্য্য কৃত্রিম হ্রদ বা প্রকাণ্ড জলের চৌবাচ্চা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃত্তিকার নীচে অর্থাৎ পাতালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলান ও স্তম্ভের উপর ঐ চৌবাচ্চার ছাদ। উহার পরিসর অতি বৃহৎ, জল অতি গভীর; এবং দৈর্ঘ্য কত দূর, তাহার কোন সীমা পাওয়া যায় নাই। এক জন সাহেব নৌকাযোগে ঐ কৃত্রিম হ্রদ কত দূর দীর্ঘ তাহা জানিবার জন্য যাত্রা করেন, কিন্তু আর তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। আর এক জন ভ্রমণকারী স্থূল রজ্জু দ্বারা তীরের সহিত যোগ রাখিয়া যাত্রা

করেন, তিন মাইল পর্য্যন্ত গিয়াও হ্রদের সীমা দেখিতে না পাইয়া অবশেষে তিনি ফিরিয়া আসেন। ইহা কাহার দ্বারা এবং কবে নির্ম্মিত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু নিঃসংশয় পুরাকালের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মধ্যে ইহা পরিগণিত হইতে পারে। মৃত্তিকানিম্নে এত বড় প্রকাণ্ড একটি হ্রদ খনন করা ও তাহাকে ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রাচীরে বদ্ধ করা কি সামান্য বিস্ময়কর ব্যাপার!

চিকিৎসকদের মতে মনকে প্রফুল্ল রাখা সুস্থ থাকিবার এক প্রধান উপায়। এবং মুখ প্রফুল্ল রাখা সৌন্দর্য্য রক্ষার এক প্রধান সহায়। মনের ক্লেশ ও দুশ্চিন্তায় মানুষকে শীঘ্র বৃদ্ধের ন্যায় করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে মনের সুখ ও নিশ্চিন্ততা মানুষকে বহু কাল পর্য্যন্ত তরুণ ও সরস করিয়া রাখে। যেমন অতি আমোদও ভাল নয়, তদ্রূপ অতি গাম্ভীর্য্যও অনিষ্টকর।

রোগশয্যা।

রোগশয্যা পরীক্ষার স্থান, শিক্ষার স্থল। যে অম্লান মুখে রোগযন্ত্রণা বহন করিতে পারে, সে যথার্থ বীর। রোগে স্বভাবতঃ মন তিক্ত উত্যক্ত হয়। যাহার মন ব্যাধিযাতনার ভিতরও তিক্ত হয় না সে ধন্য। রোগের মধ্যে মানুষ খুব ভাল হইতে পারে, আবার তাহার মন খুব খারাপ হইতেও পারে। যে শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও মনকে প্রকৃতিস্থ ধীর সহিষ্ণু রাখিতে শিক্ষা করে, রোগ তাহার উপকারী বন্ধু তুল্য। আর যে অধৈর্য্য বিরক্ত উত্যক্ত হইয়া আপনিও ক্লেশ পায়, নিকটস্থ সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলে, সে বড় দুর্ভাগ্য। রোগশয্যায় কে আপনার, কে পর চিনিতে পারা যায়। আত্মীয়দের যত্নের মূল্য বুঝিতে পারা যায়। স্বাস্থ্য যে কত মূল্যবান সামগ্রী তাহা জানা যায়। অন্যের যন্ত্রণার প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিতে পারা যায়। রোগশয্যায় সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারা যায়। রোগ দেহের অস্থায়ীত্ব শিক্ষা দেয়। দেহযন্ত্রের উপর মানুষের যে কোন ক্ষমতাই নাই তাহা জানাইয়া দেয়। রোগ মানুষকে আপনার সম্পূর্ণ নিঃসহায়তা বুঝিতে দেয় এবং ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয়। বিশ্বাসীর বিশ্বাস বাড়াইয়া দেয়। ইহ জীবনের অসারতা বুঝিতে দেয় এবং পরলোকের চিন্তা মনে আনিয়া দেয়। রোগ মানুষের মনে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়, আসক্তি নাশ করে। রোগশয্যা যেন আমাদের জীবনকে ভাল করিয়া ভগবানকে নিকটে আনিয়া দেয়, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শিখায়। এবং আপনার লোকদের সেবা আদর যত্ন ভালবাসার জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা দেয়।

উষার কাহিনী।

২য় অধ্যায়।

আমার স্বামী এবং তাঁহার সঙ্গিগণের পদশব্দ মিলাইয়া গেল। তথাপি আমি সংজ্ঞাশূন্য প্রায় টেবিলের নীচে পড়িয়া রহিলাম। বিশ্বস্তা দাসী আমাকে বিপদ-সময়ে ত্যাগ করে নাই। ক্ষণেক পরে অতি সাবধানে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ধীরে ধীরে পদ নিক্ষেপ করিয়া দাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। এবং মৃদুস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিল। আমি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলাম। হাত ধরিয়া সে আমাকে তুলিল। এবং দৃঢ় ভাবে বলিল, "মা, আর কি তোমার এখানে তিষ্ঠিবার ইচ্ছা আছে?" আমি ভীত কণ্ঠে বলিলাম, "না, এখান হইতে আমাকে লইয়া চল, এক দণ্ডও আর এখানে থাকিব না"। আমি তখনও থর থর করিয়া কাঁপিতে-ছিলাম। দাসী বলিল, "তবে এস মা, আমার সঙ্গে চল।" আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

প্রথমে উভয়ে অন্তঃপুরে গেলাম, তথায় দাসীর পরামর্শে পাথেয় স্বরূপ কিছু অর্থ সঙ্গে লইলাম। দাসী আমার মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া দিল এবং তাহার নিজের এক খানি সামান্য বস্ত্র আমাকে পরাইয়া দিল। সে পাড়-ওয়ালা মোটা কাপড় পরিত। হাতের বহু মূল্য বালা খুলিয়া দিয়া দুই গাছি রুলি পরাইয়া দিল। পরে আপনি দীর্ঘ কেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিল। এবং পুরু-ষের বেশ ধারণ করিল। হাতে মোটা যষ্টি লইল। আমাকে বলিল, "চল, এ পাপ-পুরী হইতে বাহির হইয়া যাই। এখন প্রাণে প্রাণে তোমাকে লইয়া যাইতে পারিলে হয়।" আমি বিনাবাক্যে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে সুসজ্জিত কক্ষস্থ বৃহৎ দর্পণে আমার মুখ প্রতিবিম্বিত হইল। আমার মুখ আমি আপনি চিনিতে পারি-লাম না। দেখিলাম আমার সেই ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ এক রজনীর বিভীষিকা ও লোমহর্ষণ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া বৃদ্ধা রমণীর ন্যায় শুক্ল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি বিস্মিত হইলাম। কিন্তু এ কথা ভাবিবার সময় তখন ছিল না। শশব্যস্তে দাসীর অনুসরণ করিলাম। ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত দ্রুত বহিতেছিল। কম্পিত পদ নিক্ষেপে অন্তঃপুরের উঠান দিয়া খিড়্কী দ্বার খুলিয়া উভয়ে বাহিরে পদার্পণ করিলাম।

কোথায় যাইব? চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। বাটীর বাহির হইয়া আমার একটু সাহস হইল। দাসীকে বলিলাম, "দাসী, আজ হইতে তুই আমার মা। আমার ইহ পরকাল রক্ষা পাইল। এখন কোথায় যাই বল্? কিরূপে খুনীদের হাত হইতে রক্ষা পাই?" দাসী বলিল, "ভয় নাই মা, ভগবানকে ডাক. তিনি একটা উপায় করে দেবেন।" আমরা উভয়ে তখন সাহসে বুক বাঁধিয়া কিছু দূর চলি-লাম। কিছু দূর যাইতে না যাইতে পূর্ব্ব আকাশে উষার আলোক দেখা দিল। তখন আর অগ্রসর হওয়া নিরা-পদ বোধ হইল না। প্রকাশের সম্ভা-বনা। সম্মুখে একটি দরিদ্র কৃষকের গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহার পশ্চাতে গোগণের আহারার্থ একটি ঘরে ২।৩ টা বিচালির গাদা পড়িয়া ছিল। আমরা দুই জনে সেই খড়ের গাদার ভিতর লুকা-ইলাম। ভালই করিয়াছিলাম।

এক ঘণ্টা পরেই সভয়ে দেখিলাম, স্বামী স্বয়ং অশ্বারোহণে সেই গৃহের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভৃত্য মাধব। কৃষকগৃহের সম্মুখে স্বামী অশ্ব থামাইলেন। শশব্যস্তে কৃষকপত্নী বাহির হইয়া আসিল। কৃষক বাড়ী নাই। স্বামীকে গ্রামের সকলেই ভয় করে। স্বামী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "আমার বাড়ী হইতে এক জন দাসী অনেক মূল্য-বান দ্রব্য চুরি করিয়া পলাইয়াছে, সে কি তোদের এই দিকে আসি-য়াছিল?" কৃষকপত্নী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না হুজুর, এ দিকে কেহ আসে নাই। আপনি বরং বাড়ী তল্লাস করুন!" মাধব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণ করিয়া বিফল হইয়া বাহিরে গেল। খড়ের গাদার নিকটেও একবার আসিয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের কোন চিহ্ন পাইল না।

সমস্ত দিন আমরা খড়ের গাদার পাশে লুকাইয়া রহিলাম, সন্ধ্যার সময় আবার তথা হইতে যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে একটি সরাই পাইলাম। তথায় ট্রেনের যাত্রিগণ আহার বিশ্রামাদি জন্য অবস্থান করে। সরাইয়ে গিয়া দেখিলাম, ভিতরে বিস্তর লোক, বড় গোল মাল। সরাইয়ের অধ্যক্ষ বলিল, "আর স্থান নাই। আস্তাবোলে থাকিবে?" তাহাই যথেষ্ট। দাসী বলিল, "আমা-দের মত সামান্য লোকের যেখানে হয় একটু জায়গা হলেই হইবে।" এই বলিয়া আমরা উভয়ে আস্তাবোলের পশ্চাতে একটু স্থান ছিল তাহাতে আশ্রয় লইলাম। সমস্ত রাত্রি সেখানে কাটাইয়া প্রাতের ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিব। পাঁচ জন যাত্রীর মুখে শুনিলাম যে এক জন ধনীর কন্যা একটি দাসী ও দুই একটি ভৃত্য সহ শ্বশুরালয় যাত্রা করিয়া ঐ সরাইয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। অতি প্রত্যুষে ভয়ানক গোল-যোগ কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি ভয়ে বড় একটা বাহির হই না, দাসী বাহিরে সংবাদ লইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, রাত্রে ঐ সরাইয়ে ভয়া-নক খুন হইয়া গিয়াছে। সেই ধনীর কন্যা ও তাহার দাসীকে কে বক্ষে আমূল ছোরা বসাইয়া হত্যা করিয়াছে। নিকটস্থ থানা হইতে পুলিসের লোক আসিয়াছে, সরাই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সরাই অধ্যক্ষ হায় হায় করিতেছে। বলিতেছে, এমন কাণ্ড তাহার গৃহে কখনও হয় নাই।

অনেক অনুসন্ধানের পর প্রকাশ হইল যে, গত রজনীতে এক জন অশ্বারোহী

ভদ্র লোক সরাইয়ের নিকট আসিয়া এক জন ভৃত্যকে আগত ধনীর কন্যা ও তাহার দাসীর বিষয় অনেক প্রশ্ন করিয়াছিল; তাহারা কোন্ ঘরে রাত্রিবাস করিবে তাহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল। সকলেরই সন্দেহ হইল, উক্ত অশ্বারোহীর কোন অভিসন্ধি ছিল এবং সে ব্যক্তিই ঐ হত্যার কারণ। ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি যে আমার স্বামী তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। এবং তিনি যে আমাদের অন্বেষণেই আসিয়াছিলেন এবং আমাকে মনে করিয়া ঐ নির্দ্দোষী যুবতীকে হত্যা করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। শুনিলাম যে ছোরা খানি যুবতীর বক্ষে বিদ্ধ ছিল, তাহাতে সংস্কৃত অক্ষরে "প্রতিশোধ" এই কথাটি খোদিত ছিল।

আমি দাসীর মুখে সমস্ত শুনিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলাম। দাসীকে বলিলাম, "তুমি আমাকে এখানে ফেলিয়া যাও, আমার কপালে যা আছে তাই হইবে।" দাসী আমাকে ধমক দিয়া বলিল, "অত ভয় পাইলে হইবে না। ডাকাতের হাতে পড়িতে চাও?" সরাইয়ে শুনা গেল যে ডাকাতের সর্দ্দার কে এক জন জমিদার আছে। অনেকে সন্দেহ করিলেও প্রমাণাভাবে কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। ছদ্ম বেশ ধরিয়া ও নাম ভাঁড়াইয়া সে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। তাহার দল প্রসন্ন বাবুর দল বলিয়া খ্যাত। মাঝিরা তাহার নামে ভয়ে কাঁপে। ঐ সকল অঞ্চলের লোকেরা তাহার নাম পর্য্যন্তও মুখে আনে না। এই সকল কথা পাঁচ জনের মুখে আমরা শুনিলাম। খুনের পর সরাইয়ের সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, ইহা প্রসন্ন ডাকাতের দলের কাজ।

তৎকালে যশোহর জেলায় এমন কি বরিশাল, ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ঐ দস্যুদলের অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীরা কাঁপিত। পুলিস অনেক অনুসন্ধান করে, কোন সন্ধান পায় না। অনেকে বলে, সন্ধান পাইয়াও প্রাণভয়ে এবং অর্থলোভে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে জানায় না। বরিশাল বাখরগঞ্জ অঞ্চলের সমুদয় নদীতে পর্য্যন্ত ঐ সকল দস্যুর অত্যাচার। কত লোক ধন প্রাণে নষ্ট হইয়াছে।"

সে দিন পুলিসের হেঙ্গামায় আর কলিকাতায় যাত্রা করা হইল না। পর দিন সরাই অধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া আমরা ট্রেণযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। স্বামীর দেশের সম্পর্ক ছাড়িয়া আমার প্রাণ একটু নিশ্চিন্ত হইল। কলিকাতায় একটি সামান্য বাটী ভাড়া করিয়া আমরা রহিলাম। আমি কখনও গৃহের বাহিরে যাইতাম না। দাসী ফল মূলের ব্যবসায় আরম্ভ করিল। তাহা দ্বারা এবং সঙ্গে আমি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়াছিলাম তাহাতে কোন রূপে ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। দাসীর ঋণ আমি কখনও শোধ করিতে পারিব না। সে

মাতার ন্যায় যত্নে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এক মাসের মধ্যে আমার একটি পুত্র জন্মিল। সন্তানের মুখ দেখিয়া আমার হর্ষ বিষাদ উভয়ই হইল। ভাবিলাম, "হায়, ইহার পিতা কি? কে? কেন আমার সন্তান হইল?" সন্তান জন্মিবার পর আমার অত্যন্ত পীড়া হইল, তাহাতে আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন প্রায় হইল। পীড়া আরোগ্যের পর এক দিন আমি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দ্বারা রাজপথ দেখিতেছি, হঠাৎ দেখিলাম আমার স্বামী ঐ পথ দিয়া যাইতেছেন। তিনি দৈবাৎ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন। আমার চক্ষুর সহিত তাঁহার চক্ষু মিলিল, আমি মহা ভীত হইয়া গবাক্ষের নিকট হইতে পলায়ন করিলাম। ভয়ের কোন কারণ ছিল না। স্বামী আমাকে চিনিতেও পারেন নাই। পীড়া এবং সেই রজনীর ভয়ে আমার আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। যাহা-হউক, সেই হইতে ভয়ে আমি গবাক্ষ-সমীপেও আর যাইতাম না। আমি যেন জীবন্তে সমাধিস্থ তুল্য হইলাম। তিন চারি বৎসর পৃথিবীর সহিত আমার যেন আর কোন সম্পর্ক রহিল না। তাহাতে আমার দুঃখ নাই। পুত্রটি লইয়া গৃহ-মধ্যে দিনপাত করিতে লাগিলাম। কেবল অনেক সময় স্নেহময় ভ্রাতার জন্য প্রাণ কাঁদে। ইচ্ছা হয় তাঁহার নিকট গিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাই। স্বামীর ভয়ে তাহাও পারি না।

তিন চারি বৎসর গত হইল, এক দিন দাসী বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট বসিল। পরে আমার পুত্র চারুকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "মা, একটা কথা বলিব, স্থির হয়ে শুনিতে পারিবে কি?" আমার মুখ বিশুষ্ক হইয়া গেল। সভয়ে বলিলাম, "কি?" দাসী বলিল, "মা, আর তোমার ভয়ের কারণ নাই। শুনিয়া আসিলাম, প্রসন্ন ডাকাতের দলের অনেক গুলি লোক ধরা পড়িয়াছে, তার মধ্যে তোমার স্বামীও একজন; তিনিই তাদের সর্দ্দার সেই প্রসন্ন বাবু।" আমার বক্ষের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিলাম, "কে ধরিল"? দাসী বলিল, "অনেক ডাকাতি করিয়াছিলেন। শেষে সেই জমিদারের ছেলেটিকে এবং কলিকাতার দীন বাবুর বৌকে খুন করাতে তারা পুলিসকে দিয়ে অনেক খানা তল্লাসী করে, শেষে খুন প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুনিলাম, তাদেরই দলের এক জন লোক ধরাইয়া দিয়েছে। পাপের সঙ্গী এই রকমই হয়। সকলেরই ফাঁসি হবে।" আমি আর শুনিলাম না, সেই খানে বসিয়া পড়িলাম। তখন আমার মনে কেবল এই ভাবই হইতে লাগিল, পৃথিবীতে পাপের শাস্তি হইল, ভগবান এখন আমার পুত্রের পিতাকে যেন ক্ষমা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দাসী ও শিশু পুত্রসহ

গৃহে চলিলাম। গিয়া শুনিলাম, ভ্রাতার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে! আমাকে পাইয়া তিনি মহা সুখী হইলেন। কিন্তু আমার স্বামী বিয়োগের কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে যখন আমি সকল খুলিয়া বলিলাম, না জানিয়া কেন আমার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আপনাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দিদি, আজ হইতে এই ঘরই তোমার ঘর, আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার, এবং তোমার পুত্রের। আমার সন্তানাদি নাই, স্ত্রীর অকালে বিয়োগ হইয়াছে। তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ, ভগবান করুন আর যেন তোমায় ক্লেশ পাইতে না হয়। তুমি এ বাটীর লক্ষ্মী, ইহার কর্ত্রী হইয়া থাক।" ভ্রাতার গৃহে আমি অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিলাম। আমার ভ্রাতা পরম-যত্নে চারুকে পালন করিতে লাগিলেন। দাসীও মাতৃ তুল্য যত্ন করিতে লাগিল। প্রতিবাসী সকলে অকালে আমার পক্ক-কেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। আমিও সেই ভীষণ রজনীর স্মৃতি জীবনে ভুলি-লাম না।

রাজমহল।

রাজমহল রেলওয়েযোগে কলিকাতা হইতে নয় ঘণ্টার পথ। দ্বিপ্রহর আড়াই টার সময় ছাড়িলে সেখানে রাত্রি ১১টার পর পৌঁছান যায়। রাজমহলের এক ষ্টেশন ব্যবধানে তিন পাহাড় নামক স্থান, পর্ব্বতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন চূড়া পরস্পরের অতি নিকটে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, দেখিতে সুন্দর। তিন পাহাড়ের একটি ষ্টেশন পরেই রাজমহল। ইহা নবাবগণের একটি পুরাতন কীর্ত্তির স্থান। এখনও প্রকাণ্ড দুর্গের ভগ্নাবশেষ গঙ্গা সৈকতে বিরাজিত। এই স্থানেই নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা ধৃত এবং ইংরাজহস্তে অর্পিত হয়েন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান নবাবগণের লুপ্ত প্রায় গৌরব চিরদিনের মত বৃটিস সিংহের পদদলিত হইল। রাজমহলে সুন্দর প্রবাহিণী গঙ্গার অতি বিচিত্র শোভা। সে গঙ্গার আর আমাদের কলিকাতার ক্ষীণকায়া গঙ্গার অনেক প্রভেদ। সে বিশাল গঙ্গা দেখিলে যথার্থই হিমালয়সম্ভূতা পর্ব্বতদুহিতা মনে হয়। মহা গৌরবে মহা প্রভাবে নাচিতে নাচিতে মহাসাগরের পানে চলিয়াছে। এ গঙ্গাকে ইংরাজ বাঁধিয়াছে। ইহার বক্ষে অগণ্য অর্ণবপোতে নৌযান ভাসাইয়াছে। ইহার তরল সলিল পঙ্কিল হইয়াছে, স্রোতের গতি ক্ষীণ হইয়াছে। সে মুক্ত গঙ্গা, এ রুদ্ধ গঙ্গা। যখন ফিরিয়া আসিলাম, গঙ্গাকে দেখিয়া ভাবিলাম, "হায় গঙ্গে, তুমিই কি সেই গঙ্গা। যাহার অতি বিশাল জলরাশি, স্রোতের মহাগতি তর্জ্জন গর্জ্জন আস্ফালন দেখিয়া প্রাণে ভয় বিস্ময় যুগপৎ উদয় হয়। ইংরাজ তোমাকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে, তোমার প্রশস্ত

কায়া ক্ষীণকৃশ করিয়াছে। তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে। রাজমহলের গঙ্গা দিগন্ত স্পর্শ করিয়াছে, সুনীল আকাশ চুম্বন করিতেছে। আমরা যেখানে ছিলাম সেটি নবাবদিগের পুরাতন দুর্গের ভগ্নাব-শেষ। উহার নিম্নে এখনো দুর্গের প্রকোষ্ঠ সকল বিরাজিত। তাহা এখন অযত্নে রক্ষিত। যেখানে নবাবগণের শস্ত্রধারী সৈনিকগণ থাকিত, এখন তাহা চামচিকা ইন্দুরের আবাস স্থান হইয়াছে। তাহার উপর রেলওয়ে কোম্পানী দিব্য প্রশস্ত সোপানশ্রেণীশোভিত দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। দুর্গের ভগ্ন অংশ সকল স্থানে স্থানে স্তূপাকারে গঙ্গাগর্ভে অর্দ্ধ মগ্ন রহিয়াছে; তাহাদের কিয়দংশ জলমধ্য হইতে দেখা যাইতেছে, এবং মনুষ্যকে সকল দ্রব্যের অস্থায়ীত্ব এবং অনিত্যতার বিষয় শিক্ষা দিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, দুর্গের অধিকাংশ গঙ্গাস্রোতে ধৌত হইতে হইতে তন্মধ্যে বিলোপ হইয়াছে। কালে অবশিষ্ট অংশও হয়ত তদ্রূপ দশা প্রাপ্ত হইবে। ঐ দুর্গ ভিন্ন রাজমহলে আর একটি বৃহৎ মসজিদ আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি সিংহদ্বার দুর্গের অনতি দূরে বর্ত্তমান, তাহা এখন ভিক্ষুক দরিদ্রগণের বিশ্রামস্থলে পরি-ণত হইয়াছে। পূর্ব্বে হয়ত নবাবগণ তথায় বসিয়া সায়ংসমীরণ সেবন করিতেন। দুর্গের অন্য দিকে প্রস্তর-গঠিত ঘরমধ্যে একটি প্রশস্ত ইঁদারা। তাহার জল এক কালে নবাব-গণের জন্য ব্যবহৃত হইত। এখন তাহারও দুর্দ্দশা হইয়াছে, জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেহ আর ব্যবহার করে না।

এই দুর্গ সম্বন্ধে একটি গল্প শ্রুত হইল। তাহা কত দূর সত্য বলা যায় না। কথিত আছে, যখন প্রথমে রেলওয়ে কোম্পানী হইতে রাজমহলে রাস্তা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে লোক প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে এক জন উক্ত দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একটি গুপ্ত দ্বার ও সুড়ঙ্গ দেখিতে পায়, এবং তদ্দ্বারা পাতালে প্রবেশ করে। তথায় ইষ্টক প্রস্তর গ্রথিত প্রকাণ্ড গৃহমধ্যে দেখিল এক জন ফকীর দীপ জ্বালিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ধন রত্ন টাকা মোহর দ্বারা গৃহ পূর্ণ রহিয়াছে। আগন্তুককে সে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও? যদি কিছু অর্থ চাও, লইয়া যাও। যাহা দেখিলে বাহিরের কাহাকেও বলিবে না। এই সকল ধনরত্ন নবাবগণের সম্পত্তি আমি পাহারা দিতেছি। কিন্তু যদি তুমি এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ কর, তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণ নাশ হইবে"। রেলওয়ে কোম্পানির লোক বলিল, "আমার অর্থে প্রয়োজন নাই, আমি এখানকার তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।" সে ফিরিয়া উপরে আসিল, ফকীরের কথানুসারে সে প্রথমে কিছু বলিতে চাহে নাই; পরে অনেক জিজ্ঞাসার পর গুপ্ত পুরীর কথা প্রকাশ করিল। কথিত আছে, সে জন্য তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহার

পর আর কেহই সুড়ঙ্গ দিয়া নীচে যাইতে পারে নাই, পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে রেলওয়ে কোম্পানি সুড়ঙ্গ দ্বার গাঁথিয়া একবারে অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঐ দুর্গের ভগ্নাবশেষ ক্রয় করিয়া তদুপরি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড এবং ষ্টেশনের অতি নিকটে, চারিদিকে বৃহৎ কম্পাউণ্ড, নানা জাতীয় বৃক্ষ তন্মধ্যে শোভিত। বাড়ীর পার্শ্বে মাজিষ্ট্রেটের কাছারি, দুই দিকে স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিত। নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে এখন কেবল সেই নদীমগ্ন ভগ্ন স্তূপ কয়েকটি, অযত্নে রক্ষিত দুর্গের প্রকোষ্ঠ ও ইঁদারা পড়িয়া আছে। মনুষ্যের সকল কীর্ত্তিকলাপেরই এইরূপ অবসান হইয়া থাকে।

রাজমহল শীতসমাগমে স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাত। এখানে দধি দুগ্ধ মৎস্য বেশ সস্তা, বিশেষতঃ মৎস্য বহু পরিমাণে ও অত্যন্ত স্বল্প মুল্যে পাওয়া যায়। তরকারিও মন্দ নহে, আলু ভিন্ন সকল প্রকার তরকারি পাওয়া যায়। চাল ডাল আটা ঘৃত তৈল সকলি পাওয়া যায়। মিষ্টান্ন নানা প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। একটি মন্দির আছে সেখানে সমারোহে পূজাদি হয়। তদুপলক্ষে একটি মেলা হয়। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অধিকাংশই সাঁওতাল। তাহারা পূজার সময় স্থানে স্থানে নৃত্য গীত আমোদ করিয়া বেড়ায়। ছোট ছোট পান্‌সি করিয়া গঙ্গাবক্ষে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করে। তাহাদের গান যত আমোদপ্রকাশক, তত শ্রুতি মধুর নহে। অন্য অধিবাসীদের ভাষা পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালি জাতির মাঝা-মাঝি। রাজমহলে প্রকৃতির অতি সুন্দর শোভা বোধ হইল।

শাশুড়ীর অত্যাচার।

এ দেশে হিন্দু পরিবার মধ্যে বধূর প্রতি শাশুড়ীর অত্যাচার উৎপীড়ন শাসন এবং তর্জ্জন গর্জ্জন একটী চিরপ্রসিদ্ধ প্রথা। ইদানীং তাহা প্রায় রহিত হইয়াছে, অন্ততঃ শিক্ষিত সভ্য ভদ্র পরিবারে আর তাহা নাই, এইরূপ আমাদের সংস্কার ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি শোভা বাজারের রাজপরিবারের আত্মীয়গণের ভিতরে যে একটী আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার আমূল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের পুত্রবধূ তাঁহার শাশুড়ী কর্ত্তৃক গত তের বৎসর কাল যেরূপ অত্যাচরিত হইয়া আসিয়াছেন, উক্ত পরিবারস্থ দাসীদিগের মুখের সাক্ষ্যতে তাহার বিবরণ বিচারকের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

সরস্বতী দাসী বলিতেছে, "আমি মানদার পিতৃগৃহে চাকরী করিতাম। প্রতি

দিন মানদাকে দেখিতাম। সে আমার নিকট শাশুড়ীর অন্যায় আচরণের কথা বলিত। তাহার বিবাহ পিতৃভবনের তের বৎসর কাল ক্রমাগত এইরূপ অত্যাচার হইয়া আসিয়াছে। শাশুড়ী তাহাকে খাইতে দিত না, এবং কেবলই দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত। মৃত্যুর দিবসে মা আমাকে ডাকিয়া পাঠায় এবং বলে, আমি তাহার ছেলের জন্য কিছু মিষ্টান্ন দিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া শাশুড়ী তাহাকে পুনরায় বকিয়াছে। লুকাইয়া সে খাবার সামগ্রী অন্যের নিকট লয় ইহা শুনিয়া সে দিন শাশুড়ী, তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, এবং বলে, বাড়ীর খাবার খাইয়া তোমার পেট ভরে না? এমন রাক্ষুসে খিদে? পেটে আগুন লাগুক! গলায় দড়ি! তুই বিষ খেয়ে মরে যা! এইরূপ তীব্র ভৎর্সনা খাইয়া মানদা কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং পিতা এবং স্বামীকে পত্র লিখিল। মানদার দুঃখ শুনিয়া তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে টাকা পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু তাহার সেই টাকা এবং কাপড়ের তোরঙ্গ শাশুড়ীর ঘরে থাকিত। শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে ইচ্ছামত সে কোন কাপড় পরিতে পারিত না। পরিধানের বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্র তাহার অধিকারে থাকিত না। পিতা এক তোরঙ্গ কাপড় দিয়াছিলেন, তাহাও শেষ শাশুড়ীর গৃহে নীত হয়। বধূ তথায় স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে পারিত না। ঘরে কুলুপ বন্ধ থাকিত। আপনার পিতৃদত্ত অর্থ এবং বস্ত্র ব্যবহার করিতে না পাইয়া শেষে সে কাঁদিতে আরম্ভ করে, এবং আমাকে দুইটী টাকা ধার করিয়া আনিতে বলে। পর দিন আমি দুই টাকা ধার করিয়া আনিয়া দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম।"

দাসীর এই সকল কথা শুনিলে এবং মানদার দুঃখপূর্ণ পত্র পড়িলে এমন পাষাণ হৃদয় নাই, যাহার চক্ষে জল না আসে। বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ বলিয়াছে, শাশুড়ীর আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল। মানদা তাহাকে এক বার এক টাকার আফিং কিনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু সে তাহা শুনে নাই।

আমরা এই সকল কথা শুনিয়া আরো বিস্মিত হই, যে স্বামী এ কাল পর্য্যন্ত কেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই? সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের গৃহে এমন দুর্ঘটনা হইল, ইহা আমাদের জাতীয় অপমান ও লজ্জার বিষয়। এক জন অন্তঃপুরবাসিনী কুল বধূর কত সহিষ্ণুতা এবং পরিণত বয়স্কা এক জন গৃহকর্ত্রীর তাহার উপর কত দূর একাধিপত্য এবং নির্দ্দয়তা তাহা এই ঘটনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ বিচারকগণের হাতে, কিন্তু সাক্ষীর মুখে যে সব কথা বাহির হইয়াছে, তাহার কিছু অংশও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ জন্য

কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। কত কত ভদ্র পরিবারে গোপনে এখনো এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সময় আসিতেছে এবং আসিয়াছে, যখন বধূরা শাশুড়ীর এ প্রকার অন্যায় আধিপত্য আর সহ্য করিবে না। এক্ষণে যাঁহারা বধূ আছেন, তাঁহারা এক দিন শাশুড়ী হইবেন। তাঁহারা যদি আপনাদের শ্বশ্রূগণের কৃত এই মহা অপরাধের পরিবর্ত্তে ভাবীপুত্র-বধূগণের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলেই গুরুজনদিগের এই পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের বধূমাতাদিগকে দয়াবতী স্নেহময়ী অগর্ব্বিত উৎকৃষ্ট শাশুড়ী করিবার জন্যই ঐ সকল অত্যাচার শাসন উৎপীড়ন এ দেশে অদ্যাবধি অবস্থিতি করিতেছে এবং পূর্ব্ব কালের অশিক্ষিতা শাশুড়ীর কদর্য্য রূপ রাক্ষস মূর্ত্তি দেখাইতেছে।

গোঁসাই তুলসী দাস।

গোঁসাই শ্রীতুলসীদাসের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পশ্চিমোত্তর দেশীয় হরিভক্ত সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর কবিত্ব শক্তি অতি উচ্চ দরের ছিল। হিন্দী ভাষাতে ত তুলসীদাসের সুললিত কবিতাবলী অদ্যাবধি অতুলনীয়ই রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ছাড়া আর কোনও ভারতীয় ভাষাতে এতাদৃশ সুমধুর কবিতা কেহই রচনা করিতে পারেন নাই এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার অনুপম রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যত তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, তুলসীর উপমাদি অলঙ্কারের ছটা, কালী এসর উপমা হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। আবার বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যসমূহে গভীর ভাবাত্মক যে সমস্ত অমূল্য প্রেমাদি রসের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্ত কবি তুলসী দাসের প্রতি পংক্তিতে তাহার প্রাচুর্য্য দেখিয়া পাঠকের মন মাতিয়া উঠে। বঙ্গদেশের কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মহাপুরুষের নাম পরিচিত; কিন্তু বিহার, উত্তর পশ্চিম ও যে যে দেশে হিন্দী ভাষা কথিত হয়, সেই সকল স্থানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকটেই তুলসী চিরপরিচিত ও প্রাতঃস্মরণীয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ ভগবদ্ভক্ত কবির রীতিমত জীবনচরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তমাল ও অপরাপর অলৌকিক আখ্যায়িকাপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এবং জনপ্রবাদ হইতে যত দূর সংকলন করিতে পারা গিয়াছে, অদ্য পরিচারিকার পাঠক পাঠিকাদিগকে সেই টুকু উপহার দিতেছি। ভরসা করি, তাহার পাঠে অনেকেই ব্যর্থশ্রম বিবেচনা করিবেন না।

অন্তর্বেদীর অন্তঃপাতী তরী নামক

গ্রামে * শুক্ল ঔপাধিক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের গৃহে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে সাংসারিক কষ্টাদি ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে তিনি কাশীর রাজার মন্ত্রী হইয়া বারাণসীতে বাস করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি কিছু দিনের জন্য সাংসারিক সুখ ভোগে কালাতিপাত করেন। এই সময়ে তুলসীর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। তুলসী দাস স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এমন কি, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না। অবশেষে এই স্ত্রীই প্রকারান্তরে গোঁসাইজীর বৈরাগ্যের কারণস্বরূপা হইয়াছিলেন।

গৃহিণী এক দিবস স্বামীর অনুপস্থিত কালে তাঁহাকে না বলিয়া স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করেন। তুলসী বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে গৃহ শূন্য, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তিনি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, তিনি কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া স্বীয় পিতৃগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রণয়িনীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, তুলসীদাস তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভারতকুলনারীর স্বভাবোচিত লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহাকে একাকী পাইয়া—"এক দিনও স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না! অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে হয়! ছিঃ!" এই বলিয়া অনেক নিন্দা ও ভৎর্সনা করিলেন। তিনি কহিলেন:—

১ লাজ ন লাগত আপুকো,
ধৌরে আয়েহু সাথ,
২ ধিক্ ধিক্ অস্ প্রেমকো,
কহা কহৌ সৈ নাথ।
৩ অস্থি চর্ম্মময় দেহ মম,
তামো জৈসী প্রীতি,
৪ তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ,
হোত ন তও ভবভীতি॥

১ লজ্জা নাই আপনার, দৌড়িয়াছ সাথ,
২ ধিক ধিক হেন প্রেমে, কি কহিব নাথ।
৩ অস্থি চর্ম্মময় দেহ হয় হে আমার,
তাহাতে যেরূপ প্রেম দেখি হে তোমার;
৪ সেরূপ শ্রীরামে যদি হইত হে প্রীতি,
কখনই থাকিত না তবে ভবভীতি।

---

* পণ্ডিতবর স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে তুলসীদাসের জন্মস্থান চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী রাজপুর গ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র সকল স্থলেই এই প্রবন্ধলিখিত গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীর মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাসের চৈতন্য হইল। তত্ত্বজ্ঞানের হুতাশন এককালে হৃদয়ের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বালয়া উঠিল। "তুমি যথার্থ বলিয়াছ" সহধর্ম্মিণীকে এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় চলিলেন? তরী গ্রামে স্বীয়গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে কি তিনি প্রণয়িণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন? স্বামীর আকার প্রকার দেখিয়া পতিব্রতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে তিনি সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন। আর কি করেন, ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "ফিরিয়া আইস! ফিরিয়া আইস! আমি অন্যায় বলিয়াছি। আইস, আহারাদি করিয়া দুই জনে একত্র হইয়া আপনাদের গৃহে ফিরিয়া যাই।" কিন্তু তুলসীর চিদাকাশে প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, অবলা কামিনীর সান্ত্বনা বাক্যরূপ তালবৃন্তের মৃদু বায়ুর হিল্লোল তাহাতে অনুভূত হইবে কেমন করিয়া? হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত,স্ত্রীলোকের সাংসারিক সুখব্যঞ্জক প্রলোভন বচনে তাঁহার কি করিবে?

অনন্তর তুলসীদাস গৃহ সংসার ও স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তবৎসল, সর্ব্বগুণাভিরাম ভুবনমোহন শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে হিন্দুধর্ম্মালম্বীদিগের নিয়মানুসারে তিনি প্রথম দিন উপবাসী থাকিয়া রাম লক্ষ্মণাদি দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেড়াইলেন। সমস্ত দিন অনাহারে ভ্রমণ করিয়া এবং ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তত্ত্ব কথা সকল আলোচনা করিতে করিতে রাত্রিকালে নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার পিতা তুলসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! তুমি সর্ব্বদুঃখহারী ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী ব্রহ্মরূপী শ্রীরামচন্দ্রের নাম সাধন কর।" প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তুলসীদাস সরযুতে স্নান করিয়া আসিলেন,এবং একান্ত মনে সুখাসীন ও নিমীলিত নেত্র হইয়া অনবরত রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জন বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে এক গাছি তুলসীর মালা দিয়া উহার সাহায্যে জপ করিতে উপদেশ করিলেন। পরে কিছু দিন অযোধ্যায় বাস করিয়া গোঁসাইজী পুনরায় বারাণসী নগরে প্রস্থান করেন।

কাশীর প্রান্তে অসীঘাটের উপর বালার্ক কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। উহার সমীপে তুলসী দাসের আশ্রম অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে গঙ্গাতীরে একটী মঠ দৃষ্ট হয়। উহার মধ্যে হনূমানের মূর্ত্তি ও তুলসী দাসের ভজন সাধন করিবার চিহ্ন সমুদায় এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গঙ্গার এই ঘাটটী তুলসীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, তুলসীদাস জীবিতাবস্থায় এই স্থানে বাস করিতেন। যাচ্ঞা

না করিয়া যাহা অনায়াসে পাইতেন, তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন এবং বাল্মিকী রামায়ণ পাঠ ও রাম চরিত্রের আলোচনা করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। ইহাও জানিতে পারা যায় যে, কিছু দিনের জন্য তিনি সোরণ নামক গ্রামে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তুলসী দাসের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি অতি উচ্চ দরের পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন কালীয় বিদ্যালোচনার প্রধান স্থান কাশীধামে সজ্জনসমূহের সংসর্গে থাকিয়া ভগবানের কৃপায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিবার তাঁহার বিলক্ষণ সামর্থ্য জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরারাধনা ও প্রেমের সহিত রামায়ণ পাঠ করিয়া গোঁসাইজী কালক্ষেপণ করিতেন। এক দিন রাত্রিকালে স্বপ্নে অবলোকন করিলেন, যেন নবদুর্ব্বাদলশ্যাম দাসরথী রামচন্দ্র ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশ করিতেছেন, "তুমি হিন্দী ভাষায় রামায়ণ রচনা কর।" তুলসী দাস প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিন হইতে রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহারই কৃপায় উপযুক্ত সময়ে উহা সমাপন করিলেন। এই রামায়ণই তুলসী দাসের প্রধান স্মৃতি চিহ্ন। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় শকের ১৬৩১ সালে তিনি এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ণ করিতে আরম্ভ করেন। রামায়ণ ভিন্ন গোঁসাই তুলসীদাস রামগুণাবলী, গীতাবলী, দোহাবলী, কবিত্বরামায়ণ, বরওএ রামায়ণ, বিনয়পত্রিকা, ছন্দাবলী, শতসই আদি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। কোনও কোনও লোকের মতে রাম-শলাকা, হনূমান বাহুক, জানকীমঙ্গল, পার্ব্বতী মঙ্গল, রোলাছন্দ ও ঝুলনাছন্দ নামক কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও তাঁহারই কর্ত্তৃক প্রণীত। তুলসীদাসকে অনেক লোকে বাল্মীকির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে কলিযুগে অনেক ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ হইবেন, তাঁহাদের ও স্ত্রী শূদ্রাদি সকলের যাহাতে রামচরিত্র পাঠ করিয়া পরিত্রাণ লাভের সুযোগ হয়, এই অভিপ্রায়ে লোকহিতেচ্ছু মহর্ষি বাল্মীকি তুলসী বিপ্রের অবতার রূপে এই মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া ভাষা রামায়ণ প্রণয়ণ করেন।

তুলসী দাসের জীবনীতে অনেকানেক অদ্ভুত ও হিতগর্ভ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে যদিও বিস্তর অলৌকিক ও অসংলগ্ন কথার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহার অন্তঃসার গ্রহণ করিতে পারিলে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। আমরা এ স্থলে ঐ সকল আখ্যায়িকার দুই চারিটী বর্ণন করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গোঁসাইজীর এই একটী নিয়ম ছিল যে, তিনি কদাপি কাশীক্ষেত্রের সীমার

মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন না। এই জন্য শৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিদিন অসী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অনেক দূর যাইতে হইত। প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভৃঙ্গারমধ্যে যে অবশিষ্ট জলটুকু থাকিত, অপবিত্র জ্ঞানে উহা কাশীতে আনয়ন না করিয়া নদীপারেই এক আম্রবৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। কথিত আছে, স্বকীয় কর্ম্মফলানুবর্ত্তী এক পিশাচ ঐ বৃক্ষোপরি বাস করিত। সে এক দিন গোঁসাইকে একাকী পাইয়া অতীব বিনীত ভাবে তাঁহাকে কহিল, "হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে অনেক জল পান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করুন।" ভয়হীন তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, এবং কিসের জন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন?" প্রেত উত্তর করিল, "আমি পূর্ব্ব জন্মে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটস্থ কোন এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম। তথাকার রাজা আমার যজমান ছিলেন। এই জন্য তদ্দেশে আমার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু অতিশয় লোভ বশতঃ পুণ্যের জন্য রাজা যাহা কিছু দান করিতেন, আমি তাহার সকলি স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতাম, অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা দীন দুঃখীকে তাহার কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু শাস্ত প্রভৃতির সহিত আমার সর্ব্বদাই বিরোধ হইত এবং আমি মিথ্যা করিয়া রাজসমীপে সেই সকল মহাপুরুষের নিন্দা করিতাম। আপনার আত্মীয় স্বজন,—পাত্র বা অপাত্র হউক,—আমার চক্রান্তের প্রভাবে রাজদ্বারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমার জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। আমি কায়মনোবাক্যে কখনো কাহারো উপকার করিতাম না। দৈবাধীন পিপাসার্ত্ত এক দুঃখী ব্রাহ্মণ এক দিন আমার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি উহাঁকে তাহা দিয়াছিলাম। মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া এই একটী মাত্র সৎকার্য্য আমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই একটী মাত্র পুণ্যবলে এক্ষণে আপনার নিকট প্রত্যহ আমি পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি।"

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বিন্ধ্যাচলবাসী ছিলেন, এ স্থানে কেমন করিয়া আসিলেন?" পিশাচ কহিল, "এক সময়ে আমাদের রাজা কাশীযাত্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম। এই বৃক্ষতলে পঁহুছিবা মাত্র হঠাৎ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিল এবং তাহাতেই আমার প্রাণত্যাগ হইল। মৃত্যুর পরে, একদিকে যমদূত ও অন্যদিকে শিবদূতগণ আমাকে লইতে আসিল। যমদূতগণ বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি অতিশয় পাপী, আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব। মহাদেবের দূতগণ ইহাতে সম্মত না হইয়া কহিতে লাগিলেন, না, এই মনুষ্য কাশী আসিবার মানসে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পথমধ্যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যদিও মহাপাপী বলিয়া কাশী পর্যন্ত পঁহুছিতে পারে নাই বটে, তথাপি মহাতীর্থের মহিমাবলে কাশীর মার্গে উহার দেহ নাশ হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না। এ ব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই থাকিবে। এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও স্বকীয় কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করণান্তর গভীর যাতনা সহিয়া তার পর কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণের জলপান দ্বারা মুক্তিলাভ করিবে। এই নিমিত্ত হে বিপ্রবর, কাশীর মহিমাবশতঃ আমাকে এই স্থানেই এত দিন বাস করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপনার দত্ত জলপান করিয়া পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিব।"

তুলসীদাস বলিলেন, "হে প্রেত! যদি বরদানে নিতান্তই কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে সপরিবার রামচন্দ্রকে দেখাইয়া দেও।" পিশাচ উত্তর করিল, "রামচন্দ্রকে দেখাইবার সামর্থ্য আমার নাই, তবে যে উপায় দ্বারা তাঁহার দর্শন হইতে পারে, তাহা আপনাকে বলিয়া দিতেছি। অমুক স্থানে এক মন্দিরমধ্যে রামায়ণের কথা হইয়া থাকে। কথা শুনিবার জন্য সে স্থানে দীনহীন মলিন বেশধারী এক ব্যক্তি সকলের অগ্রে উপস্থিত হন এবং সর্ব্বশেষে চলিয়া যান। ঐ ব্যক্তি রামভক্ত হনূমান। তিনি ছদ্মবেশে আগমন করিয়া প্রত্যহ স্বীয় ইষ্টদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া থাকেন। কথা শেষ হইলে, আপনি তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া প্রার্থনা করিবেন। ইচ্ছা হইলে, তিনি আপনাকে সপরিবার শ্রীরামচন্দ্র দেখাইতে পারেন।" এই বলিয়া প্রেতরূপী ব্রাহ্মণ কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ও ভগবান বিশ্বেশ্বরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তুলসীদাসও স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান পূজা ও আহারাদি সমাপনানন্তর যথা সময়ে যথা স্থানে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

"বিংশ শতাব্দী।"

(আশা কাব্য)

চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত উপরিউক্ত সমগ্র গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। পুস্তক ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪২ ফর্ম্মা, ৩৩৬ পৃষ্ঠা; ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা, মাসুল ৵১০ পরিচারিকার কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সমাজের ভবিষ্যৎ ছায়া কিরূপ আকার ধরিয়া শেষ কিরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থ পড়িলে তাহা জানা যাইবে। মনুষ্যজীবনপ্রবাহের অদ্ভুত বিচিত্র গতি; কার্য্য কারণের অবশ্যাম্ভাবী ফলে, বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে, আবার তৎসঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা নূতন মানুষ সৃজন করিয়া মানবনিয়তিকে আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ের

ভাবী ইতিহাস যদি কেহ পড়িতে চাহেন, তবে এই আশাকাব্য পাঠ করুন। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের অব্যবহিত ভাবী দুর্দ্দশা, এবং সুদূর ভবিষ্যতে তাহা হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, গল্পচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইংরাজি বাহ্য সভ্যতা, বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, এবং সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্দৃশ্য দর্শন করিয়া যদি এখন সাবধানে চলিতে কাহারো ইচ্ছা হয়, ব্রাহ্মসমাজের পতন এবং উত্থানের কাব্যরস এবং পরিণামে তাহার জয়শ্রী অবলোকনে যদি কাহারো বাসনা থাকে,তবে তিনি ইহা পাঠ করুন। কেবল বর্ত্তমানের আপাতরম্য বিষয়ে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া শেষে হঠাৎ একবারে ভাবী-জীবনের অজ্ঞাত প্রদেশে যাহাতে প্রবেশ করিতে না হয়, জীবদ্দশায় তাহার পূর্ব্বাভাস আলোচনা করিয়া কিছু কিছু শিখা যায়, ভবিষ্যতের সন্তান বুদ্ধিমান জীবমাত্রেরই তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। পরিচারিকার পাঠিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠে কেবল আমোদ এবং সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহা নহে,আপনার, স্বদেশের এবং প্রতিবাসীর ভবিষ্যজ্জীবনের চিত্র দেখিয়া আত্মোন্নতি,পারিবারিক ও সামাজিক অভাব মোচনের উপযোগী গভীর চিন্তার বিষয়ও অনেক পাইবেন।

অপূর্ব্ব স্বামীভক্তি।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিরোল গ্রামে বাগ্দী পরিবারের মধ্যে গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্যক্তি বাস করে। ইহার বয়ঃক্রম আন্দাজ২২ কি ২৩বৎসর। যখন সে বিবাহ করিয়াছিল,তখন তাহার পায়ের একটী অঙ্গুলী বাঁকা ছিল; কিন্তু কুষ্ঠ রোগের কোন বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় নাই। বিবাহের কিছু দিন পরে সে ব্যক্তি মহাব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় শারীরিক শ্রমে অপটু হইয়া পড়ে। এই জাতির মধ্যে স্ত্রী লোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রচলিত আছে বাগ্দীদের কোনইসংস্থান নাই, কেবল শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা যাহা হয় তাহাই জীবিকার একমাত্র উপায়। স্বামী গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃস্ব হইয়া পড়িলে ঐ স্ত্রীর বন্ধু বান্ধবেরা সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী বরণ করিতে বলে। কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী অটল ভক্তিসহকারে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীতেই আসক্ত রহিল। তিনটী শিশু ছেলে এবং এই রুগ্ন স্বামীকে মৎস্য ধরিয়া, এবং অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন হয় তদ্দ্বারা সে প্রতিপালন করিতেছে। স্বামীর উত্থানশক্তি রহিত। স্ত্রী তাহাকে মায়ের মত সেবা শুশ্রূষা করে। গ্রাম্য পূজা পার্ব্বণে তাহার প্রতিমাদি দর্শন করিবার অভিলাষ হইলে সে অতি যত্নে ও সাবধানে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়ায়। স্ত্রী ভিক্ষা করে না। কিন্তু গ্রামের ভদ্রলোকেরা যদি শ্রদ্ধা করিয়া কেহ কিছু দেন তাহা লয়। এক ক্রোশ দূরে কোন গ্রামে যাইবার প্রয়োজন,স্বাধ্বী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী সেই গলিত-কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে একটী কন্যা এবং দুইটী ছোট শিশু সন্তান। আহা কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সামান্য লোকের ভিতর এরূপ ঐকান্তিক পতিভক্তি একটী অতীব স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত তাহার আর সন্দেহ নাই।

সেবা এবং পূজা।

ধর্ম্ম সাধনের দুইটী বিভাগ, এক পূজা আর এক সেবা। দুইটী পরস্পরের সহায়, এক অন্যকে ছাড়িয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সেবাবিহীন পূজা অলসের বিলাস; এবং পূজাবিহীন সেবা রজোগুণের পরিচায়ক, আত্মগরিমার প্রসূতী। এই জন্য সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ পূজার সঙ্গে সেবার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের যত ক্রিয়াকলাপ আছে, তাহাতে সেবার ভাগই অধিক দেখা যায়। পান ভোজন দান বিতরণ ইহার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম এত দিন উঠিয়া যাইত। এই সেবাকেই পূজার প্রধান অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

কেবল পূজায় ত্যাগস্বীকার অতি কম। এবং তাহা আত্মস্বার্থের ভিতর আবদ্ধ। যদি সময় এবং অর্থ থাকে, তুমি অনায়াসে একটী সুন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে পার। প্রতি দিন স্নানাবগাহনান্তে পূত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্যাসনে আসীন হইয়া ভগবানের ধ্যান চিন্তা কর,তাঁহার নিকট মনের দুঃখ অভাব জানাও। চিত্তকে ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত করিবার জন্য পুষ্প চন্দন ধূপ ধূনার সুগন্ধে দেবালয়কে সজ্জিত এবং আমোদিত কর। বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সহিত হরিগুণানুকীর্ত্তনে মত্ত হও। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেবালয় সাজাইয়া তাহাতে বিবিধ উপকরণ সামগ্রী রাশীকৃত কর। যাঁহারা দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করেন তাঁহারা নানা প্রকার বসন ভূষণে ঠাকুর সাজাইতে পারেন। যদি বেশী ধর্ম্মানুরাগ থাকে, উপবাসাদিও করিতে পারেন। কিন্তু এ সমস্তই আপনাকে লইয়া। নিজের শান্তির জন্য লোকে নিরাপদে ঘরে বসিয়া অনায়াসে প্রতি দিন এইরূপে পূজা করিতে পারে। ইহাতে আমোদ আছে, শান্তি এবং আরাম আছে। কিন্তু এই সঙ্গে যদি জীবের ভিতর দিয়া ভগবানের সেবা না করা যায়,তাহা হইলে সে পূজা নিষ্ফল পূজা। এই জন্য সমস্ত দেশেই ধর্ম্মের সহিত লোক জনকে খাওয়ান, গরিব দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দান,অনাথ আতুরজনের সেবা প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত পূজা পার্ব্বণ সামাজিক এবং পারিবারিক ক্রিয়ার মধ্যে সেবার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, সেবা বিভাগের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ক্রিয়াকর্ত্তা ঠাকুর পূজা ভুলিয়া যায়। আহারের ব্যবস্থা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অপরিচ্ছিন্নরূপে অনুস্যূত আছে।

যাঁহারা জ্ঞানী বা যোগী তাঁহারা সেবাধর্ম্মকে বাহ্যাড়ম্বর মনে করেন। ধ্যান চিন্তা শাস্ত্রপাঠ বাসনাবিসর্জ্জন, ইন্দ্রিয় দমন, এই সকল বিষয়েই তাঁহাদের অনুরাগ। কিন্তু বাসনাত্যাগ ইন্দ্রিয়সংযমের পরীক্ষার স্থল সেবাভূমিতে। লোকের সেবায় নিযুক্ত না হইলে বৈরাগ্য বা বাসনাত্যাগ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায় না। এইজন্য জীবের সেবা পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেবার সঙ্গে পূজার ভাব না থাকিলে জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়। লোকের প্রশংসা কৃতজ্ঞতা সুখ্যাতি পাইবার জন্য অনেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তাহাতে তাহারা অহঙ্কারে ডুবিয়া মরে। সেবাই বা কে করে? টাকাই বা কার? আমিই বা কাহার? এ জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের সেবাধর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। ঠিক যে ভাবে দেবালয়ে বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সংযত মনে বিনম্রভাবে ভগবানকে ডাক, তাঁহাকে প্রণাম কর, আপনাকে পাপী অধম জানিয়া তাঁহার কাছে কাঁদ, ঈশ্বরের পুত্র কন্যাগণের সেবার সময় সেই ভাব টুকু চাই; নতুবা সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হইবে। মনুষ্যের সেবাও এক প্রকার পূজা বিশেষ; বৈষ্ণব ভক্তেরা ইহার মর্ম্ম জানেন। যদি তুমি লক্ষ টাকা খরচ করিয়া যাগ যজ্ঞ কর, ভুরি ভোজন দান দক্ষিণা, রজতঃ কাঞ্চন, গো, অশ্ব, হস্তী, বিচিত্র বসন সকলকে দাও, তাহাতেই বা কি? "আমার অর্থ আমি দিলাম। আমি না দিলে কেহ পাইত না, লোকের দুঃখ ঘুচিত না।" এইরূপ আমি আমি, আমার আমার বোধ যেখানে, সেখানে নরক মূর্ত্তিমান। তুমিই বা কাহার? আর তুমি অর্থ সম্পত্তিই বা কোথায় পাইলে? "তোমার ধন তোমাকে দিলাম। অথবা তুমি আমাকে দাস দাসীরূপে নিযুক্ত রাখিয়া এই সৎকার্য্য করাইলে।" এই ভাবে নর নারীর সেবা করিলে পুণ্য হয়। স্বর্গভোগ হয়।

এই সেবারূপ নিত্য পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা। যাহার সেবা করিলাম তাহার মধ্যেও হরি বর্ত্তমান। যে পদার্থ বা অর্থ দ্বারা তাহার অভাব পূরণ হইল তাহাও হরির। তবে কি সেবক যে আমি, আমি কি সয়তানের? অবশ্য আমিও সেই সর্ব্বময় হরির। তবে লোকের উপকার করিয়া অহঙ্কার জন্মে কেন? উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞ, পদানত না হইলে ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে কেন? নরকে ডুবিবার জন্য, কর্ম্মভোগ করিবার জন্য। যাহার প্রতি যে কিঞ্চিৎ উপকার করা যায়, তাহা উপকার করিলাম ইহা মনে করিও না। দাস দাসীর সেবা বলিয়া জানিও। তাহা হইলে পুণ্যশ্লোক ভগবান স্বয়ং তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আমি যে এই এই উপকার করিলাম, তাহা দ্বারা গরিবের মাথা একবারে কিনিয়া রাখিলাম, লোকটা কষ্টে পড়িয়া মরিতেছিল, আমার দয়াতে বাঁচিয়া গেল, এরূপ নিকৃষ্ট চিন্তাতেও পুণ্যক্ষয় এবং পাপ বৃদ্ধি হয়। কাঙ্গালের দারিদ্র্য-কষ্ট রোগ শোকের ভিতর শ্রীহরি কাঙ্গালের বেশে রোগ শোকে আর্ত্ত হইয়া হে দাতা, হে ধর্ম্মিষ্ঠা, তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, তুমি তোমার অধিকৃত সম্পত্তি, বুদ্ধি এবং দয়ার সদ্ব্যবহার কর কি না। সর্ব্বঘটে সর্ব্বসাক্ষী হইয়া, অনন্ত চক্ষু খুলিয়া তিনি সর্ব্বদা এইরূপে দেখেন। সাবধানে ভক্তিভাবে বিনীত অন্তরে তাঁহার সেবা কর, হাতে হাতে দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবে। সেবার সঙ্গে কর্ম্মযোগে মগ্ন হইয়া হরিনাম গাও, হরির আরাধনা কর, তাঁহার নিকট সৎকার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা কর হাতে হাতে তিনি কেমন শান্তি শুদ্ধি সিদ্ধি এবং ধর্ম্মবল বিধান করেন তাহা দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

গৃহশিক্ষা।

মহাত্মা গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার কোন বন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শিশুদিগের শিক্ষা কোন্ সময় হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে? বিজ্ঞ বন্ধু তাহাতে উত্তর করিলেন, "তাহাদের জন্মের বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে।" উত্তরটী শুনিলে আপাততঃ হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হইবে। জন্মের পূর্ব্ব হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা প্রদান? এ কি কথা? কিন্তু ইহার অর্থ আর কিছু নহে, শিশুদিগকে সুশিক্ষিত করিতে হইলে তাহাদের মাতাগণের প্রথমে ভালরূপ শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিশু একটি শরীর, মন এবং আত্মাবিশিষ্ট জীব। শিশুর এই শরীর মন আত্মার পরিপুষ্টি বিধান করাই প্রকৃত শিক্ষা। সুতরাং যাঁহা হইতে এই শরীর মন এবং আত্মাবিশিষ্ট জীব পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যাঁহার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই গর্ভধারিণী মাতা বিশেষভাবে শিক্ষিতা অর্থাৎ শরীর মন আত্মায় পরিপুষ্ট না হইলে শিশুর সুশিক্ষা লাভ হওয়া বড়ই দুরূহ।

মাতার রক্ত মাংস এবং শক্তিতেই শিশুর জন্ম সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সেই রক্ত মাংস এবং শক্তি অপরিপুষ্ট বা ক্ষীণ হইলে শিশুর শরীর মন শক্তি কিরূপে পরিপুষ্ট বা সতেজ হইবে? এই জন্য মহাত্মা গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিজ্ঞ বন্ধু বলিয়াছিলেন, শিশুর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিশুকে গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্বে মাতার সুশিক্ষিতা হওয়া উচিত। তিনি যেরূপ দেহ মন এবং আত্মায় পরিপুষ্ট হইবেন, শিশুও পরিণামে সেই ভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারিবে, এবং পরেও তাঁহার শিক্ষাদানের গুণে শৈশবে ও পরজীবনে সে আরো উন্নতি লাভে সক্ষম হইবে। তিনি শিক্ষিতা না হইলে তাহাকে শিক্ষা দান কে করিবে?

পৃথিবীতে যত বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন সকলেই প্রধানতঃ মাতারই গুণে বড় লোক হইয়াছেন। ঈশা, গৌর,

শাক্য, নানক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রাদি মনীষীগণ সকলেই নিজ নিজ জীবনে মাতার গুণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এবং রাজা রামমোহন, দাতা বিদ্যাসাগর, বীর আলেকজাণ্ডার, পণ্ডিত জোন্স প্রভৃতি জগতের যে দেশে যে কালে যে কোন ব্যক্তি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, সকলেই সেই মাতার শিক্ষা-প্রভাবেই সেরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব মাতাগণই পৃথিবীর সকল উন্নতি, সকল কল্যাণের, সকল মহত্ত্বের জন্মদাত্রী। মহাত্মা সক্রেটিস যে দেশে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বীর ম্যাটশিনি যে পতিত ইতালীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, আর শিশু ধ্রুবও পার্থিব রাজমুকুট তুচ্ছ করিয়া ভক্তিমুকুটে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলই মাতার গুণে। সুতরাং মাতার মহত্ত্বেই জগতের মহত্ত্ব, মাতার দেবত্বেই সন্তানের দেবত্ব। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রাদায় যে মহাপুরুষদের পূজার পূর্ব্বে তাঁহাদের মাতাদিগকে পূজা করেন তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল এই সকল মহাপুরুষদের দেবত্ব বা মহত্ত্ব তাঁহাদিগের মাতাগণ হইতে সমদ্ভূত বলিয়া। কাথলিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে মাতা মেরীর পূজা এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শচী মাতা পূজার ইহাই কারণ। বাস্তবিক মাতাগণই জগতের ধর্ম্ম নীতি, বীরত্ব, দেবত্ব মহত্ত্বের প্রসবিনীরূপে পূজনীয়া। আমাদিগের ভবিষ্যৎ বংশের মাতাগণও যাহাতে সেইরূপ পূজনীয়া হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সুশিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

স্বর্ণরেণু।

দেহ একটী যন্ত্রের তুল্য, সে যন্ত্রের চাবি বিধাতার হস্তে। ইহার বিকৃতি হইলেই ব্যাধি উপস্থিত হয়। ভগবান বিনা কেহ ইহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে না।

কর্কশ বাক্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় মনকে বিদ্ধ করে; যে তাহা বলে সে হয়তো শীঘ্র ভুলিয়া যায়, কিন্তু যে শ্রবণ করে, তাহার মন হইতে সে আঘাত শীঘ্র যায় না।

গ্রন্থ সকল দ্রব্য অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার পক্ষ নাই, অথচ উড়িবার ক্ষমতা আছে। ইহা শত সহস্র মনুষ্যাত্মার আহার যোগায়। ইহা ব্যয় করিলে বৃদ্ধি হয়, সহস্র মনুষ্যকে আহার্য্য দান করিয়া পুনরায় সহস্র নূতন মনুষ্যকে আহার দিতে পারে।

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট দ্রব্য পুষ্প। কেবল তিনি বুঝি ইহাতে জীবন সঞ্চার করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

সকল প্রকার সংগ্রাম অপেক্ষা আত্মার অজ্ঞাত সংগ্রামসকল অধিক কঠিন।

সংবাদ।

ম্যান্সফিল্ড নামক এক জন সাহেব বোম্বাই নগরে বেলুন হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই অপঘাত মৃত্যু দর্শনে দর্শকবৃন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়াছে।

ফাদার লাফোঁ সাহেব কয়েক দিন ফনোগ্রাফ যন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গকে বড় আমোদিত করিয়াছেন। সে যন্ত্র কথা কয়, গান এবং বক্তৃতা করে, বাজনা বাজায়, পাখীর ডাক ডাকে। যন্ত্রের মুখে মনুষ্যের কথা গান শুনিতে বেশ আমোদ বোধ হয়। বিজ্ঞানরহস্যের মধ্যে ভগবানের কতই লীলা দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে!

ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে তদ্বিষয়ে কতিপয় প্রসিদ্ধ ধনী বণিক পুনরায় প্রস্তাব করিতেছেন। পারস্য রাজ্যের ভিতর দিয়া ঐ রাস্তা আসিয়া ভারতের সঙ্গে মিশিবে। দুই দিকে রাস্তা প্রস্তুত আছে, মাঝ খানে কতক দূর বাকী, সে টুকু যোগ হইলে রেলে চড়িয়া একবারে লণ্ডন নগরে গাড়ী পৌঁছিবে।

বিজ্ঞাপন।

কার এণ্ড কোম্পানীর

কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক স্বর্ণের নানা প্রকার অলঙ্কার।

২০।১ নং মুক্তাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গহনা সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। গহনাগুলির রং গিনি সোণার মত। দেখিতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও সভ্যজন-মনোনীত। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এত স্বল্প মূল্যে কিরূপে এমন সুন্দর দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। কলিকাতায় উত্তম উত্তম কারিকরের হাতের বিশুদ্ধ সোনার গহনার গঠন ও আমাদের গঠনের প্রভেদ দেখিতে পাইবেন না। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ১নং গহনার রং দুই বৎসর ও ২ নং গহনার রং এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। গহনাগুলিকে যেন যত্নপূর্ব্বক ব্যবহার করা হয়। অযতনে তৈল ও জল লাগাইলে শীঘ্র রং খারাপ হইবার সম্ভাবনা। সাবধানে রাখিতে পারিলে এমন কি ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকিবে। এই কার্য্যে সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, আমরা আমাদের পরিশ্রম ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব এবং পরম আহ্লাদিত হইব। কারণ, এ দেশের স্ত্রীলোক এবং সন্তানদিগকে নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিতে সাধারণের একান্ত ইচ্ছা। দুঃখের বিষয়, স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়া বশতঃ অনেকেরই এই মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু এক্ষণে সে বাধা অনেকাংশে দূর হইল। ইহা কি অল্প আনন্দের বিষয়? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গহনার ফর্দ্দখানি দৃষ্টি করিয়া দেখুন।

১ নং

উৎকৃষ্ট পালনপাতা বালা ১ জোড়া ৯৲
অনন্ত অথবা আসাসোটা পাকের বালা ১ জোড়া ৮৲ ফুল বা হাঙ্গরমুখো কাঁঠালে চাঁপতোলা বালা ১ জোড়া ৬৲, ফুলওলা

হোগলা পাকের বালা ১ জোড়া ৬৲ হাঙ্গর-মুখো ঐ ঐ ১ জোড়া ৭৲ ড্রাগুন মুখো নিচুখোলা টোপতোলা ১ জোড়া ৮৲ ফুল ও হাঙ্গরমুখো পেঁচওলা বালা মাঝারি ১ জোড়া ৫৲ ঐ ঐ ছোট ১ জোড়া ৪৲ অনন্ত (উত্তম নকাশি করা) ১ জোড়া ৯৲ ঐ ঐ মাঝারি ঐ ৬৲ ঐ ঐ ছোট ঐ ৪৲ কপিপাতা চিক (মকমলে গাঁথান) ১ ছড়া ৫৲ অশ্বত্থপত্র চিক ঐ ঐ ৩৲ ডায়-মণ্ড কাটা চিক ঐ ঐ ৪৲ যুই ফুল ঐ ৪৲ উত্তম ফাপা তাবিজ (গালাভরা, আসল সোণার তাবিজের ন্যায় মিল, ঘুমর ও গুমটী সহ উত্তম রেশমে গাঁথা) ১ জোড়া ১০৲ তাবিজ (চওড়া সাইজ ডাইসে কাটা সাদা পুঁটে রেশমী গাঁথা) ১ জোড়া ৪৲ জশম (উত্তম রেশমে গাঁথা ঘুমরওলা পুঁটে সহিত) ১ জোড়া ৮৲ ঐ মাঝারি (সাদা পুঁটে রেশমে গাঁথা) ২৷৷০ বাজু (উত্তম নকাশি করা কবজাওলা) ১ জোড়া ১০৲ ঐ ডায়মণ্ডকাটা টোপতোলা ঐ ১ জোড়া ১৪৲ চুড়ি (ডায়মণ্ডকাটা গথরি) ১২ গাছা ২৲ ঐ ঐ বেকী ঐ ২৲ ঐ (বেলওরী) ৮ গাছা গোলাপপাতার২৲ নকাশী করা চুড়ি ৮ গাছা (চওড়া আধ-ইঞ্চি, মধ্যে খিল) ১৬৲ পীনখাড় ১ জোড়া ৪৲ পাঁচনরদানা ১ ছড়া ৪৲ সাত-নরদানা ঐ ৫৲ ইয়ারিং ১ জোড়া ৩৲ গোপহার ১ ছড়া ৩৲ গোটহার (গলার ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ১৷৷০

১ নং

হেলেহার ঐ ঐ ১৷৷০ দড়াহার (উৎকৃষ্ট কিরকিরে ঠোকা ফাঁসঝালা ডায়মণ্ডকাটা খামি সহ) ১ ছড়া ৭৲ ঐ (তারে বোনানী) ১ ছড়া ৪৲ দমা অথবা হেঁসেহার ১ ছড়া ৪৲ গোট (ডায়মনকাটা খামি সহ মোটা) ১ ছড়া ৫৲ চন্দ্রহার ১ ছড়া ১২৲ চৌদানী (পাতা পার্টর্ণ) ১ জোড়া ৪৲ ঐ হাফ (ঐ ১ জোড়া ৩৲ কাণ ইয়ারিং সহ উত্তম ফুলপাতার নকাশী ও কলিকা ফুলে গাঁথা উপরে প্রজাপতি আঁটা) ১ জোড়া ১০৲ ঝুমকো অতি উৎকৃষ্ট ডায়মনকাটা মুক্তার ঝুরগাঁথা ১ জোড়া ৪৲ মাকড়ী (কপি-পাতা) ১ জোড়া ১৷৷০ ঐ (ডায়মনকাটা টোপ তোলা) ১ জোড়া ১৷৷০ শিথপাটি (ভাল ডায়মন কাটা) ১ টা ৫৲ ফুল কাঁটা [মাথার] ডায়মণ্ড কাটা টোপ তোলা ১ টা ১৲ গোলাপ ফুল (নকাশী করা) ১ টা ২৲ ফুলকাঁটা (গোল পাতা-ওয়ালা) ১ টা ১৷৷০ চিরুণী (ফুল পাতার নকাশী করা মায় হাড়ের চিরুণী আটা) ১ টা ২৲ প্রজাপতি অতি সুন্দর ডায়মন কাটা ১ টা ৩৲ ঘড়ীর চেন (খাটি রুপার) সোনার দ্বারা গ্যালভানাইজড করা পাতা প্যাটার্ণ ১ ছড়া ১২৲ ঐ (ঐ তারা প্যাটার্ণ) ১ ছড়া ১২৲ কেমিকেল সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ এক ছড়া ৯৲ কেনেডিয়ান সোণার পাতা বা তারা প্যাটার্ণ চেন ১ ছড়া ৮৲ ঐ শিকল ১ ছড়া ৪৲ বীজপ্যাটার্ণ চেন ঐ ৩৲ চুলের চেন ঐ ১৷৷০ কেমিকেল সোনার চেন হার ঐ ২৫৲ ব্রীজ চেন হার ৪৲ কেনেডিয়ান সোনার চেনের লকেট [উপরে কাজ করা] ১ টা ২৲ বোতাম (এনগ্রেন ভ বা প্লোজক৲ করা ২৲।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৯ম সংখ্যা।] পৌষ, সন ১২৯৮। [১৪শ খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি আণ্ডামান দ্বীপে যে কয়টী দ্বীপান্তরবাসিনী নারী জলমগ্ন কতিপয় নাবিককে উদ্ধার করিয়াছিল তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট পুরস্কৃত করিয়াছেন। কাহারো কাহারো পদবৃদ্ধি হইয়াছে। এবং সক-লের মেয়াদ কমিয়াছে। সৎ সাহসের সহিত পরের সেবা করিলে ইহ পরকালে পুরস্কার লাভ হয়।

একটী পার্সী মহিলা বিলাতে গিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া-ছেন। তাঁহার সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিয়া ইংরাজেরা অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়া-ছেন। এখানে আসিয়া প্রকাশ্য সভায় তিনি গান শুনাইবেন। বামাকণ্ঠের স্বর স্বভাবতঃ অতি মধুর, অনেক বাঙ্গা-লীর মেয়ের বেশ মিষ্ট গলা আছে, যদি তাঁহারা রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বিষয়বিষে জর্জ্জরিত, সংসার-ভারে আক্রান্ত, শোক তাপে অভিভূত নরনারীর হৃদয়ে সহজেই তাঁহারা শান্তি দান করিতে সক্ষম হন। কিন্তু হায়! এমন একটী স্বর্গীয় গুণ লাভ করিয়াও অন্ধ দেশাচার এবং হতভাগ্য কুসংস্কারের শাসনে তাঁহাদিগকে সঙ্গীতরস পানে এবং প্রদানে অদ্যাপি বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। বিশুদ্ধ সঙ্গীত চর্চ্চা এ দেশের নারী সমাজে বিস্তৃতরূপে প্রচলিত হউক।

মুক্তিফৌজের ধর্ম্মাত্মা নরনারীগণ এক সপ্তাহ বৈরাগ্য সাধন উপলক্ষে আহা-রাদির সঙ্কোচ করিয়া দুই লক্ষ টাকা অনাথ দরিদ্রদিগের জন্য বাঁচাইয়াছেন। এক সপ্তাহের একটু আহারের কষ্ট লইয়া বৈরাগ্য সাধনও করিলেন, তাহাতে পুণ্য সঞ্চয়ও হইল, আবার সেই সঙ্গে দরিদ্র-দিগকে দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে দানও করিলেন। গত বর্ষে ইহাঁরা পতিতো-দ্ধারের কার্য্যে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। হৃদয়ে সৎবৃত্তির উদয় হইলে বুদ্ধিও তাহার অনেক সহা-য়তা করে।

মুক্তিফৌজের সংস্থাপক এবং অধিনায়ক জেনারেল বুথ ভারতবর্ষে আসিয়া নিদ্রিত জীবদিগকে জাগাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংকল্প যেমন জীবন্ত, মূর্ত্তিটীও তেমনি উজ্জ্বল এবং সুন্দর। সিংহল, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা সকল স্থানের জাতিনির্ব্বিশেষে যাবতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার প্রতি সম্মান এবং অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বুথ সাহেব বলেন, "ইংলণ্ডে বৎসরে বিশ কোটী টাকা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধেক আমাদের হস্তে দাও. আমরা তদ্দ্বারা দরিদ্রদিগের দুঃখ কষ্ট একবারে নির্ম্মূল করিয়া দিব।" ইনি কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহেন, লোকের দারিদ্র্য কষ্ট মোচন হইলে তাহারা ধর্ম্মের পথে আসিবে এই আশা করেন। অষ্ট্রেলিয়া দেশে অনেক পতিত ভূমি আছে; তথায় প্রজা বসাইয়া তাহাদের পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য ইনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ২৬ বৎসর মাত্র এই মুক্তিফৌজ-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারই মধ্যে ইহাঁদের বার্ষিক আয় এক কোটী টাকা। এক সংবাদপত্র হইতে বিশ সহস্র টাকা আয়। এই সম্প্রদায়ের বৈরাগ্য বিশ্বাস উৎসাহ পরোপকার কার্য্য দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করেন।

আলোক এবং অন্ধকার।

এ সংসারের থাকিতে গেলে আলোক এবং অন্ধকার দুই ভোগ করিতে হয়। মানুষের জীবনে আলোর দিকও আছে, অন্ধকারের দিকও আছে। এমন কেহ নাই যাহার ভাগ্যে কেবল আলোক, আবার এমন লোকও অল্প যাহার ভাগ্যে কেবলই অন্ধকার। মানুষ আলোকের সময় অন্ধকারের কথা ভুলিয়া যায়, অন্ধকারে পড়িলে আলোকের আশা ছাড়িয়া দেয়। জীবনাকাশে দিবারাত্রি উভয়ই যাতায়াত করে। যে কেবল আলোকের আশা করে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যে অন্ধকার দেখিয়া ভয় পায়, নিরাশ হয়, তাহার মনে রাখা উচিত যে অন্ধকার চিরস্থায়ী নহে। দিবা রাত্রি যেমন পরিবর্ত্তনশীল, সুখ দুঃখও সেই রূপ। জীবনে কিছুই স্থায়ী নহে। আলোকের প্রভাবে যেন আমরা অন্ধকারের কথা একেবারে না ভুলি। যখন আলোকের ভিতর থাকিব, অন্ধকারের জন্য প্রস্তুত হইব; যখন অন্ধকারে পড়িব, আলোকের আশায় আশ্বস্ত হইব। কত প্রকারের অন্ধকার জীবনে আছে! রোগের অন্ধকার, শোকের অন্ধকার, দারিদ্র্যের অন্ধকার, বিবাদ বিচ্ছেদের অন্ধকার, এ সকল অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া কাহারও সাধ্য নাই। বিধাতা যখন মুক্ত করেন তখনই মুক্ত হওয়া যায়। যে আলোকে স্ফীত হয় না, অন্ধকারেও ভয় পায় না, কিন্তু দুই অবস্থাতেই সাম্য ভাব রক্ষা করে, সেই যথার্থ মনুষ্য। যে সুদিনের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ হয় এবং দুর্দ্দিনে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে সে ধন্য। সে অন্ধকারের ভিতর দিয়া আলোকের ছটা দেখিতে পায় এবং আলোকের অন্তরালে অন্ধকারের ছায়া দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত থাকে। তাহার জীবন যদি অন্ধকারময়ও হয়, সে পরলোকে গিয়া আলোক দর্শন করিবে এই তাহার বিশ্বাস।

গৃহ শিক্ষা।

মাতার গুণে যেমন ছেলে গুণবান হয়, তেমনি ছেলের গৌরবেও মাতার গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেই বা মেরির পূজা করিত যদি না তাঁর গর্ভে দেবশিশু যিশুর জন্ম হইত? আর কেই বা শচীমাতাকে চিনিত যদি না ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেন? তাই সন্তান যাহাতে জীবনে গৌরব লাভে সক্ষম হন সকল মাতার তাহা আকাঙ্খা করা উচিত।

সন্তান অবশ্য সুসন্তান হয় কোন্ মাতাই না অভিলাষ করেন? কিন্তু কি উপায়ে কি শিক্ষার গুণে তাহা হইতে পারে ইহা না জানাতেই তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। সন্তানকে সুসন্তান করিতে তাঁহাদের অবহেলা বশতঃ অধিকাংশ সোণারচাঁদ ছেলে মাটী হইয়া যায়। শিশা গৌর কেশবের ন্যায় ছেলে যদিও কেবল মাতারই লালন পালন বা শিক্ষা দানের গুণে এত গৌরবান্বিত হন নাই, তাঁহারা ক্ষণজন্মা, ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের জন্ম, কিন্তু সাধারণতঃ মাতার সুশিক্ষা দানেই সন্তানের মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাত্মা গ্লাডষ্টোন সাহেবের বন্ধু বলিয়াছিলেন, সন্তানদিগকে তাহাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্বেই মাতা বেশ সুশিক্ষিত এবং দেহ মন আত্মায় সুপুষ্ট হইবেন। যিনি দেহ মন, আত্মায় সুপুষ্ট নহেন, তিনি মাতা হইবার উপযুক্ত নহেন। যে স্ত্রীর শরীর সবল, মন জ্ঞান-শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং আত্মা ধর্ম্ম ও নীতিতে পরিপুষ্ট, তিনিই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিবার উপযুক্ত। এই গর্ভ ধারণ কালে মাতা পিতার দেহ মন এবং আত্মার অবস্থা যেরূপ থাকে সন্তানও অনেকটা সেইরূপ দেহ মন আত্মা লাভ করে। অতএব এই কাল মানব জীবনের এক অতি পরীক্ষার কাল। এই কালের মহত্ত্ব রক্ষাই সন্তানের মহত্ত্ব লাভের উপায়। মাতা পিতা এই কালের মাহাত্ম্য, ইহার পবিত্রতা যে ভাবে রক্ষা করিবেন তাঁহাদের সন্তানের জীবনেও সেই ভাব প্রতিফলিত দেখিতে পাইবেন।

এই কালে মাতা পিতা যদি রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত থাকেন, তাঁহাদের সন্তানও রুগ্ন ব্যধিগ্রস্ত অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, বা বিশ্রী অথবা সেই গর্ভেই বা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুগ্রাসে

পতিত হয়। যাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ, মাদকসেবী বা বিকৃতমস্তিষ্ক তাঁহাদের সন্তানগণের জীবনে তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। সেই জন্য এই রূপ রুগ্ন বা দুর্নীতিবান মাতা পিতা সন্তান উৎপাদনে ধর্ম্মতঃ নিষিদ্ধ। সন্তানকে সুন্দর, সবল, সুস্থকায় এবং জীবনে জ্ঞানধর্ম্ম নীতিতে সমুন্নত দেখিতে ইচ্ছা থাকিলে মাতা পিতা যেন কখনই এই রূপ নীতি-ধর্ম্মহীন না হন। তাঁহাদের উন্নত চরিত্র এবং শারিরীক সুস্থতাই সর্ব্বগুণসম্পন্ন সন্তান লাভের প্রধান উপায়। দেবশিশু যিশু যে পবিত্রাত্মার ঔরষে এবং কুমারী মেরির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, মাতা মেরি যিশুকে গর্ভধারণ কালে কুমারীর ন্যায় পবিত্র চিত্ত এবং পবিত্রাত্মার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। মহাভারতেও কুন্তিদেবী সূর্য্য চন্দ্র ধর্ম্ম আদি দেবতাদিগকে চিন্তা করিয়া তাঁহাদের ঔরসে বীর পাণ্ডবদিগকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। ইহার অর্থও এই সকল দেবভাবে পূর্ণ হইয়া গর্ভ ধারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং সেই জন্যই মাতা মেরি ও দেবী কুন্তির নাম পুণ্যশ্লোক মধ্যে সংযুক্ত হইয়াছে। অতএব মাতা পিতা বিশেষতঃ মাতা এইরূপ দেবভাবে দেহ মন আত্মায় পরিপুষ্ট হইয়া গর্ভধারণ করিলেই তাঁহাদের সন্তান সুসন্তান হইবে।

জেনারেল বুথ।

আমরা গত বর্ষে বিবি বুথের জীবনকাহিনী পরিচারিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, বোধ করি পাঠিকাগণের তাহা মনে আছে। তাঁহার স্বামী জেনারেল বুথ, তিনি মুক্তিফৌজ নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের সংস্থাপক এবং নেতা, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের আশ্চর্য্য মহিমার কথা এবার কিছু বর্ণিত হইতেছে। সম্প্রতি ইনি ভারতে পদার্পণ করিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। সিংহল, মাদ্রাজ, বোম্বাই ভ্রমণ করিয়া তার পর কলিকাতায় আসেন। যেখানে গিয়াছেন সেই খানেই যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দু খৃষ্টীয়ান সকলেই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়াছে। উচ্চ পদের ইংরাজেরা ইহাঁকে অগ্রে ঘৃণা করিতেন, তৎ সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও কতকটা যোগ দিতেন। এক্ষণে সকলেই পরাস্ত হইয়াছেন। ভগবান যার সহায়, জীবের মঙ্গলই যাহার একমাত্র সঙ্কল্প, কে না তাহাকে ভক্তি করিবে?

যাহার হৃদয় স্বদেশের ত্রিশ লক্ষ দরিদ্র কাঙ্গাল ভিখারী চোর মদ্যপায়ী গণিকা এবং পতিত অজ্ঞানান্ধ নরনারীর উদ্ধারের জন্য কাঁদে, এবং দুঃখী অনাথদিগের অন্ন বস্ত্র, জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির উন্নতির জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে সামান্য মনুষ্য বলিবে, না দয়ার অবতার দেবতা বিশেষ বলিবে? বস্তুতঃ জেনারেল

বুথ খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথার, ফক্স, ক্রমোয়েল, ওয়েলেস্‌লী প্রভৃতির ন্যায় এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত স্থানে ইহাঁর প্রভাব বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে। যিনি গরিবের ঘরে জন্মিয়া দুঃখী কাঙ্গাল পতিত নর নারীদিগের সঙ্গে পথে পথে বেড়াইতেন, রোগী শোকার্ত্ত অসহায়দিগের জন্য যাঁহার হৃদয় সতত প্রসারিত ছিল, সেই কাঙ্গালের বন্ধু, দীনের সখা যিশুর ভাব এই মহাত্মার প্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জেনারেল বুথ অতি সুশ্রী পুরুষ, তাঁহাকে দেখিলে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

বিবি বুথ গতবর্ষে যে সময় মুমূর্ষু অবস্থার শয্যায় পড়িয়াছিলেন তৎকালে স্বামী স্ত্রী দুই জনে মিলিয়া অন্ধকার ইংলণ্ডকে আলোকিত অর্থাৎ সে দেশের দুঃখী অনাথ পতিতদিগের দুঃখ এবং পাপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক পুস্তক রচনা করেন। কিরূপে এই সমস্ত হতভাগ্য জীবের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ ঘুচিবে এবং তাহারা নরক হইতে উঠিতে পারিবে তদ্বিষয়ে প্রস্তাব এবং প্রণালী ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। বিবি বুথ রোগশয্যায় পড়িয়া এ সম্বন্ধে অনেক সৎপরামর্শ, সুযুক্তি বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই এ জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এই বিষয়ে সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইবার জন্য জেনারেল বুথ দেশে দেশে বেড়াইতেছেন। চারিদিক্ হইতে রাশি রাশি টাকা আসিয়া পড়িতেছে। কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। হাজার হাজার গরিব দুঃখী অন্ন বস্ত্র এবং আশ্রয় পাইতেছে। কার্য্যক্ষম সুস্থ নর নারী যুবক যুবতী কুপথ এবং অসৎবৃত্তি ছাড়িয়া যাহাতে নির্দ্দোষ ভাবে খাটিয়া খাইতে পারে, এবং মুক্তিফৌজের দলস্থ ধনী ব্যবসায়ীদিগের আশ্রয়ে ধর্ম্মযাজক গণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে এই রূপ সব ব্যবস্থা করা হইতেছে। কেবল দয়া করিয়া আপাততঃ অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর করা ইহাঁর উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত লোক যাহাতে কাজ কর্ম্ম পায় তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হইবে, পরে আবার ইহারা ভাল হইয়া দয়া ধর্ম্মের দ্বারা ভবিষ্যতের দুঃখী সমাজকে, পাপীবংশকে ভাল করিবে। এখন এই দয়া ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে যাহাতে ভবিষ্যতে জনসমাজের গলগ্রহ অত্যাচারী নিকৃষ্ট পশুতুল্য মানববংশ আর থাকিবে না। ইহাদের বংশকে একবারে লোপ করিয়া দেওয়া হইবে। আপাততঃ ইহার কার্য্য ইংলণ্ডের সীমায় আরম্ভ হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে, সমস্ত পৃথিবীতে ক্রমে ইহা বিস্তার হইয়া পড়িবে। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

বুথ সাহেবের জীবনের ইহা ব্যতীত

আর অন্য কার্য্য নাই। ইহাঁর জীবনের আদ্যোপান্ত এই রূপ দয়ার কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইনি বহু দিনের লোক নহেন, গত ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে মুক্তিফৌজের দল সংগঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইনি মেথাডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচারক ছিলেন। তাহার পর লণ্ডন নগরে যে পাড়ায় অত্যন্ত ছোট লোক ঘোর মাতাল সব বাস করে তথায় কার্য্য আরম্ভ করেন। অনেক অত্যাচার প্রতিরোধ লাঞ্ছনার পর জন কয়েক লোকের মন ফিরিল। পরে তথায় একটী পুরাতন ভগ্ন থিয়েটার গৃহে উপাসনা কার্য্য হইত। ক্রমে এখন পৃথিবীর চারি খণ্ডে মুক্তিফৌজের সৈন্যগণ ডঙ্কা বাজাইল, নিশান উড়াইল। এইরূপ ধার্ম্মিক সৈন্য এবং যোদ্ধাদিগের দ্বারা মানব জাতির হৃদয় অধিকৃত হয়। ইহাই প্রকৃত রাজ্য শাসন। আত্মত্যাগী দয়াবানেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। যে নিজে কিছুই চায় না, কেবল পরকে সুখী করিতে চায়; তাহার প্রতি কাহার না হৃদয়ের সহানুভূতি হইবে? জেনারেল বুথের দলের শিক্ষাপ্রণালী, কার্য্য-কুশলতা, শাসন নিয়ম সকল অতি আশ্চর্য্য। ইহা বিধাতার কার্য্যের অনুরূপ সন্দেহ নাই।

আশা।

১

অন্ধকার হৃদয়ের মাঝে,
কত যত্ন কত সাধনায়,
ফুটেছে যে আশার আলোক
যেন প্রভু নিবিয়ে না যায়।

২

শত দুঃখ বিপদের মাঝে
পারি যেন রাখিতে বিশ্বাস;
আছ তুমি সম্মুখে দাঁড়ায়ে,
কেন আমি হব নিরাশ্বাস?

৩

নিরাশাই ঘোর নাস্তিকতা,
নিরাশাই পতনের দ্বার;
আর যেন হয় না দেখিতে
নিরাশার ঘোর অন্ধকার।

৪

হৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনে
বসাইয়া দুরবল নরে
করেছিনু কত না বিশ্বাস,
এক দিনে গেল চুর্ণ করে।

৫

প্রথিবীর স্নেহ ভালবাসা
একে একে যদি চলে যায়;
তুমি দেব থেক মোর কাছে,
কিছু ক্ষতি ভাবিব না তায়।

৬

হেথাকার বিভব সম্ভ্রম,
হয়ত হে মুহূর্ত্তে ফুরাবে;
তোমার ও প্রেমের আশ্রয়
শুধু সখা চির দিন রবে।

৭

তুচ্ছ এই দু-দিনের দুঃখে
কেন তবে ভেঙ্গে যায় মন?
একটু সুখের তরে হায়!
প্রাণপণে করি আকিঞ্চন।

৮

বিশ্বাসী বীরের দল কত
সদর্পেতে গেলেন বলিয়া;—
বাঁধ প্রাণ অনন্ত আশায়,
অনন্তেরে স্মরণ করিয়া।

৯

সংসারের মিছে ধুলাখেলা,
এই গড়ে এই ভেঙ্গে যায়;
মোহে অন্ধ হয়ে কেন সবে
এ খেলায় জীবন হারায়।

১০

অনন্ত জীবন লয়ে সবে
অনন্তের পথে চলে যাও;
সংসারের ক্ষুদ্র বাধা পেয়ে
কেন বৃথা এত দুঃখ পাও।

কন্যার জন্মদিনে।

১

আপনার হৃদি ব্যথা বয়ে
আজ প্রভু কাঁদিতে আসিনি;
প্রথিবীর ক্লেশ অপমান
তার তরে আর তো ভাবিনি।

২

ফুরাতেছে প্রবাসের দিন,
ফুরাইবে যাতনার ভার;
কৃষ্ণ কেশ শুক্ল হয়ে তাই
দিতেছে আনন্দ সমাচার।

৩

তোমার অমূল্য দান এই
দাঁড়াইয়ে বালিকা আমার;
হলো পূর্ণ নয় বছরের,
আজি প্রভু জন্মতিথি তার।

৪

প্রতি দিন কত চিন্তা জাগে
দেখি ওই বালিকার মুখ;
অভাগিনী জননীর মত
বাছা যেন পায়নাক দুখ।

৫

প্রথিবীর নিষ্ঠুর পীড়নে
হৃদি তার ভাঙ্গিয়া না যায়;
আশাপূর্ণ জীবন্ত জীবন
অকালেতে যেন না শুকায়।

৬

দয়াময় বলে দাও আজ
কোন্ পথে তারে লয়ে যাব;
চেয়ে সে যে আছে আমাপানে,
শিখিবে তা আমি যা শিখাব।

৭

সুখ দুঃখ ধ্বংস হয়ে যাক,
আমি কিছু চাহি নাক আর;
পালন করিতে যেন পারি
দিয়াছ যে কর্ত্তব্যের ভার।

৮

শত শত বাধা বিঘ্নমাঝে
তোমার মুখের পানে চেয়ে,

নির্ভয়ে ধরিয়ে তার হাত
যাই যেন সুপথেতে লয়ে।

৯

যদি হায় বিপদপাঁথারে,
ভেসে যায় ভরসা সকল;
সংসারের কঠোর আঘাতে
ভেঙ্গে যায় হৃদয়ের বল।

১০

কত যতনের ধন আহা!
কোথা যেতে কোথা চলে যাবে;
একাকিনী দিশাহারা হয়ে
কোন পথে ধূলিতে লুটাবে।

১১

তার চেয়ে এখনি বাছারে
কাছে ডেকে লও আপনার;
অযোগ্য মাতার করে প্রভু
রেখনাক পালনের ভার।

১২

আহা ওই সরলা বালিকা
প্রভাতের কলিকা সমান;
ভ্রমে যদি পথহারা হয়
দিও তারে চরণেতে স্থান।

শ্রীমতী উমাশশী দেবী

অনন্ত জীবন।

১

কি আছে আর এ জীবনে হে জীবনস্বামী,-
নবীন সরস ভাব, তত্ত্বজ্ঞান সার;
জীবের নিয়তি গতি জান অন্তর্য্যামী,
কিছুই জানি না দেব, কে আমি, কাহার?

২

প্রাচীন হইলে তরু শুকাইয়া যায়,
নীরস নির্জ্জীব যেন অঙ্গার সমান;
পত্র পুষ্প ফল আর ধরে না শাখায়,
মাটিতে মিশায়ে কালে হয় অন্তর্দ্ধান।

৩

দেহ ভঙ্গ সঙ্গে কি এ মানব জীবন,
হইবে নির্ব্বাণ ঘোর অনন্ত আঁধারে?
অনন্ত জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন,
কি রূপে কাটিবে কাল ভবসিন্ধুপারে?

৪

এক চিন্তা, এক কাজ, এক অভিপ্রায়
প্রতি দিন আসে যদি ঘুরিয়া ফিরিয়া;
বাঁচিয়া রহিব তবে কিসের আশায়,
কি সুখ হইবে দীর্ঘ জীবন ধরিয়া?

৫

যে ভাবে গিয়াছে দিন আশায় আশায়
মরীচিকা ভ্রমে জল পিপাসার তরে;
আর কি এখন তাহে ভুলে থাকা যায়?
তাই মন নিত্য বস্তু অন্বেষণ করে।

৬

আছেন অনন্ত দেব জীবনের তলে,
তটিনীর মূলদেশে যথা প্রস্রবণ;
উন্মুক্ত হইবে উৎস ব্রহ্মকৃপাবলে,
হৃদয় আধারে দিলে ভক্তির পেষণ।

৭

খুলে দাও দয়াময় হৃদয় দুয়ার,
তোমার পরশে হয় ধূলি স্বর্ণময়;
ফুটাও ভকতি ফুল গাঁথি তাহে হার,
উপহার দিয়ে হই তব পদে লয়।

৮

জয় দয়াময় বলে হইনু মগন,
গভীর অতলস্পর্শ আত্মার ভিতরে;
অভয় চরণ তব পরশ রতন,
পরশিয়া ভাসি চির সুখের সাগরে।

ক্ষুদ্র জীবনের মহত্ত্ব।

এক খৃষ্টীয় দাতব্য বিদ্যালয়ে একটী সুশীলা বুদ্ধিমতী ইহুদি বালিকা বিদ্যা শিক্ষা করিত। বালিকাটী অতিশয় শান্ত প্রকৃতি, গুণবতী ও স্কুলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। যে সময়ে বালিকার সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ দরিদ্র পিতা তাহাকে স্কুলে রাখিয়া যান, তিনি কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়া দেন, যেন তাঁহার কন্যাকে কখনও খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল পড়ান না হয়। সুতরাং স্কুলের প্রথানুসারে বাইবেল শিক্ষার কালে উক্ত বালিকাকে অন্য পাঠ কিম্বা অঙ্ক প্রভৃতি দেওয়া হইত। কিন্তু সে অনতি বিলম্বে তৎ সমুদায় সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে খৃষ্টীয় শিক্ষকের উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণ করিত। পরে শিক্ষক তাহা জানিতে পারিয়া বলিতেন, "সারা, তুমি তোমার পাঠে মনোযোগ দাও, বই পড়।" কিন্তু বালিকা তাহা না শুনিয়া অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ধর্ম্মোপদেশ সকল শ্রবণ করিত, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিত এবং স্বীয় হৃদয়পটে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখিত। তখন শিক্ষক কর্ত্তব্যানুরোধে বালিকার পিতাকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইয়া বলিলেন, "আমি তাহার সমুজ্জ্বল সতৃষ্ণ নয়ন এবং ধর্ম্মশিক্ষা লাভের জন্য একাগ্রচিত্ততা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। অতএব হয় তাহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে সম্মতি দেওয়া হউক, নতুবা স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হউক।"

এই কথা শ্রবণে উক্ত সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল পিতার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ঈশ্বরের যাহা আদেশ ছিল তাহা আমি অতি অল্পই জানি। কিন্তু সারার মাতা ইস্রায়েল বংশীয়া এবং স্বীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অন্তিমকালে মৃত্যু শয্যায় তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের কন্যা যেন কখনও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত না হয় এবং আমিও সেই মৃত্যু সময়ে তাঁহার নিকটে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এই বিষয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য; কারণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পরম ন্যায়বান ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর-সমীপে আমাকে মহা অপরাধী হইতে হইবে।" অতঃপর তিনি নিরুপায় হইয়া স্বীয় দুঃখিনী কন্যাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল। উক্ত বালিকা এক জন সামান্য ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী পরিচারিকার কার্য্য করিত। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দাতব্য বিদ্যালয়ের ধর্ম্মোপদেশ সকল তাহার অন্তরে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় চির মুদ্রিত হইয়াছিল। যখন নিকটস্থ উপাসনালয় হইতে সুমধুর অর্গান

শব্দ ও উপাসকমণ্ডলীর সুমিষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইত, তখন সে তাহার কর্ম্মস্থান হইতে তাহা এক মনে শুনিত এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র সামান্য কর্ম্মস্থানকেই পবিত্র পুণ্যস্থান দেবমন্দির মনে করিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় তাহার প্রভু এক খানি পুস্তক পড়িতেছিলেন, বালিকা তাহা বাইবেল নহে জানিয়া অদূরে বসিয়া শুনিতেছিল। প্রভু পড়িতেছিলেন যে, "কোন সময়ে এক জন পাসা এক যোদ্ধাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন, এবং অতিশয় কঠোর শাস্তি দান করেন। যোদ্ধাকে সমস্ত দিন লাঙ্গল টানিতে হইত এবং কর্ম্মচারীরা নির্দ্দয়রূপে তাহাকে এমন সজোরে চাবুক মারিত যে তাহার সর্ব্বশরীরে অজস্রধারে শোণিতধারা বহিত। এতদ্দর্শনে যোদ্ধার সতী সাধ্বী পরমপতিব্রতা স্ত্রী সমুদায় অলঙ্কার, ভূমি সম্পত্তি, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে সেই দেশে খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং উপরিউক্ত যোদ্ধা খৃষ্টধর্ম্মের বিপক্ষ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ঘটনাক্রমে সেই ঘোর অত্যাচারী উৎপীড়নকারী পূর্ব্বোক্ত পাসা ঐ যোদ্ধার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পাসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করিতেছে, এবং তোমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কি তুমি জান?" পাসা বলিলেন, "জানি,—প্রতিশোধ।" যোদ্ধা কহিলেন "খৃষ্টীয় প্রতিদান। এই ধর্ম্ম আমাদিগকে শত্রুর প্রতি ক্ষমা করিতে ও ঈশ্বরসন্তান সকলকে ভালবাসিতে শিক্ষা দান করে। কারণ, স্বর্গের পিতা জগদীশ্বর, অনন্ত দয়াময় ও প্রেমস্বরূপ। তোমাকে এক্ষণে আমি অভয় দানে মুক্ত করিলাম, তোমার প্রিয়জনসমীপে সমর্পণ করিলাম। তুমি নির্ভয়ে নিরাপদে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। ভবিষ্যতে তুমি বিনয়ী সচ্চরিত্র হইবে এবং দুঃখী দরিদ্রজনের প্রতি যথাসাধ্য সদয় ব্যবহার করিবে।"

এই অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পাসার পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন. "কেমন করিয়া আমি এমন অসম্ভব অযাচিত দয়া ও ক্ষমার কথা বিশ্বাস করিব! আমি নিশ্চয় জানি, অসীম দুঃখ কষ্ট আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এবং সেই অসহ্য যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি গোপনে বিষ আনিয়াছিলাম, তাহা খাইয়াছি, অবিলম্বেই আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এক বার আমাকে সেই অনুপম দয়া ও ভালবাসার কথা অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করাও, এবং যে ধর্ম্মে এমন উচ্চ শিক্ষা দান করে সেই মহোচ্চ স্বর্গীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করাও।" পাসার প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ করা হইল।

ইহুদি বালিকা অনতি দূরে বসিয়া জলন্ত হৃদয়ে আকুল মনে ইহা শুনিতেছিল এবং তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল পড়িয়া বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন তাহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। সেই ধর্ম্মোপদেশ বাক্য সকল মনে পড়িল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্গে মাতার অন্তিমকালের অনুমতি, ও পিতার দুশ্ছেদ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল, এবং তৎসঙ্গে এই মহা বাক্যও মনে পড়িল,—"তোমার পিতা মাতাকে অন্তরের সহিত সম্মান করিবে ও তাঁহাদের আদেশ সতত শিরোধার্য্য করিয়া তাহা সযতনে প্রতিপালন করিবে।" বালিকা ভাবিতে লাগিল, "অন্য ধর্ম্মাবলম্বী জানিয়া সকলে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, তুচ্ছ জ্ঞান করে, অপমানিত করে। আমি জানি খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্র জলন্ত অগ্নিশিখা সুতীক্ষ্ণ সূর্য্য কিরণের ন্যায় আমার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ও উপদেশ বাক্য সকল হৃদয়মধ্যে প্রস্তরাঙ্কিত রেখাসম চিরঅঙ্কিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি এ জীবনে কখনও স্নেহময়ী মাতার আদেশ লঙ্ঘন ও পরম গুরু পিতৃদেবের প্রতিজ্ঞা পালনরূপ পবিত্র ব্রতের ব্যাঘাত করিব না। তাঁহাদের সমীপে অবিশ্বাসিনী হইয়া মহা পাপে কলঙ্কিত হইব না। কখনও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব না। আমার পৈতৃক ধর্ম্মেই অন্তরের সহিত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিব এবং পবিত্র মনে চিরদিন বিশ্বপিতার চরণ সেবায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রাণপণে যথাসাধ্য ঈশ্বরসন্তান মানবগণের উপকার সাধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য জ্ঞান করিব।"

কিছু দিন পরে উক্ত গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল। তাঁহার বিধবা পত্নী অত্যন্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন, দারিদ্র্য কষ্টে সাতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, এবং অর্থাভাবে সেই বালিকা দাসীকে রাখিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে অন্যত্র যাইতে বলিলেন। এই শোচনীয় ঘটনায় বালিকার কোমল অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল। সে তাঁহাকে এই অসহায় দুঃখের অবস্থায় একাকী ফেলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। ঘোর দুঃখ দুর্দ্দিনে তাহার দুঃখিনী প্রভুপত্নীকে কেহ এক বিন্দুও উপকার করিল না, নিরাশ্রয় অনাথার মুখপানে কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না। কেবল একটীমাত্র ক্ষুদ্রাত্মাকে যেন সেই বিপদসাগরে আশ্রয় তরণীস্বরূপ, অন্ধের যষ্টির ন্যায় করিয়া স্বর্গাধিপতি ঈশ্বর স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিলেন। বালিকা অন্যান্য স্থানে দিবানিশি কঠোর পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত তদ্দ্বারা প্রাণপণে সেই দরিদ্রা অনাথিনীর সেবা করিতে লাগিল। আহা! সেই ক্ষুদ্র বালিকার সুকোমল স্বর্গীয় আত্মা যেন অনন্ত করুণাময় অনাথবন্ধুর স্নেহের দান, এবং প্রেমাশীর্ব্বাদ স্বরূপ বলিয়া মনে হয়।

পরে নানা প্রকার কষ্টে সেই

সেই দারিদ্র্যনিপীড়িতা শোকজর্জ্জরিতা বিধবা অচিরে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। তিনি মৃত্যুকালে সারাকে বলিলেন, "টেবিলের উপর হইতে বাইবেল লইয়া আমাকে পাঠ করিয়া শুনাও। আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এ সময়ে প্রেমময় ঈশ্বরের নাম ও পুণ্যময় ধর্ম্মকথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।" বালিকা অবনত শিরে পুস্তক আনিয়া পাঠ করিল। তাহার দুই চক্ষে শত ধারায় অশ্রুনীর বহিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "মাতঃ! তোমার দুঃখিনী কন্যা কখনও তোমার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃষ্টান হইবে না। এখানে সকলে আমরা এক থাকিব, ও পরকালে সকলের সহিত মহামিলন হইবে। সর্ব্বসম্মিলনকারী ঈশ্বরের সহিত সকলের মহোচ্চ অনন্ত সম্মিল ন হইবে। তিনি আমাদের সকলেরই পথপ্রদর্শক হইয়া ভবসিন্ধুপারে লইয়া যাইবেন, ও সুখময় স্বর্গরাজ্যে চিরশান্তি দান করিবেন।" এই সকল পবিত্র বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বালিকা অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন সকলে তাহাকে দরিদ্রদিগের চিকিৎসালয়ে লইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'দিবানিশি অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রমে বালিকা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কিছু পরে সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হইল।" শুভ সময়ে বালিকা ঈশ্বরচরণে হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, শুভ মুহূর্ত্তে পরসেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়া এবং মহেন্দ্রক্ষেণে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শান্তিদাতার পদতলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া কৃতার্থ হইল। খৃষ্টান নহে বলিয়া অন্য স্থানে তাহার সমাধি হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনন্ত করুণা সর্ব্বজীবে সমান। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য চন্দ্র সূর্য্য সর্ব্ব স্থানেই সমান কিরণ বর্ষণ করে, ইহুদি খৃষ্টান বিচার করে না। ঈশ্বরের সূর্য্য খৃষ্টীয় সমাধির ন্যায় ক্ষুদ্র ইহুদিবালার সমাধি উপরে সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ করিত। যে শান্তিনিকেতনে ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খের বিচার নাই, যেখানে দুঃখ, অশান্তি, অপ্রেম, বিচ্ছেদ নাই; সেই আনন্দময় অমরধামে বালিকা অনন্ত শান্তি লাভ করিল।

গোঁসাই তুলসী দাস।

তুলসীদাস তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, দীন দুঃখী দরিদ্র একটী মাত্র শ্রোতা উপস্থিত আছেন। দেখিতে দেখিতে সভাস্থল জনপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পৌরাণিক কথক আগমন করিলেন। তদনন্তর কথা আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণের পর, কথা শেষ হইলে, সেই দরিদ্র ভিন্ন আর সকল লোক তথা হইতে চলিয়া গেল এবং তুলসীও বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঐ ব্যক্তি সভা হইতে বহির্গত হইলেন। গোঁসাই তুলসীদাস কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যখন দেখিলেন, তথায় আর কেহ নাই, তখন দ্রুত পদে সেই দরিদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনি রামভক্ত হনূমান।" মহারুদ্রাবতার রামকিঙ্কর, তুলসীর বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রার্থনা কর?" গোস্বামী উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনি সমর্থ, স্বগণ সহ শ্রীরামচন্দ্রকে আমার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" অনন্তর দয়াবান হনূমান কহিলেন, 'তুলসী! তুমি চিত্রকূটে যাও, সেখানে অখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি রামচন্দ্রকে স্বগণসহ দেখিতে পাইবে।" এই কথা বলিয়া হনূমান অন্তর্দ্ধান হইলেন।

হনূমান কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তুলসীদাস নিরতিশয় আহ্লাদিতান্তঃকরণে চিত্রকুট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তীর্থযাত্রা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা সমাপন করিলেন। একদা ঐ গ্রামের রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন এক স্থানে রামলীলার অভিনয় হইতেছে। ঐ দিন দশমীর লীলা হইতেছিল। তুলসীদাস দেখিলেন, রামচন্দ্র রাবণকে পরাভূত করিয়া লঙ্কার রাজত্ব বিভীষণকে অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং লক্ষ্মণ, জানকী ও হনূমান প্রভৃতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। এই সমস্ত অভিনয় দর্শন করিয়া তুলসীর মন মোহিত হইয়া গেল। অনন্তর যৎকালে তিনি স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপধারী হনূমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া তুলসী বলিলেন, "এই গ্রামে কেমন সুন্দর রামলীলার অভিনয় হইতেছে!" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? আজ কাল রামলীলা কোথায়? এ গ্রামে কেবল আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে রামলীলা হইয়া থাকে; এত রামলীলার সময় নহে!" এই কথা শুনিয়া গোঁসাইজী দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি? আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, আর তুমি বলিতেছ যে এখন লীলার অভিনয় হইতেছে না! আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব।" এই বলিয়া দুই জনে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে লীলাভিনয়ের কোন চিহ্নই নাই। তুলসীদাস তৎস্থাননিবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই মাত্র যে রামলীলার অভিনয় দেখিয়া গেলাম, তাহা কোথায় গেল? আপনারা ত সকলেই অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অভিনয় হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানকার সকল লোকে

হাসিয়া কহিলেন, "আজ কাল লীলা কোথায় ? তোমার মনে মধ্যে কিছু ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া তুলসীর মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া গিয়াছেন, তাহার সকলি অলিক। এ কি মায়াপুরী, না ইন্দ্রজালের প্রভাব ? অনেক ক্ষণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বারানশীতে তাঁহাকে হনুমান যে রাম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন, হঠাৎ সে সমস্ত তাঁহার স্মরণপথে আরূঢ় হইল। তখন দর-দরিত ধারে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে তুলসীদাস বলিতে লাগিলেন, "হায় ভক্তবৎসল ভগবান আমাকে দর্শন দিলেন, কিন্তু আমার বুদ্ধি মলিন হইল বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রভুকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার পর্য্যন্তও করিতে অক্ষম হইলাম !" এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া তুলসী সে দিবস ভোজন পানাদি কিছুই করিলেন না। রাত্রিকালে যখন নিদ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, যেন হনুমান তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুলসী ! তুমি সকল চিন্তা পরিহার করিয়া এক্ষণে ঐ রামরূপী শ্রীহরির চরণের আশ্রয় লও এবং তাঁহার ভজনা কর।" এই প্রকারে রাম দর্শন করিয়া তুলসীদাস কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও প্রতিদিন প্রেমোন্মত্ত চিত্তে রাম ভজন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা কোনও নরঘাতী পাপীষ্ঠ তুলসীদাসের কুটীর দ্বারে আসিয়া, রাম রাম বলিয়া ভিক্ষা চাহিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" ভিখারী উত্তর করিল, "আমি মহাপাতকী, ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। আমি অতিশয় ক্ষুধিত, কিঞ্চিৎ অন্ন দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।" গোস্বামী বলিলেন, "তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া, প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার রাম রাম বলিয়া আইস, তৎপরে দুই জনে একত্র ভোজন করিব।" হত্যাকারী তুলসীদাসের উপদেশানুসারে রাম নামে বিশ্বাস করিয়া, ঐরূপ করিল। অনন্তর উভয়ে এক পাত্রে ভোজন করিলেন। বৈষ্ণব চূড়ামণি তুলসীদাস নরহন্তা পাপাত্মার সহিত একত্রে আহার করিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া নিকটবাসী সমস্ত লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহারা সকলে গোস্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া কহিল যে, "আপনি মহাত্মা হইয়া এ কি রূপ কার্য্য করিলেন ?" তুলসীদাস উত্তর করিলেন, "আপনারা সকলে অতীব বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বটেন, কিন্তু রামনামের প্রকৃত মাহাত্ম্য এখন পর্য্যন্তও বুঝিতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি রাম নামের মহিমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া এ বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন।"

অবশেষে সকলে স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, যদি এই ব্যক্তির প্রদত্ত তৃণ মন্দিরস্থ গো সকল ভক্ষণ করে, ও ইহার স্পৃষ্ট অন্ন নন্দীবৃষ গ্রহণ করে, তাহা হইলে জানিব যে এ নিষ্পাপ হইয়াছে।" এই বলিয়া সকলে একত্র হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির হস্তে তৃণ দিয়া গো সকলের সম্মুখে তাহা ধরিলেন ; তাহারা সকলে উহা গ্রাস করিতে লাগিল। ইহার পর তুলসীদাস পরীক্ষার্থীর হস্তে এক থাল অন্ন দিয়া উহা নন্দীর সম্মুখে রক্ষা করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ দেবদেব ! রামনামের মাহাত্ম্য আপনি বই আর কে বুঝিবে ! এই সমস্ত অল্প বিশ্বাসীর মনের সন্দেহ আপনি দূর করিয়া দিন। যদি এ ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার হস্তের অন্ন নন্দীবৃষ গ্রহণ করুন।" এই কথা বলিবা মাত্র পাষাণময়ী নন্দীমূর্ত্তি আশ্চর্য্য এক জীবিত বৃষের আকার ধারণ করিয়া সকল অন্নগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া, লোকেদের মনে নামের মাহাত্ম্য মুদ্রিত হইয়া গেল। এবং সকলে তুলসীদাসকে ধন্য ধন্য করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। উক্ত পাপমুক্ত মনুষ্যও আপনার গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

কোন সময়ে এক তস্কর তুলসীদাসের গৃহে চুরি করিতে আসিয়াছিল। সে সিঁদ কাটিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে অতি অনুপম, শ্যামবর্ণ, জন-মনোমোহন এক পুরুষ ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই রূপ দেখিয়া চোর সে রাত্রে পলায়ন করিল। তাহার পর তিন চারি দিবস রাত্রিকালে দ্রব্যাদি অপহরণ করিবার মানসে ঐ ব্যক্তি গোঁসাইজীর গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু যত বার যায়, সেই শ্যামবর্ণ প্রহরীকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া পলাইয়া আসতে হয়। অবশেষে এক দিন প্রাতঃকালে ঐ চোর নির্ভয় চিত্তে তুলসীদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ ! আপনার গৃহে যে নবদুর্ব্বাদলবিনিন্দিত শ্যামবর্ণ পুরুষ বাস করেন, তিনি আপনার কে ? আমি এক বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করি।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে কবে ও কোন্ সূত্রে দেখিয়াছ ?" চোর সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে তুলসী বুঝিতে পারিলেন যে, শ্যামবর্ণ পুরুষ আর কেহ নহে—স্বীয় প্রভু রামচন্দ্র। ইহার পর, আপনার কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় হইয়াছে বলিয়া ইষ্টদেবকে রাত্রি জাগরণ করিয়া উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার কতই ক্লেশ হইয়া থাকে, এই ভাবিয়া তুলসীদাস সমস্ত সঞ্চিত দ্রব্য দীনদুঃখীদিগের মধ্যে

বিতরণ করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহাকেও কিয়দংশ লইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সে তাহা লইল না, বরং আপনার যাহা ছিল সমস্ত বিতরণ করিয়া দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

এক দিন কোন ব্রাহ্মণীর পতির মৃত্যু হওয়াতে, উহার সৎকার করিবার নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন। পথি-মধ্যে তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ হও-য়াতে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি-লেন। তুলসী "দীর্ঘজীবিনী ও সৌভাগ্য-বতী হইয়া পতিসেবা কর" এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই কথা শুনিয়া, উহাঁর সঙ্গে যে সমস্ত লোক-জন ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "গোঁসাইজী! এ কি আশীর্ব্বাদ করি-লেন? এই স্ত্রী-লোকটীর স্বামী অদ্যই মরিয়াছেন এবং ইনি তাঁহার দাহাদি কার্য্য করিতে গঙ্গাতীরে যাইতেছেন। আপনার তপোবল ও বাক্যনিষ্ঠার বিষয় সকলেই অবগত আছে, কিন্তু এ স্থলে আপনার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া?" এই সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তুলসী কিঞ্চিৎ কাল স্তিমিত-লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে বলি-লেন, "আচ্ছা, যত ক্ষণ আমি শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত না হই, এই স্ত্রীর মৃত স্বামীর দেহ দগ্ধ করিও না।" অনন্তর তিনি স্বয়ং শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হই-লেন এবং ব্রাহ্মণের মৃত দেহটী গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া এবং উহাকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া, উহার পার্শ্বে বসিয়া নিমীলিত লোচনে ব্রহ্মরূপী রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রায় এক প্রহর কাল ঈশ্বরস্তুতি ও প্রার্থনা করিলে পর ঐ মৃত ব্যক্তি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সকলের সম্মুখে উঠিয়া বসিল, ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আমি এখানে কি প্রকারে আসিলাম?" অনন্তর উহার আত্মীয় স্বজন সকলে কহিতে লাগিল যে, "তোমার মৃত্যু হইয়া-ছিল, গোঁসাইজী তোমার প্রাণ দান করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া, ঐ ব্যক্তি তুলসীদাসের চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সেখানকার সমস্ত লোক বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তারকব্রহ্ম রামনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বায় স্বীয় ভবনে চলিয়া গেল।

মহাত্মা তুলসীদাসের সম্বন্ধে এইরূপ অনেকানেক অলৌকিক আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়া থাকে। এক সময়ে তাঁহার এই সমস্ত আশ্চর্য্য তপোবলের কথা শ্রবণ করিয়া দিল্লীর বাদসাহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যান এবং কিছু আশ্চর্য্য দৈবশক্তির পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তুলসীদাস বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি সামান্য মনুষ্য, কোন রূপ অলৌকিক কার্য্য করিতে আমার সামর্থ্য নাই।" এই কথা শুনিয়া আপনাকে উপেক্ষিত বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তুলসীকে কারাবদ্ধ করেন। কিন্তু ভগবানের বিশেষ দয়া-প্রভাবে তিনি অলৌকিক উপায় দ্বারা তথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া-ছিলেন।

দিল্লী হইতে গোঁসাইজী বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং তথায় ভক্তমাল-রচয়িতা বৈষ্ণবচূড়ামণি নাভাজির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নাভাজী তাঁহার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়া স্বরচিত কবিতা-গুলি তাঁহাকে পড়িয়া শ্রবণ করান। এক দিন তুলসীদাস বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে গোপালজী নামক বিগ্রহ দর্শন করিতে যান। তথায় ধর্ম্মাভিমানী কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতা পরি-ত্যাগ করিয়া অন্য বিগ্রহ দর্শন করিতে গমন করে, সে অতি নীচমনা ও অসার মনুষ্য। এই কথা শুনিয়া তুলসী দেব-মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন;—

১। কা বরণ হুঁ ছবি আজকী,
ভলে বিরাজো নাথ;

২। তুলসী মস্তক তব নওয়ে,
ধনুষ বাণ লেঁ্যা হাত।

১ আজিকার রূপ কিবা বর্ণিবারে পারি,
বিরাজ করিছ নাথ ভাল বলিহারি।

২ তুলসী মস্তক কিন্তু নত হয় তবে,
ধনুর্ব্বাণ করেতে গ্রহণ কর যবে।

তুলসীদাস এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে শ্রীগোপালজীর হস্তস্থিত বংশী ধনুর্ব্বাণে পরিণত হইয়া গেল! সমবেত লোক সমূহ দেখিয়া অবাক্। হরিভক্ত বিদ্বেষী পাষণ্ডের মুখ লজ্জায় অবনত হইল।

এইরূপ চমৎকার ভগবল্লীলা প্রচার ও দেবদেবী দর্শন করিয়া, গোঁসাইজী বৃন্দাবন হইতে কাশিতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় হরিভজন, ধর্ম্মা-লোচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ণ কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া মুক্তিলাভ করি-লেন।

সংবৎ ষোল হশৌ অসী, অসী গঙ্গকে তীর;
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী ত্যজো শরীর।
সম্বৎ ষোল শ আশি, অসী গঙ্গাতীর,
শ্রাবণ সপ্তমী শুক্লে (তুলসী) ত্যজিলা শরীর।

শ্রী বী—

মহাভারত সার।

দুর্য্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সমস্ত রাজ্যের অধিপতি হইলেন, তখন তাঁহার মনে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দুঃখ ও শোকাবিষ্ট হইয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অর্জ্জুন! যদি আমরা পূর্ব্বে বৃষ্ণি ও অন্ধক প্রদেশে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম, তাহা হইলে আর জ্ঞাতিদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া এরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম না। আমাদিগের শত্রু কৌরবগণই এক্ষণে

সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে; কারণ, তাহারা ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে সম্মুখ সংগ্রামে হত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। আর আমরা জ্ঞাতিহত্যা করিয়া হীন পুরুষ হইয়াছি। আপনি আপনাকে হনন করিলে ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা কি? অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচারে ধিক! বল ও পুরুষকারে ধিক! এবং অমর্ষতেও ধিক! যদ্দ্বারা আমরা ঈদৃশ বিপদাপন্ন হইলাম। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় দমন, বৈরাগ্য অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি বনচারীদিগের যে ব্যবহার তাহাই শ্রেষ্ঠ; আমরা কেবল লোভ ও মোহ প্রযুক্ত রাজ্যভোগ লালসায় এবং অভিমানকে আশ্রয় করিয়াই ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। বান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া সম্প্রতি আমাদিগের চিত্ত যেরূপ বিষণ্ণ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিয়াও কেহ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আমরা রাজ্যালোভে অবধ্য জ্ঞাতিগণকে নিহত করিয়া বান্ধবহীন হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমিষাকাঙ্খী পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত কুকুরদলের ন্যায় রাজ্য লালসায় জ্ঞাতিহত্যা করিয়া আমাদিগের এরূপ অমঙ্গল ঘটিল। অতএব এক্ষণে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ, যেহেতু এই যুদ্ধে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহারা কি সমগ্র পৃথিবী, কি হিরণ্যরাশি, কি গো অশ্বাদি পশু, কোন বস্তুর নিমিত্তই বধ্য হইতে পারেন না। হায়! আমাদিগের মৃত জ্ঞাতি বান্ধবগণের জননীদিগের সকল আশা বিফল হইল, আমরাই এই সমস্ত লোকবিনাশের মূলীভূত, অথবা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই এই দোষের কারণ হইতে পারে।

দুর্য্যোধন নিয়ত কপট বুদ্ধি দ্বেষ্টা ও মায়াজীবি ছিল, আমরা নিরপরাধী থাকিলেও সে সতত আমাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। পরন্তু কি তাহারা, কি আমরা, কেহই পূর্ণমনোরথ হইতে পারি নাই; সুতরাং এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই পরাজয় হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে আমাদিগের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া পৃথিবী, কি স্ত্রীগণ, কি গীতবাদ্যজন্য আমোদ, কি অসঙ্খ্য রত্নাদি, কি ভূসম্পত্তি, কি বহু দ্রব্যসঞ্চিত কোষ, এই সমস্ত ভোগ্য বস্তুমধ্যে কিছুই উপভোগ করিতে পারে নাই। তৎকালে সে দীর্ঘদর্শী অমাত্য বা সুহৃদবর্গ কাহারও বাক্য শ্রবণ করে নাই; আমাদিগের প্রতি নিরন্তর দ্বেষপ্রযুক্ত সন্তপ্ত হইয়া স্নেহ ও সুখাদিকে এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। ঐরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শকুনির মুখে আমাদিগের সম্পত্তির বিষয় অবগত হইয়া দুঃখে পিঙ্গলবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত মহামতি ভীষ্ম ও বিদুরের বাক্যে অনাস্থা করিয়া, "দুর্য্যোধন ন্যায়যুক্ত কার্য্যই করিতেছেন" বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই অশুচি, লুব্ধ স্বভাব পুত্র দুর্য্যোধনকে নিয়মিত না করিয়াই আমার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন সন্দেহ নাই।

পাপমতি দুর্য্যোধন আমাদের প্রতি প্রদ্বেষ বশতঃ সন্তপ্ত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল, সমরস্থলে বিপক্ষহস্তে স্বীয় সহোদরগণকে নিপাতিত করিল। সে পিতা মাতাকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক নিশ্চই প্রদীপ্ত যশোরাশি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। সে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণসমীপে আমাদিগের প্রতি যাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, মহৎকুলজাত ও আত্মীয় হইয়া অপর কোন্ পুরুষ সুহৃদ্গণের প্রতি তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? ভাস্কর যেমন স্বীয় প্রভাবে সমস্ত দিগ্ দগ্ধ করেন, তদরূপে আমরাও সমরে সমস্ত জ্ঞাতি ও বন্ধুদিগকে দগ্ধ করিয়া আত্মদোষের নিমিত্তই প্রণষ্ট হইলাম। সেই শত্রু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই আমাদিগের কুগ্রহ স্বরূপ হইয়াছিল। তাহার নিমিত্তই আমাদিগের এই সমস্ত কুল নির্ম্মূল হইল। সেই জন্য আমরা অবধ্যদিগকেও বধ করিয়া এক্ষণে সাধারণের নিন্দাভাজন হইলাম। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই পাপময় কুলান্তকারী দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে রাজ্যেশ্বর করিয়াছিলেন বলিয়াই এক্ষণে তাঁহাকে শোক করিতে হইতেছে। হায়! যুদ্ধে সমস্ত শূর পুরুষই নিহত হইয়াছেন, অর্থও নিঃশেষিত হইয়াছে, এবং আমরাও পাপভাগী হইয়াছি। শত্রু নিহত করিয়া আমাদিগের সকলেরই ক্রোধ অপনীত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শোক কেবল আমাকেই মোহিত করিয়াছে।"

"হে ধনঞ্জয়," শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, মনুষ্যকৃত দুষ্কৃত লোকমধ্যে প্রকাশ, অনুতাপ, দান, তপস্যা ও নানা প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান অথবা বৈভবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা, শ্রুতি ইত্যাদি পাঠ ও জপ দ্বারা উপশমিত হইতে পারে। তন্মধ্যে ত্যাগবান্ পুরুষ যে পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়েন না, এইটীই শ্রুতি সম্মত। সন্ন্যাসী জন্ম মরণ অতিক্রমপূর্ব্বক জ্ঞানালোক দ্বারা যথার্থ পথ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শ্রুতিতে এইরূপ কথিত আছে। অতএব শত্রুতাপন ধনঞ্জয়, আমি তোমাদিগের সকলের সম্মতি লইয়া সুখ দুঃখ পরিত্যাগ ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানপথাশ্রয়ী হইয়া অরণ্যে গমন করিব। পরিগ্রহবান পুরুষ যে কদাচ সারধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং ইহা শাস্ত্রেও কথিত আছে। সুতরাং গৃহবাসী ব্যক্তি যে সকল পাপচরণ করে আমিও রাজ্যভোগাভিলাষী হইয়া তদ্রূপ পাপ করিয়াছি। অতএব আমি এক্ষণে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিব। হে অর্জ্জুন, তুমিই এখন নিষ্কণ্টকে যাবতীয় রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। আমার আর ইহাতে প্রয়োজন নাই।"

রাজা যুধিষ্ঠিরের এই সকল নির্ব্বেদ বচন শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধ এবং ঔদ্ধত্য সহকারে অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন, "অহো! কি কষ্ট, কি কষ্ট! কি অদ্ভুত কাতরতা! ধর্ম্মরাজ, এমন অমানুষ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী হস্তগত করিয়া এক্ষণে বুদ্ধির দোষে তাহা ছাড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! এই সংসারে ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর কোন কালেই রাজ্যভোগ হইতে পারে না। পরন্তু যদি আপনার এইরূপ ত্যাগধর্ম্মই ইচ্ছা ছিল, তবে কি নিমিত্ত ক্রোধান্ধ হইয়া নরপতিবর্গকে নিপাত করিলেন? যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে কখন লোকমধ্যে বিখ্যাত হইতে পারে না। মহারাজ, আপনি যদি এই রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে লোকে আপনাকে কি বলিবে? এত বড় রাজ্যেশ্বর হইয়া কেন সামান্য দরিদ্রের ন্যায় থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি রাজকুলে জন্মিয়া, বাহুবলে সমগ্র বসুন্ধরা অধিকার করিয়া কেবল মূর্খতা বশতঃই বনপ্রস্থানে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি বনগামী হইলে অসাধু লোকেরা রাজশূন্য পৃথিবী পাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম সকল লোপ করিবে, তাহাতে আপনিই পাপের ভাগী হইবেন। রাজা নহুষ নির্দ্ধনাবস্থায় নৃশংস কার্য্য করিয়া শেষ নির্দ্ধনতায় ধিক্কার দিয়া অকিঞ্চনতা কেবল মুনিদিগেরই ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। আর কল্যকার জন্য সঞ্চয় না করা যে কেবল ঋষিগণেরই ধর্ম্ম তাহা আপনি জানেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ যাহাকে রাজধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা ধনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

"মহারাজ এই সংসারে যে ব্যক্তি কোন লোকের ধন হরণ করে, সে তাহার ধর্ম্মও হরণ করিয়া থাকে। ইহ লোকে দরিদ্রতা অতি পাপজনক। দরিদ্র লোক নিকটে থাকিলেও তাহাকে লোকে মিথ্যাপবাদ দেয়। অতএব তাদৃশ দরিদ্রতার প্রশংসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

"পতিত এবং নির্দ্ধন ব্যক্তি উভয়ই নীচ। মহারাজ, ধন ব্যতীত ধর্ম্ম অর্থ কাম বা স্বর্গ, এমন কি প্রাণযাত্রা পর্য্যন্ত নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে তাহারই মিত্র এবং বান্ধব আছে; যাঁহার অর্থ আছে তিনিই পুরুষ, তিনিই পণ্ডিত। অর্থের দ্বারা সমস্ত প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, দেবগণ জ্ঞাতিবধ ভিন্ন কোন্ সম্পদের অভিলাষ করিয়া থাকেন? আর যদি পরস্বাপহরণ বলিয়া তাহাতে আপনার অভিমত না হয়, তাহা হইলে বলুন দেখি, নরপতিগণ কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইবেন? কুত্রাপি এমন কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না যাহা লোকের অনিষ্ট ব্যতী

সংগৃহীত হইতে পারে। রাজগণ এই রূপেই পৃথিবী জয় করিয়া থাকেন। এবং পুত্র যেমন পিতৃধন নিজের বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ তাঁহারা জয়লব্ধ বস্তু স্বকীয় বলিয়া মনে করেন। আরো, স্বর্গীয় রাজর্ষিগণ রাজধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখুন, এই পৃথিবী পূর্ব্বে দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতা প্রভৃতির অধিকৃত ছিল। এক্ষণে আপনার হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং ইহা আপনার বলিইয়াই আপনি মনে করুন। রাজা যে সকল প্রজাদিগের অর্থ লইয়া যজ্ঞাদি করেন তাহাতে তাহারা পবিত্র হয়। অতএব আপনি ঈদৃশ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিবেন না।"

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

বিধাতা নর নারীকে যে প্রকৃতি দিয়া গঠন করিয়াছেন, তদনুসারে সৃষ্টিকাল হইতে তাহারা আপন আপন অধিকার বুঝিয়া লইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ বালিকাগুলি খেলাঘর বাঁধিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দেয়, সন্তান পালন করে, রন্ধন পরিবেশন করিতে শিখে, এবং সুপক্ক গৃহিণীদিগের মত কথাবার্ত্তা কয়। এ সকল তাহাদিগকে কে শিখায়? ভবিষ্যতে ইহারা যে বিভাগের ভার গ্রহণ করিবে প্রথম জীবনে তৎসংক্রান্ত বিষয়ে খেলা করে। খেলার ভিতর দিয়া তাহাদের মাতৃ প্রকৃতি বিকসিত হয়, গৃহিণীপনার উপযোগী বৃত্তিগুলি আপনাপনি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। বালকেরা ঠিক প্রথম জীবন হইতে ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, গাড়ী হাঁকায়, স্কুল রচনা করিয়া পড়ে এবং পড়ায়, উপদেশ বক্তৃতা দিয়া আচার্য্যের কার্য্যও করে। ইহারা ভবিষ্যতে যে রাজ্যের অধিপতি হইবে, বাল্যকালে তাহার লক্ষণ সকল দেখাইয়া থাকে। ইহাদিগকেই বা এ সমস্ত কে শিখাইতে যায়?

বালক বালিকার বাল্য খেলাও তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতির উপযোগী। বালকেরা খেলাঘর বাঁধিয়া রন্ধন পরিবেশন করে না, ছেলে মেয়ের বিবাহও দেয় না, প্রাচীনা ঠাকুরাণীদের মত কথাও কয় না, কিন্তু তাহারা বালিকাগণের ক্রীড়াগৃহে নিমন্ত্রিত কুটুম্বের ন্যায় অগ্রে ভোজন করিতে বসে, রাগ হইলে তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, খেলাঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং বালিকাদিগকে প্রহার করিয়া শেষ পলায়ন করে। ইহাদের বাল্য খেলার ভিতরে ভবিষ্যতের জীবনাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়! পরজীবনে ইহারা উভয়ে কে কোন্ রাজ্যের কর্ত্তা এবং কত্রী হইবে তাহার কতক পরিচয় বাল্য জীবনেই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

তবে স্ত্রী পুরুষের অধিকার লইয়া এখন

এত আন্দোলন কেন? স্ত্রীরা পুরুষের রাজ্য এবং কার্য্যবিভাগে প্রভুত্ব করিবার জন্য পদার্পণ করেন কেন? আধুনিক সভ্য জনেরা বলিতেছেন, হইলই বা স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্র জীব? বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে উভয়েই সমতুল্য। অধিকারচ্যুত হইয়া থাকাতেই এত দিন নারী জাতির উন্নতি হয় নাই। শিক্ষা দিলে তাহারা পুরুষোচিত সমস্ত কার্য্যই করিতে পারে। বারিষ্টার ডাক্তার বক্তা গ্রন্থকার এম্, এ, বি, এ, পাসকরা শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী, কি না হইতে পারে? কালে ইহারা যুদ্ধ বিদ্যাতেও পারদর্শিনী হইবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের হ্যারিসন নামক এক জন সাহেবের সহিত পরলোকগত অন্ধ ফসেটের স্ত্রী শ্রীমতী ফসেটের বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে। সাহেব বলেন, স্ত্রীলোকেরা ভাল মা হইয়া সংসার রাজ্যের শান্তি বিধান করিবেন এবং মানব জাতিকে শিক্ষা দিবেন; শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাদের জীবন। বিবি বলেন, শুধু তা কেন হবে? নারীরা শিক্ষাও দিবে, ঘরকন্নাও করিবে, আবার পুরুষের মত কাজ কর্ম্মও চালাইবে! কেবল ঘরকন্নার কাজে আর কত লোকেরই বা দরকার হয়? যে বাড়ীতে পাঁচ জন অবিবাহিতা বয়স্থা কুমারী আছে তাহারা কি সকলেই একটী ক্ষুদ্র সংসার লইয়া থাকিবে? ত হইলে খাবে কি? ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহাদের চলিবে কি রূপে? লক্ষ লক্ষ অবিবাহিতা স্ত্রী কি বসিয়া খাইলে চলে?

দুই জনই বিলক্ষণ পণ্ডিত মানুষ, উভয়েরই কথাগুলি যুক্তযুক্ত সন্দেহ নাই। বিবি ফসেট আদর্শ মত ধরিয়া ভুলিয়া থাকিতে চাহেন না, তিনি স্ত্রী সমাজের দৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখিয়া তাহার মীমাংসা করিতে চাহেন। সমস্যা বড় কঠিন। আমাদের দেশেও ক্রমে এই প্রশ্ন মুখ বাড়াইতেছে। জনসাধারণের ভিতর এ প্রশ্ন মীমাংসা পূর্ব্বেই এক প্রকার হইয়া আছে। তাহারা উভয়েই পরিশ্রমের কার্য্য করে। ইহাদের স্ত্রীরা সন্তান পালন, আহারের ব্যবস্থা, ঘরকন্নার সমস্ত কার্য্য করে। আবার পুরুষোচিত কার্য্যও অনেক করিয়া থাকে। কিন্তু একটু অবস্থা ভাল হইলে, আবরু সম্ভ্রমের ভয়ে তাহারা স্ত্রীজাতিকে বাহিরের কার্য্য করিতে দেয় না। তাহাদিগকে ক্রমে কোমলাঙ্গী পুত্তলিকাবৎ সাজাইয়া রাখিতে চায়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, স্ত্রীলোকেরা যদি কেবল সংসার লইয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্নের সংস্থান হবে কিরূপে? যে বাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক সেখানে সকলেই কি কেবল ঘরকন্নার কাজে আবদ্ধ থাকিবেন? অল্প কার্য্য অর্থাৎ এক জন কি দুই জনের কাজে দশ জন আবদ্ধ থাকা মিতাচারের বিরুদ্ধ এবং দারিদ্র্য কষ্টের কারণ।

নারীরা সামান্য একটু গৃহকার্য্য করিয়া কি বসিয়া বসিয়া খাবেন আর ঘুমাবেন; আর একটী মাত্র পুরুষ বাড়ীর আট দশটী নারীর ভার বহন করিতে করিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভাবনা চিন্তায় অকালে প্রাণ হারাইবেন? ইহা নিতান্ত অবিচারের কথা। কিন্তু সভ্য ইউরোপ-আমেরিকার নারীগণের পক্ষে যেমন নানাবিধ কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত আছে, বঙ্গীয় রমণীর পক্ষে তাহা নাই। বঙ্গবালা যদি এম, এ, বি, এ, পাস করেন, তাহাতেও তাঁহার উপার্জ্জনাশা অতি অল্প। তাঁহার বিদ্যার ব্যবহার হয় না। কার্য্যাভাবে শেষ তিনি লেখাপড়া সব ভুলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের জন্য কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত নাই। তদ্ব্যতীত দেশাচারের শাসনে নিয়মে তাঁহারা এখনো অবলা অরক্ষিতা, সুতরাং পুরুষ অভিভাবকের অধীন। বাস্তবিক ইহা ভাবনার বিষয়। তাঁহাদের জন্য কাজ সৃজন করিতে হইবে। নতুবা লেখাপড়া শেখা বিফল হইয়া যাইবে। বিধাতা অবশ্য এ বিষয়ে ক্রমে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন, এবং দিতেছেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির বিশেষ অধিকার যাহা তাহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। পুরুষের কার্য্যের সহায়তা তাঁহারা করিতে পারেন, কোন কোন পুরুষোচিত কার্য্যও করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পুরুষেরা করিতে জানে না, পারেনও না।

অতএব স্ত্রীজাতির দায়ত্ব লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধ হইতে চলিল। তাঁহাদিগকে ভাল জননী ত হইতেই হইবে; তদুপযোগী স্নেহ বাৎসল্য কোমলতা দয়া প্রীতি চাই, তদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে অবস্থা বিশেষে ইহার পর খাটিয়া টাকা রোজগারও করিতে হইবে। নারীগণ জনসমাজের প্রসূতী, ধাত্রী, প্রতিপালিকা এবং শিক্ষয়িত্রী। অনেক উচ্চ পদবীতে তাঁহারা আরোহণ করিবেন। পৃথিবীতে নারীর সংখ্যাও বেশী। অতএব তাঁহাদের খাটুনির কাজ শিক্ষা করা চাই। নতুবা পুরুষেরা খাটিয়া খাটিয়া মরিয়া যাইবে। স্ত্রীরা ঘরে বসিয়া আলস্য নিদ্রা এবং বৃথা জল্পনায় জীবন শেষ করিবে।

কোল জাতি।

কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম সমূহে সকল লোকেই ধাঙ্গড় নামক শ্রম-জীবী এক জাতীয় মনুষ্যদিগকে দেখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই নিবাস-ভূমি ছোট নাগপুর। ছোট নাগপুরের উত্তর সীমা—মির্জাপুর, সাহাবাদ, গয়া ও মুঙ্গের; পূর্ব্ব সীমা সান্তাল পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর; দক্ষিণ সীমা উড়িষ্যার গড় জাত মহাল, সম্বলপুর ও রাইপুর এবং পশ্চিম সীমা রিমা ও বিলাসপুর। ইহার ক্ষেত্রফল

৪৩০২০ বর্গ মাইল ও লোক সংখ্যা ৪৯,০৩,৯৯১; তন্মধ্যে প্রায় তৃতীয়াংশ অনার্য্য জাতি ও অবশিষ্ট হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি।

এই সুবিস্তৃত ভূভাগ প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত যথা ১ম সম্পূর্ণ ইংরাজ শাসনাধীন রাজ্য ও ২য় করদ মিত্র রাজ্য সমূহ। ইংরাজ শাসনাধীন প্রদেশটী চারিটী নিয়ম বহির্ভূত। (Non-regulation) জেলার সমষ্টি। ইহার এক এক জেলার প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ডেপুটী কমিশনার। ইহাঁদের পদ নিয়মাধীন জেলার মেজিষ্ট্রেট কলেক্টরের পদের তুল্য। ভিন্নতার মধ্যে এই যে, ডেপুটী কমিশনদের কিয়ৎপরিমাণে সদর আলার ও শেশন জজের ক্ষমতা আছে, মেজিষ্ট্রেট কলেক্টরদিগের সে ক্ষমতা নাই। করদ, মিত্র রাজ্যগুলি দেশীয় ছোট ছোট রাজগণের অধীন। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কোনও প্রাচীন কালে আপন আপন অধিকার মধ্যে স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতেন, কিন্তু আজ কাল ইহাঁরা সকলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কিছু না কিছু কর দিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের রাজ্য সমূহ প্রকৃত পক্ষে অধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এই সকল রাজগণ আপনাপন রাজ্যে অদ্যাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেওয়ানি ফৌজদারী অভিযোগের বিচার করেন, কিন্তু গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়েই হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশের অধ্যক্ষতা এক জন কমিশনরের হস্তে ন্যস্ত। এই রাজপুরুষের কাছারী লোহার দাগা-জেলার প্রধান নগর রাঁচিতে প্রতিষ্ঠিত। কমিশনর সাহেব যেমন এক দিকে চারিটী জেলার মুখ্য কর্ম্মচারী, সেইরূপ আবার করদ রাজ্যগুলির উপর সুপারিণ্টেডেণ্ট অর্থাৎ প্রধানাধ্যক্ষ নামে আধিপত্য করেন। সিংহভূমি জেলার ডেপুটী কমিনশর সাহেব ও এঃ সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট অর্থাৎ সহকারী অধ্যক্ষ বলিয়া অভিহিত।

ক্রমশঃ।

সর্ষরেণু।

ক্ষমতা থাকে দান কর, না থাকে মিষ্ট বাক্যে ভিক্ষার্থীকে তুষ্ট কর।

সকলেরই মৃত্যু আছে। মহৎ কাজে কীর্ত্তি ও যশ তাঁহাকে চির অমর করে।

অন্য লোকের জীবন মৃত্যুর পর জলের দাগের ন্যায় পৃথিবী হইতে মুছিয়া যায়। যে উপযুক্তরূপে জীবন কাটাইতে পারে সে মহৎ। আর যে ভাল করিয়া মরিতে জানে সেও মহৎ।

সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ কে? মাতা। সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী কি? মাতৃস্নেহ। সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কি? মাতৃ করুণা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা।] মাঘ, সন ১২৯৮। [১ম খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর পৌত্র আলবার্ট ভিক্টরের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ইউরোপ আমেরিকা শোক প্রকাশ করিয়াছে। এ বিষয়ে রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতি দেখিয়া মহারাণী সর্ব্বসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। এক সময় যিনি ভারতের ভাবী সম্রাট হইবেন আশা ছিল, ২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে রাজপরিবারের সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এই রাজপুত্র আলবার্ট ভিক্টরের বিবাহের জন্য কোথায় শীঘ্র আনন্দ উৎসব হইবে, না একবারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্ধকারময় শোকাবহ দৃশ্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। বিবাহের জন্য বাড়ী ঘর সজ্জিত এবং মহোৎসবের আয়োজন হইতেছিল। সহসা এই শোকের ঘটনায় সমস্ত সাম্রাজ্যকে এককালে অন্ধকারাবৃত করিয়া দিয়াছে। যে সুচরিত্রা যুবতীর সহিত বিবাহের কথা ছিল তাঁহার অবস্থা ভাবিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? আহা! তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ে শান্তিদাতা বিধাতা ভিন্ন আর কে সান্ত্বনা দিতে পারে?

আমরা শুনিয়া ব্যথিত হইলাম, আমাদের কোন পরিচিত বন্ধুর এক যুবক জামাতা ইংলণ্ডে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গিয়া গোপনে পুনরায় একটী ইংলণ্ডীয় যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু স্ত্রীর দশায় কি হইবে ইহা ভাবিয়া আমাদের প্রাণ ক্রন্দন করিতেছে।

আরব দেশীয় কোন কুমারী যখন বিবাহিত হয় তখন তাহার মাতা তাহাকে এইরূপে উপদেশ দান করেন;—"এক জন অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বাস করিবার জন্য তুমি এখন নিজ বাস ভবন পরিত্যাগ করিতেছ। আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি, তুমি যদি তোমার স্বামীর সংসারে কর্ত্রী হইতে চাও, তবে তুমি তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া আপনি অল্পে সন্তুষ্ট থাকিও। এবং তাহার সুনিদ্রা সম্ভোগ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও। কারণ, ক্ষুধায় ক্রোধ এবং

অনিদ্রায় মস্তিষ্কে অশান্তি উৎপাদন করে। স্বামীর গোপনীয় বিষয়ে মৌনী হইবে। যখন তিনি আনন্দিত হন তখন তুমি বিষণ্ণ ভাব দেখাইবে না। এবং যখন তিনি বিষণ্ণ তখন তুমি আনন্দিত হইবে না। এই রূপ ব্যবহার করিলে আল্লা তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

সম্প্রতি বারিপুর থানার অন্তর্গত সাঁখারিপুর গ্রামে ঈশ্বরী দাসী নাম্নী এক বিধবা স্বীয় সন্তানের সহিত নিজগৃহে রাত্রিকালে ঘুমাইয়াছিল, এমন সময় কে আসিয়া ঘরের দ্বার ঠেলিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "আমরা পথিক, একটু তামাকু ভিক্ষা চাই।" ঈশ্বরী সম্মত না হওয়ায় পথিক পুনঃ পুনঃ মিনতি করিতে লাগিল। পরে বিধবা দ্বার খুলিয়া যাই তামাকু দিয়াছে অমনি এক দল ডাকাত ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এবং তাহার পুত্রকে বাঁধিয়া ফেলিল। শেষ খোলা তলয়ার দেখাইয়া বলিল, যদি চেঁচাবি, তখনি তোদের মাথা কাটিব। অনন্তর ডাকাতেরা যাহা কিছু ছিল সমস্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

এ বৎসর বঙ্গ মহিলাগণ আনন্দ বাজারের আনন্দ ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণীর উদ্যোগে ইহা প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবার মহারাণী কঠিন পীড়ায় প্রায় তিন মাস কাল শয্যাগত আছেন। উৎসবের সময় যদি তিনি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে বাজার বসিত। শয্যাগত থাকিয়াও ঈদৃশ অবস্থাতেও তিনি আনন্দ-বাজার বসাইবার জন্য বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু এরূপ মহানন্দের ব্যাপার ভাবনা চিন্তা উদ্বেগের মধ্যে কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। অনেকে বাজার দেখিতে আসিয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া গিয়াছেন। বিধাতা যদি কৃপা করেন, তবে সময়ান্তরে ইহা হইতে পারিবে আশা আছে।

পরসেবা প্রবৃত্তি নারী জাতির মধ্যে অতিশয় বলবতী। পরিবার মধ্যে কিম্বা প্রতিবাসী কুটুম্বগৃহে কোন সামাজিক বা ধর্ম্মকর্ম্মে আহার্য্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন ইত্যাদিতে এ ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়। এ দেশের প্রাচীনা ঠাকুরাণীরা এ সম্বন্ধে বড়ই উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। এমন কি, ক্রিয়াকর্ত্তার গৃহে কোন সামগ্রীর অভাব হইলে তাঁহারা সঙ্গে করিয়া তাহা লইয়া যাইতেন, নিজহস্তে রাঁধিতেন এবং পরিবেশন করিতেন। ব্রাহ্মণ সজ্জন আত্মীয় কুটুম্বগণ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া সুখী হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন, এই মাত্র কেবল তাঁহাদের পুরস্কারের প্রত্যাশা। এমন সকল বিধবা সাধ্বী

ছিলেন যাঁহারা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধান্তে পুনরায় নিজগৃহে আসিয়া স্নান করিয়া রাঁধিয়া তার পর ভোজন করিতেন। এ কার্য্যে তাঁহাদের নিষ্ঠা যত্ন ধর্ম্মভাব নিঃস্বার্থ অনুরাগ প্রকাশ পাইত। সে শ্রেণীর নারী এখনও আছেন। এরূপ পরসেবায় তাঁহাদের আনন্দ উৎসাহ যথেষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু যে দলে অতিরিক্ত বাবুগিরি বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে তাঁহারা ইহা ভালবাসেন না। রন্ধন, পরিবেশন, এবং সেবায় যে কত আনন্দ, কত সুখ, তাহা যদি ইহাঁরা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে বলিতেন, "আমরা আগে খাওয়াব, তার পর খাব। আগে রাঁধিব তার পর ভোজনে বসিব।" বাস্তবিক যাহারা উপবাসী থাকিয়া পরের সেবা করে, তাহারা স্বর্গের অমৃত পান করিতে পায়।

ব্রহ্মবাদিনী।

বহু পূর্ব্বকালে প্রাচীন আর্য্যকুলে কতিপয় ব্রহ্মবাদিনী নারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মুনিপত্নীরা কেহ কেহ স্বামীর সঙ্গে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী এবং গার্গী স্বামীর সহিত ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম কাণ্ডপ্রধান ভারতে দেব দেবী পূজা, জড় নর মৃত্তিকা পাষাণ এবং চন্দ্র সূর্য্য নদী উদ্ভিদের পূজার যেরূপ প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে ব্রহ্মবাদিনীর সংখ্যা সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মবাদিনীর জীবনের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। নারী সমাজের সাধারণ ধর্ম্ম বাহ্য-পূজা আর জীব সেবা। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে এ দেশের নানা স্থানে অনেক ব্রাহ্মিকা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাঁরা পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া, বাহ্যপূজা মূর্ত্তি আরাধনা ছাড়িয়া নিরাকার জ্ঞানময় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। কে কত দূর এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা বলা কঠিন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কত দূর চরিতার্থ এবং চরিত্র কত দূর গঠিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই কৌতূহলী হইতে পারেন।

কার্য্যতঃ ব্রাহ্মিকাগণ ব্রহ্মবাদিনী নামের যোগ্যা হইয়াছেন কি না, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবন দেখিয়া এ দেশের ভবিষ্যৎ নারী সমাজ কত দূর আশা পাইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু যখন ব্রহ্মোৎসব-ক্ষেত্রে শত শত শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত বঙ্গ মহিলাদিগকে পাঁচ সাত দশ ঘণ্টা একাদিক্রমে অবস্থান করিতে দেখি, এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার নামে দেশ

বিদেশ হইতে তাঁহারা আসিয়া একত্র সমাগত হন, স্থির ভাবে আরাধনা প্রার্থনায় যোগ দেন, উপদেশ এবং সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তখন মনে হয় এ দেশে একটী নব যুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ব্রহ্মবাদিনীদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না, যৎ কিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এ সম্বন্ধে যাহা স্বচক্ষে দেখা যাইতেছে তাহারই উপর আমাদের আশা ভরসা নির্ভর করে। এক্ষণে নারী সমাজের কোমল হৃদয়ে এই ব্রহ্মোপাসনা, নিরাকারের ভজন সাধন প্রণালী কত দূর মূলবদ্ধ করিল তাহাই জানা আবশ্যক।

বর্ত্তমান বংশের কতকগুলি মহিলা যদি ব্রহ্মপূজা, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মারাধনা করিয়া দৈনিক জীবনে শান্তি এবং শুদ্ধতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এক দিন এ দেশের নারীগণ যে এই পথে আসিবেন; এবং তাঁহারা আর বাহ্যপূজার আবশ্যকতা অনুভব করিবেন না, তদ্বিষয়ে অনেক আশা হয়। যাঁহারা গত বিশ বৎসর হইতে ব্রাহ্ম-স্বামীর সহিত কিম্বা একাকিনী প্রতিদিন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের জীবনের প্রতি অনেকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা মূর্ত্তি পূজা করেন না সত্য, কোন রূপ ভ্রান্তি কুসংস্কারের প্রতিও আসক্ত নহেন, কিন্তু ব্রহ্মবাদিনীর আদর্শ চরিত্র গঠনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজ জানিতে চায়। ব্রহ্মবাদিনীর কি কি কর্ত্তব্য, তাঁহার দৈনিক জীবনের সাধন ভজন, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কিরূপ, তাহা দেখিতে চায়। তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া অন্তরাত্মাকে সুখী করিতে পারিতেছেন কি না তাহা জানিতে চায়। ইহার ভিতর বাহ্যপূজার যে আয়োজন আছে তাহা ভাল লাগিতে পারে, তদ্দ্বারা সাময়িক উৎসাহ জন্মিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মবাদিনীর লক্ষণ অন্য প্রকার। তিনি ধ্যান যোগ ভক্তি প্রেমে মজিয়া অন্তরে বৈরাগিণী হইয়া চিন্ময় আনন্দ স্বরূপকে সম্ভোগ করিবেন এবং নিষ্কাম ভাবে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইহার জন্য নিষ্ঠা যত্ন আগ্রহ ব্যাকুলতা নিয়ম ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয়। ব্রতনিষ্ঠ না হইলে এ পথে কেহ এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না। হিন্দু নারী যেমন অতিশয় নিষ্ঠার সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত সাধন করেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সংযম নিষ্ঠা সাবধানতা ব্রতপরায়ণতা না হইলে এ দেশে নারীসমাজে নিরাকার সাধন জন্মতে এবং তিষ্ঠিতে পারিবে না। নিয়ম পালন বিষয়ে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক যত্নবতী। স্বভাবতঃ তাঁহারা রক্ষণশীলা, ব্রাহ্মিকা হইয়া সে বিষয়ে কেহ যেন শিথিল না হন। নিষ্ঠা দৃঢ়তার সহিত উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জ্জন চিন্তা, আত্মপরীক্ষা এবং জনসেবা, এই কয়টী প্রতিদিন যিনি সাধন করিবেন তিনিই যথার্থ ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিবেন। ব্যাকুল আত্মার সহায় স্বয়ং ভগবান। বঙ্গীয় ভগিনীগণ নিজ নিজ স্বামী সহোদর পিতা ও ধর্ম্মবন্ধুর নিকট ঐকান্তিক যত্নের সহিত এ বিষয়ে সাহায্য গ্রহণে যেন অবহেলা না করেন। ব্রাহ্মিকা জীবনের উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা যেন তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভবিষ্যৎ নারী সমাজ তাঁহাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে।

বিলাতি খেলাঘর।

ছেলেবেলায় আমরা যেমন খেলা ভালবাসি, বিলাতি ছেলে মেয়েরাও সেই রকম অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রিয়। কিন্তু আমরা বাড়ীর যেখানে সেখানে যেমন খেলা কোরে বেড়াই ও খেলাঘর পাতি, সে দেশের ভদ্র লোকের গৃহে সে রকম অগোছ হবার যো নাই। সেখানকার সব বড় বাড়ীতেই ছেলেদের জন্য উপরের একটী কোণের ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই ঘরটীকে তাহারা নর্সরি বলে। ঐ নর্সরিতে জন, মেরী, ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি বাড়ীর সব শিশুরা জমা হয়ে কেউ বা দুপ্‌দাপ্‌ কোরে খেলে, আর কেউ বা চুপি চুপি খেলা করে। আমাদের মত বিলাতের বালকেরাও লুকোচুরি, কাণামাছি, কপাটি প্রভৃতি খেলায় বড় আমোদ পায়। আর সে দেশের মেয়েরাও আমাদের ছোট ছোট বোনগুলির মত পুতুল খেলার বড় ভক্ত।

বাড়ীতে দুই চারটী মেয়ে থাকলে তাদের কাজ কর্ম্মের আর শেষ থাকে না। আজ মেরীর মেয়ের ভাত, কাল এথেলের ছেলের নূতন পোষাক পরার দিন, পরশু অমুকের নাতির বিয়ে—এই সবের উদ্যোগে বালিকাদের আর অবসর নাই। আমরা যেমন খেলাঘরের যজ্ঞিতে রাঁধুনী দিদির কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মোচার আগাট, নাউয়ের বোঁটাটা ও লুচির এক চাকতী ময়দা নিই, তারাও সেই রূপ জিনিষের যোগাড় করে। এক জন বা অনেক মিনতি কোরে তাদের কুকের (রাঁধুনী) কাছথেকে এক চাকলা রুটি নেয়, কেউ বা এক পেয়ালা চা আনে, কেউ বা ভাঁড়ার ঘর থেকে দু চারটা আলুর মাথা পায়, আর কোন মেয়ে বা না খেয়ে খানিকটা কেক পকেটে লুকিয়ে রাখে—এই রকমে সকলে একত্র হয়ে নিজ নিজ দ্রব্য খেলাঘরে নিয়ে যায়। আর তাই একটু একটু কোরে বাঁটিয়া মনের আনন্দে ভোজ লাগায়।

পুতুল সন্তানের প্রতি ইংরেজ বালিকাদের অত্যন্ত যত্ন। তাহারা নিজে না খেয়েও ডলের (পুতুল) সেবা করে। আমি অবসর ক্রমে যখনই নর্সরির দরজায় উকি মারিয়া দেখি, তখনই দেখিতে

পাই, মেরী তার পুতুল খুকীর কাজে বড় ব্যস্ত। কখন বা সে তার পোষাক বদ-লাচ্ছে, কখন বা চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, কখন বা এক বাটী দুধ নিয়ে ছেলেকে খাওয়াবার উপক্রম কর্‌ছে। আমি তার মোমের পুতুলের উপর এত যত্ন দেখে হেসে বলিলাম—মেরি! তোমার মেয়েকে আমি এক দিনও কাঁদ্‌তে শুনি নি, মেয়ে বুঝি হাবা! সে সস্নেহে তার খুকীর গালে চুমো খেয়ে বল্‌লে—না গো, না, বালাই! আমার মেয়ে হাবা হবে কেন? আমার বেবি বড় শান্ত, রাত্‌-দিন ঘুমায়। আমি আবার বলিলাম—কই ওকে দুধ খাওয়ালে না? ক্ষুদ্র বালিকা ঠিক মার মত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—খুকীর এখনও ক্ষিধে পায় নি, ক্ষিধে না পেলে দুধ খাওয়ালে যে ছেলের অসুখ কর্‌বে।

এক দিন মেরী নীচে ডিনার খাচ্চে, আমি আস্তে আস্তে উপরে তার খেলা-ঘরে গিয়ে, তার ডলের পেট টিপে যাই দুবার ট্যাঁ ট্যাঁ কোরে শব্দ করেছি, অমনি তিন তলার নীচে থেকে তার কাণে সে কান্না বেজেছে। প্লেটের খাবার প্লেটে রেখে, মুখের রুটি মুখে কোরে—"আমার রেবিকে কে কাঁদাচ্ছে রে!" বোলেই উপরে ছুট।

এথেলের একটী অনেক দিনের পুরাণ জাপানী কাঠের পুতুল ছিল। সে পুতুলটী তার কোলে এত আদর পেয়েছে যে, তার রঙ টঙ সব চটে উটে একাকার হয়ে গেছে; কিন্তু তবু এথেল তাকে চোখের আড়াল কর্‌তে পারে না। এক দিন দৈবাৎ তার ঐ 'জ্যাপী' কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, সে দিন মনের দুঃখে সে কিছু খায় নি, রাত্রিতে ঐ পুতুল কোলে না থাকাতে সে ঘুমায় নি পর্য্যন্ত। অবশেষে অনেক খোজার পর গদির নীচে থেকে 'জ্যাপী' বেরুল। তার ছোট মায়ের মুখে আর আহ্লাদ ধরে না। এথেল বেড়াতে যাবার সময় জ্যাপীকে পাছে কুকুরে কামড়ায়, এই ভয়ে গদির নীচে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে এসে সে কথা তার আর মনে পড়ে নি, তাই এত কষ্ট! এক দিন তার মা তাকে বলিলেন—তোর ঐ পুরাণ পুতু-লটা বড় ময়লা হয়ে গেছে, ফেলে দে, একটা নূতন কিনে দেব। এথেল জ্যাপীকে কোলে টেনে কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—হ্যা, মা, ঐ নাপ্‌তেদের বড় ছেলে যখন ব্যামো হয়ে বড় বিশ্রী হয়ে গেছল, তখন তাদের নূতন খোকা হলে তারাত তাকে ফেলে দেয় নি? অতটুকু মেয়ের মুখে এমন স্নেহ ও জ্ঞানের কথা শুনিয়া মা অবাক। তিনি এথেলকে কোলে টেনে তাকে কত চুমই খেলেন।

দু বছর বয়স থেকে ৬।৭ বছর অবধি ইংরেজ বালিকারা খেলাঘরে ও পুতুল খেলায় সমস্ত মন প্রাণ দেয়। ডলের যত কাজ তারা নিজে কর্‌তে শেখে। বিছানা সেলাই, গদি ও বালিস তয়ের, পোষাক প্রস্তুত—এ সব কাজ তারা নিজের হাতে করিতে ইচ্ছা করে। যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তাকে অন্যের সেলাই করা কাপড় পরাতে বা আর কারুর তয়েরি বিছানায় শোয়াতে তাদের যেন মন খুঁত খুঁত করে। এই রূপে ইংরেজ-দের ছোট ছোট মেয়েরা আপনার উপর নির্ভর করিতে শেখে; তারা কোন কাজ বা জিনিসের জন্য পরের মুখ অপেক্ষা কোরে থাকতে ভালবাসে না। তাই তারা ছেলে বেলায় পুতুলের জন্য কাজ করিতে করিতে বড় হয়ে নিজেদের সব জামা জোড়া ও পোষাক তয়ের করে।

ছ বছর বয়স উৎরালে বালিকারা সচ-রাচর স্কুলে যায় ও লেখা পড়াতে মন দেয়। ক্রমে তাহারা যত বড় হ'তে থাকে, তত খেলা ছাড়িয়া ঘরের ও সংসারের কাজ ধরে।

আমাদের গৃহে যেমন বাড়ীর এক ঘরে বিরাজের খেলাঘর, আর এক স্থানে চারুর হাতটানা গাড়ী, আর এক জায়-গায় খোকার ভেঁপু পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, বিলাতের বাড়ীতে সে রকম এলো-মেলো জিনিসের নাম পর্য্যন্ত নাই। তাদের সব দ্রব্যই যেখানকার যেটী সেইখানেই সেটী থাকে, শিশুরাও কখন ঐ শৃঙ্খলার বাহিরে যায় না। ছেলেপিলের সব রকম খেলানা গুলিই নর্সরতে রাখা হয়। একটী তাকের

উপর জনের যত কলের গাড়ী, ঘোড়া, বন্দুক, কামান সব সাজান আছে। জন্‌বাবার যে ভ্রমণ ও শিকারের প্রতি বড় অনুরাগ, তা তার খেলানা দেখেই বুঝা যায়। আর একটী শেল্পের উপর বেবীর চুষি ঝুমঝুমি ও লাল গোলা রহিয়াছে—খুক এই সবে এক বছরের মেয়ে, তার অন্য কোন খেলানা বুঝিবার শক্তি হয় নাই। এক কোণে মেরীর খেলাঘরে টিনের বাসন, চা-দান ও পুতু-লের যত সাজগোজ ও আসবাব ছড়ান আছে। আর এক কোণে দেয়ালের পাশে ফ্রাঙ্কের ছবি আঁকবার সরঞ্জাম ও একটী অস্ত্রের বাক্সেতে তার কার্য্যতৎ-পরতার পরিচয় দিচ্ছে। ঘরটীর প্রায় চার দিকে নানা রকমের বড় বড় ছবি মারা আছে, ফ্রাঙ্কের বড় সাধ সেই রকম ছবি সেও আঁকিতে পারে। কিন্তু সে এই সবে পাঁচ বছরে পড়েছে, সময়ে অধ্যবসায় বলে সে যে এক জন বড় চিত্রকর (পোটো) হবে তা আমরা তার কাজে মন দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।

ইংরেজ বালক বালিকারা সকালে উঠে চা ও দুধ খেয়ে রোজ মায়ের কিম্বা ঝিয়ের সঙ্গে বেড়াতে যায়। দু এক ঘণ্টা হাওয়া খেয়ে এসে তারা প্রাতঃ-ভোজন কোরে তবে নর্সারিতে খেলা আরম্ভ করে। খাওয়া দাওয়ার পর একবার তাদের ঐ খেলাঘরে উঁকি

মারিয়া দেখ, মেরী তার বেবিকে কোলে কোরে ঘুম পাড়ানর গান গাইতেছে। আধঘণ্টা এই রকম গান শুনে তার খুকীটী অগাধ ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তাকে আস্তে আস্তে খাটে শুইয়ে বেবির মা সেলাইয়েতে মনোযোগ দিল। কিন্তু প্রায় দশ মিনিট ধরে সে ছুঁচে সূতা দিবার চেষ্টা কোরেও সফল হলো না। তখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে জনের কাছে গিয়ে বল্‌লে—ভাই জন! আমার ছুঁচটায় সূতা দিয়ে দাও ত, আমি কিছুতেই পার্‌তেছি না। তার জনদাদা তার চেয়ে সবে এক বছরের বড়, এই সাতে পড়েছে, হাত স্থির করে ছুঁচে সূতা দেওয়া তার পক্ষেও বড় কঠিন ব্যাপার হলো। অবশেষে দুই ভাইবোনে হাত ধরাধরি কোরে মার কাছে গেল। মা বলিলেন—কিরে, তুই ছ বছরের হলি, এখনও ছুঁচে সূতা পরাতে শিখ্‌লি না, শেলাই শিখ্‌বি কবে? মেরীর বড় লজ্জা হল; সে মুখ হেঁট কোরে জনকে বলিল—ভাই, আমাকে ছুঁচটা একবার দেও, আমি আবার দেখি। এবং আধ মিনিট সূতা হাতে করিতে না করিতে ধাঁ কোরে ছুঁচের ভিতর দিয়ে সূতা ফুঁড়ে বেরুল। ভাই বোনের আহ্লাদ দেখে কে! মা তাদের গাল ধোরে আদর কোরে বলিলেন,—কেমন দেখ্‌লে! চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। দু ভাই বোনে হাসিতে হাসিতে আবার উপরে গিয়ে নিজ নিজ কাজে মন দিল।

এবারে কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বড় বিপদে পড়েছে। তার রঙের বৈখানি খুঁজে পাইতেছে না, কাজেই মনের মত রঙ মিলাতে পার্‌ছ না। সে চায় পাটকিলে রঙ; কিন্তু হল্‌দে ও নীলেতে মেশালে যে সবুজ হয়ে গেল; লাল ও নীলে যে বেগুণে হল, সাদা ও লালে ফিকে লাল—তবে পাটকিলে হবে কিসে? মহা বিভ্রাট। তিন ভাইবোন মাথা ঘুরিয়ে ঠিক রঙ আর ভেবে পায় না। অথচ আবার মার কাছে যেতে তাদের বড় লজ্জা হচ্ছে। প্রায় আধ ঘণ্টা কাঠের উপর রঙ ঘসিতে ঘসিতে হঠাৎ—হয়েছে রে হয়েছে!—বোলে সকলে নেচে উঠিল। গোলাপী ও নীল একত্র করাতেই ঐ রঙ হয়ে গেল।

[সখা] *

* বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন সুশিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

পর কি আপন হয়?

যখন প্রতিবাসী কিম্বা পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সচরাচর লোকে বলে, আপনার জাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব নয়, কোন সম্পর্ক নাই, এমন যে পর, সে কি কখন আত্মীয় হইতে পারে? আপনার লোক, যারা মরিলে গঙ্গা দিবে, অশৌচ পালন করিবে, যাহাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে তাহারা হাজারো যদি পর হয়, তথাপি আত্মীয়, বিপদ আপদে তাহারা সহায় না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার যখন জ্ঞাতি স্বজাতি আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে ঝগড়া বাধে, তখন বলে, "জ্ঞাতি শত্রু" এ কথা চিরকালের প্রসিদ্ধ। ঘরের সন্ধানে রাবণ নষ্ট। বরং পরের দুইটা কথা সহ্য হয়, কিন্তু জ্ঞাতির বাক্যবাণ অসহ্য। আপনার লোকেরা কেহ কাহারো ভাল দেখিতে পারে না, কেবল পরস্পরের হিংসা করে।" এই দুইটী বিপরীত বাক্য সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। মানুষ কখন পরকে আত্মীয় অন্তরঙ্গ ভাবিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বকে পর ভাবিতেছে; কখন বা জ্ঞাতি স্বজাতি এক পরিবারের লোককে কোলে লইয়া পরকে আরও পর করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই যে আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান, ইহা কেবল মায়ার খেলা। স্বার্থ হানি এবং সিদ্ধির উপর ইহা সংস্থাপিত। বারংবার লোকে এই কথা বলে এবং বার বার তাহা অস্বীকার করে; অথচ তজ্জন্য লজ্জিতও হয় না, শিক্ষাও পায় না; বাস্তবিক প্রকৃত আত্মীয় এবং পর কে, তাহা ভাবিয়াও দেখে না।

মানবপরিবারের গোড়াতেই আমরা দেখি, পরকেই মানুষ আপনার করিয়া লইতেছে। পিতা মাতাকে যদি পরিবারের ভিত্তিভূমি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই দুই জন মিলিত হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের কে ছিল? প্রথমে ইহারা উভয়ে উভয়ের নিকট চির অপরিচিত অনাত্মীয় অসম্পর্কিত থাকে কেবল তাহা নহে, দুই জনের আকৃতি প্রকৃতি উদ্দেশ্য অধিকার রুচি ভাব জ্ঞান সমস্তই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। দুইটী স্বতন্ত্র জাতি এবং বিভিন্ন জীব। অথচ ইহারাই পরিবারের মূল বন্ধন। ইহাদিগের সম্বন্ধে পুত্র পৌত্র ভাই ভগিনী সকলে পরস্পরের আত্মীয় অন্তরঙ্গ আপনার লোক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। গোড়াতেই পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায়, প্রেম দ্বারা পরকেই আত্মীয় করিয়া লইতে হইবে, তদ্ভিন্ন আত্মীয় বলিয়া কোন জীব বিধাতার সৃষ্টিতে কেহ জন্মে নাই। সর্ব্বাগ্রেই পরকে লইয়া প্রেমের সম্বন্ধ, তদনন্তর মায়ার সম্বন্ধ ধরিয়া আত্মপর বিচার চলিয়া আসিতেছে। যাহারা এই শেষোক্ত মায়ার সম্বন্ধকে সর্ব্বোচ্চ মনে করে তাহারা নিতান্ত অন্ধ এবং মূর্খ। পদে পদে ইহার জন্য তাহারা প্রবঞ্চিত হয়, তথাপি ঠেকিয়া শিক্ষা করে না। মহামোহে অভিভূত হইয়া

জীব সকল এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে।

যথার্থ আত্মীয় তবে কে? তাহার পূর্ব্বে অগ্রে জানা উচিত আমি কে? "আপনাকে জানে না যে জন পরে জান্‌তে চায়।" কোথা হইতে মানবের উৎপত্তি এবং তাহা কি উপাদানে গঠিত? এক জনের সহিত অপরের একতা কোথায়, ভিন্নতাই বা কোথায় তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। নতুবা আত্মপর ভেদ বুঝা যায় না। আপনি যে প্রতি দিন নানা অবস্থায় পড়িয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতেছে, কত সময় আপনি আপনার নিকট বিরক্তিভাজন ঘৃণাস্পদ হইতেছে, একবারে পর হইয়া যাইতেছে, সে অন্যকে কখন আত্মীয়, কখন পর ভাবিয়া কেন এত প্রবঞ্চিত হয়? এক সময় মনুষ্য যাহাকে আপনার অস্থির অস্থি বলিয়া মোহিত হয়, অপর সময় তাহাকেই আবার সে পরম শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে। পুনঃ পুনঃ এ বিড়ম্বনা কেন? "কে আমার, কেবা পর, পিতা বল গো এখন!" বড় কঠিন সমস্যা। যে অনুগত উপকারী সেবক, যে মিষ্ট কথা বলে, সতত কল্যাণ চেষ্টা করে, বাধ্য হইয়া চলে, যে দুঃখের দুঃখী এবং সুখের সুখী তাহাকেই আপনার বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহার ভিতর মায়া এবং সত্য উভয়ই আছে। বাছিয়া লইতে হইবে। পরের ভিতর আত্মীয়, আত্মীয়ের ভিতর পর আছে। সর্ব্বোপরি যে আমাকে হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিয়াছে এবং আমিও যাহাকে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহার সঙ্গে ব্যবহারের নানা প্রকার বিচিত্রতা ঘটিলেও সে চিরসুহৃদ পরমাত্মীয়। অতএব এই বিশ্বাস যেখানে অটল, ব্যবহার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অটল, সেইখানে যথার্থ আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। এ বিষয়ে জ্ঞাতি জাতি স্বজন কুটুম্ব কিম্বা পর অপরিচিত অনাত্মীয় প্রভৃতি মানবীয় সম্বন্ধের উপর কিছুই নির্ভর করে না। তাই ঈশা বলিয়াছিলেন, "যাহারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে তাহারাই আমার মাতা ভ্রাতা ভগিনী।" এই সম্বন্ধে নিতাই গৌরের ভাই হইয়াছিলেন।

কোল জাতি।

ছোট নাগপুর অঞ্চলে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু ও আরণ্য মহিষ, হাতী প্রভৃতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অতি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও উর্ব্বরা ভূমি এবং গ্রাম নগরাদিরও অভাব নাই। বিশেষতঃ আজ কাল এ প্রদেশে ক্রমশই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং বন সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া প্রকাণ্ড প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ছোট নাগপুরের জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর বলিয়া চারিদিক হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ছোট নাগপুরের চারিটী জেলার নাম, হাজারীবাগ, লোহরদাগা, মানভূমি ও সিংভূমি। ১লা জানুয়ারি হইতে পালামো নামে আর একটী জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। হাজারীবাগের প্রধান নগর হাজারীবাগ, লোহরদাগার রাঁচি, মানভূমের পুরুলিয়া ও সিংভূমের চাঁইবাসা। হাজারীবাগে গয়া জেলার ন্যায় বিহারী লোকের বাস, লোহরদাগা ও পালামোতেও ঐ রূপ। মানভূমে বাঙ্গালী এবং সিংভূমে বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতিরা বাস করে। এতদ্ভিন্ন এই চারিটী জেলাতেই ন্যূনাতিরেক অনার্য্য জাতিরা বাস করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে হাজারীবাগ ও মানভূমে অনার্য্য জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটী জেলা অর্থাৎ লোহরদাগা ও সিংভূমে এবং কোন কোন করদ রাজ্যে উহাদের সংখ্যা নিতান্ত অধিক। এমন কি, পল্লিগ্রাম সমূহ অবলোকন করিলে এ গুলি অনার্য্য ও আদিম জাতিদিগেরই দেশ বলিয়া অনুভূত হয়। বাস্তবিক হাজারীবাগ ও মানভূমে কিয়ৎ পরিমাণে অনার্য্য জাতিদিগের বাস থাকিলেও লোহরদাগা, সিংভূম ও শুরগুজা, জসপুর প্রভৃতি করদ রাজ্যগুলিই প্রকৃত প্রস্তাবে ধাঙ্গড়দিগের দেশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ছোট নাগপুরের অনার্য্য জাতিদিগকে সাধারণতঃ কলিকাতা অঞ্চলে ধাঙ্গড় ও এ প্রদেশে কোল বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু এই দুইটীর একটীও কোন জাতীয় নাম নহে। ধাঙ্গড় শব্দের প্রকৃত অর্থ দাস, ও কোল বলিলে চুয়াড় বুঝায়। এ দেশের বিশেষতঃ সিংভূমের অনার্য্য জাতিদিগকে কোল বলিলে তাহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি আর্য্য জাতীয়েরা তাহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করিতে ছাড়েন না। এমন কি, জাতিতত্ত্ব ও অপরাপর বিষয়ের গ্রন্থ সমূহেও তাহাদিগকে কোল বলিয়া লেখা গিয়া থাকে। "বলং বলং বাহুবলং" ভিন্ন আর ইহার কোনই কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

ছোট নাগপুরের অনার্য্য জাতিগুলির সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহারের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিচার করিতে গেলে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা কোলারীয় ও দ্রাবীড়ীয়। মুণ্ডা, হো, জুয়াঙ্গ, সাঁওতাল, খাড়িয়া, বিরহোর, কোরওয়া (কোড়া) য়ুয়ানী এই সকল জাতি কোলারীয় শ্রেণীভুক্ত। করনল ডাল্‌টন সাহেবের মতে মানভূম ও ধলভূমের ভূমিজেরাও কোলারীয়। দ্রাবীড়ীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রধান উরাঁও জাতি। মালী বা রাজমহলের পাহাড়ী জাতি, গোঁড় এবং খণ্ড প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহার মধ্যে এক শ্রেণীর অনার্য্য জাতির ভাষার সহিত অপর শ্রেণীর কোনও ভাষার কিছু মাত্রও

সাদৃশ্য নাই। এক গ্রামবাসী এক জন উরাঁও ও মুণ্ডার ভাষা চীন ও বঙ্গ ভাষার ন্যায় বিভিন্ন। একে অন্যের ভাষা না শিক্ষা করিলে কোন ক্রমে উভয়ে কথোপকথন হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার ব্যবহারের মধ্যেও ঐরূপ বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর জাতিগুলির ভাষা প্রভৃতি কিন্তু অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এমন কি, কোলারীয় একটী জাতির ভাষা শিক্ষা করিলে, ঐ শ্রেণীস্থ অপর কোন জাতীয় লোকের সহিত অনায়াসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায়। কোন কোন স্থলে যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত না হয়, এমন কথা বলা যাইতেছে না। কিন্তু সে সমস্ত বিভিন্নতা শব্দসমূহের প্রাদেশিক বিকৃতি হইতে অধিক বলিয়া বোধ হয় না। কোনও ব্যক্তি মুণ্ডারী ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করিলে, সাঁওতাল ও হো-দিগের সঙ্গে অনায়াসেই কথোপকথন করিতে পারে। এইরূপ উরাঁও-দিগের ভাষা জানিলে, পাহাড়ীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। বাস্তবিক, বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, অনেক স্থলে একটী জাতিই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বসবাস করাতে তাহাদের ভাষাগত কথঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া পড়ায় ও আচার ব্যবহারের কোন কোন বিষয়ে ভিন্নতা সংঘটিত হওয়াতে এক্ষণে উহারা ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেছে। ইহার উদাহরণস্থল কোলারীয় শ্রেণীর প্রধান মুণ্ডা জাতি। ইহাদিগের সহিত সিংভূমের হো অথবা লড়কা কোলদিগের পার্থক্য আমরা ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। আচার ব্যবহারে কোনই ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখ নাসিকাদির গঠন এবং আকৃতি প্রকৃতিও একরূপ, ভাষাগত ভিন্নতা নাই বলিলেই চলে। কেবল দীর্ঘকাল পৃথক পৃথক স্থানে থাকিলে যতটুকু প্রাদেশিক পরিবর্ত্তন ও নিকটস্থ অপর জাতিয়ের ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, এতাবন্মাত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে দুই একটী কথার উল্লেখ করিলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। সিংভূমের হো জাতিয়েরা 'ড়' অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে না। ইহার নিমত্ত মুণ্ডারী ভাষা হইতে ইহাদের ভাষায় অনেকগুলি শব্দের উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। মুণ্ডারী ও সাঁওতালি ভাষায় ঘরকে 'ওড়া' বলে। কিন্তু হো জাতীয়েরা উহাকে 'ওথা' বলিয়া থাকে। এইরূপ 'কোড়া' অর্থাৎ পুরুষকে 'কোআ' 'কুড়ী' অর্থাৎ স্ত্রীকে 'কুই,' 'মাড়ি মাড়িতে' অর্থাৎ 'আস্তে আস্তে' ইহাকে 'মাই মাইতে' বলিয়া থাকে। মুণ্ডারীতে 'হোড়া' শব্দে মনুষ্যকে বুঝায়। হো জাতীয়েরা উহাকে 'হোও' বা 'হো' অর্থাৎ মনুষ্য বলিয়া থাকে। কোলারীয় জাতীয়েরা আপনাদিগকে 'মনুষ্য' বলিতে ভালবাসে

এবং অপর জাতীয়দিগকে, 'দিকু' অর্থাৎ বিজাতীয় বলে। এইরূপে ও এতাদৃশ অপরাপর কারণ বশতঃ দুইটী ভাষার সামান্য পার্থক্য ঘটিয়াছে। নতুবা আসলে কোনই প্রভেদ নাই। সুতরাং ছোট নাগপুরের অনার্য্য জাতিদিগের বিবরণ লিখিতে হইলে, কোলারীয় ও দ্রাবীড়ীয় শ্রেণীর মধ্যে এক একটী আদর্শ ও মুখ্য জাতির বিষয় লিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ কোলারীয়ের মুণ্ডা বা হো এবং দ্রাবীড়ীয়ের উরাঁও জাতিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(মুণ্ডা বা হো জাতি।)

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে হো জাতিয়েরা মুণ্ডা বই আর কিছুই নহে। সিংভূমের লোকেরা এ কথা আপনারাই স্বীকার করিয়া থাকে। সিংভূম যেরূপ হোদিগের প্রধান বাসস্থল, লোহারদাগার অন্তঃপাতি সোনাপেট অঞ্চলে সেইরূপ মুণ্ডাদিগের চিহ্নিত আবাসভূমি। সমস্ত কোলারীয় জাতির মধ্যে কিন্তু হোএরা আপনাদের জাতিত্ব রক্ষাকল্পে বিশেষ যত্নশীল। মুণ্ডা প্রভৃতি জাতীয়েরা যে রূপ নিকটবাসী 'দিকু' অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান জাতীয়দিগের ন্যূনাধিক অনুকরণ করিয়া থাকে, হোদিগকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। আচার, ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু নিজের ইহারা তাহারই নিরতিশয় পক্ষপাতী। অন্য জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা বা সভ্যতা দেখিয়া তাহাদিগের ন্যায় হইবার স্পৃহা ইহাদের মধ্যে অতি অল্প, এই জন্য ইহারা আবহমান কাল প্রায় একই অবস্থায় র'হয়া গিয়াছে। মুণ্ডাদিগকেও অনেকাংশে এইরূপ স্বভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'দিকু' জাতীয়ের প্রতি বিদ্বষ এতাধিক সম্পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। কোনও কোনও স্থানে দুই একটী হিন্দী-শব্দ তাহাদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। গোপন ভাবে কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলোকে ও অল্পবিশ্বাসী পুরুষেরাও হিন্দু দেবদেবীর পূজা দিয়া থাকে। হো জাতীয়েরা কিন্তু ইহার কিছুই হইতে দেয় না। অপর জাতীয় লোককে হো অথবা মুণ্ডারা স্বীয় গ্রামের নিকট বাস করিতে, বা ভূম্যাদি ক্রয় অথবা কর্ষণ করিতে দিতে ভাল বাসে না। তাহারা মনে করে যে, আমাদিগের আপনাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, অপরে আসিয়া ক্ষেত্রাদি অধিকার করিয়া লইলে উত্তরকালে উহাদের মহা কষ্ট হইবে। কেবলমাত্র যে জাতিগুলি না হইলে সমাজের কার্য্য সুচারু রূপে চলে না, স্বার্থানুরোধে তাহাদিগকে গ্রামমধ্যে বাস করিতে দেয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার, গোপ ও কর্ম্মকার জাতি এই শ্রেণীভুক্ত। বস্ত্র, মৃৎপাত্র, গোরক্ষা ও

লোহার কাজ না হইলে চলে না, এই জন্য এ সকল জাতির এই সৌভাগ্য। কিন্তু তথাপি কোলেরা (এখন হইতে মুণ্ডা ও হো জাতিদ্বয়কে সুবিধার জন্য কোল বলিয়াই অভিহিত করিব) তাহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিতে ছাড়ে না। ঐ সকল লোককে মুণ্ডারী ভাষা শিক্ষা করিতে ও অনেকাংশে কোলদিগের আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। বাস্তবিক আমাদের দেশের কোন লোক কোন গ্রামনিবাসী তন্তুবায় ও গৌড় (গোয়ালা) দিগকে দেখিলে তাহারা কোল নয়, এরূপ কোনও ক্রমে বুঝিতে পারিবে না। কখন কখন এই সমস্ত তন্তুবায়দিগকে পান বা পাঁড় তাঁতী কহা যায়। আমাদের দেশের তাঁত বোনা মুচীরা বোধ হয় এই পাঁড় তাঁতী হইবে। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে কোলের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নিম্ন বঙ্গে বসবাস করিয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

মহাভারত সার।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি মুহূর্ত্তকাল মন শ্রোত্র অন্তরাত্মায় নিবেশিত করিয়া একাগ্র হও, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণান্তর তাহাতে অভিরুচি হইবে। এক্ষণে আমি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুদিগের গন্তব্য পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতএব তোমার অনুরোধে আর বিষয় পথে গমন করিব না। আমি গ্রাম্য ব্যবহার সুখ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাসী ও ফলমূলাহারী হইয়া সুমহৎ তপস্যানুষ্ঠান করত মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। আমি তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যথাসময়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, প্রাতঃ ও সায়ংকালে স্নান, চর্ম্ম, চীর জটাধারণ ও পরিমিত ভোজন করিয়া শরীরকে কৃশ করিব এবং শীত, বাত, আতপ, ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য ক্লেশ সকল সহ্য করিতে অভ্যাস করত তপস্যাদ্বারা ক্রমে শরীরকে বিশোষিত করিব এবং অরণ্যস্থ প্রহৃষ্ট মৃগ পক্ষীগণের শ্রুতি মনোহর নানা বিধ কলধ্বনি শ্রবণ ও পুষ্পিত বৃক্ষাদির মনোরম পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণ এবং বানপ্রস্থ প্রভৃতি তপস্বীগণের দর্শন করত অবস্থান করিব; আমি আর কাহারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইব না; অতএব গ্রামবাসীদিগের সহিত আমার আর কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। আমি তথায় পক্ক ও অপক্ক বন্যফল ভোজনে এবং নির্ঝর বারি পান করিয়া স্তোত্রাদির দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করত কাল যাপন করিব।

এইরূপে কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়া দেহাবসানের কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিত মস্তক হইয়া প্রতিদিন এক এক বনস্পতির নিকট

ভিক্ষা করিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিব এবং নিরাশ্রয় ও ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিব। কিম্বা সমস্ত প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিব। অপিচ সমস্ত পরিগ্রহশূন্য ও সুখ দুঃখ রহিত হইয়া মমতা ও বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শোক বা হর্ষের বশবর্ত্তী হইব না এবং স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করিব। আমি আর কদাচিৎ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাহ্যে অন্ধ জড় বা বধিরের ন্যায় হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে কেবল আত্মোপাসনায় রত থাকিব। আমি প্রাণী-জগতের মধ্যে কাহারও প্রতি হিংসা না করিয়া কি ধার্ম্মিক, কি ইন্দ্রিয়পরায়ণ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি করিব। কাহাকেও অবজ্ঞা বা কাহারও প্রতি ভ্রূকুটিপাত করিব না; সর্ব্বদা প্রসন্নভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সংযমনে যত্নপর হইব। গমন কালে কোনদিকে না চাহিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিরভিমান ও নিরপেক্ষ হইয়া সমাহিত সরলান্তঃকরণে যদৃচ্ছাচারে গমন করিব।

স্বভাব জীবের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং আহারাদির ব্যাপার স্বাভাবিক সংস্কার বশতই নির্ব্বাহিত হইবে। কিন্তু আমি জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্মী সেই সমস্ত সুখ দুঃখাদিকে চিন্তা করিব না। পবিত্র ভোজন দ্রব্য যদি প্রথমে গৃহে কিছু মাত্র না পাই, তাহা হইলে অন্য গৃহে যাইব। সে স্থলে প্রাপ্ত না হইলে ক্রমে সপ্ত গৃহ পর্য্যটনপূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি করিব। যখন গ্রামের সমস্ত লোকের উদূখল মুষলাদির কার্য্য সমাধা ও অগ্নি সকল নির্ব্বাপিত হইয়া রন্ধনশালা ধূমশূন্য হইবে এবং গৃহস্থ সকল ভোজনাদি ব্যাপার সমাপ্ত করিবে, এমন কি, যৎকালে অতিথি ও ভিক্ষুকাদিরও আর গমনাগমন থাকিবে না; এমন এক সময়ে আমি যাইয়া দুই তিন বা পাঁচটী গৃহ পর্য্যটন পূর্ব্বক ভিক্ষা করিব এবং সমস্ত আশাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। লাভ আর অলাভই হউক, উভয়ই সমান জ্ঞান করিয়া তপশ্চর্য্যায় রত থাকিব। আমি জীবন বা মরণে সমান জ্ঞান করিব। কিছুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। আমি অজ্ঞানজনিত বাসনার বশীভূত হইয়া সুমহৎ পাপাচার করিয়াছি, অতএব এই রূপে সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলেই অখণ্ড আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইব।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে ভীমসেন ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, যেরূপ মন্দবুদ্ধি অর্থজ্ঞানশূন্য বেদপাঠক বিপ্রের নিত্য বেদ পাঠ বশতঃ, বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনারও বুদ্ধি কলুষিত হইয়াছে। রাজধর্ম্মে দোষারোপ পূর্ব্বক যদি বৃথা শান্তি অর্থাৎ অলস ভাব অবলম্বনই অভিপ্রায় ছিল, তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কি ফল হইল? আর

ক্ষমা, অনুকম্পা, করুণা, অনৃশংসতা প্রভৃতি গুণ সকল কি আপনি ভিন্ন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য রাজবর্গে বর্ত্তমান নাই? পূর্ব্বে যদি আপনকার এরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কাহাকেও বধ করিতাম না। শরীর অবসান কাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কাল যাপন করিতাম। রাজন! আপনি নির্ব্বোধ হইলেও যখন আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া মান্য করত অনুবর্ত্তী হইতেছি, তখন আমরাই এ বিষয়ে নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই বাহুবলশালী, কৃতবিদ্য, বিবেচক, কিন্তু অক্ষমের ন্যায় আপনকার নিরর্থক বাক্যের অধীনে অবস্থান করিতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ, এ বিষয়ে এক ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময় চারিটী অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ তনয় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনগমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই গৃহস্থাশ্রমই অতি পবিত্র সিদ্ধক্ষেত্র, যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, বেদাধ্যয়ন, পিতৃ তর্পণ, ও গুরু পরিচর্য্যা করনকেই দুষ্কর তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মুল বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে।"

ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব সকলেই উপদেশ দিলেন, তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরের মন ফিরিল না। তখন দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনার ভ্রাতৃগণ শুষ্ককণ্ঠ চাতকের ন্যায় চীৎকার করিতেছেন, তথাপি আপনি ইহাঁদের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না! হে রাজন! পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আপনার এই সকল ভ্রাতৃগণ শীত বাত আতপাদিতে অতিশয় ক্লিষ্ট হইলে আপনি কহিয়াছিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা সকলে মিলিয়া দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়া সমস্ত রাজ্য ভোগ করিব এবং যখন তোমরা বিপক্ষদিগকে ধরাশায়ী করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই তোমাদিগের এই সমস্ত বনবাসজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হইবে।" হে ধর্ম্মরাজ, আপনি তৎকালে এরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ভগ্নোৎসাহিত করিতেছেন? দেখুন, আপনারা সকলেই অমরতুল্য, শত্রু-দমনক্ষম, অধিক কি, আমার বিবেচনায় আপনাদিগের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই পরম সুখের নিমিত্ত হইতে পারে। যখন শরীর পরিচালক ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় আপনারা পঞ্চ জনেই স্বামী হইয়াছেন তখন আমার যে কত দূর সৌভাগ্য তাহা আর কি বলিব?

"মহারাজ, আমার শ্বশ্রূ কুন্তীদেবী কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি আমায় কহিয়াছিলেন, "হে পাঞ্চালি! মহাপরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির সমরে সহস্র সহস্র রাজবর্গকে নিহত করিয়া তোমার

সুখবিধান করিবেন।" কিন্তু আপনার সহসা এরূপ মোহ উপস্থিত হওয়ায় এক্ষণে বোধ হইতেছে, তাঁহার সেই সকল কথা মিথ্যা হইল। যাহাদিগের জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হয়, অনুজগণ সহজেই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। দেখুন, আপনার এই উন্মত্ততা প্রযুক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই অনুগামী হইতেছেন। যদি ইহাঁরা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে নাস্তিকগণের সহিত আপনাকে বদ্ধ করিয়া ইহাঁরা স্বয়ংই পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিতেন। যে পুরুষ বিমূঢ় হইয়া আপনার ন্যায় এইরূপ আচরণ করে, সে কখনই শ্রেয়ো লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি এই রূপ উন্মাদপথানুবর্ত্তী হয় তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। হে মহারাজ, স্ত্রীগণের মধ্যে আমি অতি অধম; কেন না, আমি তাদৃশ পুত্রগণবিহীন হইয়াও অদ্যাপি জীবিত বাঞ্ছা করিতেছি। আপনার এই ভ্রাতৃগণ এবং আমি আমরা সকলেই যত্ন করিতেছি, অতএব আমাদিগের বাক্য বিফল করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করুন, আর বিমনা হইবেন না।"

ভীমসেন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন বিষয়েই অনভিজ্ঞ নহেন, সমস্ত ধর্ম্মই আপনার বিদিত আছে। আমরা সর্ব্বদাই আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কোন ক্রমেই সমর্থ হই না। আপনাকে কিছু বলিব না বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুঃখাবেগ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। কেন আপনি দীন ভাবাপন্ন কাপুরুষের ন্যায় মোহিত হইতেছেন? দুঃখের সময় সুখ এবং সুখের সময় দুঃখ স্মরণ করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে যে শত্রুগণ আমাদিগের সমক্ষে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে অপমানিত করিয়াছিল, আপনি সে বিষয় কেন স্মরণ করিতেছেন না? বনবাস কালের বিবিধ দুঃখ ক্লেশ অবমাননা কেন আপনি বিস্মৃত হইতেছেন?"

যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেন, "ভীম, তুমি মোহ এবং অভিমান বশতঃ রাজ্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। অতএব বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রশান্ত এবং সুখী হও। দেখ, যিনি একছত্রা নরপতি, তাঁহারও একটী বই দুইটী উদর নহে। তবে তুমি কি জন্য রাজ্য বিষয়ের প্রশংসা করিতেছ? এই দুষ্পূরণীয় আশা কোন কালে পূর্ণ হইবার নহে। এই পৃথিবীতে নির্ব্বোধেরাই কেবল আত্মোদর নিমিত্ত বহুতর আহার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে এই উদরকে বশীভূত কর, তাহা হইলেই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করা হইবে। ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তপস্যা দ্বারা কৃশকায় হয়েন তাঁহারাই উৎকৃষ্ট লোকে গমন করেন। বৎস! রাজ্য লাভ এবং রাজ্য রক্ষা এতদুভয় তোমার হৃদয়কে আশ্রয়

করিয়া রহিয়াছে। এই মহাভার হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। ব্যাঘ্র যেরূপ একটী উদরের নিমিত্ত বহুতর ভোজন দ্রব্য সঞ্চয় করে, এবং অপরাপর দুষ্ট পশু সকল তদাহৃত ভোজ্য দ্বারা নিজ নিজ উদর পূরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ রাজাগণও একটী মাত্র উদরের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন, আর ধূর্ত্তগণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তুমি বিষয়াসক্ত, এই জন্য বিষয়ার্থ শোক করিতেছ। সমস্ত বিষয় ত্যাগ কর, তাহা হইলেই বাহিরে বিষয়-ভোগপূর্ব্বক অন্তরে যে সন্ন্যাসরূপ অভিমান আছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। রাজর্ষি জনক বলিয়াছিলেন, "অহো! আমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, অথচ আমার কিছুই নাই। এই মিথিলা নগরী ভস্মীভূত হইলে আমার কিছুমাত্র দগ্ধ হয় না।" যিনি সমাহিত চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন বিদ্বান্‌দিগের বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বত্র সম্মান লাভে সমর্থ। যখন আকাশাদি ভূতগণ একাত্মাতেই দৃষ্ট হয় তখনই সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে জানিবে।"

ভাল আছ?

ভবসুন্দরীর মা বলিলেন, "চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না? নীমতলার ঘাটে যে দিন যাব সেই দিন ভাল থাকব। মানুষের কি আর সুখ আছে গা? আজ কোমর কট্ কট্, কাল মাথা ব্যথা, পর দিন পেট কন্ কন্, তার পর দিনে জ্বর, ভাল আর থাক্‌ব কি করে? দাঁত কয়টা আর রৈল না। সবগুল যদি নির্ব্বনেদ হয়ে একবারে পড়ে যায়, উৎপাত যায়; কিন্তু তা কৈ? নড়ে চড়ে পড়ে না, ব্যথাও ছাড়ে না। জামাইটী বিদেশে, তারও শরীর ভাল নয়। ছোট বউটীর আজ আবার গা তপ্ত হয়েছে। এতে কি আর ভাল আছি বল্‌তে পারি? রোগের সেবা করিতে করিতেই দিন গেল। দুই দণ্ড যে ভগবান্‌কে ডাকব তারও অবসর পাই না। জিনিষ পত্রও ছাই এমনি মাগ্যি হয়ে ছ যে, ডাল হয় ত তরকারী হয় না; তরকারী হয় তো মাছের পয়সায় কুলায় না শুনছি না কি আবার চারি-দিকে আকাল লেগেছে। না খেয়েই এবার সব মরে যাবে। পৃথিবীতে যে পাপের বৃদ্ধ! ছয় মাসের মধ্যে এক ফোঁটা জল নাই, পোড়া আকাশে একটু মেঘও দেখা যায় না। ঝাঁটাগাছটা পর্য্যন্ত মাগ্যি হয়েছে। আবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা না কি বলে একটা জ্বর এসেছে, কাশ্‌তে কাশ্‌তে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, কফ সর্দ্দিতে একবারে এক কার। ঝি মাগিটা এমনি চোর, যত রাজ্যির পচা কাণা বেগুণ খুঁজে খুঁজে আনে, আর পয়সাগুল চুরি করে মরে।

প্রশ্ন। হ্যাগা, তোমার কাপড় অত ময়লা কেন?

উত্তর। ধোপা মিনশে মরুক! কুড়ি দিন হল কাপড় নিয়ে গেছে, আজও দেখা নাই। গেল ধোপের পাঁচ খান কাপড় বাকী ফেলে রেখেছে, দেবে কি না তাও জানি নে বাছা। দর্জ্জিটাকে জামা শেলাই করিতে দিলুম সেও আর ফিরে এল না। ঘর কন্নার মুখে ছাই দিয়ে বনে চলে যেতে ইচ্ছা করে। এবার আমি শ্রীক্ষেত্রে যাবই যাব। পেটের পুতেরা কি আমার পরকালে সাক্ষী দিবে? তীর্থ করে করে বেড়াব আর দেশে আসিব না। এতে ঘরকন্না যাকই ভাল আর থাকই ভাল।

প্রশ্ন। কেন দিদি এত বিরক্ত হচ্ছ? এই সে দিন কত সাধ আহ্লাদ ঘটা করে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিলে, বউ হল, জামাই হল, নাতী নাতিনী হল, এখন দিন কতক নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ ভোগ কর।

উত্তর। সব সাধ মিটেছে বোন্, আর কাজ নাই। ভাবলুম মেয়েটার কূল কিনারা হল, ব্যাটার বউয়েরা ঘর কন্না কত্তে শিখ্‌লে, এবার দু দণ্ড বসে জিরবো, আর ধর্ম্ম কর্ম্ম করব। তা কি ছাই পোড়া বিধাতার প্রাণে বরদাস্ত হয়? মেয়ে বল্লেন, মা, আমি ছেলে মানুষ করতে পারব না, তুমি খোকাকে নাও।" তাই মনে ভাবলুম, আহা, ভব আমার কাঁচা কচির মা, তা ছেলেটীকে মানুষ করি। নাইয়ে ধুইয়ে, খাইয়ে মাখিয়ে তাকে যদি মানুষ করে তুল্লেম, দেখি যে আবার একটা খুকী হল। ভবসুন্দরীর দুঃখ দেখে চুপ করে থাক্‌তে পারলুম না, আবার সেটাকেও মানুষ কর্ত্তে হল। শেষ মনে মনে ঠিক দিলুম, এবার নাতিনীটীর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, হয়ে কাশী গয়া করব। ও মা! কোথা থেকে দেখি, নাতি জামাইটী এসে ঘাড়ে চেপে বসল। সেটার আবার রোগ ঘোগ পিলে, যকৃৎ, নানান খানা, তার আবার সেবা কর। কাজের ঘেঙা আর মিটল না। আজ বউ আঁতুড়ে, কাল ঝির ব্যাম। পরশু জামাই এলেন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে। তার পর দিন দেশ থেকে ভাইপো এসে বল্লেন, পিসী, আমার ছেলেটী তোমার কাছে থেকে পড়া শুনা করবে, দেশে থাক্‌লে লেখা-পড়া হয় না। তাকে এখন নয়টার মধ্যে ভাত রেঁধে দিই। ব্যাম হলে তার জন্য ভেবে মরি। বলি, আহা ভাই আমার কি মনে করবে?

এতে কি আর মানুষ ভাল থাক্‌তে পারে গা? নিজের শরীরও আর বয় না। কাশী গয়া বৃন্দাবন এখন চুলোয় যাক, পিলে রোগা নাতিটী ভাল হলে বাঁচি। আহা! বাছার আমার চোখ দুটী হল্‌দে হয়ে গেছে, গায়ে আর কিছু নাই। কেবল হাড় কয় খানা জিল্ জিল্ করছে। তিনি মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন, ভবির মা, তুমি

আর কিছু পার না পার, বাড়ীতে অতিথ এলে চারটি ভাত দিও, আর একবার ঠাকুর ঘরে মালা নিয়ে বসে দুই দণ্ড জপ কোরো। কিন্তু হায়! ছ-বড়ি ছ-গণ্ডা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আমার ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, মন গেল, শরীর গেল, ইহকাল পরকাল সব গেল, এখন মরণ হলে বাঁচি। পোড়া যমও ত কাছে আসে না!

ভবসুন্দরীর মাতা দুঃখের অনন্ত কাহিনী গাইয়া গাইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া শেষ জিজ্ঞাসা করিলেন বাছা, "তুমি কেমন আছ?"

প্রতিবাসিনী আশাবিকসিত বদনে প্রফুল্ল নয়নে হাসিয়া বলিলেন, "আমি বেশ আছি।"

পান্থশালা।

এক জন তাতার দেশীয় দরবেশ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কোনও এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সে দিন তথায় অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিলেন ও থাকিবার জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে পান্থশালা ভাবিয়া তথাকার রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া নিজের যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু ব্যবহার্য্য সামগ্রী সঙ্গে ছিল তাহা একটী ঘরে রাখিলেন এবং বিশ্রামার্থ তথায় উপবেশন করিলেন। পরে সেই স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিবার মানসে স্বীয় বস্ত্রের পুঁটলি হইতে কম্বল প্রভৃতি বাহির করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রাজ প্রহরিগণ দেখিতে পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কার্য্যে কোথা হইতে কি জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন। দরবেশ তাহাদের বলিলেন, আমি অদ্য রাত্রিটী থাকিবার জন্য এই পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। প্রহরীগণ এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভাবে তাঁহাকে জানাইল যে ইহা পান্থশালা নহে, রাজপ্রাসাদ। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে মহারাজা স্বয়ং সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি উক্ত দরবেশের মুখে এইরূপ অসঙ্গত ভ্রমপূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন, এবং নিজে গিয়া দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ অসম্ভব ভ্রান্তির কারণ কি! এবং কোন্ বিবেচনাতেই বা তিনি রাজপ্রাসাদ ও পান্থশালার মধ্যে কোনও বিভিন্নতা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তখন দরবেশ বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজ, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দান করুন।

যখন এই অট্টালিকা সর্ব্ব প্রথমে নির্ম্মিত হয়, কে ইহার প্রথম অধিকারী ছিলেন? রাজা উত্তর করিলেন, আমার পূর্ব্ব পিতৃপুরুষ। দরবেশ বলিলেন, সর্ব্বশেষে কে ইহাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন? নৃপতি তদুত্তরে বলিলেন, আমার পিতা। তিনি পুনরায় বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে কে ইহাতে বাস করিতেছেন? মহারাজা উত্তর করিলেন, তিনি নিজে। তখন দরবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনার অবর্ত্তমানে কে ইহার অধিকারী হইবেন, এবং আপনার পরে কে ইহাতে অবস্থিতি করিবেন? মহারাজ ধীরভাবে উত্তর করিলেন, আমার সন্তান যুবরাজ। তখন দরবেশ বলিলেন, যে বাড়ীতে সর্ব্বদা এতাধিক অধিবাসীর পরিবর্ত্তন হয় এবং ক্রমাগত নূতন নূতন পথিক আসিয়া অবস্থিতি করে, তাহা পান্থশালা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দুই দিনের জন্য এই বিদেশে পান্থশালায় বাস করিয়া পরে যথা সময়ে সকলকেই স্বদেশে যাইতে হইবে। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ভবপান্থধামে আসিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্যে জীবন কাটাইয়া চলিয়া যাইতে পারে সেই ধন্য।

আর্য্য নারীগণের উৎসব।

এ বৎসর নানা বিঘ্ন বিপদের ভিতর অবস্থাপোযোগী এই উৎসবের কার্য্য বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতি বর্ষে মহিলাকুলের জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাসভবন কমলকুটীরে আনন্দবাজার, নিশানবরণ, এবং উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনের মহোৎসব হইয়া থাকে। এবার মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর দুরারোগ্য পীড়ার জন্য উৎসবের কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার সাত্ত্বিকাংশ ঘনীভূত বিশ্বাস ভক্তির সহিত নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

বরণ দিবসে যথা নিয়মে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ ভূমিতে ভগবানের স্তুতিগীত আরতি বন্দনা হয়। ইহাতে পঞ্চাশের অধিক সংখ্যক মহিলা যোগ দান করেন। সঙ্গীত এবং আচার্য্যজননীর ভক্তিরসপূর্ণ প্রার্থনা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নারীগণ যখন আপনাপনির মধ্যে নিজেরা এ সকল ধর্ম্মকার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবের মুক্তভাব প্রকাশিত হয়, সুতরাং তাহার মাধুর্য্য হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বাহিরের আয়োজন উদ্যোগ যদিও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার তেমন হয় নাই, কিন্তু অন্তরের শান্তি এবং কৃতার্থতায় সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছে।

উপাসনা দিবসেও প্রায় এক শত মহিলা দেবালয়ে সমবেত হন। আচার্য্যপত্নী উপাসনাকার্য্য করেন, এবং আচার্য্যজননী প্রার্থনা করেন। বেলা একটার সময় পূজা শেষ হয়। পরীক্ষার ভিতর স্থির থাকা বিষয়ে আচার্য্যের প্রার্থনাটি

পঠিত হইয়াছিল। সমবেত বামাকণ্ঠের সমতান সঙ্গীতসকল সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তমুগ্ধকর। ব্রহ্মোৎসবের এই অংশ নারীগণ তৃপ্তির সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। মঙ্গলপাড়ার গলির ভিতরে দলবদ্ধ হইয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তন করেন। পরে সঙ্গীত করিতে করিতে কমল সরোবর বেষ্টন করিয়া দেবালয়ের পোয়াকে সমাধির সম্মুখে আসিয়া একত্রিত হন। তদনন্তর আরতি সঙ্গীত এবং প্রার্থনা করিয়া সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যান।

আর্য্যনারীগণ এই রূপ স্বাধীন ভাবে চৈতন্যময় সত্যস্বরূপ দেবতার পূজা মহোৎসবে যতই আনন্দ সম্ভোগ করিবেন, ততই এ দেশের ভাবী কল্যাণের আশা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে, এবং সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব হইবে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ যে মহিলাদিগকে পূর্ণ করিতে হইবে তাহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। নববিধানের জননী তাঁহার কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া নবলীলা সম্পাদন করুন।

দয়া ব্রত।

১

চির সুখময় অক্ষয় অমর
অনন্ত জীবন যদি পেতে চাও,
ঈশ্বরচরণে সঁপিয়া হৃদয়
তাঁ হার সেবায় মন প্রাণ দাও।

২

চির শান্তিপূর্ণ প্রেমানন্দময়
পুণ্যধামে যদি চাহ যাইবারে,
পরমেশ পদে বিশ্বাস রাখিয়া
আত্মসুখে বলি দাও একেবারে।

৩

এ ক্ষুদ্র জীবন দিলে বিসর্জ্জন
অনন্ত জীবন হয় অধিকার,
জীবের সেবায় পরহিত ব্রতে
কায় মন প্রাণ সঁপো আপনার।

৪

কর উপকার সব মানবের
যত দূর তব ক্ষুদ্র শক্তি পারে,
সুখী কর সব দুঃখী তাপী জনে
শান্তিবারি ঢালি অবিরল ধারে।

৫

রোগ শোক দগ্ধ উত্তপ্ত কপালে
সুকোমল প্রেমহস্ত করি দান,
অশান্তি হৃদয়ে স্নিগ্ধ স্নেহ ঢালি
কর এক বিন্দু সান্ত্বনা প্রদান।

৬

দরিদ্র ভিখারী মূর্চ্ছাপন্ন যত
জীর্ণ শীর্ণ দেহ শুষ্ক জ্যোতিহীন;
ক্ষুধায় আকুল ফিরে দ্বারে দ্বারে
ছিন্ন কন্থাধারী অতীব মলিন।

৭

অভাগা কাঙ্গাল দুঃখী নিরুপায়
আলয়বিহীন পথধূলি সম,
যথাসাধ্য কর দুঃখ বিমোচন
কর বিন্দু দয়া হয়ো না নির্ম্মম।

৮

রোগ শোক ক্লেশে অবনত দেহ
পরিশ্রান্ত বৃদ্ধপানে ফিরে চাও,
জীবনের সুখ সব ফুরায়েছে
শেষ দিনে তার প্রাণে শান্তি দাও।

৯

পিতৃ মাতৃহীন, অনাথ, বিধবা,
প্রিয়-হারা, পরিত্যাক্ত, নিরাশ্রয়,
যাও দয়া কর, মুখ তুলে চাও
সুখী কর দিয়ে তাদের আশ্রয়।

১০

সুদৃঢ় লৌহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ
চির দুঃখী আশাশূন্য ক্রীতদাস,
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ভগ্ন মন প্রাণ
মৃত্যু বিনা যার নাহি অন্য আশ।

১১

যত দূর সাধ্য করি অর্থ দান
হয়ে দয়াবান করগো মোচন,—
তাহাদের সেই ঘোর দুঃখপূর্ণ
চির জীবনের দাসত্ব বন্ধন।

১২

তোমার অপেক্ষা দেখিবে যখন
কদাকার অঙ্গহীন নীচ জন,
করো না অবজ্ঞা সকলেই তব
আপনার ভ্রাতা করিও স্মরণ।

১৩

হয়ো না নির্দ্দয় দুঃখীজন প্রতি
দুঃখ ঘুচাইতে যদি বা না পার,
দুঃখ অংশ লয়ে হও দুঃখভাগী
সুখী কর দিয়ে সুখ আপনার। *

* মহাত্মা ঈশাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, অনন্ত জীবন কিরূপে লাভ করা যায়? তদুত্তরে তিনি যাহা বলেন তাহার ভাব লইয়া লিখিত। স।

সমালোচনা।

আশা—ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ॥০ আনা। পত্রিকা খানি ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও প্রবন্ধগুলি সারবান। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অভাবোপযোগী কয়েকটী বিষয় প্রথম সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশার রচনা প্রণালী, উদ্দেশ্য, রুচি এবং চিন্তাশীলতা মানবস্বভাবের উচ্চ প্রকৃতিকে পরিপোষণ করিতে পারিবে। যে আশা সম্যক চরিতার্থ হয় না, অথচ সফল হয়, সেই অনন্ত আশাকে অবলম্বন করিয়া "আশা" মানবাত্মার গভীর আশা উদ্দীপ্ত এবং পরিতৃপ্ত করুন, এই আমাদের শুভ কামনা।

মিহির—ইহাও এক খানি মাসিক পত্রিকা। শেখ আবদর রহিম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মিহিরের "আভাস" পড়িয়া ভাল লাগিল না। ইহাতে কিছু বাচালতা বেশী, অথচ তাহা বাচালতার বিরোধী। ইহার বিষয়গুলি মুসলমান পাঠকদিগের বিশেষ উপযোগী, হিন্দু পাঠকগণের কত দূর বোধগম্য হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। সম্পাদক যদি সহজ ভাষায় মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণন করিতে পারেন, সাধারণের সুপাঠ্য হইবে। "আলহামার" উপন্যাসের রচনা সরস এবং প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। মিহিরে মুসলমানের হস্তের সংস্কৃত শ্লোকযুক্ত উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা রচনা পড়িয়া পাঠকগণ সুখী হইবেন।

সর্ণরেণু।

নিজের দুঃখ অভাবের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া অন্যের দয়া উৎপাদনের চেষ্টা করিলে তাহাতে বিধাতার উপর বিশ্বাস নির্ভর কমিয়া যায়, এবং তাহা ভীরুতা ও নীচতার লক্ষণ।

দুঃখ বিপদের সময় অযাচিত ভাবে কেহ যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানে আন্তরিক সহানুভূতি এবং সাহায্য দান করে তাহা গ্রহণে কদাপি লজ্জা কিম্বা অবমাননা বোধ করিবে না। বরং তাহা বিধাতা-প্রেরিত স্বর্গের দান জানিয়া মস্তক পাতিয়া লইবে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবে; অন্যথা অহঙ্কার আসিয়া আত্মাকে মলিন করিয়া ফেলিবে।

মানবের বুদ্ধি বিদ্যা ক্ষমতা শক্তির মূলে দৈবশক্তি লুক্কায়িত থাকে, তাহা মানুষের ভিতর দিয়া মানুষের নামে সচরাচর প্রকাশ পায়। দৈবশক্তির আর এক অংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবীয় ক্ষমতা শক্তির অতীত স্থান হইতে আইসে। আদিতে এবং অন্তেতে যিনি দৈবশক্তি অনুভব করেন তিনি কিছুতেই ভীত হয়েন না।

শোক এবং হর্ষ পর্য্যায়ক্রমে জীবনের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতেছে, যথার্থ শান্তি ইহার অনেক উপরে বাস করে।

লোকের প্রতি সস্নেহ এবং সাধু ব্যবহার না করিলে চিত্ত প্রসন্ন থাকে না। প্রতি দিন পরিবারমধ্যে এবং লোকসমাজে বিরক্তির অনেক কারণ উপস্থিত হয়, তৎপ্রতি উপেক্ষা না করিলে অশান্তিতে হৃদয় বিষাক্ত হইয়া উঠে।

গৃহকার্য্যের মধ্যে সময়ে সময়ে বার বার ভগবানকে স্মরণ করিও। কার কার্য্য করিতেছ, কেন করিতেছ, ইহা ভাবিও। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সে সকল মিলাইয়া লইও।

যদি আপনাকে ভগবানের অংশ, তাঁহার অনুগত সন্তান বলিয়া ঠিক বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে যত ইচ্ছা তত অহঙ্কার করিতে পার। ভক্তের অহঙ্কার অবিশ্বাসী অবিনয়ী এবং কপট বিনয়ীকে লজ্জিত করে।

যত দিন কাজ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে তত দিন জীবনের জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ চারদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্দর্শনে লোকের অনুরাগ বাড়ে। কিন্তু সময় আসে যখন বাহিরের কাজ ফুরাইয়া যায়, তখন আর বাহ্য আলোকের ছটা কেহ দেখিতে পায় না; ক্রমে তাহার নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু চিন্তাশীল অমরাত্মা মানব জাতির চিন্তার জগতে ধূম স্ফুলিঙ্গবিহীন অগ্নির ন্যায় নিত্যকাল বিরাজ করে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা।] ফাল্গুন, সন ১২৯৮। [৮ম খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

গত তিন মাস কাল পর্য্যন্ত কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন। প্রথম দেড় মাস কাল এলোপ্যাথিক মতে তাঁহার চিকিৎসা হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়ায় দেড় মাস হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে। মধ্যে পীড়ার একটু উপকার হইয়াছে, কিন্তু তিনি এখনো অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছেন। রোগশয্যায়ও তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও বিশ্বাস নির্ভর তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি একটু ভাল থাকিলেই ধর্ম্মসঙ্গীতাদি শ্রবণের অভিলাষ করেন। খুব যাতনা হইতেছে, একটু উপশম হইলে পরক্ষণেই হাসিয়া শান্তভাবে আত্মীয়গণের সহিত কথা বলেন। দীর্ঘ কাল রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন, কিন্তু ঘরের চারিদিক, শয্যা, বস্ত্র, হস্ত, পদ, সমুদয় পরিষ্কার রাখিতে অতিশয় ভালবাসেন। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করেন না, কিন্তু সকলের তত্ত্ব লয়েন। কেহ দেখিতে গেলে ধীর প্রসন্ন ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন। ঈশ্বর শীঘ্র তাঁহাকে আরোগ্য করুন এই প্রার্থনা। তাঁহার জীবনে করিবার এখনো অনেক কার্য্য আছে।

সংপ্রতি বিলাতের বিখ্যাত সংবাদ-পত্র Illustreted London News এ পরলোকগত যুবরাজ এলবার্ট ভিক্টরের শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা ঘটনার উপযোগী সুন্দর চিত্র বাহির হইয়াছে। যুবরাজের চারি মাস বয়সের, শৈশবাবস্থার, পাঠাবস্থার, ক্রীড়াবস্থার, যুদ্ধাবস্থার ও ভারতবর্ষে আগমনের পর শীকার কালীন নানা চিত্র তন্মধ্যে আছে। ইনি মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, দুই তিন খানি ছবি মাতা সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া আছেন এরূপ ভাবে আছে। ইহাঁর দেহ উন্নত সুশ্রী এবং মুখ অতি প্রিয়দর্শন ছিল। মুখশ্রী অনেকটা ইহাঁর সুরূপা মাতার তুল্য ছিল। যুবরাজের মৃত্যু শয্যার চিত্রও চিত্রিত দেখা গেল। সুসজ্জিত কক্ষে উন্নত পালঙ্কে নিমীলিত নয়নে রাজকুমার

শয়ান। স্পন্দহীন দেহ বস্ত্রাবৃত, হস্ত দুই খানি যুক্তভাবে বক্ষের উপর স্থাপিত, তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী Sister ভিক্টোরিয়া শয্যার শিয়রে বসিয়া বাইবেল পাঠ করিতেছেন। কক্ষের একদিকে শোকাকুল পিতা রোরুদ্যমান, জননী বিষণ্ণ মুখে বাইবেল পাঠে ও প্রার্থনায় নিযুক্ত। হায় সে দৃশ্য যেন চিত্রপটে জীবন্তের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে। মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পরে তাঁহার মুখের যে ফটোগ্রাফ তোলা হয় তাহার অনুরূপ ঐ পত্রে দেওয়া হইয়াছে, ঠিক যেন শ্বেত প্রস্তরে খোদিত কোন গ্রীক দেবমূর্ত্তি; এমন সুগঠন সুশ্রী ও পরিষ্কার মূর্ত্তি তখনও মৃত্যু কোন রূপ বিকৃত করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পর সমারোহপূর্ব্বক যেরূপে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, ভজনালয়ে উপাসনা, রাজপথে লোক সমারোহ হয় তাহারও উত্তম বর্ণনা ও চিত্র আছে। ঈশ্বর পরলোকগত যুবরাজ এবং তাঁহার আত্মীয়গণকে শান্তি দান করুন।

লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক স্পার্জ্জন সাহেব অল্প দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত দেহ দর্শনার্থ আশি হাজার লোক গমন করিয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ শ্রমজীবি। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিন এক ক্রোশ পথব্যাপী জনস্রোত প্রবাহিত হয়। স্পার্জ্জন প্রতি রবিবারে আট হাজার লোক লইয়া টেবার্ণকেল নামক ভজনালয়ে উপাসনা করিতেন। এই স্থানে আচার্য্য কেশবচন্দ্র "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে একবার বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহাত্মা স্পার্জ্জন প্রতি রবিবারে যে উপদেশ দিতেন তাহা মুদ্রিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট প্রেরিত হইত। তাঁহার উপদেশগুলি সাধারণের বড় হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি একাকী বহু পরিশ্রমে অনেক সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ শ্রমজীবিগণ ইহাঁর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। এইরূপ লোক মানবকুলের রত্ন স্বরূপ।

স্ত্রীলোক ওকালতী করিতে পারে ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমেরিকায় এরূপ অনেক আছে যে স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। ইহাতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু পুরুষের ন্যায় কার্য্য যে স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী তদ্বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

শিক্ষিত জগতে কোন দ্রব্যেরই অপচয় হইবার যো নাই। সম্প্রতি করাতের গুঁড়া কোন প্রকার স্বল্পমূল্য ধাতবীয় দ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টক চূর্ণ সুরকীই ত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে, এবং বাটী নির্ম্মিত হইতেছে।

লণ্ডন সহরে প্রতিদিন গড়ে চারি শত শিশুর জন্ম হয়, আড়াই শত বালক বালিকা প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। দুই শত যুবক প্রথম কার্য্যারম্ভ করে, দেড় শত লোকের বিবাহ হয় এবং দুই শত লোকের মৃত্যু হয়।

এক জাতীয় ইগলপক্ষী আছে তাহাদের গতি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। এঞ্জিন অপেক্ষাও দ্রুত। ইহারা ঘণ্টায় ১৪ মাইল ভ্রমণ করে।

মহিলারঞ্জন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে চারুহাসিনীর অবস্থা এমন হইল, যে আর তিনি আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত দেশে থাকিতে পারিলেন না। ইহাতে দ্বিজবরের মানহানি হয়, তিনি মনে বড় কষ্ট পান। যেখানে বহু লোকের দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও এ ঘরের লোকে ও ঘরের সংবাদ জানে না, এমন স্থানে তিনি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

গ্রাম হইতে বিদায় লইবার সময় বড় একটা শোকাবহ দৃশ্য হইল। প্রতিবাসিনী কয়টী সধবা এবং বিধবা বালিকা চারুর নিকট লেখা পড়া শিখিত, বসিত, গল্প করিত। তন্মধ্যে কাহারো স্বামী নাই, কাহারো বা স্বামী উশৃঙ্খল অত্যাচারী। একটী বিধবা দুঃখিনী যুবতী বড়ই কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদি, তুমি চলিয়া গেলে আমাদের আর দিন কাটিবে না। প্রতি দিন দু দণ্ড তোমার কাছে এসে জুড়াতাম, সে পথও বন্ধ হইল। আর কেই বা দুইটা ভাল কথা শুনাবে, কেইবা একটু পড়া শুনা বলিয়া দিবে। সংসার আমার পক্ষে শ্মশান, আমার ব্যথার ব্যথী আর কেহ নাই।"

এই বলিয়া দুঃখিনী আকুল নেত্রে চারুর হাত দুখানি ধরিয়া অতিশয় রোদন করিল। তাহার অবস্থা ভাবিয়া চারুও আর অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনাথা পরাধীনা বিধবার নিরাশ্রয় অবস্থা আলোচনা করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত শোক-ভারাক্রান্ত হইল। যাহারা সধবা তাহাদেরও চক্ষে জল আসিল। লোক ভয়ে তাহারা নীরবে কাঁদিল। পল্লীগ্রামের ভদ্র গৃহস্থের অল্প বুদ্ধি সরল হৃদয়া কুলবধূগণের দুঃখে চারুহাসিনী ভিন্ন আর তেমন করিয়া কে আর সহানুভূতি করিতে পারিবে? আহা তাহাদের বসিবার, দাঁড়াইবার, দুইটী সুখ দুঃখের কথা বলিবার এবং প্রাণ জুড়াইবার আর অন্য স্থান নাই। জমিদার বড় মানুষের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা নিজের মান গৌরব এবং সুখ সৌভাগ্য লইয়াই ব্যস্ত সমস্ত। নিজেদের রূপ গুণ বস্ত্র অলঙ্কার মান সম্ভ্রম আত্মীয় কুটুম্বের সুখ্যাতির কথা ভিন্ন সেখানে অন্য কাহারো সুখ দুঃখের হাসি কান্নার রব

প্রবেশ করিতে পারে না। যদি কখন দৈব যোগে তাহা প্রবেশ করে, কাঁদিতে কাদিতে অধোবদনে ফিরিয়া আইসে। দুঃখিনী শিক্ষাপিপাসু কুলবধূগণ তবে আর কোথায় যাইবে? তাই আজ তাহাদের চিরসহচরী সুখ দুঃখভাগিনীর বিরহে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সকলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চারুর পদধূলি লইয়া এবং তাঁহার পুত্র কন্যা দ্বয়ের মুখ চুম্বন করিয়া বিদায় লইল। যাহাতে মধ্যে মধ্যে আবার দেখা হয়, তজ্জন্য বার বার অনুরোধ করিল।

প্রতিবাসিনী কন্যাগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে মেঝ বউঠাকুরাণী অর্থাৎ রমেশ বাবুর মধ্যম পুত্রবধূ দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁর আজ এত বিশেষ অনুগ্রহের কারণটা কি? চারুর গৃহপরিত্যাগের কথা শুনিয়া কি তিনি বড় কাতর হইয়াছেন? না দুইটী মিষ্ট কথা এবং স্নেহ মমতা দ্বারা তাহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন? তাহাত সম্ভব বোধ হয় না! এ ঘোর দুর্দ্দিনে কাঙ্গালের গৃহে ধনীর গৃহলক্ষ্মীর পদধূলি পড়িবে চারুহাসিনী এমন কি তপস্যা করিয়াছে? অবশ্য নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু ধনী গরিবের মধ্যে সম্বন্ধ কেবল দয়ার সম্বন্ধ; প্রেমের সম্বন্ধ, বন্ধুতার সম্বন্ধ কৈ, বড়ত দেখা যায় না। আছে, কিছু মানে আছে। মেঝ বউ আজ দুঃখাভিমানের জ্বালায়, বৈরাগ্যের চাপে পড়িয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিয়াছেন। মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিবার জন্য আসিয়াছেন। অন্যের কাছে যে কথা বলিলে সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না, কেবল চারুই যে কথা শুনিবার উপযুক্ত পাত্রী, সেই কথা গুলি বলিয়া চিত্তের উত্তাপ বাহির করিতে আসিয়াছেন।

মেঝ বউ আপনার ভাবেই ভোর। চারুর দুঃখের জীবনের অভাব দুঃখ দুরবস্থা ভাবিবার তাঁর আর অবসর নাই। তিনি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, সে জন্যও কাহারো বিশেষ চিন্তা ভাবনা নাই। বধূ ঠাকুরাণী উচ্ছ্বসিত হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্রুতগতিতে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চারু তখন কাজে ব্যস্ত, দ্রব্য সামগ্রী গোছাইতেছেন; বিদায়সূচক দুই একটী সৌজন্যের কথা বলিলেন, কিন্তু বউ ঠাকুরাণীর অনর্গল কথার স্রোতে তাহা আর এক দিকে ভাসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ভাই ছোট বউ, তুমি দুঃখের দশায় থেকেও বেশ সুখে আছ। আমারও ইচ্ছা হয় কোথাও চলিয়া যাই, এখানে আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করে না। বাবা! এমন দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি হিংসার জায়গায় কি থাকতে আছে! হাড় জ্বালাতন হল। ছোট ঠাকুরপোকে বলে তুমি আমাকেও নিয়ে যেও। এখানে ভাই কেউ কারো ভাল দেখ্‌তে পারে না।"

মেঝ বউয়ের কথাগুল অনেক বেশী বেশী, আর বড় গরম গরম ছ্যাঁকছেঁকে। সমস্তগুল শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া না পড়িলে আর নিস্তার নাই।

চারু। মেঝ দিদি, আমি ভাই তোমার সব কথায় ভাল করে কান দিতে পাচ্ছি নি, কোন অপরাধ নিও না, আজ এখনি আমাদের যেতে হবে।

মেঝ বউয়ের তাড়াতাড়ি আরো বেশী। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তা যেও, কিন্তু আমার কথা কয়টা একটু মন দিয়ে শোন।"

চারু। আচ্ছা বল শুনি। কিন্তু ভাই একটু সংক্ষেপে। আমাকে এখনি প্রস্তুত হতে হবে।

মেঝ বউ। দুঃখের কথা বলব কি ভাই, আজ তিনি আমার জন্য কলিকাতার জহুরির দোকান থেকে এক গাছি বেশ চুনি বসান মুক্তার পাঁচনর এনেছেন। শুনিছি না কি সেটা কোন্ নবাবের বেগমের ছিল। তেমন সামগ্রী এ দেশে হয় না। তুমি যদি দুই চার দিন আর থাক্‌তে, তোমাকে দেখাতুম।

চারু। আমি ত ভারী পছন্দের লোক, আমি আবার তোমার গহনা পরখ করে বুঝব। সে যাক্, এখন আসল কথাটা কি বল।

মেঝ বউয়ের উৎসাহ উত্তেজনাটা সম্যক চরিতার্থের পক্ষে একটু বাধা ঘটিতে লাগিল। তিনি কতক কাহিনী বাদ ছাদ দিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, "আমি সেই পাঁচনরটী গলায় দিয়ে সাধ করে হাস্‌তে হাস্‌তে বড় দিদিকে দেখাতে গেলুম। গিয়ে দেখি যে তিনি ঘুমাচ্ছেন। ডেকে তুলে বল্‌লুম, দিদি, এই সামগ্রীটী কেমন দেখদেখি! খুব এক জন বড় লোকের ঘরের সামগ্রী। আমি হেসে হেসে আহ্লাদ করে দেখাতে গেলুম, ওমা! ছোট বউ—দেখি যে, দিদির মুখ খান যেন তোল হাঁড়ী। ছি! ছি ছি! এমন কেন গা!"

চারু মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তার পর?"

মেঝ বউ। তার পর ভাই বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, গহনা খান দেখবামাত্র দিদির মুখে যেন কে শেয়াই কালী ঢেলে দিলে। তখন আমার মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল, মনের যত সাধ আহ্লাদ প্রাণের মধ্যে ঢুকে হুট পাট করতে লাগল, শেষ ইচ্ছা হল যে আমি মরি।

চারু আর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভয়ে সংক্ষেপে একটু হাসিয়া ফেলিলেন। পাছে মেঝ বউ মনে কষ্ট পান, এই জন্য হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় দিদি কি গহনা খান পছন্দ করলেন না?"

মেঝ বউ। হা অদৃষ্ট! পছন্দ! জানি না ভাই, হয়ত নবাবের বেগমের গলার হার শুনে মনে বড় হিংসা হল, তাই রাগ করে তিনি বিরক্ত হয়ে ভার ভার মুখে বল্লেন, "এ যে সব বিলিতি মুক্ত! চুনিগুলও ঝুঁটো, এর জন্য

আবার এত আহ্লাদ!" আমি বল্লুম, দিদি হাতে করে একবার দেখ, দেখেই না হয় যা হয় বল! তা এমনি ঠেকার, যে সেটা একবার স্পর্শ করাও হল না।

চারু। বোধ হয় কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলে তাই বিরক্ত হয়ে থাকবেন।

মেঝ বউ। আরে না না, তুমি ও সব বুঝতে পারবে না। হিংসা!

চারু। কেন? হিংসার ত কোন কারণ দেখি না। তাঁরত বাক্স পোরা ভাল ভাল হীরা মুক্ত চুনির গহনা আছে?

মেঝ বউ। তা থাকবে না কেন? বড় বাবু কি আর দিতে কিছু কসুর করেছে?

চারু। হিংসার তো আমি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যাদের কিছু নাই তাদেরই হিংসা হয়, লোভ হয়, যাদের ঘরভরা সামগ্রী তাদের কেন হিংসা হবে?

বউ। হাঁ! হাঁ! তাদেরই আবার হিংসা বেশী। তারা মনে করে যে কেন? অন্যের কেন ভাল হবে? এই তাদের গায়ের ঝাল! বোন্ তুমি জান না, হিংসার মত আর পাপ নাই। হিংসা কাউকে সমান হতে দিতে ভালবাসে না, কারো ভাল দেখ্‌তেও পারে না।

সমস্ত কথাগুল বলিয়া মেঝ বউ এখন কিছু শান্তি অনুভব করিলেন। বলিলেন, "গহনা খানা কিনা খুব ভাল, অমন জিনিষ কিনা এ দেশে হয় না, তাই এত রাগ হিংসা। শেষ দেখি যে আমি উঠ্‌তে না উঠ্‌তে দাসীকে ডেকে বলা হচ্ছে, "ও ঝি, আমার হাতীদাঁতের গহনার বাক্সটা একবার নিয়ে আয় ত?" বোধ হয় বড় বাবুকে আজ এক চোট খুব নেবে।

চারু। যাক্ আর ও সব অসার কথায় দরকার নাই, হরি হরি বল।

বউ। অসার তার মানে কি!

চারু। তা বই আর কি বল্‌ব। যা দুই দিন পরে কোথা পড়ে থাক্‌বে, আবার আর এক জনের গলায় উঠ্‌বে, তার জন্য এত কেন!

বউ। জিনিষটে বড় দামী। পাথরে মুক্তাতে একবারে ঝলমল করছে! দেখ্‌লে চক্ষু জুড়িয়ে যায়।

চারু। তা হোক, তবু অসার।

মেঝ বউ এ কথা শুনিয়া কিছু দমিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন, দিদি তবু ঝুঁটো বিলিতি বলেছিল, এ যে একবারেই অসার বলে উড়িয়ে দিতে চায়! শেষ বলিলেন, "তুমি যদি দেখ্‌তে ছোট বউ, বুঝতে পারতে কেমন সামগ্রীটী। ভারী চমৎকার! এমন জিনিষও কি অসার? দাম যে অনেক টাকা!"

চারু আর উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর মেঝ বউ তাঁহার নিরাপদ দরিদ্রাবস্থার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ছোট বউ, তুমি এক প্রকার বেশ সুখে আছ। হিংসার দায় এড়িয়েছ। আমি ভাই লোকের হিংসার জ্বালায় জ্বলে মলুম।

চারু। তার জন্য এত জ্বালাই বা কেন? তোমার জিনিষ ত ক্ষয় হয়ে যায় নাই, মূল্যও কমিবে না, কেউ নিতেও আসছে না। যে হিংসা করে তারই মন নীচ হইয়া যায়, আপনিই সে নরক ভোগ করে।

এ কথা শুনিয়া মেঝ বউয়ের ভারী আহ্লাদ হইল। প্রাণ খুলিয়া খুব একবার হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি বেঁচে থাক, বেশ কথাটী বলেছ। পেটে কালীর আঁচড় আছে কি না, সব বেশ বুঝতে পার। বড় দিদি আমার সুখ ঈশ্বর্য্যি দেখে দেখে হিংসেয় একবারে যেন মরে যান আর কি! তুমি ভাই তাঁর মুখ খানার ভঙ্গী যদি তখন দেখ্‌তে, হেসে মরে যেতে; যেন কি এক রকম! আহা হিংসার জ্বালা বড় জ্বালা! ঠাকুরের কাছে এই বর চাই, যেন কারো সুখ দেখে কখন দুঃখিত হয়ে হিংসায় জ্বলে না মরি।

চারু। লোকের দেখে দেখে এই রূপে শিক্ষা করিতে পারিলেই ভাল।

বউ। আমি ভাই আগে মনে ভাবিতাম, তোমার বুঝি গহনার অভাবে বড় কষ্ট হয়। এখন দেখ্‌ছি তুমি বেশ আছ। গহনাগুল কেবল হিংসা ও অহঙ্কার বাড়ায়। অলঙ্কার নয়, ও অহঙ্কার! না থাক্‌লেও গরীব বলে লোকে ঘৃণা করে, থাক্‌লেও হিংসায় জ্বলে মরে। আহা! তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, এ সব দুঃখের কথা বলিবার আর লোক রহিল না। এক এক বার ইচ্ছা হয়, আমার গহনাগুল তোমায় পরিয়ে দিই।

চারুহাসিনী সে কথা শুনিয়া যেন সিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন. "মেঝ দদি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এরূপ ইচ্ছাও আমার মনে কখন না আসে। "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়। চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।" এই গানটী যেন প্রাণের সহিত চিরকাল গাইতে পারি।"

মেঝ বউ মনের উত্তাপ কতক বাহির করিয়া কতক হৃদয়ে লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। চারুহাসিনীর শেষের সার কথা দুইটীতে কাণ দিলেন না। যে সার রত্ন পাইয়া সে সুখী তাহার মূল্য বুঝিলেন না।

কোল জাতি।

কোল জাতীয়ের মধ্যে জগতের সৃষ্টি ও মানব জাতীয় আদিম অবস্থার বিষয় নিম্ন লিখিত রূপ প্রবাদ বর্ত্তমান আছে।

ওট্‌বোরাম বা সিংবোঙ্গা স্বয়ম্ভু। তিনিই এই পর্ব্বত ও জলপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া, ইহাকে বৃক্ষ, লতা, তৃণদিতে সুশোভিত করিলেন। অনন্তর প্রথমে মনুষ্য যে সমস্ত পশু পক্ষীকে পালন করে তাহাদিগকে এবং তৎপরে বন্য জীব জন্তুদিগকে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে সকল প্রস্তুত হইলে পর, সিংবোঙ্গা একটী বালক ও বালিকাকে সৃষ্টি করিয়া এক বৃহৎ নদী গর্ভস্থ গুহার মধ্যে তাহাদিগকে সংস্থাপন করিলেন। আদিম

নরদম্পতী কিছুকাল এই গুহার মধ্যে বাস করিলে, বোঙ্গা দেখিলেন যে, প্রজা বৃদ্ধিকল্পে ইহাদের কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তখন তিনি ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়-পিপাসা পরিবর্দ্ধনকারিণী "ইলী" নামক তণ্ডুল-সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন। কোল জাতীয়েরা এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটীর আনুষঙ্গিক অনেকানেক অরুচিকর ও অশ্লীল গল্প করিয়া থাকে।

কালক্রমে আদিম নরনারী হইতে দ্বাদশটী বালক ও বালিকা জন্ম গ্রহণ করে। অনন্তর, এক দিবস সিংবোঙ্গা কতকগুলি ছাগ, মহিষ, বৃষ, মেষ, শূকর, কুক্কুট, প্রভৃতি জীব বধ করিয়া উহাদের মাংস ও উদ্ভিদাদি রন্ধন করাইয়া এক মহা ভোজের আয়োজন করিলেন। এবং সেই উপলক্ষে এক এক জন পুরুষ ও এক এক জন স্ত্রীকে একত্রিত হইতে বলিলেন। অনন্তর প্রত্যেক নরদম্পতীকে আদেশ করিলেন, যে তোমাদের মধ্যে যাহার যেরূপ ভক্ষ্য সামগ্রীতে রুচি হয়, তাহাই গ্রহণ করিয়া সুখে ভোজন কর। এই কথা শুনিয়া দুইটী দম্পতী গাত্রোত্থান করিয়া গব্য ও মহিষ মাংসে প্রস্তুত করা আহারীয় গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরাই কোল ও ভূমিজদিগের পূর্ব্বপুরুষ হইলেন। যাঁহারা উদ্ভিজ সম্ভূত ভোজ্য লইলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ জাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ হইলেন। ছাগ মাংস ও মৎস্য গ্রাহীরা শূদ্রদিগের জনক জননী। এক দম্পতী শম্বূক সঙ্গাত খাদ্য গ্রহণে ভুঁইয়াদিগের পিতৃ-পুরুষ হইলেন। দুই দল শূকর মাংস লোলুপ হইয়া সাঁওতালদিগের জনক জননী হইলেন। ভাগ্য দোষে একটী পুরুষ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী স্ত্রীর জন্য কিছুই থাকে নাই। কিন্তু তাহারা ঐ অবস্থা বোঙ্গাকে অবগত করিলে, তিনি সকলের প্রতি এই আদেশ করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার নিকট যে কিছু অবশিষ্ট আছে, সে সমস্ত ইহাদিগকে দেও। ভোজনে পরিতুষ্ট নর নারীরা সেইরূপ করিলে, শেষোল্লিখিত দম্পতী উহা ভোজন করিল। ইহারাই দ্বাশী জাতীয়দিগের জনক জননী। এই জন্যই দ্বাশী জাতীয়েরা অদ্যাবধি সর্ব্বজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও বিশেষ কোন কর্ম্ম কার্য্য না করিয়া প্রায়ই পর-পীড়ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আজ কাল কিন্তু এ প্রকারে আর গুজরান চলে না। সুতরাং তাহারা শিবিকা বহন আরম্ভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গাধীন একটী আমোদজনক কথা স্মরণ হইতেছে। একদা কোন বৃদ্ধ কোলের নিকট এই প্রকার সৃষ্টি-কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় কর্ণাল ডাল্টন সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানকী! তুমি সকল জাতীয় উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিলে, কিন্তু সাহেবদিগের কথা ত কিছুই বলিলে না?"

(ক্রমশঃ)

চিত্র।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। উজ্জ্বল আলোক-মালায় প্রদীপ্ত, পুষ্প পত্রে সুচারুরূপে সজ্জিত। বহুমূল্য গৃহ-সজ্জায় শোভিত। চারিদিকে শ্যামল ঘনচ্ছায়া তরুরাজি-পূর্ণ সুরম্য উদ্যান, তাহাতে শ্বেত পীত নীল লোহিত কত ফুল ফুটিয়াছে। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত কত প্রতিমূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে। কোথাও বা কৃত্রিম নির্ঝর সকল হইতে মুক্তাবিন্দু তুল্য স্বচ্ছ জলকণা স্ফুরিত হইতেছে। কোথাও বা স্বচ্ছ শ্যামসলিল সরোবর শোভা পাইতেছে। বিচিত্র বেশধারী দাস দাসী সকল হর্ম্ম্যের ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। ব্রোহাম্, ফিটন, কম্পাস ইত্যাদি নানা জাতীয় বহু সংখ্যক শকট শ্রেণী আমন্ত্রিতগণকে লইয়া আসিতেছে যাইতেছে। প্রকাণ্ড উচ্চ তোরনের দুই পার্শ্বে নহোবৎ রসনচৌকি নানা সুমিষ্ট সুরের আলাপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ইংরাজি বাজনার বাদ্যোচ্ছ্বাসে চারিদিক আন্দোলিত হইতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের লহরী উঠিয়াছে, সুখের পবন বহিতেছে। আজ গৃহকর্ত্তার লাবণ্যময়ী কুসুম প্রতিমা সুকুমারী কন্যার বিবাহ। গৃহের ভিতরে বাহিরে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। পাত্রী যেমন রূপ গুণে অতুল, পাত্রও তেমনি। ইহাদের জীবনের ভাবী সুখের কি আর কোন সন্দেহ আছে?, ধনবানের পুত্র, সুপুরুষ, সুবিদ্বান, কোন দিকে কিছুরই অভাব নাই। মহা সমারোহে বিবাহ হইল। শুভ দৃষ্টির সময় বহুমূল্যবান ভূষণসজ্জিতা তরুণী ইন্দুমতী ব্রীড়া সঙ্কোচ দৃষ্টিতে ভাবী স্বামীর মুখ দর্শন করিয়া এক প্রকার অব্যক্ত ভয় আনন্দ লজ্জামিশ্রিত ভাবের ভরে অবনত হইয়া পড়িল। স্বামীসহিত অজানিত জীবনে প্রবেশ করিবার প্রথম সোপানে সে পদার্পণ করিল। সে সুখের নিশায় সুখের স্রোত উথলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আহা বিধাতা এই সংসারে এত সুখও দিয়াছেন!

কয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুখের দিনও যায়, দুঃখের দিনও থাকে না; বালিকা ইন্দু যুবতী হইয়াছে। ধন জন সম্ভ্রমবেষ্টিত পতিগৃহে আবার তাহাকে আমরা দেখিয়া আসি। দেখিয়া আসি তাহার তরুণ জীবনের সুখের সে সুখময় নিশার স্বপ্ন সফল হইয়াছে কি না। দেখিয়া আসি ভাগ্য তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন বা অপ্রসন্ন। প্রশস্ত ত্রিতল হর্ম্ম্যের অন্দরমহলস্থ বারান্দায় বসিয়া আমাদের বালিকা ইন্দু সায়ং সমীরণ সেবন করিতেছেন। সম্মুখে নানা পুষ্পবৃক্ষ শোভিত সুন্দর উদ্যান। অদূরে দাসীগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। ইন্দুর পরিধানে বহুমূল্য ভূষণ, তাঁহার ব্রীড়া সঙ্কোচময় সুন্দর কোমল মুখশ্রী যৌবনের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। কুসুম কলিকা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কিন্তু

অম্লান কলিকা এখন ঈষৎ মলিন হইয়াছে, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চক্ষুপ্রান্তে ঈষৎ কালিমার রেখা পড়িয়াছে। ইন্দুমতী কি সায়ং সমীরণ সেবন করিতেছেন? না পুষ্পোদ্যানের শোভা সম্ভোগ করিতেছেন? তাঁহার চক্ষু উদ্যানের দিকে বটে, কিন্তু শূন্য দৃষ্টি। সায়ং সমীরণ সেবন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ললাটে স্বেদ বিন্দু নিঃসৃত হইয়াছে। পূর্ণ অতুল সুখ ঐর্য্যের মধ্যে কিসের চিন্তায় ইন্দুর মুখশ্রী মলিন করিয়াছে? তরুণ হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য্য সমুদয় তরুণী পতি-চরণে ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার প্রতিদান বুঝি পায় নাই? ধন রত্ন দাস দাসী গৃহ যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই পতি দিয়াছেন, কিন্তু একটী দ্রব্য দিতে পারেন নাই। বালিকার হৃদয়ের সে অতুল স্নেহের পরিবর্ত্তে তিনি নিজহৃদয় তাহাকে দান করিতে পারেন নাই! পত্নীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে তিনি কিছু দিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, পত্নীর আত্মার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বাহিরের প্রণয় ভালবাসা দু দিনের, অন্তরের যোগই চিরদিন স্থায়ী। যে প্রণয় থাকিলে পতি পত্নী উভয়ের চিরবন্ধু, চির-স্থায়ী চির আত্মীয়, চির সর্ব্বস্ব হয় তাহা তাঁহাদের হয় নাই। পত্নীর সহিত পতির আর ভালবাসা নাই। পত্নীর ভালবাসা পতির আর তেমন সুখদায়ক নহে। নব অনুরাগের আতিশয্য কমিয়া গিয়া চিরদিনের সৌন্দর্য্যও আর তত চিত্ত আকর্ষণ করে না। পতি অধিক সময় বাহিরে যাপন করেন, অল্প সময় পত্নীর নিকট অতিবাহিত করেন, বিবাহিত জীবন পুরাতন ও আকর্ষণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। পত্নীর নিকট থাকিলেও মন যেন কত দূরে থাকে। হায়, পৃথিবীতে প্রণয়ও কি এত অস্থায়ী?

ইন্দুর ভাব অন্য প্রকার। পতি বিনা তাহার চিন্তা নাই, পতি বিনা তাহার সুখ নাই, পতির স্নেহই তাহার সর্ব্বস্ব। এখনও সে অতৃপ্ত নয়নে গোপনে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকে। স্বামীর একটী সস্নেহ বাক্যে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। একটু যত্ন পাইলে প্রাণে সুখের তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, ও স্বামীর ব্যবহার, কথা, আচরণ, সমুদায়ের ভিতর নব-সৌন্দর্য্য অনুভব করে। প্রেমের ধর্ম্ম এই, পতির সামান্য অনাদর বাক্যে মর্ম্মাহত হয়। এখনও পতি তাহার নিকট পুরাতন হন নাই। ভালবাসার চক্ষে প্রিয় জন কি কখন পুরাতন হয়? চির নবীন থাকে। হায়! পৃথিবীতে পতি পত্নীর মধ্যে এত বিভিন্নতা!

ইন্দু কেবল আজ একাকিনী এ ভাবে উপবিষ্টা নহেন। অনেক সময়ই তিনি এ ভাবে কাটান। শূন্য মনে স্বামীর ঔদাসীন্য ভাবের কথা চিন্তা করেন। প্রফুল্ল কুসুমবৎ তাহার দুইটী সন্তান হইয়াছে, তাহারাই তাহার সুখের কারণ।

নতুবা পতির ঔদাসীন্যে তাহার জীবন ভারবহ বোধ হয়। পতি আজ এ বন্ধুর গৃহে, কাল ও বন্ধুর ভবনে, আজ উদ্যানে, কাল থিয়েটরে, এই রূপেই সময় ক্ষেপণ করেন। সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দেওয়া ভিন্ন পৃথিবীতে স্ত্রীর প্রতি আর কোন কর্ত্তব্য আছে ইহা তিনি মনে করেন না। ক্রমে তাঁহার জীবন আমোদের তরঙ্গের ভিতর ডুবিল। অবশেষে মন বিপথে চলিল। হায়! ইন্দু তোমার কি দুর্ভাগ্য! এত সুখের পরিণামেও কি এই ছিল? সুখের স্বপ্ন কি স্বপ্নই হইল?

আরও কিছু দিন কাটিল। ইন্দুর শয়ন গৃহে যাই। চরণ নিঃশব্দে চলিও। যেখানে রোগ শয্যায় অম্লান কুসুম ইন্দুমতীর মুখ-কমল অকালে মলিন প্রভা ধারণ করিয়াছে, বিবর্ণ হইয়াছে, সেখানে ধীরে ধীরে যাই। সোণার প্রতিমা ইন্দুর স্বর্ণদেহ রোগের ছায়ায় মলিন বর্ণ ধারণ করিয়াছে, যুগল হস্ত পদ ক্ষীণ হইয়াছে, উজ্জ্বল চক্ষু ম্লান হইয়াছে। হায় এ কি দৃশ্য! কোথায় সে সুবর্ণ পুতলি, বাল্য যৌবনের সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি! আর এই বিষাদময় মলিন ক্ষীণ আধিক্লিষ্ট মুখচন্দ্র! সুসজ্জিত কক্ষের এক পার্শ্বে পালঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যোপরি ইন্দুর ক্ষীণ কায়া মিলাইয়া রহিয়াছে। নয়ন প্রান্তে রোগের কালিমা, আরক্তিম ওষ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে, ভ্রমরকৃষ্ণ সুচিক্কণ কেশরাশি রুক্ষ হইয়া অযত্নে উপাধানে পড়িয়া আছে। কক্ষ নিঃশব্দ, দুই একটী দাসী তাহার সেবা করিতেছে। ইন্দুর আয়ত নয়নের দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে দ্বারপথে পতিত হইতেছে, যেন সেৎসুকে সে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে পুরাতন দাসীকে বলিল, "দাসী, কৈ তিনিত আসিলেন না। বাগানে কি খবর পাঠান হইয়াছে? আমিত আর বেশী দিন পৃথিবীতে নাই। যত দিন আছি, ইচ্ছা হয় একবার করিয়া তাঁহাকে দেখি। তিনি ত কাছে আসেন না।" প্রাচীনা দাসী নীরবে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "মা, তিনি আসিবেন বৈ কি, খবর পাঠাইয়াছি।" ইন্দু শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, "আজ বলে নয়, আমার অসুখ হয়েছে অবধি তাঁর এই ভাব। অসুখ বেশী হয়েছে বলিলে উড়াইয়া দেন, বলেন তোমার কল্পনা; কাছে থাকিতে বলিলে কত ওজর আপত্তি করেন; বলেন, আমায় চক্ষে দেখিতে পারেন না। আমি বেশ বুঝ্‌চি ভগবান আমাকে এখানে অধিক দিন রাখিবেন না। যাই তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমার বসন্ত, মৃণাল দুটীকে কে দেখিবে তাই ভাবি। তাঁর যদি মায়া থাকিত তবে কি আমায় ছেড়ে তিনি থাকিতে পারিতেন? সবই আমার কপালের দোষ। বিধাতা সকল সুখই দিয়াছিলেন, অদৃষ্ট মন্দ তাই সুখী হইতে পারিলাম না।" ইন্দুর ক্ষীণ কণ্ঠ নীরব হইল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, দাসীরা ব্যস্ত

হইয়া কেহ শিরে ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ মুখে পানীয় দান করিল। হায় ইন্দু! মৃত্যুশয্যায় কেবল বেতন ভোগী দাসীগণই কি তোমার সঙ্গী হইল!

আর অধিক দিন পৃথিবীতে ইন্দু রহিল না, জীবনের লীলা খেলা শীঘ্রই শেষ হইল। তিনি মৃত্যু শয্যাতেও করযোড়ে স্বামীর জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এবং শেষ নিশ্বাসের সহিত স্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহলোকে পুরস্কারের প্রতিদান হইল না। বিধাতা কি তাহার পুরস্কার করিবেন না? ইন্দুর সুন্দর আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া স্বর্গধামে পলায়ন করিল। তাহার স্বামী দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন। বন্ধুদের কাছে শোক প্রকাশক দুই চারিটী কথা বলিলেন। সকলে বলিল, "আহা, রমণী বাবুর বড় মনে লাগিয়াছে। আর কি করিবেন?"

দুই চারি মাস গত হইল। আত্মীয় স্বজন সকলে বলিল, "কিসের বয়স? বিবাহের সম্বন্ধ করা যাউক। মনে বড় লাগিয়াছে, বিবাহ না হইলে মনের কষ্ট যাইবে না।" আবার নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। সেই রূপ মহা সমারোহে আনন্দ উৎসবের ভিতর রমণী বাবুর নূতন বিবাহ হইল। সময়ে ইন্দুর কথা আর কাহারও বড় মনে রহিল না। কেবল সেই পুরাতন দাসী আর সেই মাতৃহীন শিশু দুইটী তাহাকে ভুলিল না। হায় ইন্দু, তোমার ন্যায় সংসার রঙ্গভূমিতে কত জীবনের অভিনয় হইতেছে। এই রূপ কত চিত্র সংসার পটে প্রতিফলিত হইতেছে। হায় ইন্দু, তোমার জন্য আমরা দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করি। তোমার রোগশয্যার শেষ রোদনের সহিত আমরাও কাঁদি।

গৃহশিক্ষা।

(মাতৃ গর্ভ)

মাতৃগর্ভ হইতেই মানব শিশুর শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে আরম্ভ হয়। অতএব মাতার গর্ভকাল শিশু-শিক্ষার এক প্রধান কাল। যে কোন বীজই হউক না কেন, তাহা অঙ্কুরিত হইবার সময়ই অধিক সাবধানতার প্রয়োজন। মাতৃগর্ভেই মানব জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়। জীবনের সকল শিক্ষা এইখান হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং এখানে মানব জীবনকে রক্ষা করা, এখানে জীবনকে পালন, পোষণ বা সুশিক্ষিত করা সামান্য দায়িত্বের কার্য্য নহে। ধন্য সেই মাতা যিনি এই দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া গর্ভাবস্থায় পবিত্র কর্ত্তব্য সকল অতি সংযত ভাবে সম্পাদন করেন।

এখন মাতৃগর্ভে শিশু অবস্থিত। তাহার দেহ মন আত্মা তাহাতেই নিহিত। এই দেহ মন আত্মার পরিপোষক এখন কে? যদিও সকল শক্তির আদি শক্তি যিনি, সকলের রক্ষক পালক এবং পরিপোষক যিনি সেই ঈশ্বরই মাতৃগর্ভেও শিশু সন্তানকে পালন পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিন্তু তিনিই আবার মাতৃগর্ভে শিশু সন্তান দান করিয়া তাঁহাকেই তাহার পালন পোষণ এবং রক্ষণভার অর্পন করিয়াছেন। সুতরাং মাতার দেহ মন আত্মাই এখন শিশুর দেহ মন আত্মার সম্পূর্ণ পরিপোষক। অতএব এ সময়ে মাতার দেহ মন এবং আত্মা যাহাতে পরিপুষ্ট সবল এবং সুস্থ থাকে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এ সময়ে মাতার দেহ মনের সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক শক্তিই শিশুর দেহ মন আত্মার সুপুষ্টি সাধনের এক মাত্র সহায়। এখনও তাহার নিজের খাইবার শক্তি হয় নাই, মাতার আহারই তাহার আহার; এখনও তাহার জ্ঞান নীতি সঞ্চারের শক্তি জন্মায় নাই, মাতার আত্মা মনের আভাসই তাহার আত্মা মন। গর্ভ সঞ্চারিত হইয়া অবধি বিধাতার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে প্রায় দশ মাস ধরিয়া দিন দিন কলায় কলায় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত এবং পরিপুষ্ট হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ আত্মা মনের আভাস মাত্র তাহাতে সঞ্চারিত হয়। অতএব এই কয়েক মাস মাতার দেহ মন আত্মা পরিপোষণের দায়িত্ব দ্বিগুণ হইয়া থাকে। তিনি তো নিজ দেহ মন আত্মা পরিপোষণের জন্য স্বভাবতঃই দায়ী রহিয়াছেন, আবার তাঁহার গর্ভস্থ দেহ মন আত্মাবান ক্ষুদ্র জীব যাহাতে পরিপুষ্ট হয় তজ্জন্য তিনি অধিকতর পরিমাণে দায়ী। এখন উভয় দেহ মন আত্মা কিসে সুপুষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে যত্ন করিতে হইবে। এখন আপনার দেহ মন আত্মা এমন ভাবে পরিপোষণ করিতে হইবে যদ্দ্বারা শিশুরও দেহ মন আত্মা পরিপুষ্ট হয়। এই জন্য সাধারণ লোকে গর্ভরকাল শত শঙ্কার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এখন শত দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাতাকে জীবন যাপন করিতে হইবে। শত প্রকার বিঘ্ন বিপদ আশঙ্কা করিয়া সশঙ্কিত ভাবে সাবধানতা সহকারে চলিতে হইবে। এখন মাতার নিজ দেহ মন আত্মা পরিপোষণে সামান্য অবহেলায় তাঁর দ্বিগুণ অপরাধ, দুইটী দেহ মন আত্মার অনিষ্ট। এখন দেহ রক্ষার নিয়ম সকল তাঁহাকে অকাট্য রূপে পালন করিতে হইবে। স্নান, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম বিশেষ নিয়ম সহকারে সম্পাদন করিতে হইবে। প্রতি দিন ঠিক সময়ে তাঁহার স্নান আহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে একটু অবহেলা হইলে তাঁহার নিজের অধিক না হউক, গর্ভস্থ শিশুর কিন্তু নূতন দেহের অতিশয় অনিষ্ট হয়। এই যে আজ কাল নবজাত শিশু সকল অন্নরুগ্ন, চিররুগ্ন বা প্রায়ই যকৃৎ প্লীহাদি রোগে অকালে প্রাণ ত্যাগ করে, অথবা

হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, মাতার স্বাস্থ্য রক্ষার অনিয়মই ইহার এক প্রধান কারণ। মাতার স্নান আহারাদির অনিয়মে তাঁহারই যে কফ পিত্তাদি বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, গর্ভস্থ শিশু দেহের পক্ষে তাহা বিষম অনিষ্টকর। মাতার পক্ষে যাহা সামান্য অনিয়ম, শিশুর পক্ষে তাহাই ভীষণ কাল। অতএব মাতা যেন এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হন।

গর্ভাবস্থায় মাতা আহার পান সম্বন্ধে বেশ পরিমিতাচারিণী হইবেন। তাঁহার পক্ষে অনাহার বা অসময়ে আহার যেমন অন্যায়, তেমনি অপরিমিত আহারও অপকারী। গর্ভাবস্থায় মাতার প্রধানতঃ পরিমিত পরিমাণে পুষ্টিকর সুখাদ্য সকল আহার করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে গর্ভিণীদিগকে কখনও পঞ্চামৃত পান, কখনও সাধ ভক্ষণ করাইবার যে বিধি আছে, ইহা বড়ই সুনিয়ম। সময়ে সময়ে এই রূপে পান ভোজন করাতে গর্ভস্থ শিশুর বিলক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। তবে এই রূপ পান ভোজন উৎসবে গর্ভীণীগণ যেন অতি ভোজন পান না করেন। কারণ, তাহাতে গর্ভস্থ শিশুর নবদেহ সংগঠনে অনিষ্ট হইতে পারে।

স্নান আহার সম্বন্ধে যেমন, ব্যায়াম বিশ্রাম সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি মাতার নিয়মপরতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। গর্ভবতী মাতার অতি পরিশ্রম যেমন অপকারী, আলস্যও তেমনি বিশেষ অনিষ্টকারী। অতি পরিশ্রমে গর্ভস্থ শিশু ক্লান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহাতে গর্ভপাত হইবার বিশেষ আশঙ্কা; আবার আলস্যেও তেমনি শিশু নিস্তেজ বলহীন হয়; সুতরাং প্রসবের সময় মাতাকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। অতএব অতি পরিশ্রম এবং আলস্য উভয়ই পরিত্যজ্য। নিত্য নিয়মিত রূপে তাঁহার শরীরের উপযোগী সাংসারিক কাজ কর্ম্মাদি দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালন করা কর্ত্তব্য। এবং রাত্রে যাহাতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয়। অধিক মানসিক চিন্তা বা কোন প্রকার মাদক সেবনাদি দ্বারা কদাপি রাত্রি জাগরণ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। অন্য কাহারও সহিত এক শয্যায় শয়ন না করাই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

রূপকথা।

কোন সময়ে দুইটী বন্ধু ছিল। এক জন রাজপুত্র ও অপরটী পাত্রের পুত্র। দুই জনে এক সময়ে দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হন। রাজপুত্রের নিকট চারিখানি অমূল্য পাথর ছিল, পাত্রের পুত্রের নিকট কিছুই ছিল না। পথে যাইতে যাইতে পাত্রের পুত্র রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু! তোমার যদি কেহ মন্দ করে, তাহা হইলে তুমি তাহার কি কর? আর যদি কেহ ভাল করে, তাহারই বা কি কর?" রাজপুত্র বলিলেন, "বন্ধু! আমার যে ভাল করিবে তাহারও আমি ভাল করিব, এবং আমার যে মন্দ করিবে তাহারও আমি ভাল করিব।" খানিক যাইতে যাইতে বিশ্রামের জন্য দুই বন্ধু এক গাছের তলায় শয়ন করিলেন। অল্প ক্ষণ পরে পাত্রের পুত্র রাজপুত্রের বুকের উপর উঠিয়া ছুরী লইয়া গলায় দিতে গেল। রাজপুত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বন্ধু! তুমি এই অমূল্য পাথরের জন্য আমার গলায় ছুরী দিতেছ? এই লও অমূল্য পাথর।" এই বলিয়া সেই চারি খানি মহামূল্য পাথর তাহাকে দিলেন। পাত্রের পুত্র তাহা পাইয়াও রাজপুত্রের চক্ষু দুটি উৎপাটন করিয়া লইল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে রাজপুত্র অত্যন্ত আকুল হইলেন। যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ধূলা মাটি যাহা পাইতে লাগিলেন তাহাই চোখে দিতে লাগিলেন। অবশেষে গড়াইতে গড়াইতে ঘাসের উপর দিয়া যাইবার সময় কতক গুলি পাতা তুলিয়া লইয়া যেমন চোখে দিলেন, অমনি তাঁহার দিব্য চক্ষু লাভ হইল। সেই সময় তিনি ঐ পাতাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন। তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমি দেশ ভ্রমণ করিতে যাইব, আর রাজ্যে ফিরিব না।"

এ দিকে পাত্রের পুত্র পাথর লইয়া পলাইয়া যাইবার সময় পথে দস্যু আসিয়া সেই চারি খানি পাথর চুরি করিয়া লইল।

রাজপুত্র দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় রাজবাটীর ছাদ হইতে রাণী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া লোক দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়া রাণী বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি কোন ছদ্মবেশী। তুমি কি জন্য এইরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, আমাকে বল?" রাজপুত্র আত্ম পরিচয় গোপন করিয়া বলিলেন, "আমি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, অবশেষে এই রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাণী তাঁহাকে কিছু আহার ও পানীয় দানে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিলেন। আহারের পর রাজপুত্র বলিলেন, "আমি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" তখন রাণী বলিলেন, এ রাজ্যের রাজা বার বৎসর হইল অন্ধ হইয়াছেন, যদি কেহ তাহা ভাল করিতে পারে, তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিব।" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি তাঁহাকে ঔষধ দিব। আমি কল্য ঠিক এই সময়ে এই খানে আসিয়া উপস্থিত হইব।" এই বলিয়াই সে স্থান হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

পরে যে স্থানে তিনি দিব্য চক্ষু লাভ

করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে তাঁহার চিহ্নিত কতকগুলি পত্র ভিজাইয়া লইয়া রাজবাটীতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলেন, এবং রাণীকে সংবাদ পাঠাইলেন। রাণী সংবাদ পাইয়াই রাজপুত্রকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, "এমন কে আছে যে আমার চোখ ভাল করিয়া দিতে পারে?" তখন রাজপুত্র একটী পাতার রস যেমন রাজার চক্ষুতে লেপন করিলেন অম্নি রাজার দিব্য চক্ষু লাভ হইল। অনন্তর অঙ্গীকার অনুসারে আপনার কন্যার সহিত মহা সমারোহপূর্ব্বক উক্ত রাজ পুত্রের বিবাহ দিলেন।

কিছু দিন এই রূপে যায়। এক দিন রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখেন যে সেই বন্ধু পাত্রের পুত্র এক সামান্য দোকানে বসিয়া কার্য্য করিতেছে। দেখিয়া, তিনি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে আসিলেন এবং ভাল ভাল উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করাইয়া তৎসঙ্গে অতিশয় আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বন্ধুকে পাইয়া আর তাঁহার অন্দরে যাওয়া ঘটে না।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা এক দিন জামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কি রকম বন্ধু আমি একবার তাহাকে দেখিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাজসন্নিধানে উপনীত হইলেন। সকলে একত্রে আহারের পর রাজা রাজপুত্রকে অন্দরে যাইতে বলিলেন। পরে পাত্রের পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাল্যকাল হইতে তোমার বন্ধুকে জান ত?" সে "হ্যাঁ" বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন রাজা সন্দেহযুক্ত হইয়া বলিলেন, "ও রকম করিতেছ কেন?" তখন পাত্রের পুত্র বলিল, "আর কি বলিব মহারাজ, আমি রাজপুত্র, এবং আপনার জামাই কলুর পুত্র।" এ কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার জামাই যদি কলুর পুত্র হয়, তবে তার প্রাণদণ্ডই শ্রেয়। তিনি এত রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, কন্যার অবস্থা যে কি হইবে তাহা একবারও ভাবিলেন না। পাত্রের পুত্রকে বিদায় দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি আপনি বিশ্রাম করিতে গেলেন। পরে কোন এক জন লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "একটি খুব ভাল শুভ্র বর্ণের পোষাক প্রস্তুত করিয়া লইয়া আইস। তার পর সহর কোটালকে আজ্ঞা করিলেন, "সন্ধ্যার সময় শুভ্র বর্ণের পোষাক পরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবে, তুমি তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে।" অনন্তর জামাতাকে ডাকিয়া শুভ্র বর্ণের

পোষাকটি তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই পোষাক পরিয়া বৈকালে বেড়াইতে যাইও।"

রাজপুত্রের মনে বড়ই আনন্দ হইল। বন্ধুকে ডাকিয়া পোষাকটি দেখাইলেন, এবং বলিলেন, "এইটী আমার শ্বশুর আমাকে দিয়াছেন, ও ইহা পরিয়া বেড়াইতে যাইতে বলিয়াছেন।" বন্ধু দেখিয়া বলিল, আহা হা! কি সুন্দর পোষাকটী, আমার ভাই পরিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" তখন রাজপুত্র বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আজ ইহা পরিয়া বেড়াইতে যাও, কাল না হয় আমি যাইব।" অতঃপর বন্ধু পোষাকটী লইয়া আহ্লাদের সহিত পরিয়া যেমন খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইবেন, অম্নি সহর কোটাল রাজার আজ্ঞামত পাত্রের পুত্রের শিরচ্ছেদন করিল।

তাহার পর দিন রাজা রাজদরবারে বসিয়া সহর কোটালকে ডাকিয়া বলিলেন, "কৈ কাটা মুণ্ড লইয়া আইস দেখিব।" সহর কোটাল যেমন কাটামুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল, অমনি রাজা মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। তখন কেহ জল আনিল, কেহ পাখা লইয়া রাজাকে বাতাস করিতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন, হায় আমার কন্যার অবস্থা কি হইবে! তিনি নানা মতে খেদ করিতেছেন, এমন সময় রাজপুত্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজার জ্ঞানপ্রাপ্তি হইল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের কৃপায় তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। তোমার বন্ধু তোমাকে বলিয়াছিল যে, তুমি কলুর পুত্র। সে তাহার সেই বিশ্বাসঘাতক তার প্রতিফলও পাইল।

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বড়ই শোকাকুল হইলেন, এবং বলিলেন, "কেন মহারাজ, আমার বন্ধুকে মারিলেন?" মহারাজা বলিলেন, "ও রকম বিশ্বাসঘাতক বন্ধু না থাকাই ভাল। তুমি শোক পরিত্যাগ কর এবং দিন কয়েকের জন্য মৃগয়া করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার মন ভাল থাকিবে।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র তীর ধনুক লইয়া মৃগয়া করিতে গেলেন। গিয়া এক বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে তিনি ঘোড়াটীকে নীচে বাঁধিয়া আপনি একটী গাছের উপর উঠিয়া বসিলেন। অল্প ক্ষণ পরে দেখিলেন, সেই গাছে এক দৈত্য উঠিল। সে রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার এক বন্ধুর মৃত্যু হওয়াতে মন বড় খারাপ হইয়াছে, সেই জন্য আমি মৃগয়া করিতে আসিয়াছি, এবং রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া এইখানে বসিয়া আছি।" দৈত্য বলিল, "তোমার সেই বন্ধুর জন্য তুমি শোক করিতেছ? যথার্থ বন্ধু কাহাকে বলে, বলিতেছি শ্রবণ কর।" এই বলিয়া দৈত্য এই গল্প আরম্ভ করিল।

"এক সময়ে দুই বন্ধু ছিল, এক জন

রাজপুত্র ও অপর জন মন্ত্রির পুত্র। দুই জনে দেশ ভ্রমণে বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে তাহারা এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিল একটী চমৎকার স্ত্রী-লোকের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। রাজ-পুত্র সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ বন্ধু, এই রকম কন্যা যদি আমি পাই, তাহা হইলে বিবাহ করিব, আর না হইলে বিবাহ করিব না।" মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, "আচ্ছা আপনি এই খানে থাকুন, আমি যেখানে পাই অনুসন্ধান করিয়া এই রকম কন্যা আনিব।" এই বলিয়া মন্ত্রির পুত্র কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সুন্দরী কন্যা কোথায় পাওয়া যায়?" কুম্ভকার বলিল, "সমুদ্র পারে এক রাজকন্যা আছে তাহার এই মূর্ত্তি।"

মন্ত্রিপুত্র তাহার সন্ধানে চলিল। সমুদ্র পার হইয়া গেল। অবশেষে এক মালিনীর বাড়ীতে আশ্রয় লইল। তাহার নিকট সেই দেশের রাজার সব সংবাদ লইল। পরে প্রতিদিন যখন রাজ-দরবার হইত, তখনই সে পাঁজিপুঁথি লইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপ প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার প্রতি এক দিন রাজার দৃষ্টি পড়িল। রাজা বলিলেন, "মন্ত্রি, উহাকে ডাক!" মন্ত্রী তাহাকে ডাকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মন্ত্রিপুত্র বলিল, "আমি গণক, সব গুনিয়া বলিতে পারি।" অনন্তর রাজা প্রতি দিন তাহার নিকট যাহা যাহা গুনাইতেন, তাহা ঠিক ঠিক হইতে লাগিল। তখন রাজার গণকের প্রতি বড় বিশ্বাস জন্মিল। রাজা বলিলেন, "আচ্ছা আমার কন্যার কাহার সহিত বিবাহ, হইবে বল দেখি?"

গণক বলিল, "আপনার কন্যাকে স্বয়ং কার্ত্তিক বিবাহ করিবেন। অমুক তারিখে, অমুক সময়ে, স্বর্গ হইতে এক সুন্দর ময়ূর নামিবে, সেই ময়ূরে চড়িয়া কার্ত্তিক আপনার কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং স্বর্গে গিয়া তাঁহার বিবাহ হইবে।" রাজা এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই কি আমার কন্যার সহিত কার্ত্তিকের বিবাহ হইবে?"

গণক বলিল, "আপনি বাজনা বাদ্য সহকারে বিবাহের সমুদয় আয়োজন করুন।"

এ দিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র কারীকরকে একটী ময়ূর প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় একটী চমৎকার ময়ূর নির্ম্মিত হইয়া আসিল। তাহাতে কেবলমাত্র দুইটী লোক বসিতে পারে এইরূপ প্রস্তুত করাইলেন।

বিবাহের দিনে মন্ত্রিপুত্র অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করিয়া, সমুদয় হীরকের

অলঙ্কার পরিধান করিয়া ময়ূরের উপরে উঠিলেন। ময়ূরের ভিতর এমন একটী কল ছিল যে, সে শূন্যে উড়িয়া যাইতে পারিত। মন্ত্রিপুত্র ময়ূরের উপর বসিয়া কল চালাইলেন, ময়ূর উড়িতে উড়িতে একেবারে সুসজ্জিত রাজ সভার মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখি-বামাত্র সকলে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একে মন্ত্রিপুত্র দেখিতে অতি সুশ্রী, তাহার উপর সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া ময়ূরের উপরে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে যথার্থ কার্ত্তিক বলিয়াই মনে হয়।

রাজা তখন মহা আহ্লাদে বিগলিত হইয়া, কন্যাকে বলিলেন, "দধি মাল্য লইয়া বরকে প্রদান কর।" যখন রাজ-কন্যা দধি মাল্য লইয়া আসিলেন, তৎ-ক্ষণাৎ, তাঁহাকে লইয়া মন্ত্রিপুত্র একেবারে বিলম্ব না করিয়া ময়ূরে উঠিয়া কল চালাইয়া দিলেন। এবং সেই রাত্রেই সমুদ্র পার হইয়া উভয়ে কুম্ভকারের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রিপুত্র বন্ধুর (রাজপুত্রের) ভাল-বাসা পরীক্ষা করিবার জন্য, রাজকন্যাকে বলিলেন, "রাজকন্যা! তুমি আগে যাও। রাজপুত্র যখন তোমাকে দেখিয়া বলিবেন, "কৈ আমার বন্ধু কৈ?" তুমি বলিও "তোমার বন্ধু আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সেই জন্য আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি যদি তোমাকে মারিতে উদ্যত হন, তখন আমি যাইব। দেখি তিনি আমাকে চাহেন, কি তোমাকে চাহেন? এই বলিয়া মন্ত্রিপুত্র গাছের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকালে যেমন রাজপুত্র দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবেন, অমনি অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেখিলেন, অতি সুন্দরী রাজকন্যা তাঁহার সম্মুখে। যাহার জন্য তিনি এত দিন অপেক্ষা করিতে-ছিলেন ইনি সেই সুন্দরী কন্যা।

রাজপুত্র, রাজকন্যাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বন্ধু কোথায়?" রাজকন্যা বলিলেন, "রাজ-পুত্র! আপনার বন্ধু আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।" এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র রাজপুত্র, অসি হস্তে রাজকন্যাকে মারিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "যে বন্ধু, আমার জন্য এত দিন এত কষ্ট স্বীকার করিল, তাহাকে তুমি বধ করিয়াছ? তোমাকে আমি চাহি না। আমার অমন হিতকারী বন্ধু থাকিলে তোমার মত কত শত রাজকন্যা লাভ হইবে।" এই বলিয়া যেমন রাজকন্যাকে বধ করিতে যাবেন, অমনি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে মন্ত্রিপুত্র বাহির হইয়া বলিলেন, "বন্ধু, কি কর! কি কর! আমি তোমাকে পরীক্ষা করি-বার জন্য ঐ রূপ করিয়াছি।" তখন আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, রাজপুত্র রাজ-কন্যাকে ও মন্ত্রিপুত্রকে লইয়া দেশে

গিয়া সুখে রাজ্য সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।"

এই গল্প শেষ করিয়া দৈত্য বলিল, "রাজপুত্র, শ্রবণ করিলে, যথার্থ বন্ধু কাহাকে বলে? যাও, রাজ্যে ফিরিয়া যাও। আর ও রকম বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া দৈত্য অদৃশ্য হইল। রাজপুত্র তখন উঠিয়া রাজ্যে গমন করিলেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

শাক্য মুনির বিবাহ।

রাজপুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে পদার্পণ করিলে একদা তদীয় পিতা মহারাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজ্যের নানাবিধ শোভা সৌন্দর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হইয়া হাসিতেছে। কোথাও বৃক্ষ লতাগণ নব পল্লবে বিভূষিত হইয়া ফল ফুলে শোভা পাইতেছে। দেবমন্দিরের উপর ময়ূর নাচিতেছে। কোথায় পক্ষী পতঙ্গগণ আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। শাক্য দেখিলেন, কৃষকেরা মহোল্লাসে ভূমি কর্ষণ এবং বীজ বপন করিতেছে। প্রশস্ত প্রান্তরে এবং সুরম্য উদ্যানে ফল ফুল শস্য এবং হরিদ্বর্ণ তৃণ লতা, জীব জন্তু পক্ষী পতঙ্গদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল।

ক্ষণকাল পরে দেখিলেন, গোলাপ ফুলের নীচে কণ্টক, কৃষকগণ পরিশ্রমে ক্লান্ত, পশুগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। আরো দেখিলেন, গিরগিটীতে মক্ষিকা ভোজন করিতেছে, এবং সর্প গিরগিটীর প্রাণ নাশ করিতেছে। শিকারী পক্ষী সকল ক্ষুদ্র বিহঙ্গ এবং পতঙ্গের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। প্রত্যেক জীবহত্যাকারীকে প্রত্যেকে বিনাশ করিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে ত শাক্যের চিত্ত অভিভূত হইল। তিনি এক জাম বৃক্ষের তলে বসিয়া এই সকল ভাবিতে লাগিলেন। জীবের দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য তখন তিনি গভীর চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেলেন।

পুত্রের এই অভাবনীয় লক্ষণ দেখিয়া রাজার মনে ভয় উপস্থিত হইল। অতঃপর তিনি পুত্রের জন্য একটী কাঠের, একটী শ্বেত পাথরের আর একটী ইষ্টকের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বাটীর চারিধারে উদ্যান, তথায় বিবিধ ক্রীড়া এবং ভোগ্য সামগ্রী। যুবরাজের যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা হয় তাহাই ভোগ করেন। কিন্তু এই সুখ বিলাসের মধ্যে জগতের দুঃখ চিন্তার কালীমা তাঁহার হৃদয়কে মলিন করিতে লাগিল।

রাজা মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে জ্ঞানী মহাশয়গণ, আপনারা জানেন, এই পুত্র আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। কিন্তু ইহার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী আছে যে, হয় এ রাজরাজেশ্বর হইবে, না হয় সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষুকের বেশে পথে পথে বেড়াইবে। এক্ষণে আমি কি করিব আপনারা সৎ পরামর্শ দান করুন।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, প্রেমের দ্বারা এই তরলমতি যুবার চিত্তকে স্থির করিতে হইবে। রমণীর প্রেমজালে ইহার হৃদয়কে পরিবেষ্টন করুন। সুন্দরী সঙ্গিনী এবং সুকোমল বনিতা সকল আনিয়া ইহাকে দিন। যে চিন্তাকে আপনি লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা একটী বালিকার কেশের দ্বারা সহজে বাঁধা পড়িবে।"

রাজা। স্ত্রী বাছিয়া লইবার ভার যদি পুত্রকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রেম অন্য চক্ষে পছন্দ করিবে; তাহার চারিদিকে সৌন্দর্য্যের বাগান সাজাইয়া যদি দিই, সে ইচ্ছাক্রমে যে কোন একটা কলিকা তুলিয়া লইবে; কিন্তু কিসে আনন্দ সম্ভোগ হয় তাহা বুঝিতে পারিবে না।

অন্য এক জন মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, একটী মহোৎসবের আয়োজন করুন। সেই মহোৎসবে দেশের কুমারীগণ যৌবন সৌন্দর্য্যে পরস্পরে সমকক্ষতা প্রদর্শন করিবে এবং তাহারা শাক্যজাতির প্রথা অনুসারে ক্রীড়া করিবে। যুবরাজ তাহাদিগকে পারিতোষিক দিবেন। যে সকল সুন্দরী পারিতোষিক লইবার জন্য রাজপুত্রের সিংহাসনের নিকট আসিবে তাহাদের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিলে তাঁহার সুকোমল গণ্ডস্থলের দুঃখের চিহ্ন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহার দুই একটী চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা দ্বারা আমরা প্রেমের চক্ষে প্রেমকে নির্ব্বাচন করিতে পারিব এবং যুবরাজকে সুখেতে প্রবঞ্চিত করিব।"

শেষোক্ত প্রস্তাব সকলে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পরে নগরে এই বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল যে, "মহারাজের আদেশ, রাজ্যের কুমারীগণ সকলে রাজবাটীতে উপস্থিত হইবে। রাজপুত্র তাহাদিগকে মূল্যবান পুরস্কার দিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা যে সুন্দরী হইবে সে বেশী মূল্যের পারিতোষিক পাইবে।"

এই ঘোষণা শুনিয়া কপিলবস্তু নগরের কুমারীগণ রাজভবনের দ্বারদেশে আসিয়া একত্রিত হইল। তাহারা দিব্য করিয়া চুল বাঁধিয়া, চক্ষে সুর্ম্মা এবং কাজল দিয়া, নানা বিধ সুন্দর এবং বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, অঙ্গে সুগন্ধ মাখিয়া, কপালে টিপ পরিয়া রাজবাড়ী আলো করিয়া দাঁড়াইল। যেন শত শত চাঁদের মেলা। বড় বড় কাল কাল চক্ষু মাটীর দিকে নামাইয়া তাহারা একে একে যুবরাজ বাহাদুরের সিংহাসনের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু শাক্যের গম্ভীর শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে ভয়ে চাহিতে পারিল না। তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের হিয়া দুর দুর করিতেছিল। প্রত্যেকে চক্ষু নামাইয়া আপনাপন পরিতোষিক

লইয়া চলিয়া গেল। যাহাকে সুন্দর বলিয়া দর্শকগণ আদর দেখাইতে লাগিল, এবং রাজপুত্র হাসিলেন, লজ্জায় সে যেন অবনত হইতে লাগিল; রাজপুত্রের কৃপাহস্ত স্পর্শ করিয়া পারিতোষিক লইবার সময় সে যড় সড় হইল। এমনি তাঁহার পবিত্র দেব প্রভাব, যে সুন্দরী কুমারীগণ তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপতে সঙ্গিনীদিগের দলে গিয়া মিশিতে লাগিল। এইরূপে একে একে নগরের কুসুম কোমল পরমাসুন্দরী কুমারীগণ পারিতোষিক লইয়া চলিয়া গেলে, সর্ব্বশেষে যশধরা নাম্নী এক দিব্যাঙ্গী যুবতী কুমারী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শাক্যের নিকট যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা দেখিল, দেবোজ্জ্বলা কুমারী যশধরার দর্শন মাত্র রাজপুত্র সচকিত হইলেন। কুমারীর আকৃতি যেন স্বর্গের ছাঁচে গঠিত, তিনি যেন দেবী পার্ব্বতী। তাঁহার নয়ন দ্বয় প্রেমরঞ্জিত, মুখের এমনি শোভা যে তাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না। সমস্ত কন্যাগণের মধ্যে কেবল তাঁহারই চক্ষু যুবরাজের চক্ষের পানে চাঁহিয়াছিল। যশধরার বক্ষে করাগ্রভাগ স্থাপিত এবং তাঁহার গৌরবশালী গ্রীবা সমুন্নত। তিনি বলিলেন, "আমার জন্য কি কোন পুরস্কার আছে?" এই বলিয়া তিনি মধুর হাস্য করিলেন।

শাক্য তদুত্তরে বলিলেন, "পারিতোষিক উপহার সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, হে আমাদের নগরের গৌরব স্বরূপা প্রিয় ভগিনী! তাহার পরিবর্ত্তে এই উপহার দিতেছি তুমি গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া যুবরাজ আপনার বহুমূল্য রত্নময় কণ্ঠভূষণ তাঁহার সুকোমল করপদ্মে বেষ্টন করিয়া দিলেন। তদনন্তর উভয়ের নয়নে নয়ন মিশিল, এবং সেই শুভদর্শন হইতে প্রেম উৎপন্ন হইল।

এই সংবাদ যখন রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন, তখন তিনি হাস্য মুখে বলিলেন, সেই কন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহের আয়োজন কর।

শাক্য জাতির মধ্যে এক রীতি প্রচলিত ছিল, যে বিবাহ করিবে তাহাকে বীরত্ব দেখাইতে হইবে। কন্যার পিতা বলিয়া পাঠাইল, যে ধনুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্র বিদ্যা এবং অশ্বারোহণ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাকেই কন্যা দান করিব।" তদনুসারে এক মহা সভা হইল। শাক্য উপরিউক্ত ত্রিবিধ বিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেখাইলেন। অপরাপর রাজপুত্রগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া উত্তম বলিয়া স্বীকার করিল। শাক্য বিজয়ী বেশে অশ্বের উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় যশধরা তাঁহার গলায় মালা দিলেন। এবং নমস্কার করিয়া মুখাবরণ উন্মোচন-পূর্ব্বক অনুপম চন্দ্রানন সকলকে দেখাইলেন। বরমাল্য প্রদানানন্তর রাজপুত্রের বক্ষে তিনি মস্তক স্থাপন করিলেন। পরে অবনত শিরে পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রিয় যুবরাজ, আমাকে দেখ! আমি তোমারই।" উভয়কে উভয়ের পাণিগ্রহণ করিতে দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী মহানন্দ প্রকাশ করিল তদনন্তর যশধরা স্বর্ণময় অবগুণ্ঠনে পুনর্ব্বার মুখ ঢাকিলেন। এইরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বর্ণপরিচয়।

ক বলেন কোথা ছিলে, কে তুমি কাহার।
যা করিতে এলে ভবে, কি করিলে তার॥
খ বলেন খাই আর খেলিয়া বেড়াই।
কত ধানে কত চাল নাহি জানি ভাই॥
গ বলেন গতি নাই গোবিন্দ বিহনে।
কর তাঁর গুণ গান ভক্তগণ সনে॥
ঘ বলেন ঘটনার স্রোতে ভেসে যাই।
ঘরে বসে থাকি আর সুখেতে ঘুমাই॥
চ বলেন চেয়ে দেখ চৈতন্যের খেলা।
চেতন হইয়া চক্ষু খোল এই বেলা॥
ছ বলেন ছয় রিপু ছাড়ে না আমায়।
সোণা মুঠা ধরি যদি ছাই হয়ে যায়।
জ বলেন জয় জগদীশ জ্যোতির্ম্ময়।
জীবের জীবন যিনি জ্বলন্ত অক্ষয়॥
ঝ বলে ঝগড়া ঝাঁটি বড় ভালবাসি।
ঝঙ্কার করিয়া ঝাল ঝাড়ি রাশি রাশি॥
ট বলেন টনটনে থাকে যদি জ্ঞান।
কুপথে যাইতে আর না রহিবে টান॥
ঠ বলেন শিখিয়াছি ঠেকিয়া ঠেকিয়া।
ঠেলে ঠুলে যাব চলে ঠকামি করিয়া॥
ড বলেন ডুবে ডুবে খাও যদি জল।
শেষে এক দিন তার পাবে প্রতিফল॥
ঢ বলেন ঢেকে ঢেকে কেন বা রাখিব।
ঢাক বাজাইয়া নিজ গুণ দেখাইব॥
ত বলেন তমোগুণে সর্ব্বনাশ হয়।
থাকে যদি গুণ লোকে জানিবে নিশ্চয়॥
থ বলেন থাম দাদা চুপ করে থাক।
তবে আর উপদেশ মোরে দিও নাক॥
দ বলেন দর্পচূর্ণ হবে এক দিন।
দর্পহারী দয়াময় দীনের অধীন॥
ধ বলেন আমি ভাই কাঁধেবেড়ি ধ।
পৃথিবীর দেখে শুনে হয়ে আছি থ॥
ন বলেন নম্রভাবে কর নমস্কার।
নারায়ণ নমস্কৃত্যং বল বার বার॥
প বলেন পদে পদে পাপ প্রলোভন।
পলাইয়া পরিত্রাণ পাবে কোন্ জন?
ফ বলেন ফাঁদে যদি ফেলে সয়তান।
ফকীরি লইয়া তারে কর ফাঁকি দান॥
ব বলেন বকা বকি কেন কর আর।
নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার॥
ভ বলেন ভয় নাই প্রভু ভগবান।
অনন্ত জীবন তিনি করিবেন দান॥
ম বলেন আমাদের মরণ মঙ্গল!
অনন্ত জীবনে বল কি হইবে ফল?
য বলেন যোগানন্দে কা'রব যাপন।
পাই যদি সে অমর অনন্ত জীবন॥
র বলেন রাগভরে "রক্ষা কর ভাই।
কোন মতে কটা দিন গেলে বেঁচে যাই॥"
ল বলেন তবে কেন লালসা প্রবল।
হিয়ামাঝে জ্বলে লাভালাভ চিন্তানল॥

শ বলেন শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি শান্তি।
ষড় রিপু কর নাশ পরিহর ভ্রান্তি॥
সুবোধ সুশীল হয়ে সুখে থাক সবে।
ঘরে ঘরে বিসম্বাদ করিয়া কি হবে॥
হ বলেন হরি হরি হরি হরি বল।
হরিনাম গান করি ভবপারে চল॥
ক্ষ বলেন কর ক্ষমা হবে পাপ ক্ষয়।
ক্ষমিবেন ভগবান দিবেন অভয়।

সর্ষরেণু।

সুখে দুঃখে দিন চলিয়া যাইবে; ক্রন্দনের পর হাস্য, হাস্যের পর ক্রন্দন আসিবে; পরিশেষে সুখ দুঃখ হাসি কান্না সকলই ফুরাইয়া যাইবে। তখন থাকিবে কি? থাকিবে কেবল বিশ্বাসগত সুচরিত্র।

পরনিন্দা এবং পরচর্চ্চা যদি নিত্য-কর্ম্ম হয় তবে তাহা মহা রোগের ন্যায় জানিবে। পরনিন্দায় সচরাচর রাগ, অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা চরিতার্থ এবং বর্দ্ধিত হয়, তৎসঙ্গে মিথ্যা কথা শুনিবার এবং সৃষ্টি করিবার প্রবল স্পৃহা জন্মে।

যে সুখের জন্য অপরের উপর কেবল নির্ভর করে, তাহার সুখ নিশ্চয়ই অতি অস্থির। যাহার সুখ ঈশ্বরে ন্যস্ত সেহ সুখী।

সংসারে যদি বন্ধু না থাকিত, দুঃখের বোঝা কত ভারবহ হইত। বন্ধু ছদ্ম-বেশে ঈশ্বরের দূত স্বরূপ।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে ভালবাসা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। যদিও থাকে তাহা সুখপ্রদ হয় না।

রোগের ন্যায় পরীক্ষা নাই, শিক্ষা নাই। রোগ অপেক্ষা কষ্টকর বস্তুও আর জীবনে নাই। ভগবান ভিন্ন আর রোগের যথার্থ চিকিৎসকও কেহ নাই।

সংসারে অনেক তিক্ততা, কিন্তু স্বর্গে কি এমন মিষ্টতা নাই যাহা সে সমস্ত বিনাশ করিতে পারে? সংসারে অনেক পাপ কলঙ্ক, স্বর্গে কি এমন অগ্নি নাই সে সমুদয় দগ্ধ করে? সংসারে অনেক ক্লেশ, স্বর্গে কি এমন সুখ নাই সে সমস্ত ক্লেশ উপশম করে? নিশ্চই আছে।

জীবনকে নিয়মে বাঁধিবে। অনিয়মিত যাহার জীবন তাহার সময় বড় ভারবহ।

উপকারীর উপকার ফুরাইয়া যায়, কিন্তু উপকৃত ব্যক্তির অন্তরে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার স্রোত রুদ্ধ থাকা উচিত নহে।

প্রেমের বাহ্য ব্যবহার অনেক সময় বন্ধ থাকে, কিন্তু তাহাতে যথার্থ প্রেম বিনষ্ট হয় না।

এক দিন যাহার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসায় পরমানন্দ লাভ করিয়াছি চির জীবন তাহাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতে হইবে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা।] চৈত্র, সন ১২৯৮। [৮ম খণ্ড।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-বাহাদুর তদীয় বিধবা জননীর নামে হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্যার্থ একটী দাতব্য ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাতে এক কালীন এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার বার্ষিক সুদ তের হাজার টাকা। যে সকল হিন্দু বিধবা দয়ার পাত্রী এবং সচ্চরিত্রা তাহারা প্রতিবাসী দুই জন ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুমোদন পত্র প্রদর্শন করিলে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদক এবং কোন কোন রাজপুরুষের হস্তে বিতরণের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই সৎকার্য্যের জন্য এ দেশের অনাথা বিধবাগণ মহারাজাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন।

বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে ছোট লাট সাহেব বঙ্গ-মহিলাগণের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জয়োল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পরীক্ষায় এ দেশের নারী জাতির গৌরব ভিন্ন অগৌরব কিছুই হয় নাই। ইহাতে অমঙ্গলও কিছু ঘটে নাই। উপাধি লাভই যদি নারী শিক্ষার চরমোৎকর্ষ হয়, তবে ছোট লাটের মন্তব্য আদরণীয় বটে। কিন্তু ইহার দ্বারা স্ত্রী-স্বভাবের স্বাভাবিক বিকাশ হইতেছে কিনা, এবং হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, গভীরদর্শী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। যথার্থ শিক্ষায় প্রকৃতির বিকাশ হয়, ইহা দ্বারা যদি তাহার কোন ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমরা কেবল উপাধি খ্যাতি সনন্দ দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। উপাধি-সর্ব্বস্ব স্ত্রীশিক্ষা আপাততঃ দেখিতে শুনিতে যেমন, ফলে তেমন নয়।

কোন শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা বলেন, পুনা নগরে বিদূষী শ্রীমতী রমাবাই যে বিধবাশ্রম করিয়াছেন তাহাতে ২৮টী বিধবা অন্ন বস্ত্র জ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অতি স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। শিশু বিধবাগণ রমাবাইকে মাতার মত দর্শন করে। বস্তুতঃ তিনি সেই সকল অনাথাগণের প্রতি অতিশয় স্নেহ মমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমেরিকা

হইতে টাকা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার আশ্রিত বালিকা এবং যুবতী বিধবাগণ গৃহহীন হইয়া গৃহ, মাতৃহীন হইয়া মাতা পাইয়াছে, তাহারা আর এক দিনের জন্যও অন্য কোথাও যাইতে চাহে না। একটী শিক্ষিতা গুণবতী রমণীর দ্বারা কত ভাল কাজ হয় রমাবাই তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি বঙ্গীয় অনাথা বিধবাদিগকেও আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে হিন্দু আচার ব্যবহারের যথেষ্ট আধিপত্য থাকিলেও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী রমাবাই এতগুলি হিন্দু বিধবাকে হস্তে পাইয়াছেন। ইনি দেশীয় ভাবে পান ভোজন করেন, এবং এক পরিবারের মত সকলকে স্নেহ বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। রমা বাইয়ের শিক্ষাই ধন্য। যদিও তিনি উপাধিধারিণী নহেন, কিন্তু তাঁহার সুশিক্ষার ফল স্বদেশের ভগ্নীরা ভোগ করিয়া উপকৃত হইতেছেন।

কুমারী ভান্ টাসেল্ নাম্নী এক যুবতী এ দেশে আসিয়া বেলুনে উড়িতেন, উপরে উঠিয়া একটা ছাতা ধরিয়া নীচে নামিতেন। কলিকাতায় অনেকে তাঁহার বীমানারোহণ এবং ভূতলে অবরোহণক্রিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় গমন করেন। তথাকার নবাব গণিমিঞা সাহেব পঞ্চাশ হাজার লোক যড় করিয়া টাসেলের তামাসা দেখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ দিন বিবি নামিবার সময় একটা গাছের উপর পড়েন। তথা হইতে ১৩।১৪ হাত নীচে পড়িয়া গিয়া অচেতন হন। সেই বিষম আঘাতে পরে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা এই জন্য এ সব দুঃসাহসের কাজে হাত দেয় না।

এ বৎসর কাশীর রাজার বাটীতে হিন্দুদিগের সনাতন বা পুরাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মহামণ্ডলের সভা হয়। তাহাতে দশ পনর সহস্র হিন্দু, অনেক দণ্ডী সন্ন্যাসী মহন্ত, এবং অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। পুরনারীগণ শত শত শঙ্খ রবে জয়ধ্বনি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা পুরাতন ধর্ম্মপ্রথা কত দূর রক্ষা পাইবে আমরা জানি না, কিন্তু ধর্ম্মভাব উদীপ্ত হইবার আশা করা যায়। ধর্ম্মের জন্য এরূপ সমারোহ এবং অনুরাগ আগ্রহ প্রদর্শন দেশের শুভ লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ বৎসর জলাভাবে পল্লীগ্রাম সকলে হাহাকার উঠিয়াছে। অন্ন জল দুইয়েরই অভাব। কয়েক সপ্তাহ হইল কুষ্টিয়ার অঞ্চলে শীলাবৃষ্টি হয়। একটী স্ত্রীলোক সন্তান সহ তৎকালে মাঠে ছিল। সন্তানটীকে সে বক্ষে ঢাকিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে; কিন্তু সে শীলাঘাতে আপনার প্রাণ হারাইয়াছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে পুণ্যশীলা দয়াবতী মহিলাগণ দরিদ্রদিগকে অন্ন জল দিয়া অর্থের সার্থকতা করুন।

মহাভারত সার।

(যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য)

ভীমার্জ্জুন নকুল সহোদেব দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই একে একে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম পালন একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নানা প্রকারে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ অনুযোগ ভৎর্সনা এবং ক্রোধ প্রকাশও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধর্ম্মরাজের মন প্রবোধ মানিল না। তাঁহার অন্তঃকরণে জ্ঞাতিবধ জন্য অনুতাপ এবং বৈরাগ্যানল পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। রাজ্য ঐশ্বর্য্যের সুখ ভোগ বিষবৎ প্রতীত হইল। তাঁহাকে বন প্রস্থানে অনুরাগী দেখিয়া শোক সন্তপ্ত চিত্তে অর্জ্জুন আবার বলিলেন, "মহারাজ! বিদেহরাজ জনকের সহিত তদীয় ভার্য্যার এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, অর্থাৎ নরপতি সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলে রাজমহিষী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

"বিদেহরাজ বিবিধ রত্ন পুত্র কলত্র এবং স্বর্গপথ স্বরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নির্ভয় নিরীহ নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভৃষ্ট (ভাজা) যবমুষ্টি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রিয় ভার্য্যা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং নির্জ্জনে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতে লাগিলেন;—মহারাজ! আপনি ধন ধান্য পরিপূর্ণ নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন? ভৃষ্ট যবমুষ্টি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা আপনার পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। আপনি সুমহৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টি পরিমিত ভৃষ্ট যবচূর্ণের প্রত্যাশী হওয়ায়; "সমস্ত ত্যাগ করিলাম" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন তাহা সফল হইল না। আর দেখুন, ঐ মুষ্টি মাত্র ভৃষ্ট যবদ্বারা আপনি কখনই পিতৃ এবং অতিথিগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবেন না; সুতরাং আপনার সকল পরিশ্রমই নিষ্ফল হইবে। আপনি দেবতা, অতিথি, ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। অহো কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে আপনি বেদজ্ঞ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও সমস্ত লোকের ভরণকর্ত্তা হইয়া এক্ষণে তাহাদিগের আশ্রয়ে স্বীয় উদর ভরণেচ্ছা করিতেছেন? আপনি প্রদীপ্ত রাজশ্রী পরিভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! এরূপ প্রণষ্ট হওয়ায় অদ্য আপনার জননী অপুত্রা, পত্নী কোশলরাজনন্দিনী বিধবার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অপিচ, এই সকল দরিদ্র ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্ম ও ফলার্থী হইয়া আপনার প্রসাদ লালসায় উপাসনা করিতেছে। যখন মোক্ষ পথ নিতান্ত সংশয়িত এবং দেহিগণ সর্ব্বতোভাবে

কর্ম্মপরতন্ত্র, তখন আপনি এই সকল অনুগত জনের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোক গমনে সমর্থ হইবেন? আপনি যখন ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আপনি যে নিতান্ত পাপাত্মা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনার না ইহ-লোক, না পরলোক কুত্রাপি মঙ্গল হইবে না।

"মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত দিব্য গন্ধ্য, দিব্য মাল্যদাম, বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াহীন হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন? সর্ব্ব-প্রাণীর পানীয় পবিত্র জলাশয় ও বনস্পতির ন্যায় সকলের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া এক্ষণে অপরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! মহারাজ, আপনার কথা দূরে থাকুক, পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলে হস্তীকেও কৃমি এবং মাংসাশী জন্তুগণ ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। যে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে কৌপীন কমণ্ডলু ধারণ করিয়া কেবল ভৃষ্ট যবমুষ্টির প্রতি আসক্তি জন্মে তাহার জন্য আপনার কেন এত অনুরাগ হইল? যদি বলেন, ভৃষ্ট যবমুষ্টি এবং রাজ্যাদি আমার নিকট দুই সমান। তবে কি নিমিত্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভৃষ্ট যবের জন্য এত আসক্তি? আর যদি উহাই প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা হইল কৈ? আর যদি আপনি শুদ্ধ চিন্ময়ে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কে? বিশুদ্ধ চিন্মাত্রে পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিতে পারে? সুতরাং পদার্থ, কি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আনুরক্তি বা বিরক্তি আপনার উচিত নহে। যদি অনুগ্রহ করাই আপনার কর্ত্তব্য হইয়া থাকে,তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন করুন। যাহারা সুখার্থী অথচ নির্দ্ধন সুদরিদ্র এবং সমস্ত বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং তাহাদের বাহ্য বৈরাগ্য চিহ্ন দর্শনে যে ব্যক্তি প্রাসাদ, উত্তম শয্যা, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে, তাহাদের সেই ত্যাগ বিড়ম্বনা মাত্র।

"মহারাজ, যে ব্যক্তি নিয়ত প্রতিগ্রহ করে, আর যিনি সর্ব্বদা দান করেন, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? পরন্তু দাম্ভিক ও নিয়ত যাচককে ধন দান করিলে দাবাগ্নিতে আহুতি প্রদানের ন্যায় সে দান নিষ্ফল হয়। দাতার প্রদত্ত অন্নই সাধু সন্ন্যাসীদিগের জীব-নোপায়। সান্ন গৃহীদিগকে আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুকগণ জীবিত থাকে। অত-এব অন্নদাতা প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহস্থ-দিগের সাহায্যে সন্ন্যাসিগণ প্রতিষ্ঠা এবং যোগভাব লাভ করেন। মহারাজ! সমস্ত পরিত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন,বা যাচ্ঞা করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যিনি

সরল ভাবে সমস্ত বিষয় সুখ ত্যাগে সমর্থ হন, যিনি অন্তরে আসক্তিশূন্য হইয়া বাহিরে আসক্তের ন্যায় থাকেন, শত্রু মিত্রে যাঁহার সমান জ্ঞান সেই নিঃসার্থ পুরুষকেই কেবল মুক্ত বলা যাইতে পারে। মূর্খেরাই বহুবিধ আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া শিষ্য ও মঠ প্রভৃতি বিষয় প্রাপ্তি লালসায় সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা বেদবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্র, পুত্র কলত্রাদি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হয় তাহারা নির্ব্বোধ। মহারাজ, সন্ন্যাস ধর্ম্ম পবিত্র হইলেও সন্ন্যাস-বেশধারী মূঢ়গণের পক্ষে উহা জীবিকার একটী উপায় জানিবেন। আমার বিবে-চনায় জীবিকামাত্র লাভই উহাদের উদ্দেশ্য। অতএব আপনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধু সন্ন্যাসী দণ্ডীদিগকে প্রতি-পালনপূর্ব্বক ইহ পরলোকে জয় লাভ করুন। যিনি মোক্ষাভিলাষী হইয়া যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দান করেন তাঁহা অপেক্ষা অধিক বড় কে?" এই বলিয়া জনক রাজমহিষী তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, দেখুন, বিদেহরাজ জনক এই পৃথিবী মধ্যে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তিনিও কর্ত্তব্যাবধারণে সক্ষম হন নাই; অতএব আপনি মোহ পরিত্যাগ করুন। যদি আমরা কাম ক্রোধ ও নৃশংসতা ত্যাগ করিয়া দান, প্রজা পালন, বৃদ্ধগণের সেবায় রত থাকি, দেবতা অতিথি প্রভৃতি প্রাণিদিগের সেবা করি, তাহা হইলে অবশ্যই ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী হইয়া অভিলষিত দিব্যলোক প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই।"

ক্ষমার দৃষ্টান্ত।

বহুকাল পূর্ব্বে যখন জেনোয়া নগর সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণমণ্ডলী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, সেই সময়ে ইউ-বার্টো নামক সামান্য নীচবংশসম্ভূত এক দরিদ্র সন্তান সাধারণ মণ্ডলীপক্ষের সর্ব্ব প্রধান হইয়াছিলেন। তাঁহারই অধীনে সমুদায় কার্য্যপ্রণালী পম্পাদিত হইত। অনন্তর সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া বহু যত্নে আপনাদের উন্নতি সাধন করিয়া অপর পক্ষীয়দিগকে পরাজয় করি-লেন, ও পূর্ব্বের অবস্থা, নিয়ম প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা বিপক্ষীয় পরাজিতদিগের প্রতি সাতিশয় নির্দ্দয় ভাবে কঠোর নির্য্যাতন করিতে লাগি-লেন। বিশেষতঃ তাহাদের সর্ব্বপ্রধান দলপতি ইউবার্টোকে বন্দী করিয়া এক জন ঘোর বিদ্রোহী বলিয়া সপ্রমাণ করিলেন ও তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাঁড়িয়া লইয়া চিরনির্ব্বাসন দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বা অন্য কোনও কঠিন শাস্তি না দেওয়াতে তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইল।

আডর্ণো নামক এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। তিনি অতিশয় উদ্ধত প্রকৃতি, উচ্চবংশমর্য্যাদায় গর্ব্বিত, ঘোর দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি। তিনি নিতান্ত কঠোর ভাবে কর্কশ বচনে ইউবার্টোর প্রতি চির নির্ব্বাসন দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিয়া সদর্পে এই কথা বলিলেন—"হতভাগ্য দরিদ্র সন্তান! তুমি বৃথা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে এবং জেনোয়া বাসীদিগের অপমান করিতে সাহসী হইয়াছিলে, এক্ষণে তাহাদের বিশেষ অনুগ্রহে তোমার কেবল মাত্র এই যৎসামান্য শাস্তি হইল। তুমি যেখান হইতে সমুৎপন্ন সেই সামান্য নীচ অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়া যাও।"

ইউবার্টো অবনত শিরে সম্মানের সহিত এই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এই কঠিন হৃদয়ভেদী বাক্যবাণ তাঁহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বিষাক্ত শেল সম বিদ্ধ হইয়া রহিল। তিনি এতাধিক মর্ম্মাহত হইলেন যে, মনের উত্তেজনায় কয়েকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিনীত ভাবে আডর্ণোকে বলিলেন, "ঘটনাক্রমে এমন সময় আসিতে পারে যখন এই কথাগুলির জন্য আপনার অনুতাপ করিবার কারণ আসিবে। এমন দিন আসিতে পারে যখন জানিতে পারিবেন, সকল জীবেরই হৃদয় আছে এবং তাঁহার ন্যায় সকলেরই সুখ দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আছে।" তৎপরে তিনি মস্তক অবনত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর স্বীয় আত্মীয় বান্ধবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি পোতারোহণে স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন।

এই নিদারুণ ঘটনায় ইউবার্টো অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন এবং এই ভগ্ন অবস্থায় অন্য কোনও এক দেশে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেখানে যাহা প্রাপ্য ছিল লইয়া তখন তিনি নানা প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। পরে বিস্তর পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে পুনরায় তাঁহার সুখ সৌভাগ্য ও উন্নতির পথ খুলিয়া গেল। পরিশ্রম এবং সদ্গুণের সুন্দর পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেল। উত্তরোত্তর তাঁহার অবস্থা ও সম্মানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি জেনোয়া অবস্থান কালীন যাদৃশ উন্নতিশালী ও ধনবান ছিলেন, এক্ষণে তদপেক্ষাও অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন এবং তাঁহার সুযশ সম্মান, দানশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণসৌরভের প্রশংসায় দেশ পূর্ণ হইল।

ব্যবসায় উপলক্ষে পরে তাঁহাকে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে হয়। ইউবার্টোএই জন্য কোন এক দেশে উপস্থিত হন। তথাকার প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, এক জন খৃষ্টীয় যুবক ক্রীতদাস সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তথায় কার্য্য করিতেছে। তাহাকে

দেখিবা মাত্র তাঁহার অতিশয় দুঃখ বোধ হইল। বুঝিলেন যুবকের সুকোমল শরীর কঠিন পরিশ্রমে নিতান্ত অনভ্যস্ত ও ভারাক্রান্ত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে করিতে তাহার যাতনাপূর্ণ হৃদয় হইতে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতেছে এবং দুই গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুজল পাড়তেছে। এতর্দ্দশনে ইউবার্টো অত্যন্ত দয়ার্দ্র চিত্তে স্নেহের সহিত তাহার প্রতি চাহিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঐ যুবক স্বজাতীয় ভাষা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে জানাইল যে, সে এক জন জেনোয়া নগরবাসী। ইউবার্টো বলিলেন, "যুবক, তোমার নাম কি? আমার নিকট তোমার জীবনের বৃত্তান্ত ও অবস্থার পরিচয় দিতে কিছু মাত্র ভীত হইও না।" হতভাগ্য দাস তখন বলিল, "হায়! আমার এই ভয় যে বন্দীকারীগণ প্রচুর অর্থ না পাইলে কখনই আমাকে মুক্তি দান করিবে না। কারণ, আমার পিতা জেনোয়া নগরমধ্যে সর্ব্বপ্রধান, তাঁহার নাম আডর্ণো এবং আমি তাঁহার এক মাত্র সন্তান।" "আডর্ণো" নাম শুনিবামাত্র ইউবার্টো চমকিয়া উঠিলেন এবং বহু কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া আপনাপনি বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এক্ষণে মহৎ ভাবে প্রতিশোধ দান করিব।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন ও বহু চেষ্টায় উক্ত দুর্ভাগ্য দাসের অধিকারী প্রভুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন এবং যুবকের মুক্তির জন্য মুল্যাদি নিরূপণ করিলেন। বহু মূল্যবান বন্দী বলিয়া তাহারা ইহার জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা লইয়া মুক্তি দান করিল। ইউবার্টো সমুদায় মুদ্রা প্রদান করিয়া, একটী সুসজ্জিত অশ্ব ও সুন্দর বস্ত্রের এক সেট পোষাক লইয়া যুবক আডর্ণোর কর্ম্মস্থলে উপনীত হইলেন এবং সস্নেহে তাহার স্বাধীনতা ও মুক্তির সংবাদ জানাইলেন। তিনি নিজহস্তে তাহার সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং সেই সুন্দর পোষাকটী পরাইয়া দিয়া অশ্বে আরোহণ করাইয়া লইয়া গেলেন।

যুবক এই সকল অভাবনীয় ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করিল এবং তাহার মনের অবস্থা ও ভাবের উত্তেজনা এরূপ হইল, যে সে তাহার দয়াবান পরমোপকারী উদ্ধারকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু পরে ইউবার্টোর সহিত একত্র অবস্থান ও আহার বিহার দ্বারা জানিতে পারিল যে যথার্থই তাহার দুঃখের অবসান হইয়াছে, সুখ সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছে। কিছু দিন তথায় থাকিয়া অন্যান্য কার্য্য সমাপনান্তর ইউবার্টো যুবককে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। সে সন্তোষজনক ব্যবহার দ্বারা শীঘ্রই তাঁহার স্নেহভাজন হইল।

ইউবার্টো কিছু দিন তাহাকে নিজালয়ে রাখিয়া প্রিয়তম বন্ধুপুত্রের ন্যায় যতদূর সম্ভব সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অন্তরের সহিত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহাকে স্বদেশ পাঠাইবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া এক জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে দিলেন ও যাহা কিছু প্রয়োজন প্রদান করিয়া এক হস্তে একটী মূদ্রাপূর্ণ থলে ও অপর হস্তে এক খানি পত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "আমার প্রিয়তম সন্তান! তোমাকে আমি আরও কিছু বেশী দিন আনন্দের সহিত এখানে রাখিতাম, কিন্তু আমি তোমার আত্মীয় স্বজনের পুনর্দর্শনজনিত ব্যগ্র বুঝিতে পারি ও তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা যে অতুল আনন্দ লাভ করিবেন তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা মনে করি। তোমার পথ খরচের জন্য এই সামান্য দান গ্রহণ কর এবং এই পত্র খানি তোমার পিতাকে অর্পণ করিও। বোধ হয় তিনি আমার কথা মনে করিতে পারেন। যদিও তুমি তখন অতিশয় ছোট ছিলে, কিন্তু তাঁহার অল্প পরিমাণেও স্মরণ থাকিতে পারে। আমি তোমাকে শীঘ্র ভুলিব না, আশা করি তুমিও ভুলিবে না।" তখন যুবক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল এবং উভয়ে দুঃখিত মনে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

পরে যুবক নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিল। তাহার মর্ম্মাহত ভগ্নহৃদয় পিতা মাতা হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন, সমুদ্রপথে যাইতে যাইতে জাহাজ সহিত জলমগ্ন হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাহার নিকট বন্দী হওয়ার বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ আডর্ণো জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার অনুগ্রহে তোমাকে আমি পুনরায় ফিরিয়া পাইলাম এবং এ জন্য আমি কাহার নিকট ঋণী?" পুত্র বলিল, "এই পত্র তাহা তোমাকে জানাইবে।" তখন তিনি পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। —"সেই দরিদ্র সন্তান যে বলিয়াছিল, এই কঠিন ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিবার দিন আসিবে; সে আজ তাহার ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট। কারণ, হে গর্ব্বিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জানিও সেই নির্ব্বাসিত ইউবার্টো তোমার একমাত্র সন্তানের দাসত্ব মোচনকারী।" আডর্ণো পত্র খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা কে বর্ণনা করিবে? অতঃপর পুত্র কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সুন্দর ভাবে তাহার প্রতি ইউবার্টোর অসীম দয়া ও স্নেহপূর্ণ সদ্ব্যবহারের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। তখন আডর্ণো জেনোয়ার সমস্ত সম্ভ্রান্তদিগকে ইউবার্টোর সেই সদ্গুণ ও মহৎ চরিত্রের বিষয় জানাইলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহের জন্য এরূপ দৃঢ়ভাবে আবেদন করিলেন, যে তাহা সফল হইল। পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা ফিরাইয়া লওয়া হইল, পুনরায় স্বদেশে আসিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল। এই ঘটনার কথা পরে লিখিয়া আডর্ণো তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এবং ইউবার্টোর জীবনের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুতার প্রার্থনা করিলেন। ইউবার্টো স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট যথেষ্ট আদর, যত্ন, স্নেহ, মমতা, পাইয়া ও সমুদায় স্বদেশবাসীগণের দ্বারা সমধিক সম্মানিত হইয়া পরম সুখে মনের শান্তিতে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ফুলমণির বৈরাগ্য।

ফুলমণির বয়স অনেক হইল, ত্রিশ পার হইয়া গেল, মাথায় দুই এক গাছ শাদা চুল দেখা দিল, দুই একটা দাঁতও নড়িতে লাগিল, মুখে এবং কপালে বয়স ফোড়া উঠিয়া পাকিয়া ক্রমে তাহা শুকাইয়া গেল, তথাপি ফুলমণির বর আর আসে না, বিবাহের কথাটী নাই। সময়কে ধরিয়া রাখা যায় না, প্রবীণা কুমারী বলিয়া দয়া করিয়া সে একটী বার ফিরিয়াও চায় না। পিতা মাতা ভ্রাতা দিদিমা পিসীমা সকলেই নিরাশ হইলেন। শেষ তাঁহারা স্থির করিলেন, ফুলমণির আর বিবাহ হইবে না। দিন কাল শেষ হইয়া আসিল, কে আর বুড় মেয়ে বিবাহ করিবে? এখন ও ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিক্, পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করুক, তাহাতে গৃহস্থেরও উপকার হবে, যদি অবসর হয় তাহা হইলে পাড়া প্রতিবাসীদেরও সাহায্য হবে। এই ভাবিয়া কুলগুরু গজরাজ গোস্বামীকে ডাকাইয়া বাড়ীর সকলে বলিলেন, "আপনি ফুলমণিকে মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করুন।"

ফুলমণির কিন্তু এখনো আশা ফুরায় নাই। সে অনেক চিন্তা ও বিচারের পর মনে স্থির করিয়াছে,—এবার যাহা কিছু জুটিয়া উঠে তাই করিব, অধিক উচ্চ আশা মনে স্থান দিব না। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে শেষ বড় ঠকতে হয়। কিন্তু তখন অনেক ভাল ভাল বর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে; ইচ্ছা হইলেও আর তাহাদের পাওয়ার আশা নাই। মাঝামাঝি একটা জুটিলেও ফুলমণি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন।

গুরুদেব আসিয়া বলিলেন, "মা, মন্ত্র গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইল, এখন দীক্ষিত হও; হয়ে, জপ তপ পূজা ব্রত নিয়ম সব গ্রহণ কর, সংসারে ত আর তোমার মতি গতি নাই। তা মা বেশত, ঠাকুরের দাসী হয়ে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ কর, চরমে স্বর্গসুখ লাভ হবে। আহা! কুমারী জীবন বড় পবিত্র জীবন

বৎসে, তোমার মত সৌভাগ্য অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। তা আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; মন্ত্র-দীক্ষা ভিন্ন হাতের জল শুদ্ধ হয় না, ধর্ম্ম কর্ম্মে অধিকার জন্মে না; ধর্ম্মে অধিকার না জন্মিলে জীবনই বৃথা।"

ফুল। আপনাকে এখানে কে পাঠাইয়াছে?

গুরু। মা, আমি তোমাদের কুলগুরু, আমাকে প্রণাম করিতে হয়। তোমার পিতা মাতা অভিভাবকগণ আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

ফুল। ঠাকুরকে পতিত্বে বরণের মানে কি?

গুরু। তার মানে, শ্রীকৃষ্ণে জীবন সমর্পণ। এরূপ জীবন অতি দুর্লভ জীবন। চির কৌমার্য্য ব্রতধারিণীরা স্বয়ং শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিয়া থাকেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা ইহার ফল বেশী।

ফুলমণির এ কথায় আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। গুরুদেবকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, ইচ্ছা হইল তাঁহাকে ঘা কতক চাবুক মারিয়া বিদায় করেন। শেষ ক্রোধ বিজৃম্ভিত বিরক্ত মুখে বলিলেন, "এ কি সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া অন্তর্জ্জলির আয়োজন না কি? ষ্টুপিড্ ফুল,! ড্যাম ইয়োর বৈরাগ্য!"

গুরুরাজ একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলিলেন, "আহা, মা, তা কেন! তা কেন! এ কথা কি বলিতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

ফুলমণি গুরুদেবের কথায় অভিভাবকদিগের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। মুখ খানি শুকাইয়া গেল, নাসিকাদ্বয় দীর্ঘ নিশ্বাসের স্রোতে স্ফীত হইয়া উঠিল, প্রাণ হুহু করিতে লাগিল, বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্য্যের ভয়ে ভবিষ্যতের আশা ভরসা সমস্ত যেন নির্ব্বাণ হইয়া আসিল। ভাবিলেন, সেকালে যেমন স্বামীর চিতানলে স্ত্রীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া দিত, তেমনি সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে বৈরাগ্যের প্রজ্বলিত হুতাশনে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। এখনো তাঁহার বাক্সে তিন বৎসরের উপযুক্ত পিয়ার্সের সাবান, শিশিতে ম্যাকেসর তেল মজুদ। নানা বিধ সাটীন এবং সিল্কের থান কিনিয়া রাখিয়াছেন বাড জাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত করিবেন বলিয়া। ষোল আনা আশা আছে বিবাহ হইবে, এবং সুখ বিলাসের সহিত ঘরকন্না করিবেন।

গুরুদেব তাঁহার মুখের ক্লেশব্যঞ্জক ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আশাপ্রদ বচনে বলিতে লাগিলেন, "মা, ইহাতে খরচ বড় কিছু বেশী লাগিবে না। কর্ত্তার ইচ্ছা, তোমাকে সন্ন্যাস ব্রতধারিণী করেন। কেবল গেরুয়া বসন ধারণ আর মস্তক মুণ্ডন। দক্ষিণা তোমার যেমন ইচ্ছা তাই দিও।"

ফুলমণি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মহা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ঠোঁট কাঁপিল, কপাল এবং নাক ঘামিল। গোস্বামী মহাশয় ভয় পাইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। তখন ফুলমণি ইংরাজিতে আপন মনে যাহা বলিয়াছিল, এই রূপে তাহার বঙ্গানুবাদ গৃহীত হইতে পারে;—

"আমার সত্যই কি তিন কাল গেছে এক কাল আছে? কখন আমি মন্ত্র গ্রহণ করিব না, পরসেবায় জীবন দিব না। বাবুরা নিজে বেশ বাবুগিরি করে সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে কাটাবেন, আর আমি মেথরাণীর কাজ করিব! তা বড় হচ্ছে না! এমন ষ্টুপিড্ আমাকে পাও নাই। কি স্বার্থপর পৃথিবী! আমি নিজেই এবার বর খুঁজে এনে বিয়ে করব, তবে ছাড়ব; দেখি কে আমায় বৈরাগিণী করে।"

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত এবং দীক্ষার কথা শুনে তাড়াতাড়ি ফুলমণি মিষ্টার রামচন্দ্র ঘোষকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের মন্ত্র তন্ত্র কিছু নাই, কেবল রেজিষ্টারি। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজটা বড় ভাল হল না। রামচন্দ্র চোস্ত চাপকান পরে বটে, কিছু টাকাও ইদানী জমিয়েছে, কিন্তু শেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল যে সে 'অবাক জলপান," বাড়ী তাহার কৃষ্ণনগর, বয়স তখন তাহার পঞ্চাশোর্দ্ধ।

ফুলমণির ইহাতে শেষ কিছু মনভঙ্গ হইল। তথাপি তিনি দমিলেন না। কিন্তু দুঃখে এবং ভাবনা চিন্তায় ক্রমে তাঁহার মাথার মাঝখানকার গাছকতক চুল উঠিয়া গেল, তাহাতে টাক ধরিল, কতকগুলি চুল শাদাও হইল। একে রামচন্দ্র অবাক জলপান, বৃদ্ধ! স্বামী, তাহাতে কালের দৌরাত্ম কেশ ক্ষয়, পলিত চর্ম্ম, দন্ত ভগ্ন, সুতরাং ফুলমণি আর কিছুতেই মনে শান্তি পান না। কিন্তু সব সহ্য হয়, রামচন্দ্র হতভাগা মরে মরুক তাতেও এখন তত দুঃখ নাই, মাথায় টাক পড়িয়া যে ফাঁক হইবে, চুল সমস্ত শাদা হইয়া যাইবে, এটাত কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ফুলমণি অনেক ভাবিল, অনেক মৎলব আঁটিল। শেষ প্রতিজ্ঞা করিল, চুল কিছুতেই পাকিতে দিব না, মাথায় টাক পড়িতেও দিব না। এই রূপে ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিন যায়; রাত যায়; আবার দিন আসে, রাত আসে। মাস বর্ষ ক্রমাগত যাতায়াত করিতে লাগিল। এক দিন ফুলমণি সংবাদপত্রে দেখিলেন, চিটিং এণ্ড নেফিউ কোম্পানীর দোকানে কেশ বন্ধনের এবং নবীকরণের এক প্রকার সুবাসিত "রমণীবিলাস" তৈলের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এই তৈল মাথায় দিয়া এক খানি অয়েলক্লথের দ্বারা তাহা ঢাকিয়া তিন দিন ঘরে বসিয়া থাকিলে, নূতন চুল হইবে।

ফুলমণি আর কালবিলম্ব না করিয়া পাঁচ টাকায় এক শিশি তৈল কিনিলেন, তাহা সমস্ত চুলে মাখিলেন, এবং তাহা

ঢাকিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। ঘরে বসিয়া বসিয়া কতই ভাবেন! এক মাথা বার মনে করেন, "হঠাৎ লোকে কাল চুলের গোছা দেখিয়া কি বলিবে? আবার ভাবেন, যে যা মনে করে করুক, আমার চুল ত ভাল হবে! দুই দিন পুরাতন হইলে আমি আবার নবীনাদের দলে মিশিয়া সুকেশীর মধ্যে গণ্য হইব।"

ফুলমণি একা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকে, কেহ আর তাহাকে দেখিতে পায় না। আঁধার ঘরে মাথায় তেল দিয়া, অয়েল ক্লথ বাঁধিয়া ফুলমণি পেতিনীর মত কেবলই দিন গণনা করে। এক দিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিনের দিন ফুলমণির প্রাণ আহ্লাদে ফুটি কাঁকুড় হইয়া উঠিল। নূতন কাল কাল এবং ঘন চুল হইলে রোজ রোজ নূতন তর করিয়া তিনি খোঁপা বাঁধিবেন, কখন এলকেশে চুলে পিঠ ঢাকিয়া মা কালীকা দেবীর মত ভববক্ষে দণ্ডায়মানা হইবেন। এই সকল ভাবিতে লাগিলেন। মুখে আজ আর হাসি ধরিতেছে না। আহ্লাদের ভাবনা সুখের আশা এবং কল্পনা চিন্তায় সময় শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়। তিন দিন শেষ হইল নবীন চুলের দিন নিকটে আসিল। ফুলমণি পুলকিত মনে আস্তে আস্তে মস্তকের আবরণটা তুলিতে লাগিলেন।

ও মা! আবরণের সঙ্গে সঙ্গে এ আবার কি! নূতন কাল ঘন চুল হয়েছে তাই বুঝি মরাচুল গুল উঠে আসছে! তাইত, গোছা গোছা চুল যে হাতে খসে আসতে লাগিল। আশ্চর্য্য মনে এবং বিস্মিত নয়নে ফুলমণি মাথায় হাত দেন, আর গোছা গোছা চুল। যত মাথা ঝাড়েন, ততই চুল খসে পড়ে। ব্যাপারটা কি! এত চুল কোথা থেকে আসছে! শেষে দেখেন যে বোঝা বোঝা মরাচুল ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। গায়ে চুল, কাপড়ে চুল, ঘরের মেঝেতে চুল, হাতে চুল, নাকে মুখে চক্ষে সর্ব্বাঙ্গে চুল, যেন নাপিতে চুল ছাটিতেছে। ফুলমণি তখন ভয়ে বিস্ময় হতবুদ্ধি হয়ে আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

হা সর্ব্বনাশ! একি বিড়ম্বনা! ফুলমণি আয়নায় যে মূর্ত্তি দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার কোন সন্দেহ হইল না। দেখেন যে মস্তকটী ঠিক যেন একটা কেশরবিহীন কদম ফুলের মত। সে মূর্ত্তি যখন দেখিলেন, তখন একেবারে বক্ষে করাঘাত হানিয়া চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। আহা! কি পরিতাপের বিষয়! মাথাটী একবারে গড়ের মাঠ হইয়া গিয়াছে! এক গাছাও চুল নাই। ফুলমণির চীৎকার ক্রন্দন শুনিয়া ভ্রাতৃবধূ ভগ্নী এবং অন্যান্য সকলে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখেন, যে ফুলমণি মুণ্ডিত মস্তকে বিকটবদনে ঘোরতর আর্ত্তনাদ সহকারে ক্রন্দন করিতেছে। ঘর সমস্ত চুল ছড়ান। সে মুণ্ডিত মস্তক, ক্রন্দনাকুলিত মুখশ্রী

পাঠিকা ভগিনী, কল্পনানেত্রে ভাল করিয়া দর্শন করুন, আমরা সে দুঃখের কাহিনী আর অধিক বলিব না।

পুরবাসিনীরা তখন কাঁদিবে কি হাসবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিল। ফুলমণির বৃদ্ধা জননী আসিয়া কহিলেন, "ও রে রামচন্দুরে অবাক জলপান, ড্যাকরা তুই মর! অপ্যেয়ে তোর হাতে পড়ে মেয়ে আমার এক দিনের তরেও সুখ পেলে না।" তিনি কাছে গিয়ে মেয়ের সে চেহারা দেখে নিজেও আর না হেসে থাকতে পারিলেন না।

ইহার পর ফুলমণির কি হইল, আমরা বিশেষ বলিতে পারিলাম না। কেবল এই মাত্র অবগত আছি, সময় বুঝিয়া গুরুদেব গজরাজ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিলেন, ফুলমণিকে গেরুয়া বসন পরাইয়া কাণে মন্ত্র দিয়া বৈরাগিনী করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অগত্যা ফুলমণিকে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শেষ বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে শুনিছি না কি তিনি সত্য সত্যই বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিয়া পরসেবায় জীবন সার্থক করেন যদিও হায় বিপদে পড়িয়া দুঃখের বৈরাগ্য, কিন্তু ভগবান কি না মন্দ হইতেও ভাল করিয়া লন; তিনি যখন দেখিলেন, ফুলমণির মাথার চুল উঠিয়া গেল আর তাহার পুনরুত্থানের আশা নাই, এবং গুরুদেবও গেরুয়া বসন পরাইয়া মন্ত্র দান করিলেন, তখন তিনি ভাব ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা যাহা কিছু তাহার বাকী ছিল তাহা দিয়া ফুলমণিকে আপনার দাসী করিয়া লইলেন।

ফেমিলি রিলিফ্ ফণ্ড্ কোং লিমিটেড্।

১৮৮২ সনের ৬ আইনানুসারে
রেজষ্টারি কৃত।
রেজিষ্টার আফিস বারশাল।
বংশ পরম্পরা পরিবার প্রতিপালনের
এক অতি উৎকৃষ্ট সুযোগ।
অপূর্ব্ব সহজ উপায়।

এক অংশের মূল্য ১০ (দশ) টাকা এককালীন দিয়া এক হাজার টাকা অংশীর মৃত্যু পর নির্দ্দেশিত ব্যক্তির কি উত্তরাধিকারীর পাওয়া এবং এইরূপ নির্দ্দেশিত ব্যক্তির কি উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পর বংশপরম্পরায় পাওয়া।

প্রত্যেক অংশির ৭৷৷০ টাকা গবর্ণমেণ্টে থাকিবে, বাকী ২৷৷০ টাকা মাত্র কোম্পানীর হাতে থাকিবেক। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূত থাকায় কোম্পানির ফেইল হওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক অংশী জীবনকালে কারবার জাত লভ্য প্রাপ্ত হওয়া মৃত্যুর পর ৫।৬ ভাগ (অর্থাৎ ১২০০ অংশী হইলে ১০০০, ৬০০ অংশী হইলে ৫০০ টাকা) পাইবেক। এক জন অংশীর মৃত্যু হইলে প্রত্যেক

অংশীকে মৃত্যুভিক্ষা (Death fee) এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক। এক মৃত্যুতে ১২০০ টাকা আদায় হইলে,১০০০ টাকা মৃত অংশীর উত্তরাধিকারী পাইবেক, ২০০ টাকা কোম্পানীর স্বত্ব থাকিবেক। সুতরাং প্রতি মৃত্যুতে অংশীর অংশ বাড়িবেক। ২০০।১২০০=১৬ টাকা=৵৬ প্রতি অংশীর অংশ বাড়িবেক। এইরূপে যখন ১২০০ অংশীর মৃত্যু হইবেক, তখন আর কাহাকে কিছু মৃত্যু ভিক্ষা দিতে হইবেক না।

এক জনের মৃত্যুতে ২০০, টাকা,১২০০ জনের মৃত্যুতে ২,৪০,০০০০ টাকা হইবেক। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পরে, অথবা এক,দুই অথবা তিন পুরুষে ঐ ১২০০টাকা দিতে হইবেক, সুতরাং ১২০০ টাকা দেওয়া হইলে পর ডেথ ফি হিসাবে কাহাকে কিছু দিতে হইবেক না।

কোম্পানি সাধারণের হিতপক্ষে এক কালিন ১২০০ টাকা না লইয়া সময় সময় মৃত ভিক্ষা যাবদ কিছু কিছু লইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বৎসরে কোন ব্যক্তি ১২ টাকার উর্দ্ধ মৃত্যুভিক্ষা দিতে অপারগ হইলে কোম্পানির সেক্রেটারিকে লিখিলে সেক্রেটরি কোম্পানি হইতে ধারে দিবেন। অত্রাবস্থায় মৃত্যু-ভিক্ষা না দেওয়া জন্য কোন ব্যক্তির অংশ হারাইবার আশঙ্কাও থাকিবে না। আপাততঃ ১১৷৵০ আনা দিলে বিনা বিনিয়মে অংশ বিক্রয় হইবেক স্ত্রী পুরুষের ইহাতে সমান অধিকার।

সক্রেটিশের মৃত্যু।

মৃত্যুর দিবস সক্রেটীশ বন্ধু-বর্গপরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য ক্রীটন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে কিরূপে সমাধিস্থ করা হইবে। তিনি বলিলেন, "যদি আমাকে ধরিয়া রাখিতে কিম্বা খুঁজিয়া বাহির করিতে পার, তবে তোমাদের ইচ্ছানুসারেই সমাধিস্থ করিও।" এই কথার পর তিনি হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দিগস্থ বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "ক্রীটনকে আমি কোনরূপেই বুঝাইতে পারিতেছি না যে এখন তোমাদের সঙ্গে যে ব্যক্তি কথা বলিতেছে সেই সক্রেটিশ; ক্রীটন মনে করিতেছে, মৃত্যুর পর যে দেহ থাকিবে সেই সক্রেটিশ। এই জন্য বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছে কিরূপে আমার সমাধি করা হইবে। এত ক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের নিকট প্রসঙ্গ করিয়া বিষপানের পর আর তোমাদের নিকট থাকিব না, আনন্দরাজ্যে চলিয়া যাইব। ক্রীটনের কিন্তু ইহা কিছুতেই বোধগম্য হইতেছে না। সক্রেটিশ প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হইবে, কিম্বা মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হইবে! দেখ ক্রীটন, সদ্ব্যবহার না করিলে আত্মার অকল্যাণ হয়। বল সক্রেটিশের শব দেহ কিরূপে সমাধি করা হইবে? এই বিষ তোমাদের যাহা রুচি তাহাই কর কিম্বা যাহা দেশের বিধি ব্যবস্থানুযায়ী তাহাই করিবে।"

এই প্রসঙ্গের পর সক্রেটীশ পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে স্নাত ও ধবলবস্ত্রপরিহিত হইয়া আসিলেন। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব ছিল. এমন সময়ে বিষপ্রদাতা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার মুখাবলোকনে আমার বিস্ময় জন্মিতেছে; কারণ আমার আগমনে দণ্ডাইগণ সর্ব্বদাই ক্রোধপ্রজ্বলিত হয়। কিন্তু আপনার সমুদয় বিপরীত দেখিতেছি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি অবশ্যই জানেন, আপনার মৃত্যুর জন্য কে দায়ী। প্রস্তুত হউন, আমি এখন বিদায় হই।" এই বলিয়া অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে সে চলিয়া গেল। সক্রেটীশ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ভদ্র! আমিও বিদায় হই, তোমার আদেশ পালন করিতেছি।" তখন বন্ধুবর্গের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি কেমন সদাশয় ও ভদ্র!" এই কারাগৃহ অবস্থিতিকালে উনি বারম্বার আসিয়া আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন ও নানাবিধ সদালাপ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার জন্য কেমন ক্রন্দন করিতেছেন! ক্রীটন, এখন তাঁহার আদেশ পালন করিবার সময়। হেম্‌লকরস (বিষ) প্রস্তুত হইলে আনয়ন কর, নচেৎ শীঘ্রই প্রস্তুত করিয়া দিতে বল। ক্রীটন বলিলেন, "সূর্য্য এখনও পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে, মৃত্যুর আদেশ অবগত হওয়ার পরও অনেকে সূর্য্যাস্তের পর বিষপান করিয়া থাকে এবং ইত্যবসরে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার পান করে। অতএব আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ক্ষণেক বিলম্ব করুন, এখনও প্রচুর সময় আছে।"

সক্রেটীশ। এবম্বিধ লোকেরা স্ব স্ব প্রকৃতিরই অনুসরণ করে বটে। আমার কোন সাধ নাই, জীবন চলিয়া গিয়াছে, এমন বিলম্ব করা নিজ প্রকৃতির নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া বই আর কিছুই নহে। অতএব অবিলম্বে আমার অনুরোধ পালন কর।"

ক্রীটনের ইঙ্গিত মতে ভৃত্য দৌড়িয়া বিষপাত্র আনয়ন করিলে, সক্রেটীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে?" ভৃত্য বলিল বিশেষ কিছুই না; কেবল পান করার পর ধীরে ধীরে পদ সঞ্চালন করিবেন। পরে পদদ্বয় শক্ত হইয়া আসিলে শয়ন করিবেন।" ইহা বলিয়াই সে তাঁহার হস্তে বিষপাত্র প্রদান করিল। তিনি সহাস্যে পানপাত্র গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেবতারা আমার শুভ করুন, আমি নির্ব্বিঘ্নে ইহলোক হইতে অবসৃত হই।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে সানন্দ চিত্তে বিষ পান করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরবৃন্দ নিঃশব্দ ও স্তম্ভিত ভাবে অবস্থিত ছিলেন, এক্ষণে সকলেই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সক্রেটীশ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "শুভধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তোমরা শান্ত হও এবং ধৈর্য্য অবলম্বন কর।" পরে পদ সঞ্চালন করিতে

করিতে ক্রমে তাঁহার পদদ্বয় আকুঞ্চিত ও শক্ত হইয়া আসিলে, তিনি শয়ান হইলেন। ভৃত্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার হস্ত পদাদি স্পর্শ করিতে লাগিল। পদে হস্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি স্পর্শানুভব করিতেছেন কি না। তাঁহার পদ অবশ হইয়া গেল। পরে পদ হইতে উর্দ্ধদিকে স্পর্শ করিয়া দেখা হইল; ক্রমে বক্ষস্থল পর্য্যন্ত শীতল ও শক্ত হইয়া আসিল। তখন তিনি ক্রীটনকে একটী শেষ কথা মাত্র বলিলেন। "ক্রীটন, এসকালেপিয়সের নিকট আমি ঋণবদ্ধ আছি—একটী কুক্কট ঋণ রহিয়াছে; আমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে অবহেলা করিবে না।" ক্রীটন —"হাঁ ঋণ পরশোধ করিব। আপনার অন্য কোন আদেশ আছে কি না? সক্রেটীশ আর কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গেল। ক্রীটন তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার সহাস্য মুখ মণ্ডল ও উজ্জ্বল নয়ন যুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া দিলেন। এই রূপে এথেন্স নগরীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসত্যের বিষময় ফলভোগী করিয়া সত্যবীর মর জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরলোকে চলিয়া গেলেন, এবং জাগ্রত বিবেকের রাজাজ্ঞা পালন করতঃ সামান্য মানবশাসন ও অসত্যকে পদদলিত করিলেন।

কোল জাতি।

বৃদ্ধ মানকী প্রথমতঃ কিছু ফাপরে পড়িল, কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সে আহ্লাদে গদগদ হইয়া উত্তর করিল যে, "আপনারাও সেই কোলদিগের আদিম জনক জননী গব্য ও মহিষ মাংসের পক্ষপাতী নরনারী হইতে সমুদ্ভূত।" সাহেব কহিলেন, "তবে কি আমরা কোল?" মানকী বলিল, "তা বই আর কি? তাহা না হইলে তোমরা এতাধিক বুদ্ধি ও বীর্য্যসম্পন্ন হইবে কেন?' যখন বৃদ্ধ মানকী সাহেবকে এই কয়েকটী কথা বলিতে লাগিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন সে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া ইংরাজ জাতিকে মনুষ্য সমাজের এই অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন করিতেছে।"

যাহা হউক, ছোট নাগপুরের কোলদিগের এখন এক প্রকার স্থির বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহারা ও সাহেব জাতি এক বংশসম্ভূত। কেবল দেশ কাল ভেদে পরস্পরের বর্ণে ও ভাষাতে বৈসাদৃশ্য সংঘটিত হইয়াছে। বোধ হয়, অবাধে সুরাপান, সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ ও শৌচাশৌচের অবিচার উভয় জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিয়া কোলদিগের এই রূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে।

বাহির হইতে কোলদিগের গ্রামগুলি দেখিতে অতি মনোহর। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্র, পলাস, মহুল, তিন্তিড়ী ও করঞ্জ বৃক্ষ, এবং তাহার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাপরা অথবা তৃণাচ্ছাদিত গৃহের সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের প্রবেশ পথের পার্শ্বে বড় বড় অশ্বত্থ বৃক্ষও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৃক্ষগুলি কোলেরা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একটী সুন্দর দৃশ্য প্রায়ই পথিকের নয়ন গোচর হয়। পথের এক ধারে ও কোন কোন স্থলে উভয় দিকেই, সারি সারি বৃহদাকার প্রস্তর ফলক লম্বভাবে ভূপ্রোথিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ফলক গুলি স্থূল ও অপরিষ্কার। কোন কোনটীর অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বহুদিনের এবং কতকগুলি ন্যূনাধিক অল্প দিনের। এ গুলি গ্রামস্থ মৃতব্যক্তিদিগের স্মৃতিচিহ্ন। পরলোকগত আত্মীয়দিগের চিতাবশিষ্ট ভস্মগুলি যথাস্থানে (সমাধিক্ষেত্রে) সমাধিত করিয়া এ স্থলে তাহাদের স্মরণার্থ স্তম্ভগুলি ভূপ্রোথিত করিয়া দেওয়া হয়।

গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সচরাচর একটী সুপ্রশস্ত পথ থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে, উহা এক প্রকার পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। কেবল স্থানে স্থানে গোময়, শূকরের পুরীষ ও অপরাপর অমেধ্য পদার্থ স্তূপাকারে সংরক্ষিত থাকে, এই মাত্র। গৃহগুলি বাহির হইতে দেখিতে অতি পরিচ্ছন্ন, এবং পথের উভয় পার্শ্বে ও গ্রামের অন্যান্য স্থানে সংস্থিত। সম্মুখের দেওয়ালগুলি একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাদ্বারা উপলিপ্ত। দেখিতে অতীব সুন্দর। সান্নব্যক্তিদিগের বাটীর বাহিরে, প্রাচীরের সংলগ্ন, ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ সমুন্নত, দীর্ঘ বেদিকার ন্যায় (রক) বসিবার স্থান। ঐগুলিও কৃষ্ণ মৃত্তিকালিপ্ত এবং অতিশয় শুষ্ক। এমন কি, উহার উপর বসিবার নিমিত্ত আসনের প্রয়োজন হয় না।

কোলদিগের বসত বাটীর বহির্ভাগ যেমন দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার, উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কিন্তু তাহার বিপরীত দৃশ্য নয়ন গোচর হয়। গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, কুক্কুট ও শূকর ইহাদের চিরসঙ্গী। দরিদ্র ও ধনবান প্রায় সকল লোকেই ন্যূনাধিক এই সকল জন্তু পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু অতিশয় সমৃদ্ধি লোক ভিন্ন কাহারও পশু রক্ষার জন্য, পৃথক গৃহ নাই। শয়ন প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বেই উহাদের রাত্রি যাপন করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। যাহাদের পশ্বাদির সংখ্যা অধিক, তাহারা উহাদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করে সত্য, কিন্তু তাহাও অনেক সময়ে বাটীর মধ্যে, শয়ন কক্ষের পার্শ্বে বলিলেই হয়।

চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম দর্শনীয় স্থান। এ স্থানটী দেখিতে ইচ্ছা করিলে সমুদ্র, পর্ব্বত এবং আকাশ এই তিনের শোভা নয়ন গোচর হয়। কলিকাতা নগর হইতে বাষ্পীয় পে ত আরোহণ করত প্রথমে গঙ্গাসাগর দর্শন লাভ হয়। ইহা দর্শনেই সমুদ্র দর্শন এক প্রকার চরিতার্থ হয়; কিন্তু এখনও কূল দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া ইহাকে প্রকৃত সমুদ্র বলা যাইতে পারে না। পরেই বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হইতে হয়। গঙ্গার বারি গঙ্গাসাগরে অনেক মলিন হইয়াছে, পরে তাহা মলিনতর হইয়াছে; কিন্তু এ জলের বর্ণের সহিত সমুদ্র জলের বর্ণের অনেক প্রভেদ। ক্রমে যখন প্রকৃত সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান হওয়া যায়, তখন জলের আর কোন রূপ স্বচ্ছ বর্ণ থাকে না। প্রথমে নীলিমা, পরে ঘোর নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে নীল জল, নয়ন যত দূর বিস্তৃত হয় চতুর্দ্দিকে তত দূর কেবলই নীল জল। সেই নীল জল নীল আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; এই রূপে অধোতে নীল এবং ঊর্দ্ধেতে নীল, প্রকৃতি কি গম্ভীর এবং ভীষণ বেশ পরিধান করিয়াছেন! তখন একটী সংগীতের এই অংশ গুলি মনে হয়,—"এমন কালরূপ আর দেখি নাই এ সংসারের মাঝে অন্য।" রজনীতে এই গাম্ভীর্য্য গম্ভীরতর এবং অদ্ভুত হয়। উপরে বৃহৎ নির্ম্মল নীল আকাশ, তদুপরি নক্ষত্রমালা এবং চন্দ্রমা ভাসিতেছে; জাহাজ জলকে ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, কালর মধ্যে সেই শ্বেত বর্ণের কতই শোভা এবং তাহার মধ্যে কোথা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সকলকে সচকিত এবং বিস্মিত করিয়া দিতেছে। ভগবানের কি অদ্ভুত এবং বিচিত্র লীলা! সমুদ্রে সূর্য্য চন্দ্রোদয়, সূর্য্য চন্দ্রের অস্তগমন অতি নয়ন রঞ্জন ব্যাপার। সমুদ্রকে ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দর্শনের মুকুর বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

জাহাজ হইতে যখন চট্টগ্রামের উপকূল নয়ন পথে পতিত হয় তখন মেঘের ন্যায় পর্ব্বত মালা দৃষ্ট হয়। নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায় যে পাহাড় সকল তত উচ্চ নহে। পাহাড়গুলিতে প্রায় প্রস্তর নাই। মগরার বালী আমরা যাহাকে বলি, অধিকাংশ পাহাড় সেই বালুরাশিতে গঠিত। যাহা হইক, বঙ্গ দেশের ভূমি সমতল, তাহা দেখিতে তত সুন্দর নহে; কিন্তু উচ্চ নীচ স্থান দেখিতে সুন্দর, এই জন্য চট্টগ্রামের পাহাড় সকল ক্ষুদ্র হইলেও তাহা পাহাড়ময় বলিয়া দেখিতে অতি মনোহয়। সমুদ্র হইতে কর্ণফুল নদীতে প্রবেশ করিয়া ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রামে পৌছান যায়। চট্টগ্রামের সম্মুখে কতিপয় ছোট বড় জাহাজ দৃষ্ট হয়। এ সহর অল্প বাণিজ্য স্থান। সে দেশের

লোকদের সলুপ নামে অতি ক্ষুদ্র জাহাজ আছে, তাহা সমুদ্রের কিনারায় এবং বড় বড় নদীমধ্যে দ্রব্য লইয়া গতিবিধি করে। চট্টগ্রামে উৎকৃষ্ট চাউল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চট্টগ্রামের পাহাড় সকলে চার বাগান আছে। চট্টগ্রামে খাবার জলের কল আছে, কিন্তু তাহা মনুষ্যের নির্ম্মিত নহে, সাক্ষাৎ ভগবানের রচিত। স্থানে স্থানে আপনাপনি অনবরত মাটি হইতে জল নিঃসৃত হইতেছে, তদুপরি এক্ষণে ঘর সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে নল সংযুক্ত করা হইয়াছে, এই নল দিয়া দিবারাত্রি অজস্র ধারে অতি সুশীতল, নির্ম্মল জল প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কলিকাতায় রাত্রিতে কল বন্দ থাকে, এ কল কখন বন্দ হয় না। কলিকাতার জলে আস্বাদন নাই, এ জল সুস্বাদু। প্রকৃত চট্টগ্রামবাসীদের গৃহে মরিচ শুক্ত বলিয়া এক উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। লঙ্কা বাঁটিয়া তাহা গরম জলে সিদ্ধ ও লবণাক্ত করিতে হয়। ইহারই নাম অপূর্ব্ব মরিচ-শুক্ত। এ দেশে মুসলমানেরা যেমন আহারের উদ্দেশে মুরগী পুষিয়া থাকে, নিজ চট্টগ্রামের হিন্দুগণ সেই উদ্দেশে গৃহে পায়রা পুষিয়া থাকেন। চট্টগ্রাম নিবাসিনী নারীগণ, এমন কি ভদ্র মহিলারা পর্য্যন্ত হুঁকা কলিকা সংযোগে তামাকু সেবন করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রাম সহর হইতে সীতাকুণ্ড ১২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পদব্রজে অথবা গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। সীতাকুণ্ড হইতে দুই আড়াই ক্রোশ তফাতে বাড়ব কুণ্ড আছে। ইহা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। রাজপথ ছাড়িয়া কিছু দূর পাহাড়ের মধ্যে যাইতে হয়। তথায় এক স্থানে একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মধ্যে সিঁড়ি দিয়া নামিলে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড দৃষ্ট হইবে, তাহার এক পার্শ্ব হইতে দিবা নিশি ধূধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে। এ দেশের ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে লুচিভাজা বড় উনুনের ন্যায় একটী চুল্লী পাণ্ডারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে তাহার ভিতরে এই অগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত। মাঝে মাঝে এই অগ্নি বিস্তৃত হইয়া কুণ্ডের উপরিভাগে আসিয়া ক্রীড়া করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে কুণ্ডের জলে হস্ত দান করিলে তাহা উত্তপ্ত মনে না হইয়া শীতলই বোধ হইবে। এই কুণ্ডে হিন্দুরা স্নান ও উক্ত স্বাভাবিক অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ পাহাড়। চট্টগ্রাম প্রদেশে এই পাহাড়টী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এ পাহাড় বালুরাশি নির্ম্মিত নহে। ইহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকৃত প্রস্তর সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাহাড়ের ভিতর প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া গিয়া কতিপয় সিঁড়ি আরোহণ করিলে শম্ভুনাথের মন্দিরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এখানে চারি পাঁচটী

শিবের মন্দির এবং পাহাড় হইতে জল আসিয়া একটী চৌবাচ্চা পূর্ণ করিতেছে, তথা হইতে ক্রমেই পাহাড়ে উঠিতে হয়। সুপারি বৃক্ষের প্রণালী দিয়া পাহাড় হইতে জল নামিয়া আসিতেছে। কিছু দূর আরোহণ করিলে একটী খাত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ণ হইয়া ঐ জল আসিতেছে। ঝর্ণার জলে ঐ খাত পূর্ণ হইতেছে। ঐ জল অতি সংকীর্ণ হইলেও এই স্বাভাবিক শীতল জলে স্নানে মন্দ আমোদ হয় না। এইখান হইতে পাঁচ শত সিঁড়ি উর্দ্ধদেশে একাক্রমে চলিয়া গিয়াছে। রাজা ও ধনীদিগের দ্বারা এই কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে আরোহণ অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কয়েক ধাপ উঠিয়া হাঁপাইতে হয়, একটু দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িয়া আবার উঠিতে হয়। আবার হাঁপাও, আবার হাঁপ ছাড়, এই রূপে বহু কষ্টের পর তবে শিখর দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইখানে চন্দ্রনাথ নামে মহাদেবের মন্দির। শিবরাত্রির সময় এই তীর্থ দর্শনে বহু জনের সমাগম হয়। শুভ যোগ হইলে যাত্রীগণের সংখ্যা ধরে না। সিঁড়ি দিয়া আরোহণ কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া লোকে অন্য পথ দিয়া পাহাড়ে উঠে এবং সিঁড়ি দিয়া অবরোহণ করে। অন্য পথ দিয়া উঠা যদিও সিঁড়ি দিয়া উঠা অপেক্ষা কম কষ্টকর, কিন্তু তাহা অতি দুর্গম, প্রাণটী হাতে করিয়া উঠিতে হয়। আশ্চর্য্য নারীগণের ভক্তি; পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বৎসর বয়সের নারীরা মহাদেবকে স্নান করাইবার জন্য কখন কখন জলের ঘটী লইয়া পর্য্যন্ত দলে দলে এই পথ দিয়া উঠিতে থাকেন। পদ একবার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই আর জীবনের সম্ভাবনা নাই। মহাদেব দর্শনলালসা তাঁহাদিগকে শক্তি প্রদান করিতেছে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পার্শ্বে বিরূপাক্ষের পাহাড়, বিরূপাক্ষ নামক মহাদেব হইতে এই পাহাড়ের নাম। বিরূপাক্ষের পাহাড়ের গায়ে এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে, তন্মধ্যে অনবরত টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে, এবং গুহার ছাদ হইতে অনেকানেক ছোট ছোট পাথর লম্বা ভাবে ঝুলিতেছে, ইহাকে বলে "উনকুটি শিব।" এই খানে আর এক স্থানে একটী বৃক্ষ আছে তাহার মূল দেশের বেষ্টন প্রায় ২০ হাত হইবে, কিন্তু বৃক্ষ তত উচ্চও নহে, এবং তাহার শাখা প্রশাখাও অল্প, ইহার নাম তমাল, এই স্থানকে কপিল মুনির আশ্রম বলে।

সীতাকুণ্ড হইতে আড়াই ক্রোশ অন্তরে "সহস্রধারা।" ইহার পথে এক কুণ্ড আছে তাহার নাম লবণাক্ষ। এই কুণ্ডের জল লবণাক্ত। পাহাড়ে জল সর্ব্বত্রই মিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; এ জল কেন লবণাক্ত হইল কে বলিবে! এখানে দীপ শিখার ন্যায় একটী আলোক স্বাভাবিক ভাবে অহর্নিশি জ্বলিতেছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া সহস্রধারা।

স্থানটী পাহাড়ের মধ্যে অতি নির্জ্জন। এক দিকে ছয় সাত তলা প্রমাণ পাহাড় দীর্ঘভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার গা যেন অস্ত্রদ্বারা পরিষ্কৃত ভাবে কাটা হইয়াছে এবং উর্দ্ধ হইতে সহস্র ধারে জলকণা সকল সেই গা বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া রামধনুকের রং চিত্রিত করিতেছে এই স্থানে প্রবেশ মাত্র কি শীতল মনে হয় এবং কি আরাম! সম্মুখে খোলা স্থান, বসিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড সকল পড়িয়া রহিয়াছে। ভগবান্ যেন তাঁহার কীর্ত্তি প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সন্তানদিগকে আহ্বান করিতেছেন এবং তাহাদিগের বিশ্রাম ও আরামের জন্য প্রস্তরখণ্ড সকল পাতিয়া রাখিয়াছেন। উর্দ্ধে আরোহণ করা যায় না, সুতরাং এই জলধারা কোথা হইতে কিরূপে আসিতেছে তাহা বলিতে পারা যায় না।

চট্টগ্রাম হইতে নদীপথ দিয়া প্রায় চারি ঘণ্টা গমন করিয়া পাহাড়তলী নামক স্থানে যাইতে হয়। এইখানে বৌদ্ধদিগের দুইটী বিহার আছে। মঠকে বিহার বলে। এই বিহারে এক এক জন রৌলি অর্থাৎ ভিক্ষু অর্থাৎ বৌদ্ধ পুরোহিত থাকেন। তাঁহারা বিবাহ করেন না এবং অহিংসা তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। ইহাঁদের কাহার নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে নাই, যে কেহ দয়া করিয়া আহারীয় আদি যাহা দিবে তাঁহারা কেবল তাহাই লইতে পারেন। দুই প্রহরের মধ্যে যাহা পাইবেন তাহা খাইবেন, অপরাহ্ণে বা রাত্রিতে ইহাঁদের আহারের বিধি নাই। কোন নারীর সঙ্গে কথা কহিতে হইলে সাড়ে তিন হাত অন্তরে থাকিয়া ইহাঁদিগকে কথা কহিতে হয়। ইহাঁরা গৈরিক বসন ব্যবহার করেন। তাহা এই ভাবে পরিধান করেন যে মাথা হেঁট থাকে, এবং দুই হস্ত আন্দোলিত না হইয়া শান্ত ভাবে থাকে। রৌলিদিগের ছোট ছোট চেলা থাকে, তাহারা বড় হইলে সংসারে ফিরিয়া যায় অথবা ইচ্ছা হইলে যাবজ্জীবন রৌলি থাকে। বৌদ্ধদিগের সাধারণ আচার ব্যবহার নীতি এক্ষণে আর তত উৎকৃষ্ট নাই। বৌদ্ধ গৃহস্থেরা অহিংসা পরম ধর্ম্ম ছাড়িয়া অনায়াসে মুরগী ও শূকর পুষিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

পাগলের পাগলামী।

এই নামে এক খণ্ড ক্ষুদ্র সঙ্গীত পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮টী বাউলে সুরের সহজ ভাষার সঙ্গীত আছে। কতকটা ইহা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের ধরণে রচিত, কিন্তু গীত গুলিতে ভাব রস কবিত্ব এবং জ্ঞানোপদেশের সহিত বিলক্ষণ আমোদ কৌতুক আছে, পড়িলে

এবং গাইলে মনে ধাক্কা লাগে। যদিও আজ কালের দিনে শ্মশান বৈরাগ্যের সঙ্গীত অনেক শুনা যায়, কিন্তু রচয়িতার সঙ্গে যদি এই বৈরাগ্যের কিছু যোগ থাকে, তাহা হইলে মূল্য বেশী হইয়া পড়ে। গ্রন্থপ্রণেতা পাগল এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং সাধক। বাস্তবিক পাগলেরাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং সুকবি; চৈতন্য, মহাদেব, নারদ, হাফেজ, ঈশা, মহম্মদ সকলেই পাগল ছিলেন। অথবা বিশ্বধাত্রী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী স্বয়ংই অনন্ত লীলাবিলাসিনী পাগলিনী। পাগলের পথে যাইবার জন্য যাহারা সময়ে সময়ে পাগলামী করে তারাও ধন্য। গ্রন্থকার এই পথের পথিক এবং ত্যাগী প্রেমিক সাধক, এইজন্য গীতগুলি আমরা আদরের সহিত পাঠ করিলাম। পড়িয়া বুঝিলাম ইহাতে পাগল নামের কতকটা সার্থকতা হইয়াছে। ভরসা করি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে ক্রমে এই পাগলামী আরো প্রস্ফুটিত হইবে। সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের পাগল, প্রেম এবং বৈরাগ্যের পাগল হইয়া এইরূপ পাগলামী করেন ইহা আমরা দেখিতে বড় ভালবাসি। এই গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ ভাবের গুটি কতক গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠিকাগণ পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

(৩) সঙ্গীত—সাধারণ সংসারাসক্ত জীবের শেষ দশায় সচরাচর কি অবস্থা ঘটে, তাহার চিত্র ইহাতে আছে; —যথা—

"ওহে বন্ধু, বল মৌন হ'য়ে কি
ভাবিছ ব'সে? তোমার এত গভীর
কিসের চিন্তা এ বৃদ্ধ বয়সে?
(ভেবে পাইনা দিশে)।

সুখ দুঃখের ভাগী যারা, আত্ম, বন্ধু,
কুটুম্বেরা, তোমার পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, দারা
কেউ যে নাইকো পাশে। (যারা ভাল
বাসে)।

ভাব দেখে বুঝেছি ভাই, সংসারে
সুখ তোমার নাই, অনুতাপে কাঁদ্‌ছ তাই
নয়ন জলে ভেসে;
(ছিল এই কি শেষে)।

সাধিতে যাদের হিত, ধর্ম্ম ছেড়ে
পাপে রত, কুকার্য্য করেছ কত, অর্থের
লালসে; (ঘুরে দেশ বিদেশে)।

অকর্ম্মা হয়েছ রে ভাই, তাতেই
তোমার আদর নাই, এখন হয়েছ বাড়ীর
বালাই, কেহ না জিজ্ঞাসে;
(থাকলে উপবাসে)।

ভূতের বেগার খেটে ম'লে, যাদের
তরে দুকাল খেলে, এখন তারা বাঁচে
তুমি ম'লে, এই তো ফল শেষে;
(এ সংসারে এসে)

পাগল বলে মনের খেদে, মিছা কেন
মর কেঁদে, এখন নয়ন মুদে সরল হৃদে,
চিন্ত জগদীশে;
(পরিত্রাণের আশে)।

(৪) সঙ্গীত—সুপক্ক গৃহিণীদের

গৃহস্থালীর প্রতি কেমন আঠা তাহা ইহাতে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে; যথা—

বাড়ীর গিন্নি আজ চল্লে কোথায়
উদাসিনী হয়ে। এই যে জাত্‌বেহারার কাঁধে চ'ড়ে খাটুলিতে শু'য়ে।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে,
গৃহস্থালী পাতাইলে,
আহা, হাঁড়ী কল্‌সী পাকাইলে,
তেলে আর ঘিয়ে।
সোণা রূপার গয়না গাঁটি,
বাসন, কোসন, ঘটী, বাটী,
এই যে, খাট, বিছানা শীতলপাটী,
রেখেছ সাজায়ে।
রেখে হাঁড়ী, কল্‌সী জালা,
ঘরেতে দিয়েছ তালা,
এই যে, কুলো ডালা, খৈচালা,
রেখেছ টাঙ্গায়ে!
গৃহস্থালীর যত আসবাব,
কিছুরতো নাই অভাব,
আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব,
কত কষ্ট স'য়ে।
ঘর কন্নার জিনিষ যত,
রাখ্‌তে ধরে যখের মত,
তুমি কাউকে ছুঁতে দিতে নাতো,
অপচয়ের ভয়ে।
কেউ যদি কিছু চাহিত,
প্রাণ ধরে দিতে না তো,
তুমি, থাক্‌তে বল্‌তে সব "বাড়ন্ত,"
চক্ষুলজ্জা খেয়ে।
সদাই বল্‌তে আমার অ মার,
আজ কিছুইতো হলো না তোমার,
আহা, কেবল ম'লে পণ দুই চার,
চাবির বোঝা ব'য়ে।
পাগল বলে হরি হরি,
এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি,
তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী,
যাও না দুটো নিয়ে।

(৩৩) সঙ্গীত—ভক্তিহীন বাহ্য-পূজার নিষ্ফলতা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা—

মন যদি তাঁর কর্‌বি সাধনা;
শুধু ঘণ্টা নাড়ায় ঘট্‌বে না।
(সে যে) অন্তরের ধন অন্তরে থাকে,
কেমন করে বাহিরে ভাই পাবিরে তাঁকে,
(খেপা মন পাবিরে তাঁকে)
ও তোর, ফুল বেলের পাত, আর্দ্ধ
চাউল, ঠ'টে কলায় ভুল্‌বে না।
(সে তো) পাটের কাপড়, গয়না চায়
না, মণ্ডা, মিঠাই মেওয়াজাত ভাই
কিছুই খায় না;
(খেপা মন কিছু খায় না)
সে কি অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল রে
যাঁর কৃপায় পূরে কামনা!
গুরুর কৃপায় প্রেম ভক্তির উদয়,
ভক্তি প্রেমের প্রগাঢ়তায় ভাবে উদয়
হয়; (খেপা মন ভাবের উদয় হয়)
সেই মহাভাবের আবির্ভাবে ভাবময়ের
ভজনা। ভক্তিতে ফুল দিতে নাই মানা,
কর্‌ছিস্ পূজা মন কেথা তার নাইকো

ঠিকানা; (খেপা মন নাইকো ঠিকানা)
ভাইরে, ভক্তি বিহীন সাপের মন্ত্র
প'ড়লে কিছু হবে না।
লোক ভুলাতে পারিস্ ছাই মেখে,
ভেবে দেখ্‌রে কেমন ক'রে ভুলাবি তাঁকে
(খেপা মন ভুলাবি তাঁকে)
তোর সহস্রারে বিরাজ করে সাক্ষীরূপে
যে জনা। সোণার পরখ্ করে পোদ্দারে,
জীবের পরখ্ জীবনান্তে জীবেশের দ্বারে;
(খেপা মন জীবেশের দ্বারে)
(ওরে) আসল ভিন্ন সে দরবারে,
মেকি তো ভাই চলে না।
মন আমার কর্ ভক্তি কামনা,
ভক্তিতে হয় মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সূচনা;
(খেপা মন জ্ঞানের সূচনা)
ও ভাই পাগল বলে ভক্তিহীনের
সাধনা বিড়ম্বনা।

ইহা ব্যতীত গুনেক গুলি তত্ত্বরস ও বৈরাগ্য সঙ্গীত বেশ হৃদয়গ্রাহী বোধ হইল। গ্রন্থখানি স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পাঠ্য, গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত, মূল্য চারি আনা। ইহা প্রথম খণ্ড। গ্রন্থকারের নাম নাই, তাহা প্রকাশ করিলে বোধ হয় ইহা আরো আদরের সামগ্রী হইত।

স্বর্ণরেণু।

পৃথিবীতে সকল কার্য্যই কঠিন। সংসার করাও কঠিন, ধর্ম্ম করাও সুকঠিন। যে ভাবে নিজের বলে সংসার সুচারুরূপে চালাইবে সে মূর্খ, যে ভাবে সহজে ধর্ম্ম করিবে সেও মূর্খ।

দুঃখে সহানুভূতি পাইলে দুঃখের বোঝা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। সুখে সহানুভূতি পাইলে একগুণ সুখ দ্বিগুণ হয়।

মানুষের মনের গতির ন্যায় চঞ্চল কিছুই নহে। আজ এক রূপ কাল অন্য রূপ। মহৎ লোকের লক্ষণ এই, তাঁহাদের মনের ভাব শীঘ্র টল মল করে না।

শান্তির ন্যায় আর সুখ নাই, শান্তির ন্যায় মূল্যবান পদার্থও নাই। অশান্তি নরকের অগ্নি স্বরূপ। তাহাতে বল বুদ্ধি স্বাস্থ্য সকলই ক্ষয় করে।

কেহ দূরে থাকিয়াও নিকটে, কেহবা নিকটে থাকিয়াও দূরে। প্রাণের যোগই যথার্থ যোগ।

যথার্থ প্রার্থনা করিতে কে জানে? প্রকৃত প্রার্থনার ন্যায় সুমিষ্ট পদার্থ আর নাই।

এক মুহূর্ত্তের বিরক্তি, রাগ, হিংসা, ঘৃণাসূচক বাক্য বা ব্যবহারে যদি বহু দিনের প্রণয় বন্ধন কাটিয়া যায়, তবে কি প্রেম অপেক্ষা ঘৃণাই নিত্য পদার্থ? কখন না।

PAGE(S) MISSING